



The sweetest Children!
Manmana Bava! Mathyaji Bava!
Daily Murli Bengali
July 2019

"মিষ্টি বাচ্চারা - দেহ- অভিমান হলো আসুরী ক্যারেক্টার (চরিত্র), সেটাকে পরিবর্তন করে দৈবী ক্যারেক্টার্স ধারণ করলে রাবণের জেল থেকে মুক্ত হয়ে যাবে"

প্রশ্ন :- প্রত্যেক আত্মা নিজের পাপ কর্মের সাজা কি ভাবে ভোগ করে, এর থেকে বাঁচার উপায় কি ?

উত্তর :- প্রত্যেকে নিজের পাপের সাজা এক তো গর্ভ জেলে ভোগ করে, দ্বিতীয়তঃ রাবণের জেলে অনেক প্রকারের দুঃখ সহন করে। বাচ্চারা, বাবা এসেছেন তোমাদের এই জেল থেকে মুক্ত করতে। এর থেকে বাঁচার জন্য সিভিলাইন্ড (সুসভ্য) হও ।

ওম্ শান্তি। ড্রামার প্ল্যান অনুসারে বাবা বসে বোঝান। বাবা এসেই রাবণের জেল থেকে মুক্ত করেন, কারণ সব হলো ক্রিমিনাল, পাপ-আত্মা। সমগ্র দুনিয়ার মানুষ মাত্রই ক্রিমিনাল, সেইজন্য রাবণের জেলে আছে। আবার যখন শরীর ত্যাগ করে তখনও গর্ভজেলে যায়। বাবা এসে এই দুই জেল থেকেই মুক্ত করেন, তখন আবার তোমরা অর্ধ-কল্প রাবণের জেলেও না, আর গর্ভ জেলেও যাও না। তোমরা জানো যে বাবা ধীরে ধীরে আমাদের পুরুষার্থ অনুসারে রাবণের জেল আর গর্ভ জেল থেকে মুক্ত করে চলেছেন। বাবা বলছেন রাবণ রাজ্যে তোমরা সবাই হলে ক্রিমিনাল। আবার রাম রাজ্যে সকলে সিভিলাইন্ড বা সুসভ্য হয়। কোনো ভূত বা বিকার প্রবেশ করতে পারে না। দেহের অহংকার এলেই আবার অনেক ভূতের প্রবেশ ঘটে। বাচ্চারা, তোমাদের এখন পুরুষার্থ করে দেহী-অভিমানী হতে হবে। যখন ওইরকম লক্ষ্মী-নারায়ণ হয়ে যাবে তখনই দেবতা বলা যাবে। এখন তো তোমাদের ব্রাহ্মণ বলা হয়। রাবণের জেল থেকে মুক্ত করার জন্য বাবা এসে পড়াশুনাও করান আর যে সকলের ক্যারেক্টার্স খারাপ হয়েছে সেসব শুধরেও দেন। অর্ধ-কল্প থেকে ক্যারেক্টার্স খারাপ হতে হতে খুবই খারাপ হয়ে গেছে। এই সময় হলো তমোপ্রধান ক্যারেক্টার্স। দৈবী আর আসুরী ক্যারেক্টার্স এর মধ্যে একেবারেই দিন-রাত্রির পার্থক্য। বাবা বোঝান এখন পুরুষার্থ করে নিজের দৈবী ক্যারেক্টার্স তৈরী করতে হবে, তবেই আসুরী ক্যারেক্টার্স থেকে মুক্ত হতে থাকবে। আসুরী ক্যারেক্টার্সে নশ্বর ওয়ান হলো দেহ-অভিমান। দেহী-অভিমানীদের ক্যারেক্টার্স কখনো খারাপ হয় না। সমস্ত নির্ভর করে ক্যারেক্টার্স এর উপর। দেবতাদের ক্যারেক্টার কেমন করে খারাপ হয়েছে ? যখন তারা বাম মার্গে যায় বা পাপের পথ নেয় অর্থাৎ বিকারী হয় তখন ক্যারেক্টার্স খারাপ হয়। জগন্নাথের মন্দিরে বাম মার্গের ঐরকম চিত্র দেখিয়েছে। এটা তো বহু বছরের পুরনো মন্দির, ড্রেস ইত্যাদি যা পরিহিত অবস্থায় দেখানো হয়েছে, সেই সব দেবতাদেরই। দেখানো হয় দেবতার কেমন ভাবে বাম মার্গে যায়। এটাই হলো সর্ব প্রথমের ক্রিমিনালিটি। কাম চিতার উপর ওঠে, তারপর রঙ পরিবর্তন করতে করতে একদম কুৎসিত হয়ে যায়। সর্বপ্রথমে গোল্ডেন এজে সম্পূর্ণ সুন্দর, তারপর দুই কলা কম হয়ে যায়। ত্রেতাকে স্বর্গ বলে না, ওটা হলো সেমি স্বর্গ। বাবা বুঝিয়েছেন রাবণের আসাতেই তোমাদের উপর মরচে ধরা শুরু হয়েছে। সম্পূর্ণ ক্রিমিনাল শেষে হও। এখন শতকরা ১০০ ভাগ ক্রিমিনাল বলা হবে। ১০০% ভাইসলেস ছিলে আবার ১০০% ভিসিয়াস বা দুশ্চরিত্র হয়ে যাও । বাবা এখন বলছেন শুধরে যাও, রাবণের এই জেল অনেক বড়। সবাইকে ক্রিমিনালই বলবে। কারণ সবাই তো রাবণ রাজ্যেই আছে। রাম রাজ্য আর রাবণ রাজ্যের কথা তো ওদের জানাই নেই। এখন তোমরা পুরুষার্থ করছ রাম রাজ্যে যাওয়ার জন্য। কেউই তো সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত করেনি। কেউ

ফার্স্ট, কেউ সেকেন্ড, কেউ থার্ডে আছে। এখন বাবা পড়াচ্ছেন, দৈবী গুণ ধারণ করাচ্ছেন। দেহ-অভিমান তো সকলের মধ্যেই আছে। যত বেশী করে তোমরা সার্ভিসে যুক্ত থাকবে ততই দেহ-অভিমান কম হতে থাকবে। সার্ভিস করলেই দেহ-অভিমান কমবে। দেহী-অভিমानी বড়-বড় সার্ভিস করবে। বাবা হলেন দেহী-অভিমानी, তাই কতো ভালো সার্ভিস করেন। সবাইকে ক্রিমিনাল রাবণের জেল থেকে মুক্ত করে সন্নতি প্রাপ্ত করান। ওখানে তো দুটো জেল হবে না। এখানে হলো ডবল জেল (গর্ভ জেল আর অপরাধীদের জেল), সত্যযুগে না আছে কোর্ট, না আছে পাপ আত্মারা, আর রাবণের জেল তো নেই-ই। রাবণের জেল হলো সীমাহীন। সকলে ৫ বিকারের রশিতে বাঁধা হয়ে আছে। অপরমঅপার দুঃখ তাতে। প্রত্যেক দিন এই দুঃখের বৃদ্ধি ঘটছে। সত্যযুগকে বলা হয় গোল্ডেন এজ, ত্রেতাকে সিলভার এজ। সত্যযুগের মতো সুখ ত্রেতাতে হতে পারে না। কারণ আত্মার দুই-কলা কম হয়ে যায়। আত্মার কলা কম হওয়ার কারণে শরীরও সেই রকম হয়ে যায়, তাই এটা বুঝতে হবে যে আমরা বরাবর রাবণের রাজ্যে দেহ-অভিমानी হয়ে পড়েছি। এখন বাবা এসেছেন রাবণের জেল থেকে মুক্ত করতে। অর্ধ কল্পের দেহ অভিমান সরাতে গেলে দেবী তো হবেই। খুব পরিশ্রম করতে হয়। যারা তাড়াতাড়ি দেহ ত্যাগ করেছে তারা আবারও এসে বড় হয়ে কিছু জ্ঞান নিতে পারে। আসতে যতো দেবী হতে থাকবে তো আবার পুরুষার্থ তো করতে পারবে না। যখন কেউ মারা যাবে আর আবার এসে পুরুষার্থ করবে তখনই, যখন তার সব অরগ্যান্স বড় হবে, বুঝদার হবে তখন কিছু করতে পারবে। যারা দেহিতে যাবে তারা তো কিছু শিখতে পারবে না। তারা অতটাই শিখবে, যা শিখে রেখেছিল, সেই জন্য মৃত্যুর আগে পুরুষার্থ করা চাই, যতটা সম্ভব এই পারে আসার প্রচেষ্টা অবশ্যই করবে। এই রকম অবস্থায় অনেকে আসবে। বৃক্ষ বৃদ্ধি পাবে। বোঝান তো খুব সহজ। বস্তুতে বাবার পরিচয় দেওয়ার জন্য, চাক্স খুবই ভালো- ইনি হলেন আমাদের সকলের বাবা, বাবার থেকে তো উত্তরাধিকার অবশ্যই স্বর্গেরই চাই। কতো সহজ। ভিতরে ভিতরে হৃদয় গদগদ হওয়ারই তো কথা - স্বয়ং পরমাত্মা আমাদের পড়ান ! এটা আমাদের এইম অবজেক্ট। আমরা প্রথমে সন্নতিতে ছিলাম, তারপর দুর্গতিতে এসেছি, এখন আবার দুর্গতি থেকে সন্নতিতে যাওয়ার জন্য যেতে হবে। শিববাবা বলেন "মামেকম্" (দেহ সহ দেহের সব সম্বন্ধকে ভুলে) - একমাত্র আমাকে স্মরণ করো, তো তোমাদের জন্ম-জন্মান্তরের পাপ খন্ডিত হবে। বাচ্চারা, তোমরা জানো- যখন দ্বাপরে রাবণ রাজ্য হয় তো পাঁচ বিকার রূপী রাবণ সর্বব্যাপী হয়ে যায়। বিকার যেখানে সর্বব্যাপী হয়ে যায় সেখানে বাবা কীভাবে সর্বব্যাপী হতে পারেন। সব মানুষই পাপ আত্মা হয়। স্বয়ং পরমাত্মা বাবা সামনে রয়েছেন, তাই তো তিনি বলতে পারেন যে, আমি এমন কথা বলিইনি, মানুষ উল্টো বুঝেছে। উল্টো বুঝে, বিকারে নামতে নামতে, ভগবানকে গালি দিতে দিতে ভারতের এই অবস্থা হয়েছে। খ্রীষ্টানরাও জানে যে পাঁচ হাজার বছর পূর্বে ভারত স্বর্গ ছিলো, সবাই সতোপ্রধান ছিলো। ভারতবাসী তো লক্ষ বছর বলে দেয়, কারণ বুদ্ধি তমোপ্রধান হয়ে পড়েছে। সেটা না এতো উঁচু হলো, না অত নীচু হলো। তারা তো মনে করে স্বর্গ বরাবরই ছিলো। বাবা বলেন এটা সঠিক বলা হয় - ৫ হাজার বছর পূর্বেও আমি তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদেরকে রাবণের জেল থেকে মুক্ত করতে এসেছিলাম, এখন আবার মুক্ত করতে এসেছি। অর্ধ কল্প হলো রাম রাজ্য, অর্ধ কল্প হলো রাবণ রাজ্য। বাচ্চারা যখনই সুযোগ পাবে তোমাদের এ বিষয়ে বোঝানো উচিত। বাচ্চারা, বাবাও তোমাদের বোঝান- বাচ্চারা এভাবে-এভাবে বোঝাও। এতো অপরমঅপার দুঃখ হলো কেন? প্রথমে তো অপরম-অপার সুখ ছিলো যখন এই লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্য ছিলো। এরা সর্ব গুণ সম্পন্ন ছিলেন, এখন এই নলেজ হলোই নর থেকে নারায়ণ হওয়ার। এ হল পড়াশুনা, যার দ্বারা দৈবী ক্যারেক্টার্স তৈরী হয়। এই সময় রাবণের রাজ্যে সকলের ক্যারেক্টার্স খারাপ হয়ে আছে। সকলের

ক্যারেক্টার্স শোধন করার জন্য তো এক রাম-ই আছেন। এই সময় কতো ধর্ম আছে, মানুষের কতো বৃদ্ধি হয়েই চলেছে, এরকম ভাবে বৃদ্ধি পেতেই থাকলে তখন খাদ্য কোথা থেকে পাওয়া যাবে ! সত্যযুগে তো এরকম ব্যাপার নেই। সেখানে দুঃখের কোনো ব্যাপারই নেই। এই কলিযুগ হলো দুঃখ-ধাম, সকলেই বিকারী। সেটা হলো সুখধাম, সকলে সম্পূর্ণ নির্বিকারী। বারংবার তাদের এটা বলা দরকার, তবে কিছু বুঝতে পারবে। বাবা বলেন আমি হলাম পতিত-পাবন, আমাকে স্মরণ করলে তোমাদের জন্ম-জন্মান্তরের পাপ খন্ডন হবে। এখন বাবা বলবেন কিভাবে ! অবশ্যই শরীর ধারণ করে বলবেন না ! পতিত-পাবন সকলের সঙ্গতি দাতা হলেন এক বাবা, অবশ্যই তিনি কারোর রথে আসবেন। বাবা বলেন আমি এই রথে আসি, যিনি নিজের জন্মকে জানেন না। বাবা বোঝান এটা ৮৪ জন্মের খেলা, যারা সর্বপ্রথম এসেছিল তারাই আসবে, তাদেরই অনেক জন্ম হবে, তারপর তারা আসবে যাদের কম জন্ম । সবার প্রথমে দেবতার আসবে। বাবা বাচ্চাদের ভাষণ করা শেখাচ্ছেন - এভাবে-এভাবে বোঝানো দরকার। সঠিক ভাবে স্মরণে থাকবে, দেহ-অভিমান না থাকলে ভাষণ ভালো হবে। শিববাবা যে দেহী-অভিমানী। তিনি বাচ্চাদের বলতে থাকেন- বাচ্চারা, দেহী-অভিমানী ভব। কোনো বিকার থাকবে না, ভিতরে কোনো শয়তানী থাকবে না। তোমাদের কাউকেই দুঃখ দিতে নেই, কারোর নিন্দা করতে নেই। তোমাদের বাচ্চাদের কখনো কারোর শোনা কথায় বিশ্বাস করতে নেই। বাবাকে জিজ্ঞাসা করো- ইনি এরকম বলছেন, সত্যি কি ? বাবা বলে দেবেন। নয়তো অনেকে আছে যারা মিথ্যে কথা তৈরী করতে দেরী করে না- অমুকে তোমার উদ্দেশ্যে এরকম-এরকম বলেছে, শুনিয়ে তার মন বিষিয়ে দেবে। বাবা জানেন, এরকম অনেক হয়। উল্টো-পাল্টা কথা শুনে মন খারাপ করে বসে, সেইজন্য কখনোই মিথ্যে কথা শুনে ভিতরে-ভিতরে দন্ধ হতে নেই। জিজ্ঞাসা করো অমুকে আমার প্রতি এরকম বলেছে ? অন্তরে স্বচ্ছতা থাকা চাই। কোনো কোনো বাচ্চা শোনা কথা কানে নিয়েও নিজের মধ্যে শত্রুতা পুষে রাখে। বাবাকে যখন পাওয়া গেছে বাবাকেই জিজ্ঞাসা করা উচিত। ব্রহ্মা বাবার উপরেও অনেকের বিশ্বাস থাকে না। শিববাবাকেও ভুলে যায়। বাবা তো এসেছেন সকলকে উচ্চমানের তৈরী করতে। ভালোবাসার সাথে সমুন্নত করে তোলেন। ঈশ্বরীয় মত নেওয়া চাই। বাবার প্রতি নিশ্চয়ই হয় না, তাই জিজ্ঞাসা করবে না, বাবার রেসপন্সও পাওয়া যাবে না। বাবা যা বোঝান সেটা ধারণ করা উচিত।

তোমরা অর্থাৎ বাচ্চারা শ্রীমতের আধারে বিশ্বে শান্তি স্থাপন করার নিমিত্ত হয়েছে। এক বাবা ব্যাভীত আর কারোর মত উচ্চতমের চেয়েও উচ্চ হতে পারে না। ভগবানের মতই হলো উচ্চতমের চেয়েও উচ্চ। যার দ্বারা কতো উঁচু পদ মর্যাদা পাওয়া যায়। বাবা বলেন নিজের কল্যাণ করে উচ্চ পদ প্রাপ্ত করো, মহারথী হও। পড়াশুনা করলেই না তো কি পদ প্রাপ্ত করবে ? এটা হলো কল্প-কল্পান্তরের ব্যাপার। সত্যযুগে দাস-দাসীরাও নম্বর অনুযায়ী হয়। বাবা তো এসেছেন উচ্চ মানের তৈরী করতে কিন্তু পড়াশুনাই করছে না তো কি পদ প্রাপ্ত করবে। প্রজাতেও তো উঁচু-নীচু পদ হয়ে থাকে, এটা বৃদ্ধি দিয়ে বুঝতে হবে। মানুষ জানতেও পারে না যে আমরা কোথায় চলেছি। উপরে উঠছি না নীচে নেমে যাচ্ছি। বাচ্চারা, বাবা এসে তোমাদের বোঝাচ্ছেন- কোথায় তোমরা গোল্ডেন, সিলভার এজে ছিলে, কোথায় আয়রন এজে এসেছো। এই সময় তো মানুষ, মানুষকে খেয়ে নেয়। এখন এই সব কথা যখন বুঝবে তখন বলবে যে জ্ঞান কাকে বলে। কোনো বাচ্চা এক কানে শুনে দ্বিতীয় কান দিয়ে বের করে দেয়। ভালো ভালো সেন্টারের ভালো ভালো বাচ্চাদেরও ক্রিমিনাল আই থাকে। লাভ, লোকসান, সম্মানের খেয়াল কি আর করে ! মুখ্য ব্যাপার হলো ক্রিমিনাল আই এর। বাবা বোঝান কাম হলো বড় শত্রু, এর উপর বিজয় প্রাপ্ত করার জন্য কতো মাথা ঠোকে। পবিত্রতাই হলো

মুখ্য ব্যাপার। এর উপরেই কতো ঝগড়া হয়। বাবা বলেন কাম হলো বড় শত্রু, এর উপর বিজয় প্রাপ্ত করলে তবে জগত-জিত হবে। দেবতারা যে সম্পূর্ণ নির্বিকারী। যত এগোতে থাকবে ততই বুঝতে পারবে। স্থাপনা তো হবেই। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত।
আম্মাদের পিতা ঔঁনার আম্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার:-

১) কখনোই শোনা কথার উপর বিশ্বাস করে নিজের স্থিতি খারাপ করতে নেই। অন্তঃকরণ স্বচ্ছ রাখতে হবে। মিথ্যে কথা শুনে ভিতরে ভিতরে দক্ষ হতে নেই, ঈশ্বরীয় মত নিতে হবে।

২) দেহী-অভিমানী হওয়ার সম্পূর্ণ পুরুষার্থ করতে হবে, কারোরই নিন্দা করতে নেই। লাভ, লোকসান আর মান-সম্মানকে স্মরণে রেখে ক্রিমিনাল আই-কে শেষ করে দিতে হবে। বাবা যা শোনান তা এক কান দিয়ে শুনে দ্বিতীয় কান দিয়ে বের কোরো না।

বরদান :- নিশ্চয় আর নেশার আধারে প্রত্যেক পরিস্থিতির উপর বিজয় প্রাপ্তকারী সিদ্ধি স্বরূপ ভব যোগ দ্বারা এখন এমনই সিদ্ধি প্রাপ্ত করো যে অপ্রাপ্তিও প্রাপ্তির অনুভব করাবে। নিশ্চয় আর নেশা প্রত্যেক পরিস্থিতিকে বিজয়ী করে তুলবে। যত এগোতে থাকবে এরকমও পেপার আসবে যে শুকনো রুটিও খেতে হতে পারে। কিন্তু নিশ্চয়, নেশা আর যোগের সিদ্ধির শক্তি শুকনো রুটিকেও নরম করে দেয়। দুঃশ্চিন্তায় ফেলে না। তোমরা সিদ্ধি স্বরূপের স্বীয় মর্যাদায় থাকলে কেউই উপদ্রব করতে পারবে না। যে কোনো সাধনই আরামে ব্যবহার করো, কিন্তু তা যেন সময়ে ধোঁকা না দেয়- সেটা চেক করো।

শ্লোগান :- নিমিত্ত হয়ে যথার্থ ভূমিকা পালন করলে সকলের সহযোগিতার সাহায্য প্রাপ্ত করতে থাকবে।

"মিষ্টি বাচ্চারা - ড্রামার যথার্থ জ্ঞানেই তোমরা অচল - অটল এবং একরস থাকতে পারো, মায়ার ঝড় তোমাদের নাড়াতে পারবে না"

প্রশ্ন :-- বাচ্চারা, দেবতাদের কোন্ মুখ্য গুণ তোমাদের মধ্যে দেখতে পাওয়া উচিত ?

উত্তর :-- প্রফুল্ল থাকা । দেবতাদের সর্বদা হাসিমুখে আনন্দিত দেখানো হয় । বাচ্চারা, তেমন তোমাদেরও সদা প্রফুল্ল থাকতে হবে, যাই হোক না কেন, তোমরা হাসিখুশী থাকো । কখনোই উদাস হওয়া বা ক্রোধ আসা উচিত নয় । বাবা যেমন তোমাদের ঠিক বা ভুল কি, তা বুঝিয়ে বলেন, কখনোই রাগ করেন না, উদাস হন না, বাচ্চারা, তেমন তোমরাও উদাস হবে না ।

ওম্ শান্তি । এই অসীম জগতের বাচ্চাদের অসীম জগতের বাবা বোঝাচ্ছেন । লৌকিক বাবা তো এমন কথা বলবেন না । তাদের তো খুব বেশী ৫ - ৭ টি বাচ্চা থাকে । এই যে সমস্ত আত্মারা, তারা নিজেদের মধ্যে হল ভাই - ভাই । এদের সকলের অবশ্যই একজন বাবা থাকবেন । এমন বলাও হয় যে, আমরা সব ভাই - ভাই । এ কথা সবার জন্য বলা হয় । যেই আসবে, তাকে বলা হবে, আমরা সব ভাই - ভাই । এই ড্রামার বাঁধনে তো সবাই আবদ্ধ, যেই ড্রামাকে কেউই জানে না । এই না জানাও এই ড্রামাতেই লিপিবদ্ধ আছে, যা একমাত্র বাবা এসেই শোনান। কথা ইত্যাদি যখন বসে শোনানো হয় তখন বলা হয় ---পরমপিতা পরমাত্মায়ে নমঃ । এখন তিনি কে - এ কথা কেউই জানে না । মানুষ বলে থাকে, ব্রহ্মা দেবতা, বিষ্ণু দেবতা, শঙ্কর দেবতা, কিন্তু বুঝে কেউই বলে না । বাস্তবে ব্রহ্মাকে দেবতা বলা হবে না । দেবতা বিষ্ণুকে বলা হয় । ব্রহ্মার কথা কেউই জানে না । বিষ্ণু দেবতা ঠিক আছে, শঙ্করের তো কিছুই পাট নেই । তাঁর তো কোনো বায়োগ্রাফি নেই, শিববাবার তো বায়োগ্রাফি আছে । তিনি আসনেই পতিতদের পবিত্র বানাতে আর নতুন দুনিয়া স্থাপন করতে । এখন এক আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্মের স্থাপনা আর সব ধর্মের বিনাশ হবে । তাহলে সকলে কোথায় যাবে ? শান্তিধাম । সকলের শরীরই তো বিনাশ হতে হবে । নতুন দুনিয়াতে কেবল তোমরা থাকবে । মুখ্য ধর্ম যা, তা তোমরাই জানো । সকলের নাম তো নেওয়া সম্ভব নয় । ছোটো - ছোটো ডালপালা তো অনেকই আছে । প্রথমে তো দেবী - দেবতা ধর্ম, তারপর ইসলামী । এই কথা এক তোমরা বাচ্চারা ছাড়া আর কারোর বুদ্ধিতে নেই । এখন সেই আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্ম প্রায় লোপ হয়ে গেছে, তাই (কলকাতার শিবপুর বোটানিকল গার্ডেনের) বটগাছের উদাহরণ দেওয়া হয় । সম্পূর্ণ গাছটি দাঁড়িয়ে আছে । মূল নেই । এই বটগাছটির বয়স অনেক। আর সবথেকে বেশী আয়ু আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্মের । এই ধর্ম যখন প্রায় লোপ হয়ে যায় তখন বাবা এসে বলেন, এখন এক ধর্মের স্থাপনা আর অনেক ধর্মের বিনাশ হতে হবে, এইজন্য ত্রিমূর্তিও বানানো হয়েছে কিন্তু তার অর্থ বুঝতে পারে না । বাচ্চারা তোমরা জানো যে, উঁচুর থেকে উঁচু হলেন ভগবান, এরপর ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শঙ্কর, এরপর যখন সৃষ্টিতে আসে তখন দেবী দেবতা ছাড়া অন্য কোনো ধর্ম থাকে না । ভক্তি মার্গও এই ড্রামাতেই লিপিবদ্ধ আছে । প্রথমে শিবের ভক্তি করা হতো তারপর দেবতাদের । এ তো ভারতেরই কথা । বাকিরা তো বুঝতে পারে যে, আমাদের ধর্ম, মঠ, পথ কবে স্থাপন হয় । আর্যরা যেমন বলে, আমরা অনেক পুরানো । বাস্তবে সবথেকে পুরানো হলো আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্ম । তোমরা যখন কল্প বৃক্ষ সম্বন্ধে বোঝাও তখন নিজেরাই বুঝতে পারে, আমাদের ধর্ম অমুক সময় আসবে । সবাই

যে অনাদি - অবিনাশী পাট পেয়েছে, তা তো করতেই হবে, এতে কারোর দোষ বা ভুল বলা যাবে না । এ তো কেবল বোঝানো হয় যে পাপ আত্মা কেন হয়েছে । মানুষ বলবে, আমরা সব অসীম জগতের বাবার সন্তান, তাহলে সব ভাইরা কেন সত্যযুগে নেই ? তাদের তো ড্রামাতে তখন পাটই নেই । এই অনাদি ড্রামা বানানো আছে, এতে দৃঢ় বিশ্বাস রাখো, আর কোনো কথা বোলো না । তোমাদের চক্রও দেখানো হয়েছে যে, কিভাবে তা ঘোরে । কল্প বৃক্ষের চিত্রও আছে কিন্তু এ কথা কেউই জানে না যে এর আয়ু কত । বাবা কারোর নিন্দা করেন না । এ কথা তো বোঝানো হয়, তোমাদেরও এই কথা বোঝানো হয় যে, তোমরা কত পবিত্র ছিলে, এখন পতিত হয়েছে তাই ডাকতে থাকো -- হে পতিত পবন, এসো । প্রথমে তো তোমাদের সবাইকে পবিত্র হতে হবে । তারপর নশ্বরের ক্রমানুসারে অভিনয় করতে আসতে হবে । আত্মারা সকলেই উপরে থাকে । বাবাও উপরে থাকেন, তারপর তাঁকে সবাই ডাকে যে, এসো । এমনিতে তিনি ডাকলে আসেন না । বাবা বলেন যে, ড্রামাতে আমার পাটও লিপিবদ্ধ আছে । লৌকিক ড্রামাতে যেমন বড় - বড় প্রধান অভিনেতাদের পাট থাকে, এ হলো তেমন অবিনাশী ড্রামা । সবাই এই নাটকের বন্ধনে আবদ্ধ, এর অর্থ এই নয় যে, সবাই সূতোতে বাঁধা । তা নয় । এ কথা বাবা বোঝান । সেটা হলো জড় বৃক্ষ । বীজ যদি চৈতন্য হতো, তখন সে জানতো যে, কিভাবে এই বৃক্ষ বড় হবে আর ফল দেবে। মনুষ্য সৃষ্টি রূপী বৃক্ষের এ হলো চৈতন্য বীজ, একে উল্টো বৃক্ষ বলা হয় । বাবা তো হলেন পূর্ণ জ্ঞানী (নলেজফুল) তাঁর এই বৃক্ষের পূর্ণ জ্ঞান আছে । এ হলো সেই গীতার জ্ঞান । নতুন কোনো কথা নয় । এখানে বাবা কোনো শ্লোক ইত্যাদি উচ্চারণ করেন না । ওরা তো গ্রন্থ পাঠ করে তারপর তার অর্থ বসে বোঝায় । বাবা বোঝান যে, এ হলো পড়া, এখানে শ্লোক ইত্যাদির দরকার নেই । দুনিয়ার ওই শাস্ত্রের পাঠে কোনো এইম অবজেক্ট বা লক্ষ্য নেই । এমন বলাও হয়ে থাকে যে, জ্ঞান - ভক্তি এবং বৈরাগ্য । এই পুরানো দুনিয়ার বিনাশ হয়ে যাবে । সন্ন্যাসীদের হলো সীমিত জগতের (হদের) বৈরাগ্য আর তোমাদের হলো অসীম জগতের (বেহদের) বৈরাগ্য । শঙ্করাচার্য যখন আসেন, তখন তিনি শেখান সংসারের থেকে বৈরাগ্য । তিনিও শুরুতে শাস্ত্র ইত্যাদি শেখাতেন না । যখন অনেক বৃদ্ধি হতে শুরু করে তখনই তিনি শাস্ত্র লিখতে শুরু করেন । প্রথমে ধর্মস্থাপক একজনই হন, তারপর ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেতে থাকে । তোমাদের এও বোঝাতে হবে । এই সৃষ্টিতে প্রথমে কোন ধর্ম ছিলো । এখন তো এখানে অনেক ধর্ম । আগে আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্ম ছিলো, যাকে স্বর্গ বলা হয় । বাচ্চারা, তোমরা রচয়িতা আর রচনাকে জানার কারণে আস্থিক হয়ে যাও । নাস্তিক হলে কতো দুঃখ হয়, মানুষ অনাথ হয়ে যায়, নিজেদের মধ্যে লড়াই - ঝগড়া করতে থাকে । বলা হয়, তোমরা ক্রমাগত নিজেদের মধ্যে লড়াই - ঝগড়া করছো, তোমাদের কি কোনো মালিক নেই ? এই সময় সকলেই অনাথ হয়ে যায় । নতুন দুনিয়াতে পবিত্রতা, সুখ, শান্তি সব ছিলো, সেখানে অপার সুখ ছিলো । এখানে আছে অপরমপার দুঃখ । সে হলো সত্যযুগের আর এ হলো কলিযুগের - তোমাদের হলো এখন পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগ । এই পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগ একটাই হয় । সত্যযুগ আর ত্রেতার সঙ্গমকে পুরুষোত্তম বলা হবে না । এখানে থাকে অসুর আর ওখানে থাকে দেবতারা । তোমরা জানো যে, এ হলো রাবণ রাজ্য । রাবণের উপর গাধার মাথা দেখানো হয় । গাধাকে যতই পরিষ্কার করে তার উপর কাপড় রাখো না কেন, গাধা আবার মাটিতে গড়াগড়ি খেয়ে সব নোংরা করে দেয় । বাবা তোমাদের দেহ রূপী বস্ত্র স্বচ্ছ ফুলের মতো সুন্দর করেন, তারপর তোমরা রাবণ রাজ্যে ঘুরতে ঘুরতে অপবিত্র হয়ে যাও । তোমাদের আত্মা আর শরীর দুইই অপবিত্র হয়ে যায় । বাবা বলেন, তোমরা সমস্ত শৃঙ্গার হারিয়ে ফেলেছো । বাবাকে পতিত পাবন বলা হয়,

তোমরা ভর্তি সভায় বলতে পারো যে, আমরা স্বর্ণ যুগে কতো সুসজ্জিত ছিলাম, আমাদের এক নম্বর রাজ্য - ভাগ্য ছিলো । তারপর মায়া রূপী ধুলোয় গড়াগড়ি খেয়ে ময়লা হয়ে গিয়েছি ।

বাবা বলেন, এ হলো অন্ধকার নগরী । মানুষ ভগবানকে সর্বব্যাপী বলে দিয়েছে, যা কিছুই হয়েছে তা হুবহু রিপিট হবে, এতে বিভ্রান্ত হওয়ার কোনো দরকার নেই । পাঁচ হাজার বছরে কতো মিনিট, ঘন্টা, সেকেন্ড, এক বাচ্চা এর হিসেব বের করে সব ধর্মের লোকেদের কাছে পাঠিয়েছিলো, এতেও বুদ্ধি ব্যর্থ করেছিলো । বাবা তো এমনই বুঝিয়ে বলেন যে, দুনিয়া কিভাবে চলে ।

প্রজাপিতা ব্রহ্মা হলেন গ্রেট - গ্রেট গ্র্যান্ড ফাদার । তাঁর কাজ কেউই জানে না । তারা অনেক বড় বড় রূপ তৈরী করেছিলো কিন্তু প্রজাপিতা ব্রহ্মাকেই সরিয়ে দিয়েছে । বাবা আর ব্রাহ্মণদের যথার্থভাবে জানেই না । তাঁকে বলা হয় আদিদেব । বাবা বোঝান যে, আমি এই বৃক্ষের চৈতন্য বীজরূপ । এ হলো উল্টো বৃক্ষ । যে বাবা সত্য, চৈতন্য, জ্ঞানের সাগর, তাঁরই মহিমা করা হয় । আত্মা না থাকলে মানুষ চলতে - ফিরতেই পারবে না । গর্ভেও ৫ - ৬ মাস পর আত্মা প্রবেশ করে । এই নাটক ও পূর্ব থেকেই বানানো রয়েছে । এরপর আত্মা যখন শরীর থেকে বের হয়ে যায়, তখন সব শেষ । বাবাই এসে আমাদের অনুভব করান যে, আত্মা অবিনাশী, আত্মাই অভিনয় করে । আত্মা এতো ছোটো বিন্দু কিন্তু তার মধ্যেই অবিনাশী পার্ট ভরা আছে । পরমপিতাও হলেন আত্মা, তাঁকে জ্ঞানের সাগর বলা হয় । তিনিই আত্মার অনুভব করান । ওরা তো কেবল বলে দেয়, পরমাত্মা সর্বশক্তিমান, হাজার সূর্যের থেকেও তেজোময় কিন্তু কিছুই বোঝে না । বাবা বলেন যে, এ সবই ভক্তি মার্গে বর্ণনা করা হয়েছে আর শাস্ত্রে লিখে দেওয়া হয়েছে । অর্জুনের যখন সাক্ষাৎকার হয়েছিলো তখন বলেছিলো, আমি এতো তেজ সহ্য করতে পারছি না, তাই সেই কথাই মানুষের বুদ্ধিতে বসে গেছে । এতো তেজোময় যদি কারোর ভিতরে প্রবেশ করে তবে বিস্ফোরণ ঘটে যাবে । জ্ঞান তো নেই, তাই না । তাই তারা মনে করে পরমাত্মা হাজার সূর্যের থেকেও তেজোময়, আমরা তাঁর সাক্ষাৎকার চাই । ভক্তির ভাবনা ভিতরে বসে আছে, তাই তাদের তেমন সাক্ষাৎকারও হয় । যজ্ঞের শুরুর দিকে তোমাদের মধ্যেও এমন অনেকে সাক্ষাৎকার করতো, চোখ লাল হয়ে যেতো । সাক্ষাৎকার করেছিলো তাই তারা এমন বলছে । এ সবই হলো ভক্তিমার্গের কথা । তাই এই সবই বাবা বুঝিয়ে বলেন, এতে গ্লানি করার মতো কোনো কথা নেই । বাচ্চাদের সর্বদা প্রফুল্ল থাকতে হবে । এই নাটক তো পূর্ব থেকেই বানানো রয়েছে । আমাকে এতো গালি দেয়, তবুও আমি কি করি ? ক্রোধ আসে কি ! আমি বুঝতে পারি যে, ড্রামা অনুসারে এরা সবাই ভক্তি মার্গে আটকে আছে । এখানে অখুশি হওয়ার কোনো কথাই নেই । ড্রামা এমনই বানানো আছে । আমাকে খুব ভালোবেসে বোঝাতে হয় । বেচারী অজ্ঞান - অন্ধকারে রয়েছে, না বুঝলে দয়াও হয় । তোমাদের সর্বদা হাসিমুখে থাকা উচিত । এই বেচারারা স্বর্গের দ্বারে আসতে পারবে না, এরা সবাই শান্তিধামে যাবে । সকলে তো শান্তিই চায় । বাবাই সঠিক কথা বুঝিয়ে বলেন । এখন তোমরা জানো যে, এই খেলা সম্পূর্ণ বানানো । এই ড্রামাতে প্রত্যেকেই পার্ট পেয়েছে, এতে অনেক অচল এবং স্থির বুদ্ধির প্রয়োজন । যতক্ষণ না অচল, অটল, একরস অবস্থা না হবে ততক্ষণ পুরুষার্থ কিভাবে করবে ? যাই হোক না কেন, ঝড়ও যদি আসে তবুও তোমাদের স্থির থাকতে হবে । মায়ার ঝড় তো অনেকই আসবে এমনকি শেষ পর্যন্ত আসবে । তোমাদের অবস্থা মজবুত হওয়া চাই । এই হলো গুপ্ত পরিশ্রম । কোনো কোনো বাচ্চা পরিশ্রম করে ঝড়কে উড়িয়ে দিতে থাকে । যে যত বাবার কাছাকাছি থাকবে সে তত উঁচু পদ পাবে । রাজধানীতে তো অনেক পদই আছে ।

সবথেকে সুন্দর চিত্র হলো ত্রিমূর্তি, গোলা, আর ঝাড় (কল্প বৃক্ষ) । এগুলো শুরুর দিকে বানানো হয়েছিলো । বিদেশে সেবার জন্যও এই দুটি চিত্র নিয়ে যেতে হবে । এগুলো দেখেই ওরা খুব ভালোভাবে বুঝতে পারবে । ধীরে ধীরে বাবা যেমন চান যে, এই চিত্র কাপড়ের উপর হোক, তাও তৈরী হতে থাকবে । তোমরা বোঝাবে যে, কিভাবে এই স্থাপনা হচ্ছে । তোমরাও যদি এই কথা বুঝতে পারো তাহলে নিজের ধর্মে উঁচু পদ পাবে । খ্রীষ্টান ধর্মে তোমরা যদি উঁচু পদ পেতে চাও তাহলে খুব ভালো করে বোঝো । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের বাবা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদের জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :--

১) এই পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগে পবিত্র হয়ে নিজের শৃঙ্গার করতে হবে । কখনোই মায়ার ধুলোয় গড়াগড়ি খেয়ে শৃঙ্গার নষ্ট করে ফেলো না ।

২) এই ড্রামাকে যথার্থ ভাবে বুঝে নিজের অবস্থা অচল, অটল এবং স্থির বানাতে হবে । কখনোই ঝিমিয়ে যাবে না, সর্বদা প্রফুল্ল থাকতে হবে ।

বরদান :-- সঙ্কল্প, বাণী এবং কর্মের ব্যর্থকে সমর্থ পরিবর্তনকারী হোলিহংস ভব

হোলিহংসের অর্থ হলো -- সঙ্কল্প, বাণী এবং কর্মের ব্যর্থকে সমর্থ পরিবর্তনকারী, কেননা ব্যর্থ হলো পাথরের মতো, পাথরের কোনো মূল্য থাকে না, রক্তের মূল্য হয় । হোলিহংস তৎক্ষণাৎ পরখ করে নিতে পারে যে, এটা কাজের জিনিস আর এটা কাজের নয় । কর্ম করতে করতে এই স্মৃতি যেন সর্বদা স্মরণে থাকে যে, আমরা রাজযোগী। জ্ঞানী আত্মারা নেতৃত্ব এবং নিয়ন্ত্রণের শক্তি সম্পন্ন। তাহলে ব্যর্থ আসতে পারবে না । এই স্মৃতিই তোমাদের হোলিহংস বানিয়ে দেবে ।

স্লোগান :-- যিনি নিজেকে স্বয়ং এই দেহ রূপী বাড়ীতে অতিথি মনে করেন, তিনিই নির্মোহী থাকতে পারেন ।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- এই শরীরটি না দেখে আত্মাকে দেখো, নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে আত্মার সঙ্গে কথা বলো, এই রূপ স্থিতিতে স্থির হতে হবে, এইটিই হল সবচেয়ে উঁচু লক্ষ্য"

প্রশ্ন :- তোমরা আত্মারূপী বাচ্চারা বাবার সঙ্গে উপরে (পরমধাম ঘরে) কবে যাবে ?

উত্তর :- যখন একটুও অপবিত্রতা থাকবে না। বাবা যেমন পবিত্র তোমরাও যখন পবিত্র হবে তখন উপরে যেতে পারবে। এখন তোমরা বাচ্চারা বাবার সামনে রয়েছ। জ্ঞান সাগরের কাছে জ্ঞান শুনে শুনে যখন পূর্ণ হয়ে যাবে, বাবাকে নলেজ (জ্ঞান) শূন্য করে দেবে তখন তিনিও শান্ত হয়ে যাবেন এবং তোমরা বাচ্চারাও শান্তিধামে চলে যাবে। সেখানে জ্ঞান বর্ষণ বন্ধ হয়ে যায়। সব কিছু দান করার পরে পুনরায় তাঁর পার্ট হয়ে যায় সাইলেন্সের।

ওম্ শান্তি । শিব ভগবানুবাচ। যখন শিব ভগবানুবাচ বলা হয় তখন বুঝে নেওয়া উচিত - একমাত্র শিব হলেন ভগবান বা পরমপিতা। তাঁকেই তোমরা আত্মারূপী বাচ্চারা স্মরণ কর। পরিচয় প্রাপ্ত করেছ রচয়িতা পিতার কাছে। সে তো অবশ্যই সবাই নম্বর অনুযায়ী পুরুষার্থ অনুসারে স্মরণ করবে। সবাই একরস ভাবে স্মরণ করবে না। এই কথাটি খুবই সূক্ষ্ম। নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে অন্যদেরও আত্মা ভেবে চলা, এই অবস্থায় স্থির হতে সময় লাগে। ঐ মানুষ গুলো তো কিছু জানে না। না জানার দরুন সর্বব্যাপী বলে দিয়েছে। যেরকম তোমরা বাচ্চারা নিজেকে আত্মা নিশ্চয় কর, বাবাকে স্মরণ কর, তেমন করে অন্য কেউ স্মরণ করতে পারে না হয়তো। কোনও আত্মার বাবার সঙ্গে যোগ নেই। এইসব কথা গুলি খুবই সূক্ষ্ম, মিহি। নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে বাবাকে স্মরণ করতে হবে। বলাও হয় আমরা আত্মা রূপে ভাই-ভাই, তাই আত্মাকেই দেখা উচিত। শরীর দেখা উচিত নয়। এ হল সবচেয়ে উঁচু লক্ষ্য। অনেকে এমনও আছে যারা বাবাকে কখনও স্মরণ করে না। আত্মায় ময়লা জমেছে। মুখ্য কথা আত্মাকে নিয়েই। আত্মা-ই এখন তমোপ্রধান হয়েছে, পূর্বে যা সতোপ্রধান ছিল - এই জ্ঞান আত্মায় নিহিত আছে। জ্ঞানের সাগর হলেন পরমাত্মা। তোমরা নিজেদের জ্ঞানের সাগর বলবে না। তোমরা জানো আমাদের বাবার কাছে সম্পূর্ণ জ্ঞান প্রাপ্ত করার আছে। তিনি নিজের কাছে রেখে কি করবেন। অবিনাশী জ্ঞান রঞ্জের ধন তো বাচ্চাদেরকেই দিতে হবে। বাচ্চারা নম্বর অনুসারে পুরুষার্থ অনুযায়ী পদক্ষেপ নেবে। যারা বুদ্ধিতে বেশি জ্ঞান ধারণ করবে তারা ভালো সার্ভিসও করতে পারবে। বাবাকে জ্ঞানের সাগর বলা হয়। তিনিও আত্মা, তোমরাও আত্মা। তোমরা আত্মারা সম্পূর্ণ জ্ঞান অর্জন কর। যেমন তিনি হলেন এভার পিওর (সদা পবিত্র), তোমরাও সদা পবিত্র হবে। তারপরে যখন অপবিত্রতা একটুও থাকবে না তখন উপরে চলে যাবে। বাবা স্মরণের যাত্রা করার যুক্তি শেখান। এই কথা তো জানো সারা দিন বাবার স্মরণ থাকে না। এখানে বাবা বাচ্চাদের অর্থাৎ তোমাদের সম্মুখে বসে বোঝান, অন্য বাচ্চারা তো সম্মুখে শোনে না। মুরলি পাঠ করে। এখানে তোমরা সম্মুখে আছো। নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে বাবাকে স্মরণ করো এবং জ্ঞানও ধারণ করো। আমাদের বাবার মতন সম্পূর্ণ জ্ঞান সাগর হতে হবে। পুরো জ্ঞান বুদ্ধিতে ধারণ করে নিলে তো বাবাকে জ্ঞান শূন্য করে দেবে, তিনি তখন শান্ত হয়ে যাবেন। এমন নয় তাঁর অন্তরে জ্ঞান টিপ টিপ করবে। সব কিছু দান করে দিলে তখন তাঁর পার্ট হয়ে যাবে সাইলেন্সের। যেমন তোমরা সাইলেন্সে থাকলে তোমাদের জ্ঞান বাইরে বেরিয়ে আসে না। এই কথাও বাবা বুঝিয়েছেন আত্মা সংস্কার নিয়ে যায়। যদি কোনও সন্ন্যাসীর আত্মা হবে তো বাল্যকাল থেকেই

তার শাস্ত্র মুখস্থ হয়ে যাবে। তখন তার খুব সুনাম হবে। এখন তোমরা এসেছ নতুন দুনিয়ায় যাওয়ার জন্যে। সেখানে তো জ্ঞানের সংস্কার নিয়ে যেতে পারবে না। এই সংস্কার সব মার্জ হয়ে যায়। বাকি আত্মাদের নিজের নিজের সিটে বসতে হবে নশ্বর অনুযায়ী পুরুষার্থ অনুসারে। তারপরে তোমাদের শরীরের আধারে নামকরণ হয়। শিববাবা তো হলেন নিরাকার। তিনি বলেন আমি এই দেহের অর্গান লোন হিসেবে নিয়েছি। তিনি তো শুধু জ্ঞান শোনাতে আসেন। তিনি জ্ঞান শোনে না, কারণ তিনি তো নিজেই হলেন জ্ঞানের সাগর, তাইনা। শুধু মুখ দিয়ে তিনি মুখ্য কাজটি করেন। আসেন শুধুমাত্র পথ বলে দিতে। তিনি শুনে কি করবেন। তিনি সর্বদা শোনান যে এমন এমন করো। সম্পূর্ণ কল্পবৃক্ষের রহস্য বলে দেন। বাচ্চারা, তোমাদের বুদ্ধিতে আছে যে নতুন দুনিয়া তো খুব ছোট হবে। এই পুরানো দুনিয়া তো কত বড়। পুরো দুনিয়ায় কত লাইট জ্বলে। লাইট দিয়ে কত কি হয়। সেখানে তো দুনিয়াও ছোট হবে, লাইটও কম থাকবে। যেন একটি ছোট গ্রাম। এখন তো কত বড় বড় গ্রাম আছে। সেখানে এতখানি থাকবে না। কয়েকটি মুখ্য মুখ্য রাস্তা থাকবে। ৫-টি তন্ত্রও সেখানে সতোপ্রধান হবে। কখনও চঞ্চল হবে না। সুখধাম বলা হয়। তার নামই হল হেভেন বা স্বর্গ। ভবিষ্যতে তোমরা যত কাছে যেতে থাকবে তত বৃদ্ধি হতে থাকবে। বাবাও সাক্ষাৎকার করাতে থাকেন। তখন সেই সময় যুদ্ধে সৈন্য বাহিনী বা প্লেন ইত্যাদির প্রয়োজন থাকবে না। তারা তো বলে আমরা এখানে বসে সবাইকে শেষ করতে পারি। তখন এই প্লেন ইত্যাদি কিছুই কাজে লাগবে না। তখন এই চাঁদে বা অন্য গ্রহ ইত্যাদিতে প্লট দেখতেও যাবে না। এইসবই হল বিজ্ঞানের অহংকার। কত শো করছে তারা। জ্ঞানে কত সাইলেন্স আছে একেই ঈশ্বরীয় দান বলা হয়। বিজ্ঞানে শুধু হাস্যামা হয়। তারা শান্তি কি তা জানে না।

তোমরা বুঝেছ বিশ্বে শান্তি তো নতুন দুনিয়ায় ছিল, ওটি হল সুখধাম। এখন তো দুঃখ অশান্তি আছে। এই কথাও বোঝাতে হবে তোমরা শান্তি চাও, কখনও অশান্তি হবেই না, সে তো আছে শান্তিধাম ও সুখধামে। স্বর্গ তো সবাই চায়। ভারতবাসী-ই বৈকুণ্ঠ বা স্বর্গ-কে স্মরণ করে। অন্য ধর্মের মানুষ স্বর্গ-কে স্মরণ করে না। তারা শুধু শান্তিকে স্মরণ করবে। সুখকে তো স্মরণ করতে পারবে না। নিয়মেই নেই। সুখকে তো তোমরাই স্মরণ কর, তাই তো আহ্বান কর - আমাদের দুঃখ থেকে উদ্ধার করুন। আত্মারা হল আসলে শান্তিধামের বাসিন্দা। এই কথাও কেউ জানে না। বাবা বোঝান তোমরা অবুঝ ছিলে। অবোধ বা অবুঝ কবে হয়েছে ? ১৬ কলা থেকে ১২-১৪ কলায় যবে থেকে পরিণত হও, অর্থাৎ অবুঝ হয়ে যাও। এখন কোনও কলা নেই। মানুষ কনফারেন্স করতে থাকে। নারীদের দুঃখ কেন হয় ? আরে, সম্পূর্ণ দুনিয়াটাই তো দুঃখে আছে। অসীম দুঃখ আছে। এবারে বিশ্বে শান্তি হবে কিভাবে ? এখন তো অসংখ্য ধর্ম আছে। সম্পূর্ণ বিশ্বে শান্তি তো এখন হতে পারবে না। সুখ-কে তো জানেই না। তোমরা কন্যারা বসে বোঝাবে এই দুনিয়ায় অনেক প্রকারের দুঃখ আছে, অশান্তি আছে ! আমরা আত্মারা যেখান থেকে এসেছি, সেটি হল শান্তিধাম এবং যেখানে এই আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম ছিল, সেটি হল সুখধাম। আদি সনাতন হিন্দু ধর্ম বলা হবে না। আদি অর্থাৎ প্রাচীন। সেইটি তো ছিল সত্যযুগে। সেই সময় সবাই ছিল পবিত্র। সেটি হল নির্বিকারী দুনিয়া, বিকারের নামও থাকে না। তক্ষাৎ আছে, তাইনা। সর্ব প্রথমে নির্বিকারী অবস্থা চাই তাইনা, সেইজন্যে বাবা বলেন মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা, কাম বিকারকে জয় করো। নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করো। এখন আত্মা হল অপবিত্র, আত্মায় খাদ পড়েছে তাই গহনাও (শরীর) এমন তৈরি হয়েছে। আত্মা পবিত্র হলে গহনাও পবিত্র হবে, স্বর্গকে ভাইসলেস ওয়ার্ল্ড অর্থাৎ নির্বিকারী দুনিয়া বলা হয়। বট বৃক্ষের দৃষ্টান্ত (শিবপুরের) তোমরা দিতে পারো। সম্পূর্ণ বৃক্ষটি দাঁড়িয়ে আছে, ফাউন্ডেশন অর্থাৎ

শেকড় নেই। এই আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম নেই অন্য সব ধর্ম দাঁড়িয়ে আছে। সবাই হল অপবিত্র, এদের মানুষ বলা হয়। তাঁরা হলেন দেবতা। আমি মানুষদের দেবতায় পরিণত করতে এসেছি। ৮৪-টি জন্ম মানুষেরই হয়। সিঁড়ির চিত্র দেখাতে হবে যে তমোপ্রধান হলে হিন্দু বলা হয়। দেবতা বলতে পারে না। কারণ পতিত হয়েছে। ড্রামাতে এই রহস্যটি রয়েছে, তাইনা। না হলে হিন্দু কোনও ধর্ম নয়। আদি সনাতন আমরা-ই দেবী-দেবতা ছিলাম। ভারত পবিত্র ছিল, এখন অপবিত্র হয়েছে। তাই নিজেদের হিন্দু বলে দিয়েছে। হিন্দু ধর্ম তো কেউ স্থাপন করেনি। এই কথাটি বাচ্চাদের ভালো ভাবে ধারণ করে বোঝাতে হবে। আজকাল তো এত সময় দেওয়া হয় না। কম পক্ষে আধ ঘন্টা সময় দিলে তো পয়েন্ট শোনানো যায়। পয়েন্ট তো অনেক আছে। তার মধ্যেও প্রধান প্রধান পয়েন্ট শোনানো হয়। পড়াশোনায় যেমন ভাবে পড়তে পড়তে এগিয়ে যেতে থাকে তখন হালকা পয়েন্ট অল্ফ-বে ইত্যাদি স্মরণে থাকে না। সেসব বিস্মৃত হয়ে যায়। তোমাদেরও বলা হয় এখন তোমাদের জ্ঞান বদল হয়েছে। আরে, পড়াশোনাতে যত উপরে যাবে প্রথম পাঠ তো ভুলেই যাবে তাইনা। বাবাও আমাদের প্রতিদিন নতুন নতুন কথা শোনান। প্রথমে পড়াশোনা হালকা ছিল, এখন বাবা গুহ্য গুহ্য কথা শোনাতে থাকেন। তিনি হলেন জ্ঞানের সাগর, তাইনা। জ্ঞান শোনাতে শোনাতে পরে দুটি শব্দ বলে দেন, অল্ফকে বুঝলেই যথেষ্ট। অল্ফ-কে (পিতাকে) জানলে বে অর্থাৎ বাদশাহীর (রাজত্বের) কথা তো জেনেই নেবে। এতটুকু বোঝালেও ঠিক আছে। যারা বেশি জ্ঞান ধারণ করতে পারবে না তারা উঁচু পদের অধিকারীও হতে পারবে না। পাস উইথ অনার হতে পারবে না। কর্মভীত অবস্থাও প্রাপ্ত করতে পারবে না, এতেই খুব পরিশ্রম চাই। স্মরণেও পরিশ্রম আছে। জ্ঞান ধারণ করারও পরিশ্রম আছে। দুটো তেই দক্ষ হয়ে যাবে তাও তো সম্ভব নয়। রাজধানী স্থাপন হচ্ছে। সবাই নর থেকে নারায়ণ কিভাবে হবে। এই গীতা পাঠশালার মুখ্য উদ্দেশ্য হলই এই নর থেকে নারায়ণ হওয়া। সংসঙ্গে যেটা শোনানো হয়, সেটাও গীতা জ্ঞান। সে জ্ঞানও কে প্রদান করছেন, এই কথা তোমরা ছাড়া কেউ জানেই না। এখন হল কবর খানা (কবরস্থান) পরে পরিস্থান হবে।

এখন তোমাদের জ্ঞান চিতায় বসে পূজারী থেকে পূজ্য অবশ্যই হতে হবে। বিজ্ঞানীরা কত দক্ষ হয়ে উঠছে। আবিষ্কার (ইনভেনশন) করতেই থাকছে। ভারতবাসী প্রতিটি কথায় এমন বুদ্ধি যুক্ত শিক্ষা সব এখান থেকেই নিয়ে আসে। তারা শেষ সময়ে এসে এত জ্ঞান অর্জন করবে না। কিন্তু স্বর্গে এসে এই ইঞ্জিনিয়ারিং ইত্যাদির কাজ করবে। রাজা-রানী তো হতে পারবে না, রাজা-রানীর সামনে সার্ভিস করবে। এমন এমন আবিষ্কার করতে থাকবে। রাজা-রানী হয় সুখের জন্য। সেখানে তো সর্ব সুখ প্রাপ্ত হয়। সুতরাং বাচ্চাদের পুরুষার্থ পুরোপুরি করা উচিত। সম্পূর্ণ পাস হয়ে কর্মভীত অবস্থা প্রাপ্ত করতে হবে। শীঘ্র ফিরে যাওয়ার চিন্তা করা উচিত নয়। এখন তোমরা হলে ঈশ্বরীয় সন্তান। বাবা পড়াচ্ছেন। এই মিশন হল মানুষকে চেঞ্জ করার। যেমন বৌদ্ধ বা খ্রীষ্টানদের মিশন হয়, তাই না। কৃষ্ণ এবং খ্রীষ্টানদের মধ্যে গভীর সম্পর্ক রয়েছে। তাদের মধ্যে আদান-প্রদানের অনেক কানেকশন আছে, যা অনেক কিছুতে সাহায্য করে। তাদের ভাষা ইত্যাদি ত্যাগ করা এও তো এক প্রকার অপমান হল। তারা তো আসেই শেষের দিকে। না খুব সুখ ভোগ করে, না দুঃখ। সম্পূর্ণ আবিষ্কার ইত্যাদি তারা-ই করে। এখানে যদিও তারা চেষ্টা করে কিন্তু অ্যাকুইরেট তৈরি করতে পারবে না। বিদেশের জিনিস অনেক সময়ই ভালো হয়ে থাকে। তারা সততার সাথে তৈরি করে। এখানে সততার অভাব (ডিস-অনেষ্ট) রয়েছে। অসৎ ভাবে কাজ করে, অসীম দুঃখ আছে। সকলের দুঃখ দূর করতে পারেন একমাত্র বাবা, তিনি ছাড়া অন্য কোনো মানুষের সামর্থ্য নেই। যতই

কনফারেন্স (সম্মেলন) ইত্যাদি করা হোক যে, বিশ্বে শান্তি হোক, কিন্তু ধাক্কা খেতেই থাকে। শুধু মাতা-দের দুঃখের কথা নয়, এখানে তো অনেক প্রকারের দুঃখ আছে। সম্পূর্ণ দুনিয়ায় ঝগড়াঝাঁটি, লড়াই ইত্যাদির কথা আছে। পাই পয়সার কথায় মারামারি করে। সেখানে তো দুঃখের কথা নেই। এইসবও হিসেব করা উচিত। লড়াই যখন তখন আরম্ভ হয়ে যেতে পারে। ভারতে যবে থেকে রাবণের আগমন হয় তখন প্রথমে ঘরে ঘরে লড়াই শুরু হয়। একে অপরের থেকে আলাদা হতে থাকে, নিজেদের মধ্যেই লড়াই করে মরে তারপরে বাইরের মানুষ আসে। প্রথমে ব্রিটিশ সরকার ছিল না, পরে তারা এসে টাকা কড়ির লোভ দিয়ে নিজেরা রাজত্ব করে গেছে। কত তফাৎ হয়ে যায় - রাত-দিনের। নতুন কেউ তো কিছু বুঝবে না। নতুন নলেজ কিনা, যা পরে প্রায় লুপ্ত হয়ে যায়। বাবা নলেজ দেন, যা লুপ্ত হয়ে যায়। এই একটি মাত্র পড়াশোনা, একটি বার, একমাত্র পিতার কাছে প্রাপ্ত হয়। ভবিষ্যতে তোমাদের সবার সাক্ষাৎকার হতে থাকবে যে তোমরা এমন হবে। কিন্তু তখন কি বা করণীয় থাকবে। আর উল্লিখিত করতে পারবে না। রেজাল্ট বেরিয়ে গেল তখন ট্রান্সফার হওয়ার সময় এসে যাবে। তখন কাঁদবে, চিৎকার করবে। আমরা নতুন দুনিয়ায় প্রবেশ করব। তোমরা পরিশ্রম কর, চারিদিকে যেন খবর পৌঁছায়। তখন নিজের থেকে সেন্টারে ছুটে আসবে। কিন্তু যত দেরি হবে ততই টু লেট হতে থাকবে। তখন আর কিছু জমা করতে পারবে না। টাকা পয়সার প্রয়োজন থাকবে না। বোঝানোর জন্যে তোমাদের এই ব্যাজ-ই হবে যথেষ্ট। এই ব্রহ্মা হলেন সেই বিষ্ণু, বিষ্ণু হলেন সেই ব্রহ্মা। এই ব্যাজটি হল এমন যে সব শাস্ত্রের সার তত্ত্ব এতেই নিহিত আছে। বাবা ব্যাজের খুব গুণ গান করেন। একটি সময় আসবে যখন সবাই তোমাদের এই ব্যাজটি চোখে তুলে রাখবে। মন্মানাভব, এতে আছে - আমাকে স্মরণ করো তাহলে এমন স্বরূপধারী হবে। ইনিই (ব্রহ্মা বাবা) ৮৪ টি জন্ম নেন। একমাত্র বাবা-ই পুনর্জন্ম নেন না। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ সুমন আর গুডমর্নিং।
আম্মাদের পিতা ঔঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) স্মরণে থাকার পরিশ্রম এবং জ্ঞানের ধারণা করে কর্মাজীত অবস্থা প্রাপ্ত করার পুরুষার্থ করতে হবে। জ্ঞান সাগরের সম্পূর্ণ নলেজ নিজের মধ্যে ধারণ করতে হবে।

২) আত্মায় যে খাদ পড়েছে সেসব দূর করে সম্পূর্ণ ভাইসলেস হতে হবে। একটুও অপবিত্রতা যেন না থাকে। আমরা আত্মারা হলাম ভাই-ভাই...এই অভ্যাস করতে হবে।

বরদান : - পিওরিটি-র (পবিত্রতার) রয়্যালটি দ্বারা শ্রেষ্ঠ জীবনের আভা প্রদীপ্তকারী বিশেষত্ব সম্পন্ন ভব

ব্যাখা : ব্রাহ্মণ জীবনের বিশেষত্ব হল পবিত্রতার (পিওরিটির) রয়্যালটি। যেমন রয়্যাল ফ্যামিলির চেহারা ও আচার-আচরণ দ্বারা বোঝা যায় এরা কোনও রয়্যাল বংশের, ঠিক তেমনি ব্রাহ্মণ জীবনের পরখ পিওরিটির দীপ্তি দিয়েই হয়। পিওরিটির দীপ্তি আচার-আচরণে ও চেহারায়ে তখন দেখা যাবে যখন সঙ্কল্পেও অপবিত্রতার নাম গন্ধ থাকবে না। পবিত্রতা শুধু ব্রহ্মচর্য ব্রত নয়, বরং কোনও প্রকারের বিকার অর্থাৎ অশুদ্ধির প্রভাব না থাকা - তবেই বলা হবে বিশেষত্ব সম্পন্ন ব্রাহ্মণ আত্মা।

শ্লোগান - যে স্ব-এর দর্শন করে সে-ই সদা প্রসন্ন চিত্ত, সর্ব প্রাপ্তির অধিকারী হয়ে থাকে ।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- তোমাদের সেবার সমাচার শোনার, পড়ার শখ থাকা উচিত, কারণ এতে উৎসাহ-উদ্দীপনা বাড়ে, সার্ভিস করার সঙ্কল্প তৈরী হয়"

প্রশ্ন :- সঙ্গমযুগে বাবা তোমাদের সুখ দেন না কিন্তু সুখের পথ বলে দেন -- কেন ?

উত্তর :- কারণ সকলেই বাবার সন্তান, যদি এক সন্তানকে সুখ দেন সেটাও তো ঠিক নয়। লৌকিক বাবার কাছ থেকে বাচ্চারা অবশ্যই তাদের ভাগ পায়, অসীম জগতের পিতা (সুখের) প্রাপ্তি বন্টন করেন না, সুখের পথ বলে দেন। যারা সেই পথে চলে, পুরুষার্থ করে, তারা উচ্চপদ লাভ করে। বাচ্চাদের পুরুষার্থ করতে হবে, সবকিছুই নির্ভর করে পুরুষার্থের উপর।

ওম শান্তি। বাচ্চারা জানে যে, বাবা মুরলী(জ্ঞান) বাজান। মুরলী সকলের কাছেই যায় আর যারা মুরলী পড়ে সার্ভিস করে তাদের খবর ম্যাগাজিনে আসে। এখন যে বাচ্চারা ম্যাগাজিন পড়ে, তারা সেন্টারের সেবার খবর জানতে পারবে -- অমুক-অমুক স্থানে এমন-এমন সেবা হচ্ছে। যারা পড়বেই না তারা কোনো খবর জানতেও পারবে না আর পুরুষার্থও করবে না। সার্ভিসের খবর শুনে মনে হয় আমিও যদি এরকম সেবা করতে পারি। ম্যাগাজিন পড়ে জানা যায়, আমাদের ভাই-বোনেরা কত সেবা করেছে। একথা তো বাচ্চারা বোঝে -- যত সার্ভিস ততই উচ্চপদের প্রাপ্তি, তাই ম্যাগাজিনও উৎসাহ প্রদান করে সার্ভিস করার জন্য। এ (ম্যাগাজিন) এমনই (ফালতু) তৈরী হয় না। অপ্রয়োজনীয় তারাই মনে করে যারা নিজেরা পড়ে না। কেউ বলে, আমাদের অক্ষরজ্ঞান নেই, আরে রামায়ণ, ভাগবত, গীতা ইত্যাদি শোনার জন্য যাও, এও শোনা উচিত। তা নাহলে সার্ভিসে উৎসাহ বৃদ্ধি পাবে না। অমুক স্থানে এই সেবা হয়েছে। যদি শখ থাকে তবে কাউকে বল যে, সে পড়ে শুনিয়ে দিক। অনেক সেন্টারে এমনও অনেকে রয়েছে যারা ম্যাগাজিন পড়েই না। অনেকেই আছে যাদের তো সার্ভিসের কোনো নাম-নিশানই(চিহ্ন) থাকে না। তাহলে পদও তেমনই পাবে। একথা তো বোঝে যে, রাজধানী স্থাপিত হচ্ছে। তাতে যে যতটা পরিশ্রম করবে, ততটাই উচ্চপদ লাভ করবে। পড়ায় মনোযোগ না দিলে ফেল হয়ে যাবে। সবকিছুই নির্ভর করে এইসময়ের পড়ার উপর। যতই পড়বে আর পড়াবে তত নিজেরই লাভ হবে। এমন অনেক বাচ্চারাই রয়েছে, যাদের ম্যাগাজিন পড়ার কথা মনেও আসে না। তারা সামান্য (পাই-পয়সার) পদ প্রাপ্ত করে। ওখানে (স্বর্গে) একথা মনেও থাকবে না যে এ পুরুষার্থ করেনি তাই এই পদ পেয়েছে। না। এখানেই কর্ম-বিকর্মের সব কথা বুদ্ধিতে আসে।

কল্পের সঙ্গমযুগেই বাবা বোঝান, যারা বোঝে না তারা তো প্রস্তুতবুদ্ধিসম্পন্ন। তোমরাও বোঝ যে, আমরা তুচ্ছবুদ্ধিসম্পন্ন ছিলাম, তাতেও আবার পারসেন্টেজ থাকে। বাবা বাচ্চাদের বোঝাতে থাকেন, এখন কলিযুগ, এখানে দুঃখ অসীম। দুঃখও এমন-এমন রয়েছে, যারা সেন্সিবেল (বিচক্ষণ) হবে, তারা ঝট করে বুঝে যাবে যে, এ তো ঠিক কথা। তোমরাও জানো, কাল পর্যন্ত আমরা কত দুঃখী ছিলাম, অসীম দুঃখের মধ্যে ছিলাম। এখন আবার অসীম সুখের মধ্যে যাচ্ছি। এ হলো রাবণ-রাজ্য, কলিযুগ -- একথাও তোমরা জানো। যারা নিজেরা জানে কিন্তু অন্যদের বোঝায় না, বাবা তাদের বলেন যে, এরা কিছুই জানে না। এরা (জ্ঞান) জানে তখনই বলা হবে যখন সার্ভিস করবে, সেই খবর ম্যাগাজিনে আসবে। প্রতিদিন বাবা অনেক সহজ পয়েন্টস্ শোনাতে থাকেন। মানুষ তো জানে যে,

কলিযুগ এখনও শিশু, যখন সঙ্গম মনে করবে তখনই পার্থক্য বুঝতে পারবে -- সত্যযুগ আর কলিযুগের। কলিযুগে অসীম দুঃখ রয়েছে, সত্যযুগে সুখ অসীম। বাচ্চারা বলো, বাবা আমাদের অসীম সুখ দিচ্ছেন, যার বর্ণনা আমরা করছি। আর কেউ এমনভাবে বোঝাতে পারবে না। তোমরা নতুন কথা শোনাও আর কেউ তো একথা জিজ্ঞাসা করতে পারবে না যে তোমরা স্বর্গবাসী না নরকবাসী ? বাচ্চারা, তোমাদের মধ্যেও নশ্বরের ক্রমানুসারে রয়েছে, এতো পয়েন্টস্ স্মরণ করতে পারবে না, বোঝানোর সময় দেহ-অভিমান চলে আসে। আত্মাই শোনে বা ধারণ করে। কিন্তু বড়-বড় মহারথীরাও একথা ভুলে যায়। দেহ-অভিমানে এসে বলতে থাকে, এমন সবার হয়। বাবা তো বলেন, সবাই পুরুষাৰ্থী। এমনও নয় যে, সবাই আত্মা মনে করে কথা বলে। না, বাবা, (সকলকে) আত্মা মনে করে জ্ঞান দান করেন। বাকি যারা ভাই-ভাই, তারা পুরুষাৰ্থ করছে -- এমন (আত্ম-স্থিতিতে) অবস্থায় স্থির হতে হবে। তাই বাচ্চাদেরও বুঝতে হবে, কলিযুগে তো অসীম দুঃখ, সত্যযুগে সুখ অসীম। এখন সঙ্গমযুগ চলছে। বাবা পথ বলে দেন, এমন নয় যে, বাবা সুখ দেন। তিনি সুখের পথ বলে দেন। রাবণও দুঃখ দেয় না, দুখের উল্টো পথ বলে দেয়। বাবা না দুঃখ দেন, না সুখ দেন, সুখের পথ বলে দেন। তাই যে যত পুরুষাৰ্থ করবে ততই সুখ পাবে। তিনি সুখ দেন না। বাবার শ্রীমতে চলে সুখ পায়। বাবা তো শুধু রাস্তা বলে দেন, রাবণের থেকে দুঃখের পথের খোঁজ পাওয়া যায়। যদি বাবা-ই দেন তাহলে সকলেরই একই রকমের উত্তরাধিকার পাওয়া উচিত। যেমন লৌকিক পিতাও তার উত্তরাধিকার বন্টন করেন। এখানে তো, যে যেমন পুরুষাৰ্থ করবে তেমন। বাবা তো অতি সহজ পথ বলে দেন। এমন-এমন করলে তবেই উচ্চপদ লাভ করবে। বাচ্চাদের পুরুষাৰ্থ করতে হয় -- যেন আমরা সৰ্বাপেক্ষা উচ্চপদ লাভ করি, তারজন্য পড়তে হবে। আবার এমনও নয় যে ও উচ্চপদ পাবে, আর আমি বসে থাকব। না, সর্বপ্রথমে পুরুষাৰ্থ। ড্রামা অনুসারে পুরুষাৰ্থ অবশ্যই করতে হবে। কেউ তীর পুরুষাৰ্থ করে, কেউ কম। সর্বপ্রাপ্তি পুরুষাৰ্থের উপরেই। বাবা তো পথ বলে দেন -- আমাকে স্মরণ কর। যত স্মরণ করবে ততই বিকর্ম বিনাশ হবে। ড্রামার উপরেই সবকিছু ছাড়তে হবে। এ হলো বোঝার মতো বিষয়।

ওয়ার্ডের হিস্ট্রি-জিওগ্রাফি রিপোর্ট হয়। তাই যে ভূমিকা(পার্ট) পূর্বে পালন করেছি সেটাই পুনরায় পালন করতে হবে। সব ধর্মই পুনরায় স্ব-স্ব সময়ানুসারে আসবে। মনে কর, খ্রিস্টানরা এখন ১০০ কোটি, পুনরায় এতজনই তাদের ভূমিকা পালন করতে আসবে। না আত্মার বিনাশ হয়, না তার পার্টের কখনও বিনাশ হতে পারে। এ হলো বোঝার মতো বিষয়। যে বুঝতে পারবে সে বোঝাতেও পারবে। জ্ঞান ধন দান করলে ধন কখনো কমে যায় না। ধারণা হতে থাকবে, অন্যদেরকেও ধনবান তৈরী করতে থাকবে কিন্তু ভাগ্যে না থাকলে নিজেকে দুর্ভাগ্যশালী মনে করবে। টিচার বলবে যে, তোমরা বোঝাতে না পারলে তো তোমাদের ভাগ্যে কম পদপ্রাপ্তি রয়েছে। ভাগ্যে না থাকলে, পুরুষাৰ্থ কি করতে পারবে ! এ হলো অসীম জগতের পার্শ্বশালা। প্রত্যেক(লৌকিক) টিচারের পড়ানোর সাবজেক্ট তার নিজস্ব হয়। বাবার পড়ানোর কায়দা তো বাবা-ই জানে আর বাচ্চারা, তোমরা জানো, আর কেউ জানতে পারে না। বাচ্চারা, তোমরা কত প্রচেষ্টা কর তবুও কেউ-কেউই বোঝে। বুদ্ধিতে বসেই না। যত সমীপে যেতে থাকবে, দেখতে পারবে যে ততই সমঝদার হয়ে যাক। এখন মিউজিয়াম, আধ্যাত্মিক কলেজ ইত্যাদি খোলে। তোমাদের এই নামই তো সবচেয়ে বিচিত্র, আধ্যাত্মিক বিশ্ববিদ্যালয়। গভর্নমেন্টও দেখবে। বলো, তোমাদের হলো স্কুল(জাগতিক) বিশ্ববিদ্যালয়, আর এ হলো আধ্যাত্মিক (রুহানী)। আত্মা (রুহ) পড়ে। আত্মিক পিতা একবারই এসে সমগ্র ৮৪ চক্রের পড়া তাঁর আত্মা-রূপী সন্তানদের পড়ান। তোমরা ফিল্মে (ড্রামা) দেখবে যে তা ৩ ঘন্টা অন্তর-অন্তর

হুবহু রিপীট হবে। এও ৫ হাজার বছরের চক্র, যা হুবহু রিপীট হয়। বাচ্চারা, এ শুধু তোমরাই জানো। ভক্তিতে ওরা শুধু শাস্ত্রকেই সঠিক(সত্য) বলে মনে করে। তোমাদের কোনো শাস্ত্র নেই। বাবা বসে বোঝান, বাবা কি কোনো শাস্ত্র পড়েছেন ?ভক্তি মার্গের লোকেরা তো গীতা পাঠ করে শোনায়। পড়াশোনা করে তো আর মায়ের পেট থেকে বেরোবে না। পড়ানোর ভূমিকা(পাঠ) হলো অসীম জগতের পিতার। নিজের পরিচয় দেন। দুনিয়া তো জানেই না। গাওয়াও হয় -- বাবা জ্ঞানের সাগর। কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে একথা বলা হয় না যে তিনি জ্ঞানের সাগর। এই লক্ষ্মী-নারায়ণও কি জ্ঞানের সাগর ? না, এও বিস্ময়কর, আমরা ব্রাহ্মণরাই শ্রীমত অনুসারে এই জ্ঞান শোনাই। তোমরাও জানো যে, সেই অর্থে আমরা ব্রাহ্মণরাই হলাম প্রজাপিতা ব্রহ্মার সন্তান। অনেকবার এমন হয়েছি, পুনরায় হব। মানুষের বুদ্ধিতে যখন প্রবেশ করবে তখন তারা মানবে। তোমরাই কেবল জানো যে, প্রতি কল্পে আমরাই প্রজাপিতা ব্রহ্মার দত্তক-সন্তান হই। যারা বোঝে তারা নিশ্চয়বুদ্ধি হয়ে যায়। ব্রাহ্মণ না হলে দেবতা হবে কিভাবে? প্রত্যেকের বুদ্ধিতেই এটি রয়েছে। স্কুলেও এমন হয় -- কেউ স্কলারশিপ পায়, কেউ আবার ফেলও করে। পুনরায় নতুন করে পড়তে হয়। বাবা বলেন যে, বিকারে পতিত হলে সব উপার্জনই নষ্ট হয়ে যায়, আর পুনরায় বুদ্ধিতেও বসে না। তখন ভিতরে-ভিতরে দংশন হতে থাকবে।

তোমরা জানো যে, এই জন্মে যা পাপ করেছি সে তো সকলেই জানে। কিন্তু পূর্ব জন্মে কি করেছি তা তো স্মরণে নেই। অবশ্যই পাপ করেছি। যারা পুণ্যাত্মা ছিল তারাই পাপাত্মা হয়ে গেছে। সব হিসেব-নিকেশ বাবা বসে বোঝান। অনেক বাচ্চারা আবার ভুলেও যায়, পড়ে না। যদি পড়ে তাহলে (অন্যদের) পড়াতেও অবশ্যই পারবে। কোনো স্বল্পবুদ্ধিসম্পন্নও তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন হয়ে যায়, এই পড়া কত উচ্চ(বড়)। বাবার এই পড়ার (জ্ঞানের) দ্বারাই সূর্যবংশীয়-চন্দ্রবংশীয় পরিবার তৈরী হয়। এই জন্মেই তারা পড়াশোনা করে আর পদপ্রাপ্ত করে। তোমরা তো জানো যে, এই পড়ার জন্য যে পদপ্রাপ্তি ঘটে তা পাওয়া যায় নতুন দুনিয়ায়। নতুন দুনিয়া আর অতি দূরে নয়। যেমন বস্ত্র বদল করা হয় তেমনই পুরানো দুনিয়াকে ছেড়ে যেতে হবে নতুন দুনিয়ায়। বিনাশও অবশ্যই হবে। এখন তোমরা নতুন দুনিয়ার জন্য তৈরী হচ্ছে। এই পুরানো বস্ত্র(শরীর) পুনরায় ছেড়ে যেতে হবে। নম্বরের ক্রমানুসারে রাজধানী স্থাপিত হচ্ছে, যারা ভালভাবে পড়বে তারাই প্রথমে স্বর্গে আসবে। বাকিরা পরে আসবে। তারা কি স্বর্গে আসতে সমর্থ হবে, না হবে না। স্বর্গে যারা দাস-দাসী হবে তারাও হৃদয়ে বসে থাকবে। এমন নয় যে সবাই আসতে পারবে। এখন আধ্যাত্মিক কলেজ ইত্যাদি খুলতে থাকে, সকলেই এসে পুরুষার্থ করবে। যারা পড়াশোনায় তীক্ষ্ণ হবে, তারা এগিয়ে যেতে পারবে। তারা উচ্চপদ লাভ করবে। যারা স্বল্পবুদ্ধিসম্পন্ন হবে তারা কম পদ প্রাপ্ত করবে। এমনও হতে পারে যে, ভবিষ্যতে স্বল্পবুদ্ধির আত্মাও ভাল পুরুষার্থ করতে শুরু করে দেবে। আবার কোনো তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্নও নীচে চলে যেতে পারে। পুরুষার্থের দ্বারাই তা বোঝা যায়। এই সকল ড্রামাই ঘটে চলেছে। আত্মা শরীর ধারণ করে এখানে তার নিজ ভূমিকা পালন করে, আবার নতুন বস্ত্র ধারণ করে তার নতুন ভূমিকা পালন করে। কখন যে কি কি হয়ে যায়। সংস্কার আত্মায় থাকে। বাইরে(লৌকিক জগৎ) তো এতটুকুও জ্ঞান কারোর কাছে নেই। বাবা যখন এসে পড়ান তখনই জ্ঞান প্রাপ্ত হয়। টীচারই নেই তাহলে জ্ঞান কোথা থেকে আসবে। ওরা হলো ভক্ত। ভক্তিতে তো অসীম দুঃখ, যদিও মীরার সাক্ষাৎকার হয়েছিল কিন্তু সুখ কি পেয়েছিল, না পায় নি। সে অসুস্থও কি হয় নি! ওখানে (স্বর্গে) তো কোনো রকমের দুঃখের কথাই নেই। এখানে অসীম দুঃখ আর ওখানে সুখ অসীম। এখানে সকলেই দুঃখী, রাজারও দুঃখ আছে, তাই না। এর নামই হলো দুঃখধাম। আর

ওটা হলো সুখধাম। সম্পূর্ণ দুঃখ আর সম্পূর্ণ সুখের এ হলো সঙ্গমযুগ। সত্যযুগে হলো সম্পূর্ণ সুখ, কলিযুগে সম্পূর্ণ দুঃখ। যত রকমের দুঃখ রয়েছে সবই বৃদ্ধি পেতে থাকে। ভবিষ্যতে আরও কত দুঃখ পেতে থাকবে। অগাধ দুঃখের পাহাড় ভেঙ্গে পড়বে।

যারা তোমাদের বলার জন্য খুব কম সময় দেবে, দুই মিনিট দিলেও তাতেই বোঝাও যে, সত্যযুগে অসীম সুখ ছিল যা বাবা দেন। রাবণের থেকে অসীম দুঃখ প্রাপ্ত হয়। এখন বাবা বলেন, কাম-বিকারের উপর বিজয়লাভ কর তবেই জগৎ-জিৎ হবে। এই জ্ঞানের বিনাশ হয় না। এতটুকু শুনলেও স্বর্গলাভ করবে। প্রজা তো অনেক। কোথায় রাজা, আর কোথায় কাঙ্গাল(রক্ষ)। প্রত্যেকের নিজ-নিজ বুদ্ধি রয়েছে। যারা নিজেরা বুঝে অন্যদের বোঝায়, তারাই উচ্চ পদ লাভ করে। এই স্কুলও অতি বিচিত্র। ভগবান এসে পড়ান। শ্রীকৃষ্ণ তো তাও দৈবী-গুণসম্পন্ন দেবতা। বাবা বলেন, আমি তো সব দৈবী-গুণ আর আসুরী-গুণ থেকে পৃথক । আমি তোমাদের পিতা, এখানে আসি তোমাদের পড়াতে। আধ্যাত্মিক জ্ঞান পরম আত্মাই দেন। গীতা-জ্ঞান কোনো দেহধারী মানুষ বা দেবতা দেয়নি। বিষ্ণু দেবতায় নমঃ বলা হয়, তাহলে কৃষ্ণ কে? দেবতা কৃষ্ণই তো বিষ্ণু -- একথা কেউ জানে না। তোমাদের মধ্যেও কেউ-কেউ ভুলে যায়। নিজে যদি সম্পূর্ণ বোঝে তবেই অন্যদের বোঝাতে পারবে। সার্ভিস করে প্রমান নিয়ে এলে তবেই বোঝা যাবে যে সার্ভিস করছে। তাই বাবা বলেন, লম্বা-চওড়া সমাচার লিখো না, ওই অমুকে আসবে, এভাবে বলে গেছে..... এইসব লেখার প্রয়োজনই নেই। সংক্ষেপে লিখতে হয়। দেখো, যখন এসেছে, থাকবে কি ? সে যখন জ্ঞান বুঝবে আর সেবা করতে শুরু করবে, তখন বাবাকে লেখো । কেউ-কেউ সমাচার লেখে শুধু ফর শো । বাবা সব কিছুই রেজাল্ট দেখতে চায়। এমনিতে তো অনেকেই বাবার কাছে আসে, পরে চলেও যায়, এতে কি লাভ হয়। তাদের বাবা কি করবে। এতে না তাদের লাভ, না তোমাদের। এতে তোমাদের মিশন (উদ্দেশ্য) তো বৃদ্ধিলাভ করে না। আচ্ছা।

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ সুমন আর গুড মর্নিং ।
আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা-রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) কোনো বিষয়েই বিবশ হবে না। নিজের মধ্যে জ্ঞানকে ধারণ করে তা দান করতে হবে। অন্যদের ভাগ্যকেও জাগাতে হবে।।

২) কারো সাথে কথা বলার সময় নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে (অন্য) আত্মার সঙ্গে কথা বলতে হবে। এতটুকুও দেহ-অভিমান যেন না আসে। বাবার কাছ থেকে যে অসীম সুখ প্রাপ্ত করেছ, সেইসব অন্যদেরকে বন্টন করতে হবে।

বরদান :- অনাদি স্বরূপের স্মৃতি দ্বারা সন্তুষ্টতার অনুভবকারী এবং অন্যদেরকেও অনুভব করাতে সক্ষম সন্তুষ্টমণি ভব

বিস্তার :- নিজের অনাদি এবং আদি স্বরূপ-কে স্মৃতিতে নিয়ে এসো আর সেই স্মৃতি-স্বরূপে স্থির হয়ে যাও তবেই নিজেই নিজের প্রতি সন্তুষ্ট থাকবে আর অন্যদেরকেও সন্তুষ্টতার বিশেষত্বের অনুভব

করাতে পারবে। অসন্তুষ্টতার কারণ হলো অপ্রাপ্তি। তোমাদের স্লোগান হলো -- যা পাওয়ার ছিল তা পেয়ে গেছি। বাবার হয়ে যাওয়া অর্থাৎ তাঁর অবিদ্যমান সম্পদের উত্তরাধিকারী হয়ে যাওয়া, এমন অধিকারী আত্মারা সদা ভরপুর, সন্তুষ্টমণি হবে।

স্লোগান :- বাবার সমান হওয়ার জন্য -- বোধশক্তি, ইচ্ছা আর কর্ম এই তিনের মধ্যে যেন সমানতা থাকে।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- তোমাদের ডবল মুকুটধারী রাজা হতে হবে, সুতরাং খুব সার্ভিস (সেবা) কর, প্রজা তৈরি কর, সঙ্গম যুগে তোমাদের শুধু সার্ভিসই করতে হবে, এর মধ্যেই কল্যাণ আছে"

প্রশ্ন :-- পুরানো দুনিয়া বিনাশ হওয়ার আগে প্রত্যেককে কোন্ অলঙ্কারে সজ্জিত হতে হবে ?

উত্তর :-- তোমরা বাচ্চারা যোগবল দ্বারা নিজেদের অলঙ্কৃত করে তোল, এই যোগবল দ্বারাই সমগ্র বিশ্ব পবিত্র হবে । তোমাদের এখন বাণপ্রস্থে যেতে হবে, সেইজন্য এই শরীরকে অলঙ্কৃত করার প্রয়োজন নেই , এর কাণাকড়িও মূল্য নেই, এর প্রতি আসক্তি মিটিয়ে ফেল, বিনাশের আগে বাবার মতো দয়াশীল হয়ে নিজেকে আর অন্যদেরও অলঙ্কৃত করে তোল । অন্ধের লাঠি হয়ে ওঠো ।

ওম শান্তি । এখন তো বাচ্চারা ভালো ভাবেই বুঝতে পেরেছে যে বাবা আসেন পবিত্র হওয়ার পথ বলে দিতে । ওঁনাকে আহ্বান করাই হয় এই একটি বিষয়ের জন্য যে, তুমি এসে আমাদের পবিত্র করে তোল। কেননা পবিত্র দুনিয়া অতীত হয়ে গেছে, এখন দুনিয়া পতিত হয়ে গেছে । পবিত্র দুনিয়া কবে অতীত হয়েছে, কত সময় অতিক্রান্ত হয়ে গেছে, এসব কেউ-ই জানেনা । তোমরা বাচ্চারা জান বাবা এই শরীরে (ব্রহ্মা) এসেছেন । তোমরাই আহ্বান করে বলেছ বাবা তুমি এসে আমাদের, অর্থাৎ পতিতদের পথ বলে দাও, আমরা কি ভাবে পবিত্র হব ? এটা তো জান আমরা পবিত্র দুনিয়াতে ছিলাম, এখন পতিত দুনিয়াতে আছি । এখন এই দুনিয়া পরিবর্তন হতে চলেছে । নতুন দুনিয়ার আয়ু (সময় সীমা) কত, পুরানো দুনিয়ার আয়ু কতদিন ছিল -- এটা তো কেউ-ই জানে না । যখন তোমরা পাকা বিল্ডিং তৈরি করে থাক তখন বলতে পার এটা এতদিনের । কাঁচা বাড়ি তৈরি করলেও বলতে পারবে এটা এতো বছরের । তোমরা বুঝতে পার এটা কত বছর চলতে পারে ! মানুষ তো জানেই না এই সম্পূর্ণ বিশ্বের আয়ু কতদিন ? নিশ্চয়ই বাবাকে এসেই বলতে হবে ।

বাবা বলেন-- বাচ্চারা, এখন এই পুরানো পতিত দুনিয়া শেষ হতে চলেছে, নব নির্মিত পবিত্র দুনিয়া স্থাপন হতে চলেছে । নব নির্মিত দুনিয়াতে অল্প সংখ্যক মানুষ থাকবে । নতুন দুনিয়া হলো সত্যযুগ, যাকে সুখধাম বলা হয়ে থাকে, এ হলো দুঃখ ধাম, এর শেষ অবশ্যই হতে হবে । তারপর আবার সুখধাম ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হবে, সবাইকে এটা বোঝাতে হবে । বাবা ডায়রেকশন দিয়ে বলেন নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ কর, তারপর অন্যদেরও এই পথের হদিশ বলে দাও । লৌকিক পিতাকে তো সবাই জানে, পারলৌকিক পিতাকে কেউ জানে না । সর্বব্যাপী বলে থাকে । কচ্ছ-মচ্ছ অবতার এমনকি ৮৪ লক্ষ যোনার মধ্যেও নিয়ে গেছে । দুনিয়াতে কেউ -ই পারলৌকিক পিতাকে জানে না । বাবাকে জানলেই সব বুঝতে পারবে । তিনি যদি নুড়ি, পাথরে অবস্থান করে থাকেন তবে তো তাঁর অবিনাশী উত্তরাধিকারের প্রশ্নই আসে না । দেবতাদের পূজা করে, কিন্তু তাদের বৃত্তি সম্পর্কে কেউ-ই জানেনা, সম্পূর্ণ রূপে এই বিষয়ে অজ্ঞ । সুতরাং সর্বপ্রথম মূল বিষয় হলো বোঝানো । শুধুমাত্র চিত্র দ্বারা কেউ বুঝতে পারবে না । মানুষ বিচারে না পিতাকে জানে, না রচনাকে জানে যে প্রারম্ভিক অবস্থা থেকে কিভাবে এই রচনা রচিত হয়েছে । দেবতাদের রাজ্য কবে ছিল, যাদের পূজা করে, কিছুই জানে না। ওরা ভাবে লক্ষ বছর ধরে সূর্য বংশী রাজধানী চলেছে, তারপর চন্দ্রবংশীও লক্ষ বছর ধরে চলেছে, একেই বলে অজ্ঞানতা । এখন তোমাদের, অর্থাৎ বাচ্চাদেরকে বাবা এসে সব ব্যাখ্যা করে বুঝিয়েছেন । তোমরাও তারপর এর পুনরাবৃত্তি করে থাক।

বাবাও তো রিপিট করেন, তাইনা! এভাবেই বোঝাও, বার্তা পৌছে দাও, নয়তো রাজধানী স্থাপন কিভাবে হবে । এখানে বসে থাকলে চলবে না । হ্যাঁ, ঘরে বসে আছে যারা তাদেরও প্রয়োজন । ওরা তো ড্রামানুসারে বসে আছে । যন্ত্রের রক্ষণাবেক্ষণেরও তো প্রয়োজন আছে । বাবার কাছে কত বাচ্চারা আসে মিলিত হওয়ার জন্য। কেননা শিববাবার কাছ থেকেই অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করতে হবে । লৌকিক বাবার কাছে বাচ্চা যখন আসে সে জানে পিতার কাছ থেকে তার উত্তরাধিকার নিতে হবে । কন্যা আসলেও সে তো অর্ধেক অংশীদার হবে । সত্যযুগে সম্পত্তি অধিকারের জন্য কোনও বিবাদ (লড়াই, ঝগড়া) ইত্যাদি হয় না । এখানে তো কাম বিকার নিয়েও ঝগড়া হয় । সত্যযুগে ৫ ভূতের (বিকার) কোনও অস্তিত্বই থাকে না, সুতরাং দুঃখের চিহ্নমাত্র সেখানে নেই । সব রকমের আসক্তি থেকে মুক্ত হয় । এখানে তো ভাবে স্বর্গ ছিল, যা অতীত হয়ে গেছে । চিত্রও আছে কিন্তু এই ধারণা তোমরা বাচ্চাদের এখনই আসে । তোমরা জান এই চক্র প্রতি ৫ হাজার বছর পর পুনরায় রিপিট হয়ে থাকে । শাস্ত্রে কেউ এটা লিখে যায়নি যে সূর্য বংশী-চন্দ্র বংশী রাজবংশ ২৫০০ হাজার বছর ধরে চলে । ব্রহ্মা বাবা সংবাদপত্রে পড়েছিলেন যে বরোদার (গুজরাতে, বর্তমান নাম ভদোদরা) রাজত্ববলে রামায়ণ শুনছে । যে কোনও রকম প্রাকৃতিক দুর্যোগ আসলে মানুষ তখন সম্পূর্ণ রূপে ভক্তিতে নিযুক্ত হয়ে পড়ে, ভগবানকে সন্তুষ্ট করার জন্য । ভগবান এভাবে সন্তুষ্ট হন না । এটাও ড্রামায় নির্ধারিত । ভক্তিতে ভগবান কখনও খুশি হন না, তোমরা বাচ্চারা জান অর্ধকল্প ধরে ভক্তি চলে, ওরা নিজেরাই নিজের দুঃখের কারণ হয় ভক্তি করতে করতে সব কিছু শেষ করে দেয় । এ ব্যাপারে খুব অল্প সংখ্যকই বুঝবে যে বাচ্চারা সার্ভিস করে, তারাই খবর দিতে থাকে । বোঝানো হয়ে থাকে এ হলো ঈশ্বরীয় পরিবার। ঈশ্বর তো দাতা, উনি কিছুই গ্রহণ করেন না । ওনাকে কেউ কিছুই দিতে পারে না, বরং সব নষ্ট করতে থাকে । বাবা তোমাদের অর্থাৎ বি. কে. বাচ্চাদের জিজ্ঞাসা করেন, তোমাদের কত ধন ঈশ্বর্য দিয়েছিলাম, তোমাদের স্বর্গের মালিক বানিয়েছিলাম সেইসব কি করেছ ? এতো কাণ্ডাল কি করে হয়েছ ? এখন আবার এসেছি, তোমরা পদ্মগুণ ভাগ্যশালী হয়ে উঠছ, মানুষ তো এসব বিষয়ে কিছুই জানে না । তোমরা জান এই পুরানো দুনিয়াতে আর থাকব না । এ তো ধ্বংস হয়ে যাবে । মানুষের কাছে যত অর্থই থাক না কেন, তা কারও কাজে আসবে না । যখন বিনাশ হবে তখন সব শেষ হয়ে যাবে । অনেক মাইলের উপর বড়ো বড়ো সব বিল্ডিং তৈরি হয়েছে । এত সম্পদ, সবই ধ্বংস হয়ে যাবে। কেননা তোমরা জান যে, যখন আমাদের রাজ্য ছিল তখন অন্য কিছু ছিল না । ওখানে (সত্য যুগে) অগাধ ধন ছিল । জ্ঞানে অগ্রসর হওয়ার সাথে সাথে তোমরা প্রত্যক্ষ করতে পারবে কি কি ঘটতে চলেছে । গভর্নমেন্ট কত সোনা, রূপা, অর্থ ইত্যাদি আছে তার বাজেট পেশ করে, ঘোষণা করে থাকে এই বাজেটে এতো খরচ হবে । বারুদের জন্য কত খরচা করে থাকে কিন্তু এর থেকে আয় তো কিছুই হয় না । বারুদ তো রেখে দেওয়ার জিনিস নয় । রাখা হয় সোনা, রূপা । গোল্ডেন এজ দুনিয়াতে কয়েনও সোনার হয় । সিলভার এজ এ কয়েন হয় রূপার । ওখানে অগাধ ধন ঈশ্বর্য থাকে, তারপর কম হতে হতে এখন দেখ কি বেড়িয়েছে! কাগজের নোট । বিদেশেও কাগজের নোট । কাগজ তো কোনও কাজের জিনিস নয় । তবে আর কি থাকল ! এতো বড়ো বড়ো বিল্ডিং সব শেষ হয়ে যাবে। সেইজন্যই বাবা বলেন -- মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা, যা কিছু দেখছ, মনে কর এসব কিছুই নেই । এ সবই তো ধ্বংস হয়ে যাবে । শরীরও পুরানো, কানাকড়িও মূল্য নেই, কেউ যত সুন্দরই হোক না কেন । এই দুনিয়া অল্প সময়ের জন্য আছে । কোনও নিশ্চয়তা নেই । বসে বসেই মানুষের হার্ট ফেল হয়ে যায় । মানুষের জীবনের কোনও নিশ্চয়তা নেই । সত্যযুগে এসব কিছুই হবে না । যোগবল দ্বারা তোমাদের শরীর কল্পতরুর মতো দীর্ঘস্থায়ী হবে ।

এখন তোমরা বাচ্চারা তোমাদের বাবাকে পেয়েছ, বাবা বলেন এই দুনিয়াতে তোমাদের আর থাকার প্রয়োজন নেই । এ হলো ছিঃ ছিঃ দুনিয়া । এখন যোগবল দ্বারা নিজেদের অলঙ্কৃত করতে হবে । ওখানে তো সন্তানও যোগবল দ্বারাই জন্ম নেবে । বিকারের কোনও ব্যাপারই নেই । যোগবল দ্বারাই তোমরা সম্পূর্ণ বিশ্বকে পবিত্র করে তোল, বাকি বিষয় এমন কিছুই বড় নয় । এসব বিষয় তারাই বুঝবে যারা নিজ বংশের হবে (ঈশ্বরীয় পরিবার ভুক্ত) । অবশিষ্ট যারা থাকবে তাদের শান্তিধামে যেতে হবে, ওটাই হলো প্রকৃত ঘর, কিন্তু মানুষ তাকে ঘর বলে ভাবেই না । ওরা বলে একজন আত্মা সেখানে যায়, অন্য এক আত্মা নীচে নেমে আসে । সৃষ্টির জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে । রচয়িতা আর রচনাকে তোমরা জেনেছ, সেইজন্যই তোমাদের প্রচেষ্টা থাকে অন্যদের বোঝানো । এটাই ভাব যদি বাবার স্টুডেন্ট হয়ে যায়, সব কিছু জানতে পারলে খুশি হতে পারবে । আমরা তো এখন অমরলোকে যেতে চলেছি । অর্ধকল্প ধরে মিথ্যে কাহিনী শুনে এসেছি । এখন তো খুব খুশি হওয়া উচিত- আমরা অমরলোকে যাব । এই মৃত্যু লোকের এখন অন্তিম সময় । আমরা খুশির খাজানা (সম্পদ) এখান থেকেই ভরপুর করে নিয়ে যাই । সুতরাং এই উপার্জন সঞ্চয় করতে, খুশির ঝুলি ভরপুর করতে সেবার কাজে লেগে পড়া উচিত । ব্যর্থ সময় নষ্ট করা উচিত নয় । এখন শুধুমাত্র অন্যদের সেবা করে, নিজের ঝুলি ভরপুর করতে হবে । বাবা সেখান কিভাবে দয়াশীল হতে হয় ! অন্ধের লাঠি হয়ে ওঠে । এই প্রশ্ন কোনও সন্ন্যাসী, বিদ্বান ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করতে পারে না । ওরা তো জানেই না স্বর্গ কোথায়, নরক কোথায় । যত বড় উচ্চ পদস্থই হোক না কেন, এয়ার কমান্ডার চিফ হোক, সৈন্যবাহিনীর কমান্ডার চিফ হোক, বা নেভিতেই হোক তোমাদের কাছে এদের তুলনা কিছুই না । তোমরা জান খুব অল্প সময় আছে । স্বর্গ কি তা তো কেউ জানেই না । এই সময় তো চতুর্দিকে মারামারি চলছে, ওদের এরোপ্লেন বা সৈন্যবাহিনীর প্রয়োজন-ই নেই । সবকিছুই ধ্বংস হয়ে যাবে, অল্প সংখ্যক মানুষ থাকবে । আলো, এরোপ্লেন ইত্যাদি সবকিছুই থাকবে কিন্তু দুনিয়া কত ছোট হয়ে যাবে, ভারতই থাকবে । ঠিক যেমন মডেল তৈরি করা হয়। কারও বুদ্ধিতেই আসবে না যে মৃত্যু শেষ পর্যন্ত কিভাবে আসবে । তোমরা জান মৃত্যু সামনে অপেক্ষা করছে। ওরা বলে আমরা এখানে বসেই বোমা নিক্ষেপ করব, যেখানেই পড়বে সব শেষ হয়ে যাবে । কোনও সেনা ইত্যাদির প্রয়োজন পড়বে না । এক -একটি এরোপ্লেন তৈরি করতে কোটি টাকা খরচ হয় । সবার কাছে কত সোনা থাকে, টন টন সোনা সব সমুদ্র গর্ভে চলে যাবে ।

সম্পূর্ণ এই রাবণ রাজ্য একটা দ্বীপ । অসংখ্য মানুষের বাস । তোমরা সবাই নিজ রাজ্য স্থাপন করতে চলেছ । সুতরাং সার্ভিসে ব্যস্ত থাকা উচিত । কোথাও বন্যা ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগে দেখা সবাই কত ব্যস্ত হয়ে পড়ে, সবাইকে খাদ্য ইত্যাদি পৌছে দিতে সার্ভিসে নিযুক্ত হয়ে পড়ে । জলমগ্ন হয়ে পড়ার আগেই সবাই পালাতে শুরু করে । তাহলে বিচার কর যে, কিভাবে সব শেষ হয়ে যাবে । বিশ্বের চতুর্দিকে মহাসাগর আছে ।

যখন ধ্বংস হবে সবকিছু জলমগ্ন হয়ে পড়বে, চারদিকে শুধু জল আর জল । তোমাদের বুদ্ধিতে থাকে যখন আমাদের রাজধানী ছিল সেই সময় বস্ত্রের করাচি ইত্যাদি ছিল না । ভারত খুব ছোট হয়ে যাবে, আর থাকবে মিষ্টি জলের নদী । ওখানে কুয়ো ইত্যাদির প্রয়োজন নেই । পান করার জন্য স্বচ্ছ জল থাকবে । ওখানে নদীর পাড়ে বসে সবাই খেলাধুলা করবে । সেখানে ময়লার কোনও প্রশ্নই নেই, নামই হলো স্বর্গ, অমরলোক । নাম শুনেই মনে হয় খুব শীঘ্রই বাবার কাছ থেকে সম্পূর্ণ পড়াশোনা শেষ করে উত্তরাধিকার গ্রহণ করি । ঈশ্বরীয় পাঠ নিজে অধ্যয়ন করে অন্যদেরও

পড়াব । সবাইকে বার্তা দাও । কল্প প্রথমে যারা উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করেছিল তারাই গ্রহণ করবে । ওরা পুরুষার্থ করতে থাকে। কারণ দরিদ্র মানুষেরা তো বাবাকে জানেই না । বাবা বলেন পবিত্র হও । যারা হাতে স্বর্গ পেতে চলেছে তারা কেন পবিত্র থাকবে না । তাদের বল, কেন আমরা এক জন্মের জন্য পবিত্র হব না, যখন আমরা বিশ্বের বাদশাহী পেতে চলেছি । ভগবানুবাচ ---- তোমরা এই অন্তিম জন্মে পবিত্র হলে পবিত্র দুনিয়ার মালিক হতে পারবে ২১ জন্মের জন্য । শুধুমাত্র এই একটি জন্ম আমার শ্রীমৎ-এ চল । রাখী বন্ধনও এরই চিহ্ন বহন করে । তবে কেন আমরা পবিত্র থাকতে পারব না । অসীম জগতের পিতা অঙ্গীকার করছেন। বাবাই ভারতকে স্বর্গের উত্তরাধিকার দিয়েছিলেন, যাকে সুখধাম বলা হয় । অগাধ সুখ ছিল, এখন হলো দুঃখ ধাম । যদি কোনও একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে ব্যাখ্যা করে বোঝাতে পার তবে অন্যরাও তোমার কথা শুনবে । যোগযুক্ত স্থিতিতে বোঝালে সবাই সময়কেও ভুলে যাবে । ১৫--২০ মিনিটের পরিবর্তে ঘন্টা খানেক ধরে শুনতে থাকবে । কিন্তু সেই শক্তি থাকা প্রয়োজন । দেহ-অভিমান থাকা উচিত নয় । এখানে শুধু সার্ভিস করতে হবে, তবেই কল্যাণ হবে । তোমরা রাজা হবে কিন্তু প্রজা কোথায় তৈরি করেছে । বাবা শুধু শুধুই কি মস্তকে উষ্ণীষ (পাগড়ি) রাখবেন ! প্রজা কি কখনও ডবল মুকুটধারী হয় ? তোমাদের লক্ষ্যই হলো ডবল মুকুটধারী হওয়া । বাবা বাচ্চাদের উৎসাহিত করেন । জন্ম জন্মান্তরের পাপ মাথায় সঞ্চিত হয়ে আছে, তা শুধুমাত্র যোগবল দ্বারাই মিটেবে । এই জন্মে কি - কি করেছে সে তো তোমরা বুঝতেই পারছ, তাই না ! পাপ বিনষ্ট করার জন্যই যোগ ইত্যাদি শেখানো হয় । এটা শুধু এ জন্মের জন্যই নয় । তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হওয়ার যুক্তি বাবা বসে বুঝিয়ে বলেন, কৃপা ইত্যাদি পাওয়ার জন্য সাধুদের কাছে গিয়ে চাও । আচ্ছা !

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ সুমন আর সুপ্রভাত ।
আম্মাদের পিতা ঔনার আম্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) অমরলোকে যাওয়ার জন্য সঙ্গমেই খুশির খাজানা ভরপুর করতে হবে । সময় নষ্ট করা উচিত নয় । নিজের ঝুলি ভরপুর করে দয়াশীল হয়ে অন্ধের লাঠি হয়ে উঠতে হবে ।

২) হাতে স্বর্গ অধিগ্রহণ করার জন্য অবশ্যই পবিত্র হতে হবে । নিজেকে সতোপ্রধান করে তোলার জন্য যুক্তি রচনা করে নিজেই নিজেকে কৃপা করতে হবে। যোগবল সঞ্চিত করতে হবে।

বরদান : - অপ্রত্যাশিত বিষয়ের মেঘ দেখে ভীত হওয়ার পরিবর্তে সেকেন্ডে তাকে অতিক্রম করতে সমর্থ সিদ্ধি স্বরূপ ভব

কিছু কিছু বাচ্চা শাস্ত্রজ্ঞ পন্ডিতদের মতো কথা বলতে সুকৌশলী হয় । তারা এমন কাহিনী শোনাতে থাকে যা বাবারও শুনে হাসি পায় কিন্তু অন্যরা প্রভাবিত হয় । এরা অনেক রকম ব্যর্থ বিষয়ের রেজিস্টারের তালিকা(রোল) বানাতেই থাকে। সুতরাং এসবের অনেক উর্ধে উড়ে চল,নির্মল হও । বাবাকে দেখ পরিস্থিতিতে নয় । এই অযাচিত কথাবার্তা হল মেঘের মতো, এক সেকেন্ডের মধ্যে এর উর্ধে উঠে সাফল্যের অঙ্গ হয়ে ওঠে ।

স্লোগান :- কোনও কথায় প্রশ্ন চিহ্ন বসানো অর্থাৎ ব্যর্থ খাতা প্রারম্ভ হওয়া ।

"মিষ্টি বাচ্চারা - মায়া ও রাবণের সাথে থাকতে-থাকতে তোমরা দিকভ্রষ্ট হয়ে পড়েছো, পবিত্র চারাগাছ থেকে অপবিত্র হয়েছো, কিন্তু এবার আবারও পবিত্র হও"

প্রশ্ন :- প্রত্যেক বাচ্চার মনেই নিজের প্রতি কি এমন বিস্ময় জাগে ? আর কি কারণে বাবারও বিস্ময় জাগে বাচ্চাদের প্রতি ?

উত্তর :- বাচ্চাদের বিস্ময় জাগার কারণ - পূর্বে আমরা কি ছিলাম, প্রকৃত অর্থে আমরা কার বাচ্চা ছিলাম, বাবার এমন অবিনাশী উত্তরাধিকার যার কাছ থেকে পেয়েছিলাম, সেই বাবাকেই আমরা ভুলে গেলাম বা কিভাবে ! রাবণ এসে আমাদেরকে এমন কুহেলিকা বিস্তার করে দিল যে, রচনা তার প্রকৃত রচয়িতা আর রচনাকেই ভুলে গেল। আর বাচ্চাদের প্রতি বাবার বিস্ময় জাগার কারণ- যে বাচ্চাদেরকে বাবা এত উন্নত করে গড়ে তোলেন, অবিনাশী রাজ্য-ভাগ্যের অধিকার প্রদান করেন, সেই বাচ্চারা কি করে বাবার এত গ্লানি করতে পারে ! রাবণের সংস্পর্শে এসেই বাচ্চারা তাদের সবকিছুই খুইয়েছে।

ওঁ শান্তি ! বাচ্চারা, কি ভাবছো তোমরা ? পুরুষার্থের ক্রমানুসারে প্রত্যেক জীব-আত্মার মনে নিজের প্রতি বিস্ময় জাগে এই ভেবে যে, সত্যি, আমরা কি ছিলাম পূর্বে, প্রকৃত অর্থে কার সন্তান আমরা, যার থেকে এমন অবিনাশী উত্তরাধিকার অনায়াসেই পেয়ে এসেছি - এমন বাবাকেই আমরা ভুলে গেলামই বা কিভাবে ! যেখানে সতোপ্রধান দুনিয়ায় সমগ্র বিশ্বের মালিক ছিলাম, কতই অগাধ সুখে ছিলাম আমরা, সেই আমাদেরই পরে আবার অধোগতির সিঁড়ি বেয়ে অবনমন। আসলে, রাবণ এসে এতই কুয়াশাচ্ছন্ন করে দিলো যে, প্রকৃত অর্থে আমরা যার রচনা, সেই রচয়িতা বাবাকেই বেমালাম ভুলে গেলাম। এই কুহেলিকাই মানুষকে তার সঠিক পথ থেকে দিকভ্রষ্ট করে দেয়। তাই আমরাও তেমনি ভুলে গেছিলাম - কোথায় আমাদের প্রকৃত নিবাস, কোথায়ই বা বাস করতাম আমরা। বাবা এখন ওঁনার আপন সন্তানদের দেখতে পেয়ে বলছেন- তোমরা তো আমার সেইসব বাচ্চা, যাদেরকে আজ থেকে ৫-হাজার বছর-পূর্বে আমি রাজ্য-ভাগ্যের অধিকারী করে গেছিলাম। কত সুখে আর আনন্দেই না ছিলে তোমরা। কিন্তু কোথায় এখন তোমাদের সেই সুখ আর আনন্দ ! কি করেই বা এই রাবণের রাজত্বে এসে পড়লে তোমরা। অন্যের রাজত্বে যখন, তখন তো খুবই দুঃখ-কষ্টে আছো তোমরা। একেবারেই ভবধুরে হয়ে পরেছো তোমরা। আর অন্ধশ্রদ্ধার অন্ধকারে বাবাকে খুঁজেছো তোমরা, তাই তো তাকে খুঁজে পাওনি এতদিন। ফলে তাকে তোমরা নুড়ি-পাথরের সাথে এক করে ফেলেছো। এমনটা হলে তাকে আর খুঁজে পাবেই বা কি প্রকারে ? এইভাবে অর্ধ-কল্প ধরে বিপথগামী হয়ে আশাহত হয়ে পড়েছো তোমরা। নিজেদের অজ্ঞানতার কারণে এই রাবণ-রাজ্যে তোমাদের কতই না দুঃখ-কষ্টে পড়তে হয়েছে। ভক্তি-মার্গে আসার কারণেই ভারত আজ এত গরীব হয়ে পড়েছে। বাচ্চাদেরকে দেখে বাবার মনে হয়, ভক্তি-মার্গে এসে একেবারে পথভ্রষ্ট হয়ে পড়েছে বাচ্চারা। কিন্তু এই অর্ধ-কল্প যে ভক্তি-মার্গেরই - কিন্তু তা হয় কেন ? আসলে তা হয় আবার ভগবানের সাথে মিলিত হবার জন্য। কারণ, ভক্তির পরেই তো তার ফল দেবেন ভগবান। কিন্তু কি সেই ফল ? তা কিন্তু কেউই জানে না, এই বিষয়ে সবাই তখন বোকা হয়ে যায়। কিন্তু এইসব বিষয়গুলো তোমাদের মন-বুদ্ধিতে অবশ্যই থাকা উচিত - পূর্বে তোমরা কি ছিলে, কিভাবে নিজেরা নিজেদের রাজ্যপাঠ পরিচালনা করতে, তারপরে কিভাবেই বা অধোগতির সিঁড়ি বেয়ে নামতে-নামতে রাবণের রাজ্যে এসে

শিকলে বাঁধা পড়লে। যেখানে কেবল অপরম্অপার দুঃখ আর দুঃখ। অথচ, শুরুতে তোমরা ছিলে অপরম্অপার সুখের মধ্যে। তোমাদের মনে তা আসা উচিত, নিজেদের রাজ্যে তোমরা কত অপার সুখের মধ্যে ছিলে, কিন্তু অপরের রাজ্যে এসে কতই না দুঃখ-কষ্ট ভোগ করতে হচ্ছে। যেমন লোকেরা ভাবে, ইংরেজদের রাজত্বে তাদের কতই না দুঃখ-কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে।

বাচ্চারা, তোমরা এখন এই ঈশ্বরীয় পাঠশালায় বসে আছো। তোমাদের মনে একথা অবশ্যই আসা উচিত, প্রকৃত অর্থে তোমরা কে ও কার সন্তান ছিলে ? বাবা তোমাদেরকে সমগ্র বিশ্বের যে রাজ্য-ভাগ্য প্রদান করেছিলেন, তা খুইয়ে এখন কি করে এই রাবণ-রাজ্যের শৃঙ্খলে এভাবে বাঁধা পড়লে ? যেখানে এত দুঃখ-কষ্ট দেখতে হয়, কত খারাপ কাজ করতে হয়। সৃষ্টিও দিন-প্রতিদিন খারাপ থেকে আরও খারাপ হয়ে চলেছে। তেমনি লোকের সংস্কারও দিন-প্রতিদিন আরও বেশী ক্রিমিনাল হয়ে যাচ্ছে। এমত অবস্থায় তো তোমাদের সেই আসল স্মৃতিতে আসা উচিত। বাবাও তা পরখ করেন, কে কেমন পবিত্র চারাগাছ। যাদেরকে বাবা রাজ্য-ভাগ্য প্রদান করেছিলেন, তারাও বাবার এমন মহান কর্তব্যকেই (অকুপেশনকেই) ভুলে গেল কি করে। এখন আবার যদি তোমরা এই তমোপ্রধান অবস্থা থেকে সতোপ্রধান অবস্থায় আসতে চাও, তবে এই বাবাকে তেমন ভাবে স্মরণ করতে পারলে তোমাদের সব পাপ ভুল হয়ে পবিত্র হয়ে যাবে। কিন্তু এই স্মরণের যোগেই যে টিকে থাকতে পারো না তোমরা। বারবার বলতে থাকো- বাবা ভুল হয়ে যায়। আরে, স্মরণের যোগ না করলে তোমাদের পাপ ভস্মীভূত হবে কি প্রকারে ? একেই তোমরা বিকারের দ্বারা পতিত হয়ে আছো, দ্বিতীয়তঃ এতদিন কতকিছু বলে বাবার এত সম্মাহানি ঘটিয়েছ। মায়ার পাল্লায় পড়ে তোমাদের এতই অধঃপতন হয়েছে, যে বাবা তোমাদেরকে আকাশচুম্বী শিখরে পৌঁছে দিয়েছেন, তাকেই তোমরা নুড়ি-পাথরের সাথে তুলনা করেছো। যদিও মায়ার সঙ্গে থাকার কারণেই এমন কাজ করেছো তোমরা। কিন্তু এখন তো সেসব তোমাদের বুদ্ধিতে রাখা উচিত। পাথরের মতন একেবারে নিরেট-নির্বোধ হওয়া উচিত নয় মোটেই। যেখানে বাবা রোজ-রোজ মুরলীতে কত সুন্দর-সুন্দর পয়েন্ট শোনাচ্ছেন তোমাদেরকে।

বাচ্চারা, বস্তুতে এখন তোমাদের যেমন অনেক বড় সংগঠন হয়েছে, সেখানে তোমরা বলতে পারো, বাবা বলছেন- "ওহে ভারত-বাসীরা, আমিই তোমাদেরকে (স্বর্গের) রাজ্য-ভাগ্যের অধিকার দিয়ে থাকি। একদা তোমরাই সেই স্বর্গ-রাজ্যের দেবতা ছিলে। কিন্তু তোমরা এই রাবণ-রাজ্যে এলেই বা কীভাবে ? অবশ্য ড্রামার চিত্রপটে এমনই রয়েছে।" বাচ্চারা, তোমরা রচয়িতা আর তাঁর রচনার আদি-মধ্য-অন্তকে ভালভাবে বুঝতে পারলে, তবেই তো উচ্চ পদের অধিকারী হতে পারবে। আমাকে স্মরণ করলেই তোমাদের সব বিকর্ম বিনাশ হবে। যদিও তোমরা সবাই বসে আছো এখানে, কিন্তু তোমাদের অনেকেরই বুদ্ধি ঘুরছে এদিকে-ওদিকে। বুদ্ধিতে একথা ধারণ করা উচিত - পূর্বে তোমরা কোন্ রাজত্বে ছিলে আর এখন রাবণ-রাজ্যে অর্থাৎ অপরের রাজ্যে এসে পড়েছো। ফলে কতই না দুঃখ-কষ্টের কবলে পড়েছো তোমরা। যেখানে শিবালয়ে অর্থাৎ স্বর্গ-রাজ্যে তোমরা খুবই সুখে ছিলে। এখানে তো বাবাকেই আসতে হয়েছে, তোমাদেরকে এই বেশ্যালয় থেকে উদ্ধার করার জন্য। কিন্তু তোমরা নিজেরাই তো তেমন ভাবে বেরিয়ে আসতে আগ্রহী নও। বাবা জানাচ্ছেন- একবার শিবালয়ে পৌঁছে গেলে সেখানে আর এই বিষের জ্বালায় জ্বলতে হবে না, যেহেতু বিষ জাতীয় কোনও কিছুই নেই সেখানে। এখানকার মতন খারাপ খাওয়া-দাওয়া সেখানে পাবেই না। যেহেতু সেটা যে সমগ্র নতুন বিশ্বের মালিক লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্য। কিন্তু সেসব এখন গেল কোথায় ? তোমরা

আবারও সেই রাজ্য-ভাগ্যের পদ লাভ করতে চলেছো, কত সহজ সরল পদ্ধতিতে। এসব কথাই ব্যাখ্যা করে বোঝাচ্ছেন বাবা। সবাই তো আর একই প্রকারের সমান মানের সেবানারী হয় না। রাজধানীও স্থাপিত হয় ক্রমানুসারে। ঠিক যেমনটি হয়েছিলো ৫-হাজার বছর পূর্বে। অতএব, এবার তোমাদেরকে সতাপ্রধান যে হতেই হবে। যেহেতু বাবা জানাচ্ছেন, পুরোনো এই দুনিয়া এখন একেবারেই তমোপ্রধান। পুরোপুরি পুরোনো হলে, বাবাকে তো তখন আসতেই হবে। এই বাবা ছাড়া আর কেউই যে সেই প্রকৃত জ্ঞান বোঝাতে পারে না।

বাম্বারা, ভগবান স্বয়ং এসে এনার (ব্রহ্মার) রথের সাহায্যে তোমাদেরকে এই বিশেষ জ্ঞানের পাঠ পড়াচ্ছেন। এ'কথা স্মরণে থাকলে তবেই তোমরা এই বিশেষ জ্ঞান নিজেরা যেমন বুদ্ধিতে ধারণ করতে পারবে, আবার অন্যদেরকেও তা শুনিয়ে নিজেদের মতন করে গড়ে তুলতে পারবে। এবার বাবা বোঝাচ্ছেন - ইতিপূর্বে তোমরা ছিলে ক্রিমিনাল স্বভাবের, অনেক কষ্টে তার সংশোধন হয়েছে। এখন আর তোমাদের দৃষ্টি-ভঙ্গীতেও কোনও ক্রিমিনালিটি নেই। ক্রিমিনালিটির প্রধানটি হলো কাম-বিকারের ক্রিমিনালিটি। যা ছাড়ানোটা খুবই মুশ্কিলের ব্যাপার। যেহেতু এর সাথেই থাকে ৫-বিকার। অবশ্য ক্রোধের ক্রিমিনালিটিও কম কিছু নয়। বসে থেকেই যেন ভূতের বশীভূত হয়ে যাও। এটাও ক্রিমিনালিটির আর এক রূপ। যতক্ষণ না সিভিলইজড হতে পারছো, ততক্ষণ কোনও ফলই পাবে না। উল্টে শতগুণ পাপের বোঝা চাপবে ঘাড়ে। যার ফল স্বরূপ আরও ঘন ঘন ক্রোধ বাড়তে থাকবে। তাই তো বাবা বোঝাচ্ছেন - আগে তোমাকে এমন ভাবধারায় উপনীত হতে হবে, এখন আর তুমি রাবণের রাজত্ব নেই, তুমি ঈশ্বরের তত্ত্বাবধানে ওঁনার কাছেই বসে আছো। অতএব বিকারগুলিকে ঝেড়ে ফেলার প্রতিজ্ঞা করতে হবে নিজেদেরকেই। একথা বাবা স্বয়ং জানাচ্ছেন। যার জন্য দরকার বাবাকে স্মরণ করা আর নিজেকে ক্রোধমুক্ত করা। অর্ধ-কল্প ধরে এই ৫-বিকার তোমাকে ক্রমান্বয়ে অধোগতির নিম্নস্তরে নামিয়ে এনেছে। অথচ একদা তোমরাই ছিলে সর্বোচ্চ স্তরের। ফলে সবচেয়ে বেশী পতন হয়েছে তোমাদেরই। এই ৫-বিকারের ভূতের কারণেই তোমাদের এত অধঃপতন। কিন্তু এখন শিবালয়ে যাবার প্রস্তুতিতে এই বিকারগুলির নাগপাশ থেকে বেরিয়ে আসতেই হবে। সুতরাং এই বেশ্যালয় থেকে মনকে সরিয়ে নিতে থাকো। বাবাকে স্মরণ করতে থাকলে সেই অন্তিম ইচ্ছাই ফলীভূত হবে। তবেই তোমরা তোমাদের প্রকৃত গৃহে পৌঁছাতে পারবে। এমন সঠিক দিশা আর কেউই দেখাতে পারবে না। ভগবান উবাচ - "আমি তো কখনোই একথা বলিনি যে, আমি সর্বব্যাপী। আমি কেবল তোমাদের রাজযোগ শিখিয়েছি আর বিশ্বের মালিক করে গড়ে তুলেছি। সেখানে পৌঁছোবার পর এই জ্ঞানের আর প্রয়োজন পড়ে না। যেহেতু আমার অবিনাশী উত্তরাধিকার পেয়ে তখন তোমরা মনুষ্য থেকে দেবতা হয়ে যাও। তার জন্য কোনও প্রকারের হঠ-যোগ ইত্যাদির প্রয়োজন নেই। কেবলমাত্র নিজেকে আত্মা মনে করবে। তোমার শরীরকে কেনই বা তুমি (আত্মা) ভাবে ? এই দেহের ভাব (দেহ-অভিমান) থাকলে জ্ঞানের ধারণা যেমন জন্মায় না, তেমনি তা সঠিক ভাবে বুঝতেও পারে না। যদিও সবকিছুই ভবিতব্য। কিন্তু, তোমাদের এই ধারণা তো হয়েছে, এতদিন তোমরা ছিলে রাবণ-রাজ্যে - আর এখন পুরুষার্থ করছো রাম-রাজ্যে যাওয়ার লক্ষ্যে। আর বর্তমানে তোমরা রয়েছো পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগে।

বাম্বারা, তোমাদেরকে ঘর-সংসার গৃহস্থালিতেই থাকতে হবে। তোমরা এত অধিক সংখ্যায় এখানে থাকবেই বা কোথায় ! ব্রাহ্মণ হলেও সবাই তো আর ব্রহ্মার কাছেই থাকতে পারবে না। থাকতে তো হবে যার যার নিজের ঘর-বাড়িতেই। কেবলমাত্র এই জ্ঞানকে বুঝে নিয়ে বুদ্ধিতে ধারণ করতে

হবে যে, এখন আর তোমরা শূদ্র নও, প্রকৃত ব্রাহ্মণ হয়েছো। যদিও ব্রাহ্মণদের টিকির আকার যথেষ্টই ছোট। ঘর-সংসার গৃহস্থালিতে থেকেই শরীর নির্বাহের জন্য যে যার কাজ-কর্ম, ব্যাবসা-বাণিজ্য, ইত্যাদি করার সাথে সাথে বাবাকেও স্মরণ করতে হবে। ভাবতে হবে, পূর্বে কি ছিলাম আর কি হয়েছি এখন। আমরা এখন অপরের রাজ্যে অবস্থান করছি। যেখানে আমরা কতই না দুঃখ-কষ্টে ছিলাম। কিন্তু এখন বাবা এসে আবার আমাদেরকে ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন আমাদের প্রকৃত গৃহে। গৃহস্থ ব্যাবহারে থেকেই, যার যার নিজের অবস্থাকে সঠিকভাবে পরিচালনা করতে হবে। শুরুতে কত বড় বড় (ধনী) বৃক্ষই তো এসেছিলো, তাদের মধ্যে কেউ গেছে চলে, কেউ বা থেকে গেছে। তেমনি তোমাদের বুদ্ধিতেও এমন চিন্তাই যেন হয়, পূর্বে তোমরা কত সুন্দর নিজেদের রাজত্বে ছিলে, আর এখন কোথায় এসে পড়েছো। কিন্তু এরপর অবশ্য নিজেদের রাজ্যেই ফিরে যাবে। তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ লিখে জানাও, বলো বাবা, অমুক বি.কের উপস্থিতি ও ধারণা পূর্বে খুবই ভাল ছিল, কিন্তু আজকাল আর সে আসছে না। বাবা জানান- না আসার কারণ, হয়তো সে বিকারের কবলে পড়েছে কিন্তু জ্ঞানের কোনও ধারণাই সে ধারণ করতে পারেনি। ফলে উল্লতির পরিবর্তে অধঃপতন হতে হতে কানাকড়ি-মূল্য পদপ্রাপ্তি হবে তার। কোথায় রাজা হওয়া আর কোথায় নীচু পদ পাওয়া। যদিও সেখানে সবাই সুখী থাকবে, কিন্তু পুরুষার্থ করে উচ্চ পদে আসীন হওয়া অন্য কথা। তবে এদের মধ্যে বড় কে হতে পারে ? তার দ্বারা সবাই বুঝতে পারে। এই পুরুষার্থের দ্বারাই যে যার নিজের পদ পেয়ে থাকে। তোমরা সবাই এখন সেই পুরুষার্থের মধ্যেই আছে। এমনকি ভূপালের রাজা কিং মহেন্দ্রও এখন মনোযোগের সাথে পুরুষার্থ করে চলেছে। এখানকার কিং ওখানকার কিং-এর তুলনায় যেন পাই-পয়সা। তোমরা সবাই যে সেই সূর্য-বংশী রাজধানীতেই যাবে। তাই পুরুষার্থ এমন হওয়া উচিত, যাতে মালার পুঁতি হয়ে বিজয় মালাতেই স্থান পেতে পারো। তাই তো বাবা বাচ্চাদের বোঝাচ্ছেন - মাঝে মাঝে নিজেরাই নিজের মনের কাছে তা যাচাই করে দেখো, নিজের দৃষ্টি ভঙ্গিতে কোনও ক্রিমিনাল ভাব নেই তো ? যদি তা সিভিলাইজ হয়ে যায় তো অতি উত্তম। যদিও বিকারের বশবর্তী আর হচ্ছে না, তবুও তোমার দৃষ্টিভঙ্গি কিন্তু কিছু না কিছু প্রভাবিত করতেই থাকে তোমারই সাথে। যার প্রথমটি হলো কাম-বিকার। এই ক্রিমিনাল দৃষ্টি খুবই খারাপ। তাই তো এর নাম হয়েছে 'ক্রিমিনাল দৃষ্টি-ভঙ্গি'! অপরদিকে ভাল দৃষ্টির নাম 'সিভিল দৃষ্টি-ভঙ্গি'! অসীম জগতের বাবা তো তার বাচ্চাদেরকে ভাল করেই জানেন - কারা কি কি কর্ম করতে পারে। কে কতটা পরিমাণে সেবার কাজে লিপ্ত থাকে। কার কার ক্রিমিনাল দৃষ্টি-ভঙ্গির এখনও কোনও পরিবর্তন হয়নি। তাই তো এখনও পর্যন্ত এমন অনেক গোপন খবর বাবার কাছে আসে। সময় এলে তারা নিজেই বাবাকে সেই সঠিক তথ্য লিখে জানাবে এবং তারা নিজেরাই তা অনুভব করবে, আমরা এতদিন ধরে বাবাকে এমন মিথ্যা কথা বলে এসেছি, তাই তো আমাদের আজ এত অধঃপতন হয়েছে। আসলে জ্ঞানকে সেভাবে বুদ্ধিতে ধারণ করতে পারেনি যে। আর এই কারণেই তাদের অবস্থারও উল্লতি হয়নি। যেহেতু বাবার কাছে তারা গোপন করেছে। যদিও অনেকেই এমন গোপন করে থাকে। কিন্তু অবিনাশী সার্জন বাবার কাছে এই ৫-বিকারের প্রকৃত অবস্থাকে গোপন করা উচিত নয় মোটেই। সবকিছুই ওনাকে সত্যি সত্যি বলা উচিত। তোমাদের কার বুদ্ধি কোন দিকে ধাবিত হচ্ছে, কার বুদ্ধি আবার শিববারার প্রতি টিকে থাকে না। তোমরা যদি তোমাদের সেইসব দুর্বলতাগুলিকে না জানাও, সেগুলো তো আরও বাড়তেই থাকবে।

এবার বাবা বোঝাচ্ছেন - বাচ্চারা, দেহী-অভিমানী হও। নিজেদেরকে কেবলমাত্র আত্মা ভাবো। অর্থাৎ আত্মারা সবাই ভাই-ভাই! এই তোমরাই যখন ভাই-ভাই স্থিতিতে ছিলে, তখন তোমরা যেমন ছিলে

পূজ্য-স্বরূপ, তেমনি ছিলে সুখী। যখন থেকে পূজারী-স্বরূপে এসেছো, তখন থেকেই তোমাদের এতসব দুঃখ-কষ্ট। সত্যি এ কি হাল হয়েছে তোমাদের। লোকেরা বলে যে যুগ-যুগ ধরে এই গৃহস্থ-আশ্রম প্রথা চলে আসছে পরম্পরায়। আবার এও বলে যে, কেন রাম-সীতার কি কোনো বাচ্চা ছিল না! - তা ছিল অবশ্যই, কিন্তু সেই সময়কালে কাম-বিকারের দ্বারা বাচ্চার জন্ম হতো না। সেই দুনিয়া ছিল সম্পূর্ণ নির্বিকারী দুনিয়া। সেই দুনিয়ায় কোনও প্রকার ভ্রষ্টাচারের অংশ মাত্রও ছিল না। কোনও বিকারই ছিল না। যেহেতু সেটা রাবণ-রাজ্য ছিল না - তা ছিল রাম-রাজ্য। রাম-রাজ্যে তো আর রাবণের প্রবেশ ঘটে না। সত্যি, মানুষেরা এখন এতই ভ্রষ্ট-বুদ্ধির হয়ে পড়েছে। কিন্তু তাদের এমন অবস্থা কে করলো ? শিববাবা বলছেন- "আমি তো তোমাদের সত্বোপ্রধান বানিয়েছিলাম। তোমাদেরকে ভব-সাগরও পার করে দিয়েছিলাম। তবে তোমাদেরকে এমন তমোপ্রধান বানালো কে ? অবশ্যই সেই রাবণ। যা তোমরা এখন ভুলে গেছো। উপরন্তু লোকেরা বলে যে- যা চলছে, এসবকিছুই পরম্পরায় চলে আসছে। আরে, সেই পরম্পরাটা কোন্ সময় থেকে ? সেই সময়কালের কোনও হিসেব তো জানাও! অবুঝের মতন তারা যা বলে তার প্রকৃত তথ্যটাই যে জানে না তারা। তাই তো বাবা তোমাদেরকে এমন যুক্তি ও তথ্য প্রমাণ দিয়ে জানাচ্ছেন। একদা কত সুন্দর রাজ্য-ভাগ্যের অধিকারী বানিয়ে গেছিলেন বাবা। তোমরা ভারতবাসীরা তখন কতই না সুখ-শান্তিতে ছিলে। ভারত-ভূখণ্ড ছাড়া অন্য কোনও খণ্ড ছিল না দুনিয়ায়। খ্রিস্টানেরাও তা স্বীকার করে- সেই সময়কালটা ছিল স্বর্গ-রাজ্য। সেই সব দেবতাদের চিত্র ও মূর্তিগুলি এখনও বর্তমান। যার থেকে পুরানো আর কিছুই নেই। সবচেয়ে পুরানো যা, তা হলো লক্ষ্মী-নারায়ণ ও তাদেরই ব্যবহৃত সামগ্রী। অবশ্য পুরানো হিসাবে ধরতে গেলে শ্রীকৃষ্ণকেই ধরতে হয়। আবার নূতন হিসাবে ধরতে গেলে সেই শ্রীকৃষ্ণকেই ধরতে হয়। পুরানো অর্থাৎ যা অতীতে হয়ে গেছে, তেমনি তোমরাও একদা সৌম্য উজ্জ্বল-গৌর-বর্ণের ছিলে, আর এখন হয়েছে কদাকার শ্যাম-বর্ণের। সেই সুপ্ত স্মৃতিতেই তো কৃষ্ণকে দেখে ভারতবাসীরা এত উল্লসিত হয়। তাই সেই শ্যাম-বর্ণের কৃষ্ণকে কেমন সুন্দর করে দোলনায় দোলায়। লোকেরা তো জানেই না সেই সৌম্য গৌর-বর্ণের মানুষেরা ছিলেন কোন সময়কালে। অথচ সুপ্ত মনে তা থাকার কারণে কৃষ্ণকে খুব ভালবাসে। কিন্তু রাধা তবে কি দোষ করলো সেক্ষেত্রে ?

এবার বাবা বলছেন- বাচ্চারা, তোমরা এখানে সৎ-দের সঙ্গে অর্থাৎ সৎসঙ্গে বসে আছো। বাইরে বেরিয়ে কুসঙ্গে মিশলেই সবকিছুই ভুলে যাও। মায়া যে প্রবল শক্তিশালী। এমনকি হাতীকেও সে অনায়াসে গিলে নেয়। তার হাত থেকে নিস্তার পাবার জন্য সবাই পালাতে চায়। নিজের মধ্যে সামান্য অহংকার এলেও আরও সর্বনাশ করে দেয়। অসীম জগতের এই বাবা অবশ্য তোমাদের তা বোঝাতে থাকবে বারে-বারে। অতএব তোমরা নিরাশ হয়ে না। বাবা এমন কেন বলেন, যাতে আমার মান-সম্মানে আঘাত লাগে। এবার বাবা বলছেন- আরে, তোমাদের সেই মান-সম্মান তো রাবণ-রাজ্যেই হারিয়ে গেছে। তোমরা তো তখনই সবকিছু হারিয়ে বসে আছো, যখন থেকে তোমরা দেহ-অভিमानে এসেছো, পথভ্রষ্ট হয়েছো। ক্রোধ, লোভ - এগুলি যে ক্রিমিনাল দৃষ্টি-ভঙ্গি। যেমন, চোখ দিয়ে কিছু দেখলে আর তা পছন্দ হলো, সেটাও এক প্রকারের লোভ। এখন বাবা স্বয়ং এসে ওনার বাগান পরিদর্শন করছেন- কোন বাগানে কিরকম কি ফুল আছে। এই বাগান থেকে আবার যাবেন অন্য বাগানে, সেখানকার ফুল দেখতে। শিববাবাকে ফুল দিয়েই তো পূজা করে লোকেরা। কিন্তু উনি তো নিরাকার অর্থাৎ চৈতন্য ফুল। তোমরাও নিজেরা পুরুষার্থ করে তেমনই চৈতন্য ফুল হও। তাই বাবা বলছেন - মিষ্টি-মিষ্টি বাচ্চারা, যা হয়ে গেছে তা ভুলে গিয়ে ড্রামাকে জানো। পুরানো কিছু যেন চিন্তায় না আসে। তোমরা এখন পুরুষার্থের মধ্যে আছো, এর জন্য কত কষ্টও করতে হয়

তোমাদের, কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয় না, যেহেতু এই জ্ঞান যে তোমরা তেমন ভাবে বুদ্ধিতে ধারণ করো না। অবশ্য প্রজাও তো চাই। অল্প-বিস্তর শুনলে ও জানলে তারা তো প্রজাই হবে। এমন প্রজার সংখ্যাই তো অধিক হবে। এই বিশেষ জ্ঞান একবার ধারণ করতে পারলে তার আর বিনাশ হয় না। আগ্রহ ভরে মাত্র একবার শুনলেও-শিববাবার প্রতি ধারণা স্পষ্ট হয়ে যায়। তাতেও তারা অন্তত পক্ষে প্রজা তো হতে পারবে। তোমাদের মনে এই স্মৃতি আসা উচিত, পূর্বে তোমরা কোন রাজ্যে ছিলে, যা আবারও পেতে চলেছো। এই কারণেই সম্পূর্ণভাবে নিজেকে পুরুষার্থের মধ্যে ব্যস্ত রাখতে হবে। একেবারে সঠিক ভাবে সেবাকার্য চলছে। আচ্ছা !

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ সুমন আর সুপ্রভাত।
আত্মাদের পিতা পরমাত্মা ঔঁনার আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) শিবালয়ে যেতে হলে বিকারগুলিকে ঝেড়ে ফেলতে হবে। বর্তমানের এই বেশ্যালয় থেকে ধীরে ধীরে মনকে সরিয়ে ফেলতে হবে। শূদ্রের সঙ্গ ত্যাগ করতে হবে।

২) যা হয়ে গেছে তা ড্রামার ভবিতব্য ভেবে সে বিষয়ে কোনও চিন্তা-ভাবনা করবে না। কখনও অহংকারের বশীভূত হবে না। সংশোধনের কোনও শিক্ষা পেলে নিরাশ হবে না তাতে।

বরদান :- নিশ্চয়ের ফাউন্ডেশন দ্বারা সম্পূর্ণতা পর্যন্ত পৌঁছে নিশ্চিত নিশ্চয়বুদ্ধি হও

স্পষ্টীকরণ :- নিশ্চয় ব্রাহ্মণ জীবনের সম্পন্নতার ফাউন্ডেশন। আর এই ফাউন্ডেশন পোক্ত হলে সহজে আর তীর গতিতে সম্পূর্ণতা পর্যন্ত নিশ্চিত পৌঁছানো যায়। যে যথার্থ নিশ্চয়-বুদ্ধির, সে সদা নিশ্চিন্ত থাকে। এই নিশ্চয়তাই নিজের আত্ম-স্বরূপকে জানা, মান্য করা আর সেই অনুসারে চলা এবং বাবা যেমনই হোক, যে রূপে, যে ভাবেই উনি ঔঁনার কর্ম-কর্তব্যের পার্ট করুন না কেন- তাকেই যথার্থ ভাববে। এমন নিশ্চয়-বুদ্ধিধারীরাই বিজয়ী হয়।

স্লোগান :- নিজের সময়, সুখ ও প্রাপ্তির ইচ্ছা সবাইকে যে দান করতে পারে - সে মহাদানী।

সত্যতার শক্তি

আজ সর্বশক্তিমান বাবা দুই সন্ধ্যাকে বিশেষভাবে দেখছেন। এক, রাজ্য সন্ধ্যা, দুই, ঈশ্বরীয় সন্ধ্যা। উভয় সন্ধ্যার এখন সঙ্গমযোগে বিশেষ পার্ট চলছে। রাজ্য সন্ধ্যা অস্থিরতার মধ্যে রয়েছে। ঈশ্বরীয় সন্ধ্যা সদা অনড় অবিনাশী। ঈশ্বরীয় সন্ধ্যাকে সত্যতার শক্তি বলা হয়, কারণ যিনি দেন তিনি সত্য বাবা, সত্য শিক্ষক, সদগুরু। সেইজন্য সত্যতার শক্তি সদা শ্রেষ্ঠ। তোমরা সত্যতার শক্তি দ্বারা সত্যযুগ, সত্যভূমি স্থাপন করেছ। সত্যের অর্থ অবিনাশীও। সুতরাং সত্যতার শক্তি দ্বারা তোমরা অবিনাশী উত্তরাধিকার লাভ কর। এই একটা পার্ট তোমাদের অবিনাশী পদ প্রাপ্ত করতে সমর্থ বানায়, যার জন্য তোমরা অবিনাশী বরদান প্রাপ্ত করেছ। কেউ এই প্রাপ্তি তোমাদের থেকে নিতে পারে না। যাদের সত্যতার শক্তি আছে, সারা বিশ্ব ভক্তিমার্গের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তাদের অবিনাশী গায়ন এবং পূজন করে আসছে, এর অর্থ তোমাদের গায়ন এবং পূজনও অবিনাশী সত্য হয়ে যায়। সত্য অর্থাৎ নিত্য সত্য। সুতরাং সবচেয়ে আগে কি জেনেছ? তোমরা নিজেদের সত্য আত্মা বলে জেনেছ। বাবার সত্য পরিচয় জেনেছ। এই সত্য পরিচয় চিনতে পারা ও জানার মধ্য দিয়ে সত্য জ্ঞানের দ্বারা সত্যতার শক্তি অবশ্যস্বাবীরূপে সত্য হয়ে যায়। সত্যতার শক্তি দ্বারা অসত্য রূপী অন্ধকার, অজ্ঞান রূপী অন্ধকার নিজে থেকেই সমাপ্ত হয়ে যায়। অজ্ঞান সদা অসত্য, জ্ঞান সত্য; সত্য বলেই ভক্তরা বাবার মহিমা গায়, সত্যম্, শিবম্, সুন্দরম্ অর্থাৎ তুমি সত্য, তুমি কল্যাণময়, তুমি সুন্দর। সত্যতার শক্তি সহজেই তোমাদের প্রকৃতিজিৎ, মায়াজিৎ বানিয়ে দেয়। সবাই নিজেই নিজেকে জিজ্ঞাসা কর, আমি বাবার বাচ্চা হলে কতখানি সত্যতার শক্তি আমি ধারণ করেছি?

কারও মধ্যে সত্যতার শক্তি থাকার লক্ষণ হলো, সে সদা নির্ভীক হবে। তোমরা মুরলিতে যেমন শুনেছ, "সচ তো বিঠো নচ" (যেখানে সত্য, সেখানে আত্মা নাচে) অর্থাৎ যার মধ্যে সত্যতার শক্তি আছে সে সদা ভাবনাহীন এবং চিন্তা ও ভয়মুক্ত হওয়ার কারণে সেই আত্মা খুশিতে নাচে। যেখানে ভয়ের চিন্তা আছে সেখানে খুশিতে তোমরা নাচতে পার না; এমনকি নিজেদের দুর্বলতার চিন্তা হলেও। নিজের সংস্কার বা সঙ্কল্প দুর্বল হলে, সত্য মার্গ হওয়ার কারণে তোমাদের মনে নিজস্ব সেই দুর্বল ভাবনার চিন্তা অবশ্যই চলে। দুর্বলতা অবশ্যই তোমাদের মনে চঞ্চল স্থিতি উৎপন্ন করে। যতই নিজেকে তুমি লুকাতে চেষ্টা কর বা সময় অনুযায়ী অল্পকালের অথবা পরিস্থিতি অনুযায়ী আর্টিফিসিয়াল হাসি ফুটিয়ে তোল না কেন, সত্যতার শক্তি কিন্তু তোমার দুর্বলতার উপলব্ধি তোমাকে অবশ্যই করাবে। বাবার থেকে এবং নিজের থেকে কোনো কিছুই লুকিয়ে থাকতে পারে না। অন্যদের থেকে লুকিয়ে রাখতে পারবে। কিছুটা হলেও তোমাদের মনে নাড়া দেয় না যে তা নয়, কিন্তু আলস্য বশতঃ তোমরা তাতে তেমন গুরুত্ব না দিলেও সত্যতার শক্তি মনের মধ্যে বিদ্রমরূপে, উদাসীনতার রূপে, ব্যর্থ সঙ্কল্পের রূপে নিশ্চয়ই আসে, কারণ সত্যতার সামনে অসত্য থাকতে পারে না। ভক্তিমার্গে তারা ছবিতে দেখিয়েছে, সাগর মাঝে সাপের ওপরে (কৃষ্ণ) নাচ করছে। এটা সাপই, কিন্তু তাঁর সত্যতার শক্তি দ্বারা সাপও স্টেজ হয়ে যায় - যার ওপরে তিনি নাচেন। যতই ভয়ানক পরিস্থিতি হোক, মায়ার ভয়ঙ্কর রূপ হোক, তোমাদের সম্বন্ধ-সম্পর্ক মর্মান্তিক পীড়ার কারণ হোক, বায়ুমন্ডল যতই বিষাক্ত হোক কিন্তু যার সত্যতার শক্তি আছে, সেই সবকিছুই খুশিতে নাচ করার স্টেজ বানিয়ে দেয়। সুতরাং, এই ছবি কার? এই ছবি তোমাদের সকলের, তাই না? তোমরা সবাই কৃষ্ণ হতে

যাচ্ছ । এক্ষেত্রে তো সবাই তোমরা হাত ওঠাও, নয় কি ? রাম চরিত্রে অর্থাৎ রামের দৈবী কাজকর্মে এইসব উল্লেখ নেই । তাতে এক মুহূর্ত বিচ্ছেদ, পরমুহূর্তে খুশি । সুতরাং, যে আত্মারা কৃষ্ণ হয়, এমন স্থিতিরূপী স্টেজে সদা নাচতে থাকে । প্রকৃতির কোনও তত্ত্ব বা মায়ী বা ব্যক্তি, বৈভব এমন আত্মাকে টলাতে পারে না । তারা মায়াকেই তাদের স্টেজ বা শয্যা বানিয়ে দেবে । সেই ছবিও তো তোমরা দেখেছ, তাই না ! সাপকে তিনি শয্যা বানিয়েছেন অর্থাৎ তিনি বিজয়ী । অতএব, সত্যতার শক্তির লক্ষণ হলো, যেখানে সত্য সেখানে আত্মা নাচে, এটাই ছবি । যাদের সত্যতার শক্তি আছে তারা কখনও ডুবতে পারে না । ডামাডোল অবস্থাকেও তাদের খেলা বলে অনুভব হবে । আজকাল তারা ইচ্ছা করেই এমন খেলা বানায় যেখানে তোমরা উপর-নিচে দুলবে, তাই নয় কি ? খেলাটা তো হল নীচে পড়ার, কিন্তু সেটা খেলা হওয়ার কারণে তারা নিজেদের বিজয়ী অনুভব করে । যতই উথাল পাথাল হোক, কিন্তু যে খেলা করছে সে এটাই মনে করবে সে জয় অর্জন করেছে । তাহলে কি তোমরা নিজেদের এইরকম সত্যতার শক্তি অর্থাৎ জয়ের বরদান প্রাপ্তকারী মনে কর ? নিজেদের বিজয়ী স্বরূপ সদা অনুভব কর ? যদি এখনও পর্যন্ত কোন চাঞ্চল্য বা ভয় আছে, তো সত্যের সঙ্গে অসত্য এখনও থেকে গেছে, সেইজন্যই চঞ্চলতা উৎপন্ন হচ্ছে । সুতরাং, চেক কর - সঙ্কল্প, দৃষ্টি, বৃত্তি, বোল আর সম্বন্ধ-সম্পর্কে সত্যতার শক্তি অটল কিনা ! আত্মা - আজ মিলনে অনেক বাস্চা আছে, সেইজন্য এই সত্যতার শক্তিতে ব্রাহ্মণ জীবনে বিশেষত্ব সম্পন্ন হয়ে কিভাবে তোমরা চলতে পার তার বিস্তার সম্পর্কে বাবা তোমাদের পরে বলবেন । বুঝেছ ?

ডবল বিদেশি বাস্চারা ক্রিসমাস পালন করেছে নাকি আজও ক্রিসমাস ? ব্রাহ্মণ বাস্চাদের জন্য সঙ্গমযুগই উৎসব উদযাপনের যুগ । সুতরাং নাচো, গাও, খুশিতে রোজ উদযাপন কর । কল্পের হিসেবে সঙ্গমযুগ মাত্র অল্প দিনের সমান, সেইজন্য সঙ্গমযুগের প্রতিটা দিন বড় দিন । আত্মা !

সত্যতার শক্তি স্বরূপ, সত্য বাবার দ্বারা সত্য বরদান বা উত্তরাধিকার লাভ করে, সদা সত্যতার শক্তি দ্বারা বিজয়ী আত্মাদের, প্রকৃতিজিৎ, মায়াজিৎ, খুশিতে নাচে, এইরকম সকল সত্য বাস্চাদের সত্য বাবা, শিক্ষক এবং সদগুরু স্বরণ-স্নেহ আর নমস্কার ।

দাদী চন্দ্রমণিজী বাপদাদার থেকে ছুটি নিয়ে পাঞ্জাব যাচ্ছেন
তোমরা পাঞ্জাব নিবাসী বাস্চারা তথা মধুবন নিবাসী বাস্চারা স্বরণ - স্নেহ স্বীকার কর । সব বাস্চা সদাই নিশ্চিন্ত বাদশাহ হচ্ছে, তাই না ! কেন ? যোগযুক্ত বাস্চারা সদা সুরক্ষিত ছত্রছায়ায় থাকে । তোমরা যোগী বাস্চারা পাঞ্জাবে থাক না, বরং বাপদাদার ছত্রছায়ায় থাক । পাঞ্জাবেই থাক বা যে কোনখানে, যে বাস্চারা সদা সুরক্ষিত ছত্রছায়ায় থাকে তারা সদা সেফ থাকে । যদি ডামাডোলের মধ্যে সবকিছু ওলটপালট হয়ে যায়, তবে তারা কোন না কোনভাবে আঘাত পাবে । যেমনই হোক, তোমরা অনড় থাকলে, যদি বিক্ষোভ-স্থানেও থাক, তোমাদের কেশাগ্রও স্পর্শ হতে পারে না, সেইজন্য এখনও বাপদাদার হাত আছে, সাথ আছে, সুতরাং নিশ্চিন্ত বাদশাহ হয়ে থাক আর এইরকম অতি অশান্ত বাতাবরণে শান্তির কিরণ ছড়িয়ে দাও । যারা হতাশাগ্রস্ত তাদের ঈশ্বরীয় সাহচর্যের আশা দাও । যাদের টালমাটাল অবস্থা তাদের অবিনাশী সাহচর্যের স্মৃতি স্বরণ করিয়ে অটল বানাও । পাঞ্জাব থেকে আগতদের এই বিশেষ সেবা করতে হবে । তোমাদের আগেও বলা হয়েছিল, যারা পাঞ্জাব থেকে আগত, তাদের ভালো চান্স আছে বাবার নাম মহিমাম্বিত করার । যখন চারিদিকে মানুষের কোনও সহায় নজরে আসে না, সেই সময় তাদের অনুভব করাও যে তোমরাই সেই শ্রেষ্ঠ আত্মা, যারা মনের আরাম

দেয়, মনোশান্তির সহায় হয়। অশান্তির সময়েই শান্তির গুরুত্ব, সুতরাং এমন টাইমে তাদের এটা অনুভব করাতে হবে, এটাই প্রত্যক্ষতার এক নিমিত্ত আধার হয়ে যায়। অতএব, পাঞ্জাবের নিমিত্ত আত্মারা, তোমরা ভয় পাবে না। বরং এমন সময়ে মানুষ যেন অনুভব করে সবাই তাদের ভয় দেখাতে পারে কিন্তু তোমরা তাদের সহায় হবে। মিটিংয়ে এইরকমই প্ল্যান বানাও যেখানে অশান্ত আত্মাদের সংগঠনে গিয়ে তাদের শান্তির অনুভব कराবে। এমনকি যদি দুই একজন আত্মাকেও যদি শান্তির অনুভূতি করাতে পার, তবে সেই দুই একজন আত্মার থেকেই তরঙ্গ ছড়িয়ে পড়বে আর সরবে আওয়াজ শোনা যাবে। তোমরা মিটিং করছ, এটা খুব ভালো, তোমরা সাহসী, প্রবল উদ্যমী আর সদাই প্রতিটা কার্যে সহযোগী, স্নেহী এবং একসাথে থেকেছ আর একসাথেই থাকবে। পাঞ্জাবের নম্বর পিছনে নয় সামনে। পাঞ্জাব এ শের বলা হয়, শের অর্থাৎ বাঘ কখনও পিছনে থাকে না, সামনে থাকে। তোমাদের যে প্রোগ্রামই দেওয়া হোক, "হাঁ জী, হাঁ জী" বলা অর্থাৎ বিনীতভাবে সম্মতিসূচক জবাব দাও, তবেই অসম্ভবও সম্ভব হয়ে যাবে। আচ্ছা !

সব বাচ্চার সাথে মিলনের পরে প্রাতঃ ৫ : ৩০ মিনিটে বাপদাদা সদগুরুবারের স্মরণ-স্নেহ দিয়েছেন

-

চতুর্দিকে সত্যাবার, সত্যশিক্ষকের, সদগুরুর অতি নিকটস্থ, স্নেহী এবং সদা সাথী বাচ্চারা সদগুরুবারের অনেক অনেক স্মরণ - স্নেহ গ্রহণ কর। আজ সদগুরুবারের দিনে বাপদাদা সবাইকে সদা সফলতা স্বরূপ হও, সদা সাহস আর প্রবল উদ্যমে থাক, সদা বাবার সুরক্ষিত ছত্রছায়ায় সেফ থাক, সদা একবল এক ভরসায় স্থিত থেকে সাক্ষী হয়ে সব দৃশ্য দেখতে দেখতে প্রসন্ন থাক, এইরকম বিশেষ স্নেহ ভরা বরদান দিচ্ছেন। এই সবই বরদান স্মৃতিতে রেখে সদা সমর্থ থাক, এটা সদা স্মরণে থাকুক আর সদা স্মরণে থাক। আচ্ছা - সবাইকে গুড মর্নিং আর সদা প্রতিদিনের অভিনন্দন। আচ্ছা !

বাছাই করা বিশেষ অব্যক্ত মহাবাক্য - স্মরণ জ্বালাস্বরূপ বানাও

বাবা সমান পাপ কাটেশ্বর বা পাপহরণী তখনই হতে পারবে, যখন তোমাদের স্মরণ জ্বালাস্বরূপ হবে। এইরকম স্মরণই তোমাদের দিব্য-দর্শন মূর্তি প্রত্যক্ষ कराবে। সেইজন্য কোনও সময় স্মরণ সাধারণ হতে দিও না। সদা তীব্র জ্বালাস্বরূপ ও শক্তিশালী স্মরণে থাক। স্নেহের সাথে শক্তির কস্মাইন্ড রূপ হতে হবে।

বর্তমান সময়ে জ্বালাস্বরূপের সংগঠিত রূপের আবশ্যকতা আছে। জ্বালাস্বরূপের স্মরণই শক্তিশালী বায়ুমন্ডল বানাবে এবং নির্বল আত্মাসকল শক্তিসম্পন্ন হবে। সব বিপ্লবের সহজ অবসান ঘটবে এবং পুরানো দুনিয়ার বিনাশ-অগ্নি জ্বলে উঠবে।

সূর্য যেমন সারা বিশ্বকে আলোকিত করে এবং অনেক বিনাশী প্রাপ্তির অনুভূতি করায়, ঠিক একইভাবে তোমরা বাচ্চারা নিজেদের মহান তপস্বী রূপ দ্বারা প্রাপ্তির কিরণের অনুভূতি করাও। সেইজন্য প্রথমে তোমাদের জমার হিসেব বাড়াও। যেমন সূর্যের কিরণ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে, ঠিক একইভাবে তোমরা মাস্টার সর্বশক্তিমান হওয়ার স্টেজে থাকলে শক্তি এবং বিশেষত্বের কিরণ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে অনুভূত হবে।

জ্বালারূপ হওয়ার মুখ্য এবং সহজ পুরুষার্থ হলো, সদা এই গভীর আকুলতা থাকবে যে এখন ঘরে ফিরে যেতে হবে এবং সবাইকে আমার সাথে নিয়ে। এই স্মৃতির সাথে তোমরা নিজে থেকেই সর্ব-

সম্বন্ধ এবং প্রকৃতির সমস্ত আকর্ষণের উর্ধ্বে থাকবে অর্থাৎ সাক্ষী হয়ে যাবে। সাক্ষীদ্রষ্টা হয়ে যাওয়ায় সহজেই বাবার সাথী অথবা বাবার সমান হয়ে যাবে।

জ্বালাস্বরূপ স্মরণ অর্থাৎ লাইট হাউস এবং মাইট হাউস স্থিতিকে বুঝে এই পুরুষার্থ বজায় রাখ। জ্ঞান স্বরূপ হওয়াতে বিশেষভাবে অনুভাবী হয়ে শক্তিশালী হও। এর মাধ্যমে তোমরা সব শ্রেষ্ঠ আত্মার শুভ বৃত্তি ও কল্যাণ বৃত্তি এবং শক্তিশালী বাতাবরণ দ্বারা হতাশাগ্রস্ত, লক্ষ্যহীন হয়ে ঘুরে বেড়ানো, মর্মপীড়ায় আতনাদকারী। এমন অনেক আত্মাকে আনন্দ, শান্তি আর শক্তির অনুভূতি করানোয় সমর্থ হবে।

অগ্নিতে কোনো জিনিস ফেললে যেমন তার রঙ, রূপ, গুণ সব বদলে যায়, একইভাবে যখন বাবার স্মরণের একাগ্রতার অগ্নিতে পড় তখন তোমাদের রূপান্তর ঘটে। মানুষ থেকে ব্রাহ্মণ হও, আবার ব্রাহ্মণ থেকে ফরিস্তা তথা দেবতা হয়ে যাও। কাঁচা মাটি যেমন ছাঁচে ঢেলে আগুনে ফেললে ইঁট তৈরি হয়, একইভাবে তোমরাও রূপান্তরিত হও। এই কারণে স্মরণকে জ্বালারূপ বলা হয়।

তোমরা সেবাধারী, স্নেহী, তোমাদের এক বল ভরসা, এই সবই তো ঠিক আছে কিন্তু মাস্টার সর্বশক্তিমানের স্টেজ অর্থাৎ স্টেজে থাকাকালীন লাইট হাউস মাইট হাউসের স্টেজ থাকা। তোমাদের স্মরণ যদি তীব্র জ্বালারূপ নেয়, তাহলে সবাই পতঙ্গের মতো তোমাদের চারপাশে ঘুরে বেড়াবে।

জ্বালা স্বরূপ স্মরণের জন্য মন এবং বুদ্ধি উভয়েরই পাওয়ারফুল ব্লক প্রয়োজন এবং ঘোরানোর জন্য শক্তির হালও প্রয়োজন। এর থেকে বুদ্ধির শক্তি বা অন্য যেকোন এনার্জি ওয়েস্ট (waste/নষ্ট) না হয়ে জমা হয়ে যাবে। তোমরা যত জমা করবে ততই পরখ করার এবং নির্ণয় করার শক্তি বাড়বে। সেইজন্য এখন অনবরত সঙ্কল্পের বিস্তার গুটিয়ে নিতে থাক অর্থাৎ অন্তর্লীন করার শক্তি ধারণ কর। যেকোন কার্য করাকালীন বা কথা বলতে বলতে মাঝে-মাঝে সঙ্কল্পের ট্রাফিক স্টপ কর। এক মিনিটের জন্যেও মনের সঙ্কল্পকে স্টপ কর, শরীর দ্বারা কোন কর্ম করাকালীন মাঝখানে স্টপ করতে হলেও সেটা স্টপ করে এই প্র্যাকটিস কর, তবেই বিন্দুরূপের পাওয়ারফুল স্টেজে স্থিত হতে পারবে। যেমন অব্যক্ত স্থিতিতে থেকে সব কার্য করা সরল হয়ে যাবে, ঠিক একইভাবে বিন্দুরূপ স্থিতিতে স্থিত হওয়াও সহজ হয়ে যাবে।

কোনও কীটাণু মেরে ফেলার জন্য ডাক্তাররা লেজার রশ্মি দেয়। এইভাবে স্মরণের শক্তিশালী কিরণ এক সেকেন্ডে অনেক বিকর্ম রূপী কীটাণু ভস্ম করে দেয়। বিকর্ম ভস্ম হয়ে গেলে তখন আবার নিজেকে হালকা আর শক্তিশালী অনুভব করবে।

তোমরা তো নিরন্তর সহজ যোগী, শুধু তোমাদের স্মরণের স্টেজকে মাঝে-মাঝে পাওয়ারফুল বানানোর জন্য তোমাদের অ্যাটেনশনে ফোর্স হতে দাও। যখন তোমরা সম্পূর্ণরূপে পবিত্রতা ধারণ করবে, তখন তোমাদের শ্রেষ্ঠ সঙ্কল্পের শক্তি একনিষ্ঠার অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করবে, সেই অগ্নিতে সব আবর্জনা ভস্ম হয়ে যাবে। তারপরে যা ভাববে সেটাই হবে, বিহঙ্গ মার্গের সেবা নিজে থেকেই হয়ে যাবে।

যেমন দেখানো হয় দেবতাদের স্মারকচিহ্নে, তাদের জ্বালারূপের দ্বারা অসুরদের ভস্ম করে দিয়েছে। অসুর নয় বরং তারা আসুরিক শক্তি ধ্বংস করেছে। এটা এখনকার স্মৃতিচিহ্ন। এখন জ্বালামুখী হয়ে আসুরিক সংস্কার, আসুরিক স্বভাব সবকিছু ভস্ম কর। প্রকৃতি এবং আত্মাদের মধ্যে যে তমোগুণ আছে সেসবের ভস্মকারী হও। এটা অনেক বড় কাজ, তখনই সম্পন্ন হবে যখন তোমরা এটা দ্রুতগতিতে করবে।

যে কোনও হিসেব, সেটা এই জন্মেরই হোক, বা গত জন্মের, একাগ্রতার অগ্নি স্বরূপ স্থিতি ব্যতীত ভস্ম হয় না। সদা অগ্নিস্বরূপ স্থিতি অর্থাৎ জ্বালারূপের শক্তিশালী স্মরণ, বীজরূপ, লাইট হাউস, মাইট হাউস স্থিতিতে পুরানো হিসেব-নিকেশ ভস্ম হয়ে যাবে এবং নিজেকে নিজে ডবল লাইট অনুভব

করবে। শক্তিশালী জ্বালাস্বরূপের স্মরণ তখনই থাকবে, যখন স্মরণের লিঙ্গ সদা জুড়ে থাকবে। যদি বারবার লিঙ্গ বিচ্ছিন্ন হয়, তাহলে সেটা জুড়তে সময়ও লাগে, পরিশ্রমও হয় এবং শক্তিশালী হওয়ার পরিবর্তে তোমরা দুর্বল হয়ে যাও।

স্মরণকে শক্তিশালী বানানোর জন্য বিস্তারে যেতে থাকাকালীন সারের স্থিতির অভ্যাস যেন কম না হয়, বিস্তারে সার ভুলে যেও না। ভোজনপান কর, সেবা কর কিন্তু স্বতন্ত্র হওয়া ভুলো না। সাধনা অর্থাৎ শক্তিশালী স্মরণ। নিরন্তর বাবার সঙ্গে হৃদয়ের সম্বন্ধ। সাধনা শুধুমাত্র যোগের জন্য বসা, একে সাধনা বলে না, বরং যেমন শারীরিকভাবে তোমরা বসো, সেইরকমই তোমাদের হৃদয়, মন এবং বুদ্ধি এক বাবার দিকে হতে দাও এবং বাবার সাথে বসো। একমাত্র এমনই একনিষ্ঠা যোগাল্লি প্রজ্জলিত করবে।

বরদানঃ- নিজেদের বোলের গুরুত্বকে বুঝে তার ইকনমি করে মহান আত্মা ভব

মহান আত্মাদের যেমন বলা হয় - সত্য বচন মহারাজ। সুতরাং তোমাদের বোল সদা সত্য বচন হবে অর্থাৎ কোনো না কোনো প্রাপ্তি লাভে সবাইকে সমর্থ বানাবে। ব্রাহ্মণের মুখ থেকে কখনও কারও জন্য অভিশাপের বোল বের হওয়া উচিত নয়, সেইজন্য যুক্তিযুক্ত বোল আর প্রয়োজনীয় বোল বোলো। বোলের ভ্যালু বোঝ। শুভ শব্দ, সুখদায়ী শব্দ বোলো, হাসি ঠাট্টার বোল বলবে না। বোলের ইকনমি করলে (বিচক্ষণতার সাথে শব্দ প্রয়োগ করলে) তোমরা মহান আত্মা হয়ে যাবে।

স্লোগানঃ - যদি শ্রীমতের হাত সদা সাথে থাকে তো সম্পূর্ণ যুগ হাতে হাতে দিয়ে চলতে থাকবে।

"মিষ্টি বাচ্চারা - দেহী - অভিমानी হও, তাহলে শীতল হয়ে যাবে, বিকারের দুর্গন্ধ দূর হয়ে যাবে, তোমরা অন্তর্মুখী হয়ে যাবে, ফুলে পরিণত হবে"

"প্রশ্ন :-- বাপদাদা সমস্ত বাচ্চাদের কোন্ দুই বরদান দেন ? তা স্বরূপে আনার বিধি কি ?

উত্তর :-- বাবা সমস্ত বাচ্চাদের শান্তি আর সুখের বরদান দেন । বাবা বলেন -- বাচ্চারা, তোমরা শান্তিতে থাকার অভ্যাস করো । কেউ যদি উল্টোপাল্টা কিছু বলে, তাহলে তোমরা উত্তর দিও না । তোমাদের শান্ত থাকতে হবে । অপ্রয়োজনীয় বাজে বা ব্যর্থ কথা বোলো না । তোমরা কাউকেই দুঃখ দেবে না । মুখে শান্তির চুশিকারি রাখো, তাহলেই এই দুই বরদান স্বরূপে এসে যাবে ।

ওম্ শান্তি । মিষ্টি - মিষ্টি বাচ্চারা কখনো সামনে থাকে, কখনো আবার দূরে চলে যায় । সামনে তারাই থাকে যারা স্মরণ করে, কেননা স্মরণের এই যাত্রাতেই সবকিছু নিহিত আছে । এমন বলাও হয় --- দৃষ্টি দিয়ে ভরপুর করে । আত্মার নজর যায় পরমপিতার প্রতি, আর কিছুই তার ভালো লাগে না । তাঁর স্মরণ করলে বিকর্ম বিনাশ হয় । তাই নিজের প্রতি কতো সাবধানতা রাখা প্রয়োজন । স্মরণ না করলে মায়া বুঝতে পারে -- এর যোগ ছিল হয়েছে, তখন মায়া নিজের দিকে আকর্ষণ করে । কিছু না কিছু ভুল কাজ করিয়ে দেয় । এমনভাবেই তারা বাবার নিন্দা করায় । ভক্তি মার্গে গাওয়া হয় --- বাবা, আমার তো এক আপনি দ্বিতীয় আর কেউই নেই । বাবা তখন বলেন -- বাচ্চারা, তোমাদের লক্ষ্য অনেক উঁচু । কাজ করতে করতে বাবাকে স্মরণ করা - এ হলো উঁচুর থেকেও উঁচু লক্ষ্য । এতে খুব ভালো অভ্যাসের প্রয়োজন । নাহলে যারা উল্টো কাজ করে তারা নিন্দুক হয়ে যায় । তোমরা মনে করো, কারো মধ্যে ক্রোধ এলো, নিজেদের মধ্যে লড়াই - ঝগড়া করলো, তাহলেও তো তারা নিন্দা করালো, এতে অনেক সাবধানতা রাখতে হবে । গৃহস্থ জীবনে থেকেও বুদ্ধি বাবার সঙ্গেই যুক্ত করতে হবে । এমন নয় যে, সবাই সম্পূর্ণ হয়ে গেছে । তা নয় । প্রয়াস করা উচিত - আমরা যেন দেহী - অভিমानी হতে পারি । দেহ ভাবে এলে কিছু না কিছু ভুল কাজ করে ফেলে, তাই বাবার নিন্দা করিয়ে দেয় । বাবা বলেন, এমন সদগুরু যারা নিন্দা করায়, তারা লক্ষ্মী - নারায়ণ হওয়ার যোগ্য হয় না, তাই সম্পূর্ণ পুরুষার্থ করতে থাকো, এতে তোমরা খুবই শান্ত - শীতল হয়ে যাবে । পাঁচ বিকার সব দূর হয়ে যাবে । তোমরা বাবার থেকে অনেক শক্তি পাবে । তোমাদের কাজ - কারবারও করতে হবে । বাবা এমন বলেন না যে, কর্ম করো না । ওখানে তো তোমাদের কর্ম, অকর্ম হয়ে যাবে । কলিযুগে যে কর্ম হয় তা বিকর্ম হয়ে যায় । এখন সঙ্গম যুগে তোমাদের শিখতে হয় । ওখানে শেখার কোনো ব্যাপার নেই । এখানকার শিক্ষাই ওখানে সাথে চলবে । বাবা বাচ্চাদের বোঝান যে বাহ্যমুখিতা ভালো নয় । তোমরা অন্তর্মুখী ভব । এমন সময়ও আসবে যখন বাচ্চারা, তোমরা অন্তর্মুখী হয়ে যাবে । বাবা ছাড়া আর কিছুই তোমাদের স্মরণে আসবে না । তোমরা যখন এসেছিলে তখন তোমাদের কারোর কথাই স্মরণে ছিলো না । গর্ভ থেকে যখন বাইরে এলে তখন জানতে পারলে - এই আমাদের মা - বাবা, ইনি অমুক । তাই এখন এমনভাবেই যেতে হবে । আমরা এক বাবারই, বাবা ছাড়া আর কেউই যেন বুদ্ধিতে না আসে । যদিও সময় আছে, তবুও পুরুষার্থ তো সম্পূর্ণ রীতিতে করতে হবে । এই শরীরের উপর তো কোনো ভরসা নেই । ঘরেও যেন খুব শান্তি থাকে, ক্রেশ যেন না থাকে, এমন চেষ্টাই তোমাদের করতে হবে । না হলে সবাই বলবে, এদের মধ্যে কতো অশান্তি । বাচ্চারা, তোমাদের তো সম্পূর্ণ

শান্ত থাকতে হবে । তোমরা তো শান্তির অবিনাশী উত্তরাধিকার নিষ্ছা, তাই না । এখন তোমরা কাঁটার মধ্যে আছো । তোমরা এখন ফুলের মধ্যে নেই । এই কাঁটার মধ্যে থেকেই তোমাদের ফুলে পরিণত হতে হবে । তোমরা নিজেদের আরো বেশী কাঁটাতে পরিণত করো না । তোমরা যত বাবাকে স্মরণ করবে ততই শান্ত থাকবে । কেউ যদি উল্টোপাল্টা কিছু বলে, তোমরা শান্তিতে থাকো । আত্মা তো শান্তই । আত্মার স্বধর্ম হলো শান্ত । তোমরা জানো যে, এখন তোমাদের ওই ঘরে ফিরে যেতে হবে । বাবাও হলেন শান্তির সাগর । তিনি বলেন - তোমাদেরও শান্তির সাগর হতে হবে । তোমরা ফালতু ব্যর্থ কথায় অনেক ক্ষতি করে ফেলো । বাবা নির্দেশ দেন --- এমন কথা বলা উচিত নয়, এতে তোমরা বাবার নিন্দা করাও । শান্তিতে থাকলে কোনো নিন্দা বা বিকর্ম হয় না । বাবাকে স্মরণ করতে থাকলে আরো বিকর্ম বিনাশ হবে । তোমরা নিজেরাও অশান্ত হয়ে না আর অন্যদেরও অশান্ত করো না । কাউকে দুঃখ দিলে আত্মা অশুশি হয় । অনেকেই আছে যারা লেখে যে -- বাবা, এ বাড়ীতে এলে তুমুল অশান্তি করে । বাবা লেখেন - তোমরা তোমাদের স্বধর্ম, শান্তিতে থাকো । হাতমতাই-এর কাহিনী আছে না ! ওদের বলেছিলো, তোমরা মুখে চুম্বিকাঠি দিয়ে দাও, তাহলে আওয়াজ বের হবে না । তোমরা কিছু বলতে পারবে না তখন ।

বাম্ভারা, তোমাদের শান্তিতে থাকতে হবে । মানুষ শান্তির জন্য অনেক ধাক্কা খায় । বাম্ভারা, তোমরা জানো যে, আমাদের মিষ্টি বাবা হলেন শান্তির সাগর । শান্তি করাতে করাতে তিনি তিনি এই বিশ্বে শান্তি স্থাপন করেন । তোমরা তোমাদের ভবিষ্যতের পদকেও স্মরণ করো । ওখানে থাকেই এক ধর্ম, দ্বিতীয় কোনো ধর্ম ওখানে থাকে না । সেই অবস্থাকেই বিশ্বের শান্তি বলা হয় । এরপর যখন অন্যান্য ধর্ম আসে তখন হাঙ্গামা শুরু হয়ে যায় । এখন কতটুকু শান্তি আছে ? তোমরা বুঝতে পারো যে, আমাদের ঘর হলো ওটাই । আমাদের স্বধর্ম হলো শান্ত । এমন তো বলা হবে না যে, শরীরের স্বধর্ম হলো শান্ত । শরীর হলো বিনাশী আর আত্মা অবিনাশী । যত সময় আত্মা ওখানে থাকে, তো কতো শান্ত থাকে । এখানে তো সম্পূর্ণ দুনিয়াতেই অশান্তি, তাই মানুষ শান্তি চাইতে থাকে কিন্তু কেউ চাইলেই সদা শান্তিতে থাকবে এমন তো হতে পারে না । যদিও ৬৩ জন্ম এখানেই থাকে তবুও তো অবশ্যই আবারও আসতে হয় । নিজের সুখ - দুঃখের অভিনয় করে আবার চলে যাবে । এই নাটককে সম্পূর্ণ ভাবে বুদ্ধিতে রাখতে হবে ।

বাম্ভারা তোমাদেরও যেন খেয়াল থাকে যে, বাবা আমাদের সুখী আর শান্তির বরদান দেন । ব্রহ্মার আত্মাও সবকিছুই শোনে । সবথেকে কাছে তো এনার কান শোনে । এনার মুখ কানের কাছে । তোমাদের তো তাও কতো দূরে । ইনি চট করে শুনতে পান । সমস্ত কথাই ইনি বুঝতে পারেন । বাবা বলেন - মিষ্টি - মিষ্টি বাম্ভারা ! মিষ্টি - মিষ্টি তো তিনি সবাইকেই বলেন, কারণ সকলেই তো বাম্ভা । যে সব জীবাত্মারা আছে তারা সবাই বাবার অবিনাশী সন্তান । এই শরীর তো বিনাশী । বাবা হলেন অবিনাশী । আত্মা বাম্ভারাও অবিনাশী । বাবা বাম্ভাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলেন - একে বলা হয় আধ্যাত্মিক জ্ঞান । সুপ্রীম আত্মা বসে আত্মাদের বোঝান । বাবার ভালোবাসা তো আছেই । যত সব আত্মা আছে, সব তমোপ্রধান । এরা যখন ঘরে ছিলো সব সতোপ্রধান ছিলো । আমি কল্পে - কল্পে এসে সবাইকে শান্তির পথ বলে দিই । এখানে বর দেওয়ার কোনো ব্যাপার নেই । এমন বলবেন না যে, ধনবান ভব, আমুগ্ধান ভব । তা নয় । সত্যযুগে তোমরা এমনই ছিলে কিন্তু আশীর্বাদ দেন না । তোমরা কৃপা বা আশীর্বাদ চাইবে না । বাবা হলেন বাবাও আবার টিচারও --এই কথা তোমাদের স্মরণ করতে হবে । আহা ! শিববাবা

আমাদের বাবাও, টিচারও, তিনি হলেন জ্ঞানের সাগর । বাবা বসেই আমাদের নিজের আর রচনার আদি, মধ্য এবং অন্তের জ্ঞান শোনান, যাতে তোমরা চক্রবর্তী মহারাজা হয়ে যাও । এ তো সম্পূর্ণ অলরাউন্ড চক্র । বাবা বোঝান যে, এই সময় সম্পূর্ণ দুনিয়া রাবণ রাজ্যে আছে । রাবণ কেবলমাত্র লঙ্কাতে নেই । এ হলো বেহদের লঙ্কা । চারিদিকেই জল । সম্পূর্ণ লঙ্কা রাবণের ছিলো । এখন আবার রামের হচ্ছে । লঙ্কা তো সোনার ছিলো । ওখানে সোনা অনেক থাকে । এর উদাহরণও দেওয়া হয়, ধ্যানে গিয়ে সেখানে একটি সোনার ইট দেখেছিলো । এখানে যেমন মাটির ইট, ওখানে তা সোনার হবে । তাই মনে করে ওখানে সোনা নিয়ে যাবে । কেমন সব নাটক বানানো হয়েছে । ভারত তো অনেক নামিদামী, অন্য কোনো খণ্ডে এতো হীরে - জহরত থাকে না । বাবা বলেন যে, আমি গাইড হয়ে সবাইকেই ফিরিয়ে নিয়ে যাই । চলো বাচ্চারা, এখন ঘরে ফিরে যেতে হবে । আত্মা হলো পতিত, পবিত্র হওয়া ব্যতীত ঘরে ফিরে যেতে পারে না । পতিতকে পবিত্র করেন একমাত্র বাবাই, তাই সকলেই এখন এখানে । একা ঘরে ফিরে কেউই যেতে পারে না । নিয়ম তা বলে না । বাবা বলেন যে - বাচ্চারা, মায়া তোমাদের আরো বেশী করে দেহ - অভিমানে আনবে । বাবাকে স্মরণ করতেই দেবে না । তোমাদের কিন্তু সাবধান থাকতে হবে । এই মায়ার উপরেই যুদ্ধ । চোখ অনেক ধোঁকা দিয়ে দেয় । এই দৃষ্টিকেই নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে । দেখা যায় যে, ভাই - বোনেও দৃষ্টি ঠিক থাকে না, তাই এখন বোঝানো হয়, নিজেদের ভাই - ভাই মনে করো । এমনিতে সবাই বলে যে, আমরা ভাই - ভাই কিন্তু এর অর্থ কিছুই বোঝে না । ব্যাঙের ডাকের মতো কর্কশ ভাবে অসন্তোষ প্রকাশ করে, কিছুই অর্থ বোঝে না । এখন তোমরা প্রত্যেকটি কথার যথার্থ অর্থ বুঝেও গেছো ।

বাবা মিষ্টি - মিষ্টি বাচ্চাদের বসে বোঝান যে, তোমরা ভক্তি মার্গেও প্রেমিক ছিলে, প্রিয়তমকে স্মরণ করতে । দুঃখের সময় সবার আগে তাঁকেই স্মরণ করে - হায় রাম ! হে ভগবান দয়া করো । স্বর্গে তো এমন কথা কখনোই বলবে না । সেখানে তো রাবণ রাজ্যই থাকে না । বাবা তোমাদের রামরাজ্যে নিয়ে যান, তাই তাঁর মতে চলা উচিত । এখন তোমরা ঈশ্বরীয় মত পাচ্ছো এরপর দৈবী মত পাবে । এই কল্যাণকারী সঙ্গম যুগকে কেউই জানে না, কেননা সবাইকেই বলা হয়েছে, কলিযুগ এখনো ছোটো বাচ্চা । এখনো লাখ বছর বাকি আছে । বাবা বলেন, এ হলো ভক্তির ঘোর অন্ধকার । জ্ঞান হলো প্রভাত । ড্রামা অনুসারে ভক্তির কথাও গাঁথা আছে, এ আবারও হবে । এখন তোমরা বুঝতে পারো, ভগবানকে পেয়ে গিয়েছি তাই বিভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়াবার দরকার নেই । তোমরা বলো যে, আমরা বাবার কাছে যাই অথবা বাপদাদার কাছে যাই । এই কথা তো অন্য মানুষরা বুঝতে পারবে না । তোমাদের মধ্যেও সম্পূর্ণ নিশ্চিত যারা না থাকে, মায়া তাদের একদম গিলে ফেলে । কুমীর গোটা হাতিকে একদম খপ্প করে গিলে ফেলে । আশ্চর্য হয়ে শুনন্তি, কথন্তি, তারপর ভাগন্তি হয়ে যায় । পুরানোরা তো চলে গেছে, সেই বিষয়েও গায়নও আছে, খুব ভালো ভালো মহারথীদেরও মায়া হারিয়ে দেয় । তারা বাবাকে লেখে -- বাবা, তুমি তোমার মায়াকে পার্ঠিও না । আরে, এই মায়া আমারই নয় । রাবণ তার নিজের রাজত্ব কামেম করে, আমি এখন আমার রাজ্য স্থাপন করছি । এ পরম্পরা ধরে চলে আসছে । রাবণই হলো তোমাদের সবথেকে বড় শত্রু । ওরা জানে যে, রাবণ হলো শত্রু, তাই প্রতি বছর তাকে জ্বালানো হয় । মহীশূরে দশহারা খুব বড় করে পালন করা হয়, কিন্তু মানুষ কিছুই বোঝে না । তোমাদের নাম হলো শিবশক্তি সেনা । ওরা আবার বানর সেনা নাম রেখে দিয়েছে । তোমরা জানো যে, বরাবর আমরা বানরের মতো ছিলাম, এখন রাবণের উপর জয়লাভের জন্য আমরা শিববাবার থেকে শক্তি গ্রহণ করছি । বাবা এসেই

আমাদের রাজযোগ শেখান । এর উপর অনেক কথা বানানো হয়েছে । একে অমরকথাও বলা হয় । তোমরা জানো যে, বাবা আমাদের অমরকথা শোনান । বাকি কোনো পাহাড় ইত্যাদির উপর বসে শোনান না । বলা হয়, শঙ্কর পার্বতীকে অমরকথা শুনিয়েছিলেন । শিব শঙ্করের চিত্রও রাখা হয় । মানুষ এই দুইকে মিলিয়ে দিয়েছে । এ সবই হলো ভক্তি মার্গের । দিনে - দিনে সবাই তমোপ্রধান হয়ে গেছে । সতোপ্রধান থেকে সতো হয়ে গেলে দুই কলা কম হয়ে যায় । বাস্তবে ত্রেতাকেও স্বর্গ বলা যায় না । বাচ্চারা, বাবা আসেন তোমাদের স্বর্গবাসী বানাতে । বাবা জানেন যে, ব্রাহ্মণ কুল আর সূর্যবংশী - চন্দ্রবংশী কুল এই দুইই স্থাপন হচ্ছে । রামচন্দ্রকে ঋত্রিয়ের নিদর্শন হিসাবে দেখানো হয়েছে । তোমরা সকলেই তো ঋত্রিয়, যারা মায়াতে জয় করো । কম নম্বরে যারা পাস করে, তাদের চন্দ্রবংশী বলা হয়, এই কারণেই রামকে বাণ ইত্যাদি দিয়ে দেওয়া হয়েছে । হিংসা তো ত্রেতাতেও থাকে না । এমন মহিমাও আছে ---রাম রাজা, রাম প্রজা----কিন্তু এই ঋত্রিয় ভাবের নিদর্শন দিয়ে দিয়েছে তাই মানুষ দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে যায় । এই হাতিয়ার ইত্যাদি থাকেই না । শক্তির জন্য কাটারি ইত্যাদি দেখানো হয় । মানুষ এইসব কিছুই বোঝে না । বাচ্চারা, তোমরা এখন বুঝতে পেরেছো, বাবা হলেন জ্ঞানের সাগর, তাই বাবাই আমাদের আদি - মধ্য এবং অন্তের রহস্য বুঝিয়ে বলেন । অসীম জগতের পিতার তাঁর বাচ্চাদের প্রতি যে প্রেম আছে, তা এই পৃথিবীর লৌকিক পিতার হওয়া সম্ভব নয় । তিনি ২১ জন্মের জন্য বাচ্চাদের সুখদায়ী করে দেন । তাহলে তো তিনি অতি প্রিয় বাবা হলেন, তাই না । কতো প্রিয় বাবা, যিনি তোমাদের সব দুঃখ দূর করে দেন । তোমরা সুখের অবিনাশী উত্তরাধিকার পাও । ওখানে দুঃখের চিহ্নমাত্র থাকে না । এখন এই কথা বুদ্ধিতে তো থাকা চাই । এই কথা ভুলে যাওয়া উচিত নয় । এ কতো সহজ, কেবল মুরলী পড়ে শোনাতে হবে, তবুও বলে ব্রহ্মাণী প্রয়োজন । ব্রহ্মাণী ছাড়া ধারণা হয় না । আরে, সত্যনারায়ণের কথা তো ছোটো বাচ্চারাও মনে করে শোনাতে পারে । আমি তোমাদের রোজই বোঝাই, তোমরা অঙ্ক-কে (প্রথম অঙ্ককে স্মরণ করো, যা হল আল্লাহ বা বাবা) স্মরণ করো । এই জ্ঞান তো ৭ দিনে বুদ্ধিতে বসে যাওয়া উচিত। কিন্তু বাচ্চারা তো ভুলে যায়, বাবা তো আশ্চর্য হয়ে যান । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ সুমন এবং সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদের নমস্কার জানাচ্ছেন ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :--

১) বাবার থেকে আশীর্বাদ বা কৃপা চাইবে না । বাবা, টিচার এবং গুরুকে স্মরণ করে নিজের উপর নিজেকেই কৃপা করতে হবে । মায়ার থেকে সাবধান থাকতে হবে, চোখ বা দৃষ্টি ধোকা দেয়, একে নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে ।

২) অপ্রয়োজনীয় বা ব্যর্থ কথাবার্তা অনেক ঋতি করে দেয়, তাই যতটা সম্ভব শান্ত থাকতে হবে, মুখে চুম্বিকার্তি দিয়ে দিতে হবে । কখনোই উল্টোপাল্টা কথা বলবে না । না নিজে অশান্ত হবে আর না অন্যকে অশান্ত করবে ।

বরদান :-- অবিনাশী প্রাপ্তির আধারে সদা সম্পন্নতার অনুভব করে প্রসন্নচিত্ত ভব

সঙ্গমযুগে প্রত্যক্ষভাবে পরমাত্ম প্রাপ্তি, বর্তমানের সামনে ভবিষ্যৎ কিছুই নয়, তাই তোমাদের গান হলো -- যা পাওয়ার ছিলো তা পেয়ে গেছি -- এই সময়ের গান হলো কোনো বস্তুই অপ্রাপ্ত নেই ব্রাহ্মণদের খাজানাতে । এ হলো অবিনাশী প্রাপ্তি । এই প্রাপ্তিতে যদি সম্পন্ন থাকো তাহলে আচার ব্যবহার আর চেহারা সदा প্রসন্নতার বিশেষত্ব দেখা যাবে । যাই হোক না কেন, সর্ব প্রাপ্তিবান নিজের প্রসন্নতা ত্যাগ করতে পারে না ।

স্লোগান :-- পরমাত্ম প্রেমের অনুভাবী হলে কোনো বিঘ্নই পথ অবরুদ্ধ করতে পারবে না ।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- তোমাদের ঠিক সময়ে নিজ নিকেতন পরমধামে ফিরতে হবে, তাই স্মরণের স্পীড বাড়িয়ে দাও, এই দুঃখধামকে ভুলে শান্তিধাম ও সুখধামকে স্মরণ করো

প্রশ্ন :- কোন্ গুহ্য রহস্যটি তোমরা লোকেদের শোনাতে তাদের বুদ্ধিতে কৌতূহল জাগবে ?

উত্তর :- তাদের এই গুহ্য রহস্যটি শোনাও যে, আত্মা খুবই সূক্ষ্ম বিন্দু স্বরূপ, তাতে সদা কালের পার্ট ভরা আছে, যে পার্ট তারা নিরন্তর প্লে করতে থাকে। কখনও ক্লান্ত হয়ো না। কারো মোক্ষ প্রাপ্তি হয় না। মানুষ খুব দুঃখ দেখে বলে মোক্ষ পেলেই মুক্তি সেই ভালো, কিন্তু অবিনাশী আত্মা পার্ট প্লে না করে থাকতে পারে না। এই কথাটি শুনে তাদের মনে কৌতূহল জাগবে।

ওম্ শান্তি । মিষ্টি মিষ্টি রুহানী বা আত্মারূপী বাচ্চাদের বাবা বোঝাচ্ছেন, এখানে তো সব রুহানী বাচ্চারা ই আছে। বাবা রোজ বোঝান যথাযথভাবে এই দুনিয়ায় গরিব মানুষের অনেক দুঃখ আছে, এখন এই বন্যা ইত্যাদি হলে গরিব মানুষের দুঃখ হয়, তাদের জিনিসপত্র ইত্যাদির কি অবস্থা হয়। দুঃখ তো হয় তাই না ! অপার দুঃখ আছে। ধনী মানুষদেরও দুঃখ আছে কিন্তু সেসব অল্পকালের জন্যে। ধনী মানুষও অসুস্থ হয়, তাদের মৃত্যুও হয় - আজ অমুক মারা গেছে, কাল অন্য কিছু হয়েছে। আজ যে প্রেসিডেন্ট, কাল সিংহাসন ত্যাগ করতে হতে পারে। একজোট করে সিংহাসন থেকে বঞ্চিত করা হয়। এও হল একপ্রকার দুঃখ। বাবা বলেন দুঃখের লিস্ট বানাও, কত রকমের দুঃখ আছে - এই দুঃখধামে। তোমরা বাচ্চারা সুখধামকেও জানো, দুনিয়া কিছুই জানে না। দুঃখধাম সুখধামের তুলনা তারা করতে পারে না। বাবা বলেন তোমরা সবকিছু জানো, তারা এই কথা মানবে যে, কথাটা বলছে ঠিকই। এখানে যাদের বিশাল বাড়ি ইত্যাদি আছে, বিমান আছে, তারা ভাবে কলিযুগ এখন ৪০ হাজার বছর চলবে। পরে সত্যযুগ আসবে। ঘোর অন্ধকারে আছে, তাই না। এখন তাদের কাছে আনতে হবে। সময় খুব কম আছে। কোথায় তারা লক্ষ বছর বলে দেয় আর তোমরা প্রমাণ দিয়ে ৫ হাজার বছর বল। প্রতি ৫ হাজার বছর পরে এই চক্র রিপিট হয়। ড্রামা কখনো লক্ষ বছরের হবে নাকি। তোমরা বুঝে গেছ যে যা কিছু হয় সবই ৫ হাজার বছরের সময় কালেই হয়। সুতরাং এখানে দুঃখধামে রোগ ইত্যাদি সব হয়। তোমরা কয়েকটি মুখ্য কথা লিখে দাও। স্বর্গে দুঃখের নামও থাকে না। এখন বাবা বোঝাচ্ছেন মৃত্যু সামনে দাঁড়িয়ে, এই সময় সেই গীতা এপিসোড চলছে। নিশ্চয়ই সঙ্গম যুগে সত্যযুগের স্থাপনা হয়েছে। বাবা বলেন, আমি রাজার রাজা করি, তো নিশ্চয়ই সত্যযুগের রাজা করব তাই না ! বাবা খুব ভালো ভাবে বোঝান।

এখন আমরা যাই সুখধামে। বাবাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হয়। যারা নিরন্তর স্মরণ করে তারা-ই উঁচু পদের অধিকারী হবে, তাদের জন্যে বাবা যুক্তি বলে দেন। স্মরণের স্পীড বাড়ানো। কুস্তুর মেলায়ও ঠিক সময় যেতে হয়। তোমাদেরও সময় মতন যেতে হবে। এমন নয় তাড়াতাড়ি পৌঁছে যাবে। না, এই কাজ শীঘ্র করা আমাদের হাতে নেই। এটা তো হলই ড্রামাতে নির্দিষ্ট। মহিমা সবটাই হল ড্রামার। এখানে কত রকমের জীব জন্তু আছে দুঃখ দেওয়ার জন্য। সত্যযুগে এমন হয় না। মনে মনে চিন্তন করা উচিত - সেখানে এমন এমন হবে। সত্যযুগ তো স্মরণে আসে, তাই না ! সত্যযুগের স্থাপনা বাবা করেন। শেষ সময়ে সম্পূর্ণ জ্ঞান নাটসেলে (সংক্ষিপ্ত সারে) বুদ্ধিতে এসে যায়। যেমন বীজ কত ছোট, বৃক্ষটি হয় বিশাল। ওটা হল জড় বস্তু, আর এ হল চৈতন্য। এই কথা

কারো জানা নেই, কল্পের আয়ু লম্বা চওড়া করে দিয়েছে। ভারত অনেক সুখ পেয়েছে ফলে দুঃখও ভারতই পায়। রোগ ইত্যাদিও ভারতেই বেশি আছে। এখানে মশার মতন মানুষের মৃত্যু হয়, কারণ আয়ু হয়েছে ছোট। এখানকার সাফাইকর্মী এবং বিদেশের সাফাইকর্মীদের মধ্যে অনেক তফাৎ আছে। বিদেশের সমস্ত আবিষ্কার এইখানে আসে। সত্যযুগের নাম-ই হল প্যারাডাইজ। সেখানে সবাই সত্যপ্রধান। তোমাদের সব সাক্ষাৎকার হবে। বর্তমানে এ হল সঙ্গম যুগ, যখন বাবা বসে বোঝান, বোঝাতেই থাকবেন, নতুন নতুন কথা শোনাতেই থাকবেন। বাবা বলেন দিন প্রতিদিন গুহ্য কথা শোনাই। আগে কি জানা ছিল যে, বাবা এমন বিন্দু স্বরূপ, তাঁর মধ্যে সম্পূর্ণ পার্ট ভরা আছে সদাকালের জন্যে। তোমরা পার্ট প্লে করে এসেছ, তোমরা যাকে বলবে তাদের মনে কৌতুহল জাগবে এরা কি বলছে, এত ছোট বিন্দু রূপে সম্পূর্ণ পার্ট ভরা আছে, যা প্লে হতেই থাকে, কখনও ক্লান্ত হয় না ! কারো জানা নেই। এখন তোমরা বাচ্চারা বুঝেছ যে অর্ধকল্প হল সুখ, অর্ধকল্প হল দুঃখ। অনেক দুঃখ ভোগ করে মানুষ বলে - এর চেয়ে মোক্ষ প্রাপ্তি ভালো। যখন তোমরা সুখে, শান্তিতে থাকবে, তখন এমন কথা খোড়াই বলবে। এই সম্পূর্ণ নলেজ এখন তোমাদের বুদ্ধিতে আছে। যেমন বাবা বীজ স্বরূপ বলে তাঁর কাছে সম্পূর্ণ বৃক্ষের নলেজ আছে। বৃক্ষের মডেল দেখানো হয়েছে। বিশাল রূপ কি দেখানো যায় ? বুদ্ধিতে সমস্ত জ্ঞান এসে যায়। অতএব বাচ্চারা তোমাদের কত বিশাল বুদ্ধি হওয়া উচিত। কত বোঝাতে হয়, অমুকে এত সময় বাদে পুনরায় আসেন পার্ট প্লে করতে, এইটি হল বিশালতম ড্রামা। এই ড্রামা সম্পূর্ণভাবে কেউ কখনও দেখতে পারে না। অসম্ভব। দিব্য দৃষ্টি দ্বারা তো ভালো জিনিস দেখা হয়। গণেশ, হনুমান এরা হলেন ভক্তিমার্গের। কিন্তু মানুষের ভাবনা এতই দূর হয়েছে যে তারা ভক্তি ছাড়তে পারে না। এখন বাচ্চারা, তোমাদের পুরুষার্থ করতে হবে, কল্প পূর্বের মতন পদ প্রাপ্তির জন্য পড়তে হবে। তোমরা জানো পুনর্জন্ম তো প্রত্যেককে নিতে হবে । সিঁড়ি বেয়ে কিভাবে নেমেছে, বাচ্চারা এই কথা জেনে গেছে। যা কিছু নিজেরা জেনেছে তা অন্যদের বোঝাতে থাকবে। কল্প পূর্বেও এমন করেছিল হয়তো। এমন মিউজিয়াম তৈরি করে কল্প পূর্বেও বাচ্চাদের শেখানো হয়েছিল হয়তো। বাচ্চারা পুরুষার্থ করতে থাকে, করতে থাকবে। ড্রামাতে নির্দিষ্ট আছে। এমন করেই অসংখ্য হয়ে যাবে। গলিতে গলিতে, ঘরে ঘরে এই স্কুল থাকবে। শুধুমাত্র ধারণার কথা। বলো তোমাদের দুইজন পিতা, বড় কে ? তাঁকেই আহ্বান করা হয় - দয়া করুন, কৃপা করুন। বাবা বলেন চাইলে কিছুই পাবে না। আমি তো পথ বলে দিয়েছি। আমি এসেছি রাস্তা বলে দিতে। সম্পূর্ণ বৃক্ষ তোমাদের বুদ্ধিতে আছে।

বাবা কত পরিশ্রম করতে থাকেন। খুব কম সময় আছে। আমার সার্ভিসেবল বাচ্চা চাই। ঘরে ঘরে গীতা পাঠশালা চাই। চিত্র ইত্যাদি না রাখো শুধু বাইরে লিখে দাও। চিত্র তো হল এই ব্যাজ । শেষ সময়ে এই ব্যাজ তোমাদের কাজে লাগবে। এটা হল ইঙ্গিতে বোঝানোর জন্য । জানাই যায় অসীমের পিতা নিশ্চয়ই স্বর্গ রচনা করবেন । সুতরাং বাবাকে স্মরণ করবে তবেই তো স্বর্গে যাবে, তাই না। এই কথা তো বুঝেছ যে আমরা পতিত, স্মরণ দ্বারাই পবিত্র হব, অন্য কোনো উপায় নেই। স্বর্গ হল পবিত্র দুনিয়া, স্বর্গের মালিক হতে হলে পবিত্র নিশ্চয়ই হতে হবে। স্বর্গে যারা যাবে তারা নরকে ডুব দেবে কিভাবে ! তাই বলা হয় মন্মনাভব। অসীমের পিতাকে স্মরণ করো, তাহলে অন্তিম কালে সদগতি হবে। স্বর্গে যারা যাবে, তারা কি বিকার গ্রস্ত হতে পারে ! ভক্ত মানুষ বিকার গ্রস্ত হয় না। সন্ন্যাসীরা এমন বলবে না যে পবিত্র হও। কারণ তারা নিজেরাই তো বিবাহ করায়। তারা গৃহস্থদের বলবে মাসে একবার বিকারে যাও । ব্রহ্মচারীদের এমন বলা হবে না যে তোমাদের বিয়ে করতে হবে। তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ গন্ধর্ব্ব বিবাহ করে, তবুও পরের দিন খেলা সমাপ্ত । মায়া খুব

আকৃষ্ট করে। তবুও পবিত্র হওয়ার পুরুষার্থ এই সময়েই করা হয়, তারপরে হল প্রালঙ্ঘ। সেখানে তো রাবণ রাজ্য নেই। ক্রিমিনাল চিন্তনও থাকে না। ক্রিমিনাল বানায় রাবণ। সিভিল বানান শিববাবা। এই কথাও স্মরণ করতে হবে। ঘরে-ঘরে ক্লাস হলে সবাই বোঝাতে পারবে। ঘরে-ঘরে গীতা পাঠশালা তৈরি করে পরিবারের মানুষদের পরিবর্তন করতে হবে। এমন করেই বুদ্ধি হতে থাকবে। সাধারণ ও গরিব, প্রায় কাছাকাছি। কিন্তু ধনীরা গরিব মানুষের সংসঙ্গে যোগ দিতে লজ্জা বোধ করবে। কারণ তারাও শুনেছে যে এখানে জাদু আছে, এখানে ভাই-বোন করে দেয়। আরে, সে তো ভালো কথা তাইনা। গৃহস্থে কত রকমের ঝগড়া আছে। তখন দুঃখ অনেক। এইটি হলই দুঃখের দুনিয়া। এখানে অপার দুঃখ আছে তারপরে সেখানে অপার সুখও থাকবে। তোমরা চেষ্টা কর লিস্ট তৈরি করার। ২৫-৩০ টি মুখ্য মুখ্য দুঃখের কথা বের করো।

অসীম জগতের পিতার কাছে স্বর্গের অধিকার উত্তরাধিকার রূপে প্রাপ্ত করার জন্যে কত পুরুষার্থ করা উচিত। বাবা এই রথ অর্থাৎ ব্রহ্মা বাবার মুখ দ্বারা আমাদের বোঝান, ব্রহ্মা বাবাও হলেন স্টুডেন্ট। দেহধারী সবাই হল স্টুডেন্ট। টিচার যিনি পড়াচ্ছেন তিনি হলেন বিদেহী। তোমাকেও বিদেহী করছেন তাই বাবা বলেন শরীরের অনুভূতি ত্যাগ কর। এই বাড়ি ইত্যাদি কিছুই থাকবে না। সেখানে সবকিছু নতুন পাবে, শেষের দিকে তোমাদের অনেক সাক্ষাৎকার হবে। এই কথা তো জানো ওই দিকে অনেক বিনাশ হয়ে যাবে, অ্যাটমিক বম্ব দিয়ে। এইখানে রক্তের নদী বইবে, এর জন্যে সময় লাগে। এখানকার মৃত্যু খুবই ভয়ংকর। এই হল অবিনাশী খন্ড, মানচিত্রে দেখবে ভারত হল একটি কোণে। ড্রামা অনুযায়ী এইখানে বিনাশের প্রভাব পড়ে না। এখানে রক্তের নদী বয়। এখন তৈয়ারী চলছে। হতে পারে পরের দিকে তাদের বোমা লোনে দেওয়া হবে। কিন্তু যে বম্ব মেরে দুনিয়া শেষ হবে সেই বম্ব খোড়াই লোনে দেবে। হালকা কোয়ালিটির দেবে। কাজের জিনিস কেউ কাউকে দেয় নাকি। বিনাশ তো কল্প পূর্বের মতন হয়েই যাবে। নতুন কথা নয়। অনেক ধর্মের বিনাশ, একটি ধর্মের স্থাপনা। ভারত ভূমি খন্ড কখনো বিনাশ হয় না। একটু তো রয়েই যাবে। সবাই মারা গেলে তো প্রলয় হয়ে যাবে। দিন দিন তোমাদের বুদ্ধি বিশাল হতে থাকবে। তোমরা অনেক রিগার্ড রাখবে। এখন এত রিগার্ড নেই তাই কম পাস হয়। বুদ্ধিতে আসে না, কত দন্ড ভোগ করতে হবে তখন আসবে দেরিতে। পতন হলে উপার্জিত ধন নষ্ট হয়ে যায়। অসুন্দরই থেকে যায়। তারপরে আর দাঁড়াতে পারে না। কতজন চলে যায়, কতজন চলে যাবে। নিজেরাও বোঝে যে এই অবস্থায় শরীর ত্যাগ হলে আমাদের কি গতি হবে। বুদ্ধির বিষয়, তাইনা। বাবা বলেন - তোমরা বাচ্চারা হলে শান্তি স্থাপনকারী, তোমাদের মধ্যে যদি অশান্তি হয় তাহলে পদ ভ্রষ্ট হয়ে যাবে। কাউকে দুঃখ দেওয়ার দরকার নেই। বাবা কত ভালোবেসে সবাইকে মিষ্টি বাচ্চারা সম্বোধন করে কথা বলেন। তিনি হলেন অসীম জগতের পিতা, তাইনা। সম্পূর্ণ দুনিয়ার নলেজ আছে তাঁর, তাই তো বোঝান। এই দুনিয়ায় কত রকমের দুঃখ আছে। অনেক দুঃখের কথা তোমরা লিখতে পারো। যখন তোমরা এই কথা প্রমাণ করে বলবে তখন তারা বুঝবে এই কথা তো একবারে সঠিক। এই অপার দুঃখ তো একমাত্র বাবা ছাড়া অন্য কেউ দূর করতে পারবেন না। দুঃখের লিস্ট থাকলে বুদ্ধিতে কিছু ঢুকবে। বাকি সব কথা তো শুনেও শুনবেনা, তাদের জন্যই গায়ন আছে, ভেড়া কি জানে অপার্থিব সাঙ্গীতিক সুরের মাধুর্য কী ! বাবা বোঝান বাচ্চারা, তোমাদের এমন সুন্দর ফুলে (গুলাব) পরিণত হতে হবে। কোনও অশান্তি, অপরিষ্কার থাকা উচিত নয়। অশান্তি সৃষ্টিকারী দেহ-অভিমানী হয়, তাদের থেকে দূরে থাকবে। স্পর্শও করবে না। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ সুমন ও গুডমর্নিং।
আম্মাদের পিতা ঔঁনার আম্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) যিনি শিক্ষক রূপে পড়াচ্ছেন, তিনি যেমন বিদেহী, তাঁর দেহের অনুভূতি নেই, তেমন বিদেহী স্বরূপে পরিণত হতে হবে। দেহের অনুভূতি ত্যাগ করতে হবে। ক্রিমিনাল দৃষ্টি ত্যাগ করে সিভিল দৃষ্টি রাখতে হবে।

২) নিজের বুদ্ধিকে বিশাল করতে হবে, দন্দ ভোগ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্যে বাবা ও পড়াশোনা দুইয়েরই রিগার্ড রাখতে হবে। কখনও দুঃখ দেবে না। অশান্তি করবে না।

বরদান :- চলতে-ফিরতে নিজের অষ্ট শক্তির আলোকরশ্মির অনুভব প্রদানকারী ফরিস্তা স্বরূপ ভব

ব্যাখা: যে হীরা অমূল্য বেদাগ হয়, তাকে আলোর সামনে রাখলে তার থেকে বিভিন্ন রঙ বিচ্ছুরিত হতে দেখা যায়। তেমনই যখন তোমরা ফরিস্তা রূপে পরিণত হবে তখন তোমাদের দ্বারা চলতে ফিরতে অষ্ট শক্তির আলোকরশ্মির অনুভূতি হবে। কেউ তোমাদের কাছ থেকে সহ্য শক্তি অনুভব করবে, কেউ নির্ণয় করার শক্তি অনুভব করবে, বিভিন্ন আম্মাদের কাছে থেকে বিভিন্ন প্রকারের শক্তির অনুভব করবে।

স্লোগান - প্রত্যক্ষ প্রমাণ হল সে, যার প্রতিটি কর্ম সকলকে প্রেরণা দেবে।

"মিষ্টি বাচ্চারা - বাবার থেকে হোলসেল (পাইকারী) ব্যবসা করতে শেখো। হোলসেল ব্যবসা হলো মন্ডনাভব। অল্ফ-কে বা যিনি এক, সেই পরমপিতাকে স্মরণ করা আর করানো, বাকি সব হলো রিটেল (খুচরো) ব্যবসা।"

প্রশ্ন :- বাবা তাঁর নিজ গৃহে কোন্ বাচ্চাদের ওয়েলকাম করবেন ?

উত্তর :- যে বাচ্চারা ভালো ভাবে বাবার মত অনুযায়ী চলে, আর কাউকে স্মরণ করে না, দেহ সহ দেহের সকল সম্বন্ধ থেকে বুদ্ধিযোগ ছিন্ন করে একের স্মরণে থাকে, সেই রকম বাচ্চাদের বাবা নিজ-গৃহে রিসিভ (গ্রহণ) করবেন।

ওম্ শান্তি। বাচ্চাদের নিজের পিতার আর শান্তিধাম, সুখধামের স্মরণে বসতে হবে। আত্মাদের বাবাকেই স্মরণ করতে হবে, এই দুঃখধামকে ভুলে যেতে হবে। এ হলো বাবা আর বাচ্চাদের মধুর সম্বন্ধ। এতো মধুর সম্বন্ধ আর কোনো বাবার হয়ই না। সম্বন্ধ এক হয় বাবার সাথে আবার টিচার আর গুরুর সাথেও হয়। এখন এক্ষেত্রে এই তিন-ই হলো এক। এটাও বুদ্ধিতে স্মরণে থাকুক, খুশীর কথা তো না! একমাত্র বাবাকে পাওয়া গেছে, যিনি খুব সহজ রাস্তা বলে দেন। বাবাকে, শান্তিধাম আর সুখধামকে স্মরণ করো, এই দুঃখধামকে ভুলে যাও। ঘোরো-ফেরো কিন্তু বুদ্ধিতে এটাই স্মরণে যেন থাকে। এখানে কোনো পার্থিব ব্যবসা ইত্যাদি নেই। তোমরা ঘরে বসে আছো। বাবা শুধুমাত্র তিনটি শব্দ স্মরণ করার কথা বলেন। বাস্তবে হলো একটি শব্দ - বাবাকে স্মরণ করো। বাবাকে স্মরণ করলে সুখধাম আর শান্তিধাম এই দুইয়ের উত্তরাধিকার স্মরণে এসে যায়। দেওয়ার জন্য তো এক বাবা-ই আছেন। স্মরণ করলে খুশীর পারদ উপরে উঠবে। বাচ্চারা, তোমাদের খুশী তো হলো নামকরা। বাচ্চাদের বুদ্ধিতে আছে - বাবা আমাদের আবার পরমধাম গৃহে ওয়েলকাম করবেন, রিসিভ করবেন, কিন্তু তাদেরই, যারা সঠিক ভাবে বাবার মত অনুসরণ করে চলবে আর অন্য কাউকেই স্মরণ করবে না। দেহ সহ দেহের সকল সম্বন্ধ থেকে বুদ্ধিযোগ ছিন্ন করে মামেকম্ (একমাত্র আমাকে) স্মরণ করতে হবে। ভক্তি মার্গে তো তোমরা অনেক সেবা করেছো, কিন্তু ফিরে যাওয়ার রাস্তা খুঁজেই পাওনি। বাবা এখন কতো সহজ রাস্তা বলে দেন, শুধুমাত্র এটা স্মরণে রাখ - বাবা, বাবাও হন, শিক্ষকও হন। সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের যে জ্ঞান শোনান, যা আর কেউ বুঝতে পারে না। বাবা বলেন এখন পরমধাম গৃহে ফিরে যেতে হবে। আবার তোমরা সর্বপ্রথমে সত্যযুগে আসবে। এই ঘৃণ্য দুনিয়া থেকে এখন যেতে হবে। যদিও তোমরা এখানে বসে আছ কিন্তু এখন থেকে প্রায় চলেই গেছো। বাবাও খুশী হন, তোমরা অর্থাৎ বাচ্চারা বাবাকে অনেক আগে থেকেই ইনভাইট (আমন্ত্রণ) করেছ। এখন আবার বাবাকে রিসিভ (গ্রহণ) করেছো। বাবা বলেন, আমি তোমাদের খুব সুন্দর ফুল (গুল-গুল) তৈরী করে তবে শান্তিধামে রিসিভ করব। তোমরা আবার নম্বর অনুযায়ী চলে যাবে। কতো সহজ। এরকম বাবাকে ভুলে যেতে নেই। ব্যাপার তো খুবই মধুর আর সহজ-সরল। একটাই কথা - অল্ফ কে (এক পরমাত্মার) স্মরণ করো। যদি ডিটেলে বোঝায়ও পরে আবার বলে অল্ফ-কে স্মরণ করো, দ্বিতীয় কাউকে নয়। তোমরা হলে জন্ম-জন্মান্তরের প্রিয়তমা একই প্রীতমের। তোমরা গেয়ে এসেছো- বাবা আপনি এলে আমরা আপনারই হয়ে যাব। এখন তিনি এসেছেন, তাই একেরই হওয়া চাই। নিশ্চয় (সুনিশ্চিত) বুদ্ধি বিজয়ন্তী। বিজয় প্রাপ্ত করবে রাবণের উপর। তারপর আসবে রামরাজ্যে। কল্প কল্প তোমরা রাবণের উপর বিজয় প্রাপ্ত করেছো। ব্রাহ্মণ

হয়েছে আর বিজয় প্রাপ্ত করেছে রাবণের উপর। রামরাজ্যের উপর তোমাদের অধিকার আছে। বাবার সাথে পরিচিত হয়েছে আর রামরাজ্যের উপর অধিকার প্রাপ্ত করেছে। তবুও পুরুষার্থ করতে হবে উচ্চ পদ প্রাপ্ত করার। বিজয় মালাতে আসা চাই। বিজয় মালা হলো অনেক লম্বা। রাজা হলে তো সব কিছু পাওয়া যাবে। দাস-দাসীরা সবাই নম্বর অনুযায়ী হয়। সবাই এক রকম হয় না। কেউ অনেক কাছের থাকে, যা রাজা-রানী খায়, যা কিছু হেঁশেলে হয় সেই সব কিছু দাস দাসীদের মেলে, যাকে ছত্রিশ প্রকারের ভোজন বলা হয়। লক্ষ গুণের অধিকারী রাজাদেরই বলা হয়, প্রজাকে লক্ষগুণ অধিকারী বলা হয় না। যদিও ওখানে সম্পদের উদ্বিগ্নতা থাকে না। কিন্তু এই সম্পদের চিহ্ন দেবতাদের হয়। যতো স্মরণ করবে ততোই সূর্যবংশীতে স্থান পাবে। নূতন দুনিয়াতে আসতে হবে না! মহারাজা-মহারানী হতে হবে। বাবা নলেজ দেন নর থেকে নারায়ণ হওয়ার, যাকে রাজযোগ বলা হয়। তবে ভক্তি মার্গের শাস্ত্রও তোমরাই সবচেয়ে বেশী পড়েছে। সবচেয়ে বেশী ভক্তি তোমরা অর্থাৎ বাচ্চারা করেছে। এখন বাবার কাছে এসে মিলিত হয়েছে। বাবা তো রাস্তা খুবই সহজ দেখান আর সরল কথা বলেন যে বাবাকে স্মরণ করো। বাবা বাচ্চা বলে বোঝান। বাবা নিজেকে বাচ্চাদের কাছে সমর্পণ করেন। তোমরা তাঁর উত্তরাধিকারী, তাই তো তিনি তোমাদের কাছে নিজেকে সমর্পণ করেন। তোমরাও বলেছিলে বাবা আপনি এলে আমরা নিজেকে সমর্পণ করব। তন-মন-ধন সহ নিজেকে সমর্পণ করব। তোমরা একবার সমর্পিত হলে বাবা একুশ বার (বাচ্চাদের ২১ জন্ম) নিজেকে সমর্পণ করবেন। বাবা বাচ্চাদের স্মরণ করিয়েও দেন। বুঝতে পারেন, সব বাচ্চারা নম্বর অনুযায়ী পুরুষার্থ অনুসারে নিজের নিজের ভাগ্য গড়ে এসেছে। বাবা বলেন মিষ্টি বাচ্চারা, বিশ্বের বাদশাহী হলো আমার সার্বভৌম-ক্ষমতার। এখন তোমরা যতো পুরুষার্থ করার করে নাও। যতো পুরুষার্থ করবে ততোই উচ্চ পদ প্রাপ্ত করবে। নম্বর ওয়ান যে, সে-ই লাস্ট নম্বর হবে। নম্বর ওয়ানে আবার অবশ্যই আসবে। সব কিছু নির্ভর করে পুরুষার্থের উপর। বাবা বাচ্চাদের পরমধাম গৃহে নিয়ে যেতে এসেছেন। এখন নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করলে পাপ খন্ডন হতে থাকবে। ওটা হলো কাম অগ্নি, এটা হলো যোগ অগ্নি। কামনার অগ্নিতে জ্বলতে জ্বলতে তোমরা কুৎসিত হয়ে গেছে। একদম ছাই হয়ে পড়ে আছে। এখন আমি এসে তোমাদের জাগৃত করি। তোমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হওয়ার যুক্তি বলে দিই, একদম সিম্পল (সরল)। আমি হলাম আত্মা। এতকাল দেহ-অভিমাণে থাকার কারণে তোমরা উল্টো ভাবে বুলেছো। এখন দেহী-অভিমানী হয়ে বাবাকে স্মরণ করো। পরমধাম গৃহে যেতে হবে, বাবা নিয়ে যেতে এসেছেন। তোমরা নিমন্ত্রণ দিলে আর বাবা এলেন। পতিতকে পবিত্র করে পান্ডা হয়ে সব আত্মাদের নিয়ে যাবেন। আত্মাকেই যাত্রার মাধ্যমে যেতে হবে।

তোমরা হলে পান্ডব সম্প্রদায়। পান্ডবদের রাজ্য ছিলো না। এখানে তো এখন রাজ্যপাটও শেষ হয়ে গেছে। এখন ভারতের কতো খারাপ অবস্থা হয়ে গেছে। তোমরা ছিলে পূজ্য, বিশ্বের মালিক- এখন পূজারী হয়েছে। তাই বিশ্বের মালিক কেউই নেই। বিশ্বের মালিক শুধুমাত্র দেবী- দেবতাই হন। এখানে লোকে বলে বিশ্ব যেন শান্তি আসে। তোমরা জিজ্ঞাসা করো, বিশ্বে শান্তি বলতে কি বোঝো ? বিশ্বে শান্তি কখন ছিলো ? ওয়ার্ল্ডের হিস্ট্রি-জিওগ্রাফি রিপোর্ট (আবর্তিত) হতেই থাকে। চক্র ঘুরতেই থাকে। বলো বিশ্বে শান্তি কখন হয়েছিল ? তোমরা কোন্ ধরনের শান্তি চাও ? কেউ বলতে পারবে না। বাবা বোঝান, বিশ্বে শান্তি তো ছিল স্বর্গে, যাকে প্যারাডাইস বলা হয়। খ্রীষ্টানরা বলে ক্রাইস্টের প্রায় ৩ হাজার বছর পূর্বে প্যারাডাইস ছিলো। তাদের না দৈব বুদ্ধি হয়, না আবার পাথর বুদ্ধি হয়। ভারতবাসীই দৈব বুদ্ধি সম্পন্ন আর পাথর বা জড় বুদ্ধি সম্পন্ন হয়। নিউ ওয়ার্ল্ডকে হেভেন

বলা হয়, পুরানোকে তো হেভেন বলা বলা হবে না। বাচ্চাদেরকে বাবা হেল আর হেভেনের রহস্য বুঝিয়েছেন। এটা হলো রিটেল। হোলসেলে তো শুধুমাত্র একটা শব্দ বলা হয়- মামেকম (দেহ সহ দেহের সব সম্বন্ধ ছেড়ে একমাত্র আমাকে) স্মরণ করো। বাবার থেকেই স্বর্গীয় উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। এটাও পুরানো কথা, পাঁচ হাজার বছর পূর্বে ভারতে স্বর্গ ছিলো। বাবা বাচ্চাদের সত্যিকারের কাহিনী বলেন। সত্যনারায়ণের কথা, তিজরীর বা গ্রিনেত্রের কথা, অমর কথা প্রচলিত। তোমাদেরও গ্রিনেত্র জ্ঞানের প্রাপ্তি হয়। তাকে তিজরীর কথা বলা হয়। সেখানে তো ভক্তির পুস্তক তৈরী করে দিয়েছে। এখন তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের সমস্ত ব্যাপারই বোধগম্য হয়। রিটেল আর হোলসেল হলো তো না! এতো জ্ঞান শোনায় যে সাগরকে কালি করলেও অল্প পাওয়া যায় না- এটা হলো রিটেল। হোলসেল শুধুমাত্র বলে মন্মানাভব। শব্দ হলোই একটা, এর অর্থও তোমরাই বোঝো আর কেউ বলতে পারে না। বাবা সংস্কৃতে কোনো জ্ঞান দেননি। সে তো যেমন রাজা থাকে সে তার নিজের ভাষা বলবে। নিজেদের ভাষা তো হিন্দিই হবে। তবে সংস্কৃত কেন শেখা উচিত। কতো পয়সা খরচ করে।

তোমাদের কাছে যে কেউই আসবে, তাকে বলো - বাবা বলেন, আমাকে স্মরণ করলে শান্তিধাম- সুখধামের উত্তরাধিকার প্রাপ্তি হবে। এটা বুঝতে চাইলে বসে বোঝো। তবে আমার কাছে আর কোনো কথা নেই। বাবা অল্ক-ই বোঝান। অল্ক (এক বাবার) থেকেই উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। বাবাকে স্মরণ করলে পাপ বিনষ্ট হয়ে আবার পবিত্র হয়ে শান্তিধামে ফিরে যাবে। বলাও হয় শান্তি দেবা। বাবা-ই হলেন শান্তির সাগর, সেইজন্য ওনাকেই স্মরণ করা হয়। বাবা যে স্বর্গ স্থাপনা করেন সে তো এখানেই। সূক্ষ্মবতনে কিছুই নেই। এ তো সাক্ষাৎকারের ব্যাপার। ঐরকম ফুরিস্তা হতে হবে। এখানেই হতে হবে। ফুরিস্তা হয়ে আবার পরমধাম গৃহে ফিরে যাবে। রাজধানীর উত্তরাধিকার বাবার থেকে প্রাপ্ত হয়। শান্তি আর সুখ এই দুই উত্তরাধিকারই প্রাপ্ত হয়। বাবা ব্যাভীত আর কাউকেই সাগর বলা যায় না। বাবা যে হলেন জ্ঞানের সাগর, তিনিই সকলের সঙ্গতি করতে পারেন। বাবা জিজ্ঞাসা করেন, আমি হলাম তোমাদের বাবা, টিচার, গুরু, তোমাদের সঙ্গতি লাভ করাই। তোমাদের আবার দুর্গতি কে করে? রাবণ। এটা হলো দুর্গতি আর সঙ্গতির খেলা। কেউ বিভ্রান্ত হলে জিজ্ঞাসা করতে পারে। ভক্তি মার্গে অনেক প্রশ্ন ওঠে, জ্ঞান মার্গে প্রশ্নের ব্যাপার নেই। শাস্ত্রে তো শিববাবা থেকে শুরু করে দেবতাদেরও কতো গ্লানি করা হয়েছে, কাউকেই ছাড়েনি। এটাও পূর্বনির্ধারিত ড্রামা, আবারও করবে। বাবা বলেন এই দেবী-দেবতা ধর্ম খুবই সুখদায়ক। আর এই দুঃখ থাকবে না। বাবা তোমাদের কতো বিচক্ষণ করে তোলেন। এই লক্ষ্মী-নারায়ণ হলো বিচক্ষণ, তবেই তো বিশ্বের মালিক হন। অবিবেচক তো বিশ্বের মালিক হতে পারে না। তোমরা তো প্রথমে কাঁটা ছিলে, এখন ফুলে পরিণত হচ্ছে, সেইজন্য বাবাও (ক্লাসে) গোলাপ ফুল নিয়ে আসেন। এই রকম ফুল হতে হবে। নিজে এসে ফুলের বাগান তৈরী করেন। আবার রাবণ আসে কাঁটার জঙ্গল তৈরী করতে। কতো ক্লিয়ার। এই সব মনন-চিন্তন করতে হবে। এক-কে স্মরণ করলেই সব কিছু এসে যায়। বাবার থেকে স্বর্গীয় উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। এ হল খুবই মহান সম্পদ। শান্তির উত্তরাধিকারও প্রাপ্ত হয়, কারণ শান্তির সাগর তিনিই। লৌকিক পিতার এরকম মহিমা কখনো করা হবে না। শ্রীকৃষ্ণ হলেন সবচেয়ে প্রিয়। সর্বপ্রথমে ওনারই জন্ম হয়, সেইজন্য কৃষ্ণকেই সবচেয়ে বেশী ভালোবাসে। বাবা বাচ্চাদেরই গৃহের সমস্ত সংবাদ দেন। বাবাও হলেন পাক্ষা ব্যবসায়ী, বিরলই কেউ এমন ব্যবসা করে। মাত্র অল্প সংখ্যক হোলসেল ব্যবসায়ী হয়। তোমরা তো হলে হোলসেল ব্যবসায়ী। বাবাকে স্মরণ করতেই থাকো। কেউ রিটলে ক্রয় করে আবার ভুলে যায়। বাবা বলেন নিরন্তর- অবিচ্ছিন্ন

স্মরণ করতে থাকো। স্বর্গীয় উত্তরাধিকারের প্রাপ্তি হয়ে গেলে তখন আর স্মরণ করার দরকার হয় না। লৌকিক সম্বন্ধে পিতা বৃদ্ধ হয়ে গেলে তো কোনো-কোনো বাচ্চা শেষ পর্যন্ত সহায়ক হয়। কেউ আবার তাড়াতাড়ি সব ধন সম্পত্তি উড়িয়ে নিঃশেষ করে দেয়। বাবা হলেন সব ব্যাপারের অনুভাবী। তাই তো বাবাও এনাকে নিজের রথ করেছেন। দারিদ্র্যতার, বিতশালীনতার- সব কিছুই অনুভাবী। ড্রামা অনুসারে হলো এই একই রথ। এটার কখনো পরিবর্তন করা যায় না। ড্রামা পূর্ব-প্রস্তুত, এতে কখনো চেঞ্জ হতে পারে না। সব কথা হোলসেল আর রিটলে বুমিয়ে শেষে আবার বলে দেয় মন্মনা ভব, মধ্যাজী ভব। মন্মনাভব-তে সব কিছু এসে যায়। এ হল অনেক দামী ধনভান্ডার, এতে ঝুলি ভরে যায়। অবিনাশী গুণান রত্ন এক এক লক্ষ টাকার। তোমরা লক্ষ কোটি গুণ ভাগ্যশালী হতে চলেছ। বাবা তো খুশী আর অখুশী- দুটোর থেকেই পৃথক। সাক্ষী হয়ে ড্রামা দেখছেন। তোমরা ভূমিকা পালন করছো। আমি ভূমিকা পালন করেও সাক্ষী থাকি। জনম-মরণে আসি না। আর তো কেউ এর থেকে রেহাই পেতে পারে না, মোক্ষ লাভ হতে পারে না। এটা হলো পূর্ব নির্ধারিত অনাদি ড্রামা। এটাও ওয়ান্ডার ফুল। ছোট্ট আত্মার মধ্যে সমগ্র পার্ট (যত ভূমিকা পালন করে, সব ভরা থাকে) । এই অবিনাশী ড্রামা কখনো বিনাশ হয় না। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার গভীর আন্তরিক ভালবাসার সাথে, সার্ভিসেবেল বাচ্চাদের নম্বর অনুযায়ী পুরুষার্থ অনুসারে স্মরণ- ভালবাসা আর গুডমর্নিং। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদের জানায় নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার:-

১) যেরকম বাবা বাচ্চাদের কাছে নিজেকে সমর্পণ করেন, সেরকম তন-মন-ধন সহ একবার বাবার কাছে সম্পূর্ণ সমর্পিত হয়ে একুশ জন্মের স্বর্গীয় উত্তরাধিকার নিতে হবে।

২) বাবা যে অবিনাশী অমূল্য ধন-ভান্ডার দেন সেখান থেকে নিজের ঝুলি সর্বদা ভরপুর রাখতে হবে। সর্বদা এরকম খুশী আর নেশাতে থাকতে হবে যে আমরা হলাম লক্ষ কোটি গুণ (পদমগুণ) ভাগ্যবান ।

বরদান:- দৃঢ় নিশ্চয়ের আধারে সদা বিজয়ী হওয়া ব্রহ্মা বাবার স্নেহভাজন ভব

যে নিশ্চয় (দৃঢ় বিশ্বাস) রাখে, নিশ্চয়ের বিজয় কখনোই টলতে পারে না। পাঁচ তত্বই হোক বা আত্মারা যতই বিরোধিতা করুক না কেন, তারা বিরোধিতা করবে আর তোমরা অটল নিশ্চয়ের আধারে সমায়িত (মানিয়ে নেওয়া) করবার শক্তি দ্বারা সেই বিরোধিতাকে সমায়িত করে নেবে। দৃঢ় বিশ্বাসকে কখনো উপড়ে ফেলতে পারবে না। এমন অটল থাকা বিজয়ী বাচ্চারাই হল বাবার স্নেহধন্য । স্নেহী বাচ্চারাই ব্রহ্মা বাবার দুই বাহুতে সমায়িত হয়ে থাকে ।

শ্লোগান :- সমগ্র ধন-ভান্ডারের চাবি প্রাপ্ত করতে হলে পরমাত্ম প্রেমের অনুভাবী হও

"মিষ্টি বাচ্চারা -- ডিগবাজির খেলাকে স্মরণ কর, এই খেলায় সমগ্র চক্রের, ব্রহ্মা আর ব্রাহ্মণদের গুপ্ত রহস্য সমাযিত রয়েছে"

প্রশ্ন :- সঙ্গমযুগে সব বাচ্চারা বাবার কাছ থেকে কি আশীর্বাদ প্রাপ্ত করে ?

উত্তর :- ঈশ্বরীয় বুদ্ধি। ঈশ্বরের মধ্যে যে-যে গুণগুলি রয়েছে, তা তিনি আমাদের উত্তরাধিকারের আশীর্ষাদের রূপে দেন। আমাদের বুদ্ধি হীরে-তুল্য দিব্য হচ্ছে। আমরা এখন ব্রাহ্মণ হয়ে বাবার কাছ থেকে অনেক বড় ধন-সম্পদের ভান্ডার(খাজানা) নিয়ে চলেছি, সর্বগুণের দ্বারা নিজের ঝুলি পরিপূর্ণ করছি।

ওম শান্তি । আজ হলো সত্গুরুবার, বৃহস্পতিবার। দিনের মধ্যে কোনো কোনো দিন উত্তম হয়। বৃহস্পতিবারকে উত্তম(উচ্চ) বলা হয়, তাই না। বাচ্চারা স্কুল, কলেজে ভর্তি হয় ভাল দিন দেখে আর সেটা হলো বৃহস্পতি অর্থাৎ বৃক্ষপতি বার। বাচ্চারা এখন তোমরা জানো যে, এই মনুষ্য সৃষ্টি-রূপী বৃক্ষের বীজরূপ হলেন বাবা আর তিনি হলেন অকালমূর্তি। অকালমূর্তি বাবার অকালমূর্তি সন্তান। কত সহজ। মুশকিল হলো শুধু স্মরণেই। স্মরণের দ্বারাই বিকর্ম বিনাশ হয়। তোমরা পতিত থেকে পবিত্র হয়ে যাও। বাবা বোঝান যে, বাচ্চারা, তোমাদের উপর অবিনাশী অসীম জগতের দশা বসে রয়েছে। এক হয় পার্থিব জগতের দশা আর দ্বিতীয় হয় অসীম জগতের। বাবা হলেন বৃক্ষপতি। বৃক্ষের থেকে সবার প্রথমে ব্রাহ্মণ(ধর্ম) বেরিয়েছে। বাবা বলেন, আমি বৃক্ষপতি সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ(সত্-চিত-আনন্দ)। তারপরে মহিমা গাওয়াও হয় জ্ঞানের সাগর, শান্তির সাগর.....। তোমরা জানো, সত্যযুগে দেবী-দেবতারা সকলে শান্তির, পবিত্রতার সাগর ছিল। ভারত সুখ-শান্তি-পবিত্রতার সাগর ছিল, তাকেই বলা হয় বিশ্বে শান্তি। তোমরা হলে ব্রাহ্মণ। বাস্তবে তোমরাই হলে অকালমূর্তি, প্রত্যেক আত্মা নিজের সিংহাসনে বিরাজমান। এই সবই হলো চৈতন্য অকাল- সিংহাসন(তত্ত্ব)। ঋকুটির মধ্যভাগে অকালমূর্তি আত্মা বিরাজমান, যাকে নক্ষত্রও বলা হয়। বৃক্ষপতি বীজরূপকে জ্ঞানের সাগর বলা হয়, তাই অবশ্যই তাকে আসতে হয়। সবার প্রথমে চাই ব্রাহ্মণ, প্রজাপিতা ব্রহ্মার দত্তক-সন্তান। তাহলে অবশ্যই মা-ও(মাম্মা) চাই। বাচ্চারা, তোমাদেরকে খুব ভালভাবে বোঝান হয়, যেমন ডিগবাজি খায়, তাই না। তারও অর্থ বুঝিয়েছেন। বীজরূপ হলেন শিববাবা, তারপরে ব্রহ্মা। ব্রহ্মার দ্বারা ব্রাহ্মণ রচনা করা হয়েছে। এইসময় তোমরা বলবে যে, যে ব্রাহ্মণ সে-ই হবে দেবতা....। প্রথমে আমরা শূদ্রবুদ্ধিসম্পন্ন ছিলাম। এখন বাবা পুনরায় পুরুষোত্তম বুদ্ধিসম্পন্ন তৈরী করছেন। হীরে-তুল্য দিব্য বুদ্ধি সম্পন্ন বানান। এই ডিগবাজির রহস্যও বোঝান। শিববাবাও রয়েছেন, প্রজাপিতা ব্রহ্মা আর তাঁর দত্তক-সন্তানেরাও বসে রয়েছে। এখন তোমরা কত বিশালবুদ্ধি সম্পন্ন হয়ে গেছো। ব্রাহ্মণ তথা পুনরায় দেবতা হবে। এখন তোমরা ঈশ্বরীয় বুদ্ধি সম্পন্ন হয়েছ, যা ঈশ্বরের গুণ তাই তোমরা উত্তরাধিকারসূত্রে আশীর্ষাদের রূপে পাও। বোঝানোর সময় একথা ভুলো না। বাবা হলেন নম্বর ওয়ান জ্ঞানের সাগর। ওঁনাকে জ্ঞানেশ্বর বলা হয়। জ্ঞান শোনানোর ঈশ্বর। জ্ঞানের দ্বারাই সঙ্গতি হয়। পতিতকে জ্ঞান ও যোগের দ্বারা পবিত্র করেন। ভারতের প্রাচীন রাজযোগ বিখ্যাত, কারণ এর দ্বারাই কলিযুগ (আয়রণ এজ) থেকে সত্যযুগ(স্বর্ণযুগ) হয়েছিল। একথা তো বোঝান যে, যোগ দুই প্রকারের হয় -- ওটা হলো হঠযোগ আর এ হলো রাজযোগ। ওটা হলো পার্থিব জগতের আর এ হলো অসীম জগতের। ওরা হলো পার্থিব জগতের সল্যাসী, তোমরা হলে

অসীম জগতের সন্ধ্যাসী। ওরা ঘর-সংসার পরিত্যাগ করে, তোমরা সমগ্র দুনিয়ার থেকে সন্ধ্যাস নাও। এখন তোমরা হলে প্রজাপিতা ব্রহ্মার সন্তান, এ হলো অতি ক্ষুদ্র নতুন বৃক্ষ(চারা)। তোমরা জানো যে, পুরানো থেকেই নতুন হচ্ছে। চারাগাছ রোপন করা হচ্ছে। বারংবার আমরা ডিগবাজি খাই। আমরাই ব্রাহ্মণ তথা পুনরায় দেবতা। 'তথা' অক্ষরটি অবশ্যই লাগাতে হবে। কেবল আমরা শব্দটি ("সো হম") নয়। আমরাই শূদ্র ছিলাম তথা আমরাই ব্রাহ্মণ হয়েছি..... এই ডিগবাজির খেলাকে একদমই ভুলে যাওয়া উচিত নয়। এ তো অতি সহজ ব্যাপার। ছোট-ছোট বাচ্চারাও বোঝাতে পারে, আমরা ৮৪ জন্ম কিভাবে নিই, সিড়ির থেকে কিভাবে নীচে পতিত হয়েছি পুনরায় ব্রাহ্মণ হয়ে কিভাবে উপরে চড়ি। ব্রাহ্মণ তথা দেবতা হতে থাকি।

এখন ব্রাহ্মণ হয়ে অনেক বড় ধনভান্ডার ভরপুর করছি। ঝুলি পরিপূর্ণ হচ্ছে। জ্ঞান-সাগর শঙ্করকে বলা হয় না। তিনি ঝুলি পরিপূর্ণ করেন না। এ তো চিত্রকারেরা বানিয়ে দিয়েছে। শঙ্করের কোন কথাই নেই। এই বিষ্ণু আর ব্রহ্মা হলো এখানকার। লক্ষ্মী-নারায়ণের যুগল চিত্র উপরে দেখান হয়। এ হলো ঐনার(ব্রহ্মার) অন্তিম জন্ম। সর্ব প্রথমে এই বিষ্ণু ছিল, পুনরায় ৮৪ জন্মের পরে এরকম(ব্রহ্মা) হয়েছে, ঐনার নাম আমি ব্রহ্মা রেখেছি। সকলের নাম বদল করে দিয়েছি কারণ তোমরা সন্ধ্যাস নিয়েছ, তাই না। শূদ্র থেকে ব্রাহ্মণ হয়েছে, তাই নাম বদল করে নিয়েছে। বাবা অতি রমণীয় নাম রেখেছে। তাহলে এখন তোমরা বোঝ, দেখো যে, বৃক্ষপতি এই রথে বসে রয়েছেন। ঐনার তো এটা অকাল সিংহাসন, ঐনারও(ব্রহ্মা)। এই আসন উনি ধারে(লোন) নিয়েছেন। ঐনার নিজের তো কোনো আসন থাকে না। তিনি বলেন যে, আমি এই রথে বিরাজমান হই, আর নিজের পরিচয় দিই। আমি তোমাদের পিতা, শুধু জন্ম-মৃত্যুর চক্র-তে আসি না, কিন্তু তোমরা পুনর্জন্ম নাও। যদি আমিও আসি, তবে তোমাদের তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান কে বানাবে? তৈরী করার মতোও তো কেউ চাই, তাই না, সেইজন্যই আমার এমন ভূমিকা(পার্ট)। তোমরা আমাকে আহ্বানও কর যে, পতিত-পাবন আসুন। নিরাকার শিববাবাকে আহ্বারা ডাকে। কারণ আহ্বারা দুঃখী। ভারতবাসী আহ্বারা বিশেষভাবে (তাকে) ডাকে যে, এসে পতিতদের পবিত্র করুন। সত্যযুগে তোমরা অত্যন্ত পবিত্র সুখী ছিলে, আর তখন কখনো ডাকো নি। তাই বাবা স্বয়ং বলেন, তোমাদের সুখী করে আমি পুনরায় বাণপ্রস্থে চলে যাই। ওখানে(সত্যযুগে) আমার কোনো প্রয়োজনই নেই। ভক্তিমার্গে আমার ভূমিকা রয়েছে, তারপর আধাকল্পে আমার কোনো ভূমিকা থাকে না। এ তো অতি সহজ বিষয়। এতে কোনো প্রশ্ন উঠতেই পারে না। গাওয়াও হয়, দুঃখে স্মরণ সকলেই করে.....। সত্যযুগ-ত্রৈতায় ভক্তিমার্গ হয়ই না। জ্ঞান-মার্গও বলা যাবে না। জ্ঞান তো পাওয়াই যায় সঙ্গমে, যার ফলে তোমরা ২১ জন্মের অবিনাশী উত্তরাধিকার রূপী ফল(প্রালব্ধ) প্রাপ্ত কর। নশ্বরের ক্রমানুসারে উত্তীর্ণ হয়। আবার ফেলও করে। তোমাদের এই যুদ্ধ চলছে। তোমরা দেখ, যে রথে(ব্রহ্মা) বাবা বিরাজমান, তিনি তো বিজয়ী হয়েছেন। আবার অনন্য বাচ্চারাও বিজয়লাভ করে। যেমন কুমারকা (দাদী প্রকাশমণি) রয়েছেন, অমুকে-অমুকে রয়েছেন, যারা অবশ্যই বিজয়লাভ করবে। তারা অনেককে নিজেদের সমান তৈরী করেন। তাই বাচ্চাদের একথা বুদ্ধিতে রাখতে হবে -- এ হলো ডিগবাজির খেলা। ছোট বাচ্চারাও একথা বোঝে, তাই বাবা বলেন, বাচ্চাদেরও শেখাও। তাদেরও বাবার কাছ থেকে অবিনাশী উত্তরাধিকার পাওয়ার অধিকার রয়েছে। এ খুব বেশী বড় কথা তো নয়। এই জ্ঞানকে সামান্যতম জানলেও এই জ্ঞানের বিনাশ হয় না। তাহলেও স্বর্গে অবশ্যই যাবে। যেমন যীশু খ্রীস্টের স্থাপন করা খ্রিস্টান ধর্ম কত বড়। এই দেবী-দেবতারা তো সর্বাগ্রে আর এটাই সর্বাপেক্ষা বড় ধর্ম। যা দুইযুগ (সত্য, ত্রেতা) পর্যন্ত চলে, তাই অবশ্যই তাদের সংখ্যাও অধিক হওয়া

উচিত । কিন্তু তাদের হিন্দু বলে দেওয়া হয়েছে। বলাও হয় যে, ৩৩ কোটি দেবী-দেবতা। তবে আবার হিন্দু কেন বলে ! মায়া বুদ্ধিকে সম্পূর্ণরূপে ব্রষ্ট করে দিয়েছে, তাই এমন অবস্থা হয়েছে। বাবা বলেন যে, মায়ার উপর বিজয়লাভ করা কোনো কঠিন ব্যাপার নয়। তোমরা প্রতি কল্পে বিজয়লাভ কর। তোমরা তো সেনা, তাই না। বাবাকে পেয়েছ এই বিকার-রূপী রাবণের উপর বিজয়লাভ করার জন্য।

তোমাদের উপর এখন বৃহস্পতির দশা বসে রয়েছে। ভারতের উপরেই দশা বসে। এখন সকলের উপরেই রাহুর দশা। বৃহস্পতি বাবা আসেন, তাই অবশ্যই ভারতের উপর বৃহস্পতির দশা বসে। এরমধ্যেই সবকিছু চলে আসে। বাচ্চারা, তোমরা জানো যে, আমরা ওখানে নিরোগী কায়া(শরীর) পাই, ওখানে তো মৃত্যুর কোনো নামই নেই। অমরলোক তো, তাই না। এভাবে ওখানে বলা হবে না যে, অমুকে মারা গেছে। মৃত্যুর কোন নামই নেই। এক শরীর ত্যাগ করে অন্য শরীর ধারণ করে। শরীর ধারণ আর ত্যাগের মুহূর্তেও খুশী বজায় থাকে। দুঃখের কোন নামই নেই। তোমাদের উপর এখন বৃহস্পতির দশা রয়েছে। সকলের উপরেই তো আর বৃহস্পতির দশা থাকবে না। স্কুলে কেউ-কেউ পাশও করে আবার ফেলও করে। এও হলো পাঠশালা। তোমরা বলবে যে, আমরা রাজযোগ শিখি, শেখায় কে ? অসীম জগতের পিতা। তাহলে কত খুশীতে থাকা উচিত, এর মধ্যে তো আর কোনো কথা নেই। মুখ্য কথা হলো পবিত্রতা। লেখাও রয়েছে --- হে বৎসগণ, দেহ সহ দেহের সর্ব সম্বন্ধকে পরিত্যাগ করে মামেকম্ স্মরণ কর। এ হলো গীতার শব্দ । এখন গীতা এপিসোড চলছে। তাতেও মানুষ উল্টোপাল্টা করে দিয়েছে। সত্য যেটুকু তা হল আটার মধ্যে যতটুকু নুন । অতি সহজ কথা, যা ছোট বাচ্চাও বুঝতে পারে। তাও কেন ভুলে যাও ? ভক্তিমার্গেও বলতে যে, বাবা আপনি যখন আসবেন তখন আমরা আপনার হয়ে যাব। অন্য কেউ নয়। আমরা আপনার হয়ে আপনার কাছ থেকে সম্পূর্ণ অবিনাশী উত্তরাধিকার নেব। আমরা বাবার কাছে আত্মসমর্পণ করিই অবিনাশী উত্তরাধিকার নেওয়ার জন্য। দত্তক-সন্তান হয়ে যাই, কারণ জানি যে, বাবার কাছ থেকে আমরা কি পাব। তোমরাও দত্তক-সন্তান হয়েছ। জানো যে, আমরা বাবার কাছ থেকে বিশ্বের রাজত্ব(বাদশাহী), অসীম জগতের উত্তরাধিকার নেব। আর কারো উপর আসক্তি রাখব না। মনে কর, কারো লৌকিক পিতা রয়েছে, তাহলে তার কাছে কি থাকে। খুব বেশী হলে লাখ-দেড়েক হবে। এই অসীম জগতের পিতা তোমাদের অসীম জগতের উত্তরাধিকার দেন।

বাচ্চারা, তোমরা আধাকল্প মিথ্যা-মিথ্যা সব গল্প-গাঁথা শুনে এসেছ। এখন সত্য-সত্য সব কথা বাবার কাছ থেকে শোন। তাহলে তো এমন পিতাকে স্মরণ করা উচিত , মনোযোগ সহকারে শোনা উচিত । আমরা তথা(হাম সো)- কথার অর্থও (সঠিক) বোঝান উচিত । ওরা(লৌকিক) তো বলে যে, আত্মা তথা পরমাত্মা। এই ৮৪ জন্মের কাহিনী তো কেউ বলতে পারে না। বাবার ক্ষেত্রে একথাও বলা হয় যে, কুকুর-বিড়াল ইত্যাদি সবকিছুর মধ্যেই বাবা বিরাজমান। বাবার তো গ্লানি করে, তাই না। এও ড্রামায় ফিক্সড হয়ে রয়েছে। তাই কাউকে দোষারোপ করা হয় না। ড্রামাই এভাবে বানানো রয়েছে। যিনি তোমাদের গুণ প্রদানের মাধ্যমে দেবতায় পরিণত করেন, তোমরাই আবার তাঁর গ্লানি করতে থাকো। তোমরাই এমনভাবে ডিগবাজি খাও। এই ড্রামাও পূর্ব-নির্ধারিত। আমি আবার এসে তোমাদের উপকার করি। জানি যে, তোমাদেরও দোষ নেই, এ হলো খেলা। তোমাদেরকে কাহিনী বোঝাই, এ হলো সত্যিকারের কথা(কাহিনী), যার ফলে তোমরা দেবতা হয়ে যাও। ভক্তিমার্গে তো আবার অনেক কথা(গল্প) বানিয়ে দিয়েছে। এইম অবজেক্ট(লক্ষ্যবস্তু) কিছুই

নেই। ওসব কিছুই তৈরি হয়েছে পতনের অভিমুখে যাওয়ার জন্য। লৌকিক)য বিদ্যালয়ে তোমাদের শিক্ষা দেওয়া হয়, কিন্তু সেখানেও শরীর নির্বাহের জন্য কিছু লক্ষ্য (এইম) থাকে। পন্ডিত ব্যক্তির নিজেদের শরীর নির্বাহের জন্য বসে-বসে (শাস্ত্র) কথা শোনায়। লোকেরা তাদের সম্মুখে টাকাপয়সা রাখতে থাকে, কিন্তু তাতে ভক্তদের প্রাপ্তি কিছুই হয় না। তোমরা তো এখন জ্ঞান-রত্ন পাও, যার ফলে তোমরা নতুন দুনিয়ার মালিক হয়ে যাও। ওখানে সমস্ত জিনিসই নতুন পাবে। নতুন দুনিয়ায় সবকিছু নতুন হবে। হীরে-জহরত ইত্যাদি সব নতুন হবে। এখন বাবা বলেন যে, আর সব কথা ছেড়ে এখন তোমরা ডিগবাজির খেলাকে স্মরণ কর। ফকিররা ডিগবাজি খেতে-খেতে তীর্থ করতে যায়। কেউ-কেউ পদরজেও যায়। এখন তো মোটর-গাড়ী, এরোল্পেনও হয়ে গেছে। গরীবরা তো তাতে যেতে পারবে না। কোনো কোনো অতি শ্রদ্ধাবান ব্যক্তি তো পায়ে হেঁটেও চলে যায়। দিনে-দিনে বিজ্ঞানের দ্বারা সুখ প্রাপ্ত হতেই থাকে। এ হলো অল্পকালের সুখ। বিমান দুর্ঘটনা হলে তো কত ক্ষতি হয়ে যায়। এইসব জিনিসের দ্বারা যে সুখ পাওয়া যায় তা অল্পসময়ের জন্য। বাকি শেষ পর্যন্ত (ফাইনালি) তো এসবের দ্বারাই মৃত্যু অবধারিত। ওটা হলো সায়েন্স। আর তোমাদের হলো সাইলেন্স। বাবাকে স্মরণ করলে সব রোগ সমাপ্ত হয়ে যায়, নিরোগী হয়ে যায়। এখন তোমরা বুঝতে পারো যে, সত্যযুগে আমরা সদা নিরোগী (এভারহেল্দি) ছিলাম। এই ৮৪ চক্র আবর্তিত হতেই থাকে। বাবা একবার-ই এসে বোঝান যে, তোমরা আমার গ্লানি করেছ, নিজেদেরকে চড় মেরেছ। গ্লানি করতে-করতে তোমরা শূদ্রবুদ্ধি সম্পন্ন হয়ে গেছো। শিখরাও বলে যে, সাহেবের (ঈশ্বরের) জপ কর তবেই সুখ পাবে অর্থাৎ মন্মনাভব। শব্দই হলো দুটো, বাকি বেশী মাথা চাপড়ানোর তো কোনো প্রয়োজন নেই। এও বাবা এসে বোঝান। এখন তোমরা বোঝো যে, সাহেবকে (বাবাকে) স্মরণ করলে তোমরা ২১ জন্মের সুখ পাবে। গুরু নানকও তার মতো করে মার্গদর্শন করায়। কিন্তু সম্পূর্ণ সঠিক রাস্তা তো তাদের জানা নেই। স্মরণ করতে-করতে সুখ প্রাপ্ত কর। তোমরা বাচ্চারা জানো যে, সত্যযুগে রোগ-ভোগ ইত্যাদি দুঃখের কোনো কথাই নেই। এ তো অতি সাধারণ কথা। তাকে সত্যযুগ, গোল্ডেন এজ বলা হয়, আর একে কলিযুগ, আয়রণ এজ বলা হয়। এ হলো ডিগবাজির খেলা। এখন তোমরা ব্রাহ্মণ হয়েছ, পুনরায় দেবতা হবে। একথা তোমরা ভুলে যাও। ডিগবাজি স্মরণে থাকলে তবেই সম্পূর্ণ এই জ্ঞান স্মরণে থাকবে। এমন পিতাকে স্মরণ করে রাতে শুতে যাওয়া উচিত। তা সবেও বলে যে, বাবা, ভুলে যাই। মায়া প্রতি মুহূর্তে ভুলিয়ে দেয়। তোমাদের লড়াই হলো মায়ার সঙ্গে। তখন আবার তোমরা আধাকল্প তার(মায়া) উপর রাজত্ব কর। বাবা কথা তো অতি সহজ করে বলেন। নামই হলো সহজ জ্ঞান, সহজ স্মরণ। শুধু বাবাকে স্মরণ কর। বাবা কোনো কষ্ট দেন কি ! ভক্তিমার্গে তো তোমরা অনেক কষ্ট করেছ। একটু সাম্রাজ্যিকার জন্য গলা কেটে ফেলতেও রাজি হয়ে যেতে, কাশী কলবট খেতে। হ্যাঁ, যারা নিশ্চয়বুদ্ধি হয়ে করে, তাদের বিকর্ম বিনাশ হয়। পুনরায় নতুন করে হিসেব-নিকেশ শুরু হবে। তারা কেউই আমার কাছে আসে না। আমাকে স্মরণ করলেই বিকর্ম বিনাশ হয়ে যায়, শরীরকে কষ্ট দিলে হয় না। আমার কাছে তো কেউ আসে না। কত সহজ কথা। এই ডিগবাজির খেলা তো বৃদ্ধদেরও স্মরণে থাকা উচিত, আর বাচ্চাদেরও স্মরণে থাকা উচিত। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ সুমন আর সুপ্রভাত।
আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা-রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) বৃক্ষপতি বাবার কাছ থেকে সুখ-শান্তি-পবিত্রতার অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করার জন্য নিজেকে অকালমূর্তি আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করতে হবে। বুদ্ধিকে ঈশ্বরীয় বোধ সম্পন্ন বানাতে হবে।

২) বাবার কাছ থেকে সত্যিকারের কথা শুনে অন্যদেরও শোনাতে হবে। মায়াজীত হওয়ার জন্য নিজের সমান তৈরী করার সেবা করতে হবে, বুদ্ধিতে যেন থাকে যে, আমরা প্রতি কল্পের বিজয়ী, বাবা আমাদের সঙ্গে রয়েছেন ।

বরদান : - অমনোযোগিতার উর্মিমালাকে বিদায় জানিয়ে সদা উৎসাহ-উদ্দীপনায় থাকা বোধসম্পন্ন আত্মা ভব

বিস্তার :- অনেক বাচ্চারা অন্যদের দেখে নিজেই অমনোযোগী হয়ে যায়। মনে করে এরকম তো হয়েই থাকে..... চলতেই থাকে..... একজন কেউ ঠোঁকর খেয়েছে তাই দেখে অমনোযোগী হয়ে নিজেই ঠোঁকর খাওয়া..... এটা কি কোন বুদ্ধিমত্তার পরিচয় ? বাপদাদার দয়া উৎপন্ন হয় যে, এমন অমনোযোগীদের জন্য অনুশোচনার সময়টি কত কঠিন হবে, তাই বোধ-বুদ্ধিসম্পন্ন হয়ে অমনোযোগিতার উর্মিমালাকে, অন্যদের দেখার ঢেউকে মন থেকে বিদায় জানাও। অন্যদের দেখো না, বাবাকে দেখো।

স্লোগান :- উত্তরাধিকারী (ওয়ারিশ) কোয়ালিটির আত্মা তৈরী করো, তবেই প্রত্যক্ষতার জয়ডঙ্কা (নাগাড়া) বাজবে।

"মিষ্টি বাচ্চারা - এই অনাদি ড্রামা ক্রমাগত আবর্তিত হয়, টিক-টিক করে চলতেই থাকে, এই ড্রামাতে একজনের সাথে অন্যজনের ভূমিকা মিলবে না, একে যথাযথ ভাবে বুঝে সর্বদা হাসিখুশি থাকতে হবে"

প্রশ্ন:- কোন্ যুক্তির দ্বারা তোমরা প্রমাণ করে বলতে পারবে যে ভগবানের আগমন হয়েছে?

উত্তর:- কাউকে সরাসরি বলবে না যে ভগবানের আগমন হয়েছে। এইভাবে বললে লোকে হেসে উড়িয়ে দেবে, ঠাট্টা করবে। কারণ আজকাল তো অনেকেই নিজেকে ভগবান বলে থাকে। তাই তোমরা যুক্তি সহকারে আগে দুই পিতার পরিচয় দাও। একজন শারীরিক পিতা এবং অন্যজন অসীম জগতের পিতা। শারীরিক পিতার কাছ থেকে সীমিত উত্তরাধিকার পাওয়া যায়। এখন অসীম জগতের পিতা এসেছেন অসীম উত্তরাধিকার দিতে। এইভাবে বললে বুঝতে পারবে।

ওম্ শান্তি। আত্মাদের পিতা বসে থেকে আত্মা রূপী সন্তানদের বোঝাচ্ছেন যে সৃষ্টি তো এখানেই। বোঝানোর জন্য বাবাকেও এখানেই আসতে হয়। মূলবতনে তো বোঝানো যাবে না। বাবা জানেন যে বাচ্চারা পতিত হয়ে গেছে। এখন ওরা কোনো কর্মের নয়। এই দুনিয়ায় তো কেবল দুঃখ আর দুঃখ। বাবা বুঝিয়েছেন যে এখন তোমরা বিষয় (বিষ) সাগরে ডুবে আছ। আসলে তোমরা ক্ষীর-সাগরে (সুখের) ছিলে। বিষ্ণুপুরীকে ক্ষীর-সাগর বলা হয়। এখানে তো ক্ষীর-সাগর পাওয়া যাবে না। তাই বিভিন্ন জলাশয় তৈরি করেছে। বলা হয় ওখানে দুধের নদী বইতো, ওখানকার গরুগুলোও ফার্স্টক্লাস ছিল। এখানে তো মানুষরাই রোগগ্রস্ত। কিন্তু ওখানে গরুদেরও কোনো রোগ হয় না। একদম ফার্স্টক্লাস হয়। কোনো জানোয়ারের কখনো রোগ হবে না। এই দুনিয়ার সাথে ওই দুনিয়ার অনেক পার্থক্য। বাবা এসেই এইসব কথা বলছেন। দুনিয়ায় আর কেউ এইসব জানে না। তোমরা জানো যে এটা হল পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগ। এই যুগেই বাবা এসে সবাইকে ফেরৎ নিয়ে যান। বাবা বলছেন - আমার যত সন্তান রয়েছে, তাদের মধ্যে কেউ আল্লাহ, কেউ গড, কেউ ভগবানকে স্বরণ করে। আমার অনেক নাম রেখে দিয়েছে। ভালো-খারাপ যা ইচ্ছে হয়েছে, তাই রেখে দিয়েছে। তোমরা বাচ্চারা জানো যে বাবা এসেছেন। দুনিয়ার মানুষ তো এইসব বুঝবে না। সে-ই বুঝবে, যে ৫ হাজার বছর আগে বুঝেছিল। সেইজন্মেই বলা হয় কোটির মধ্যে কেউ, তার মধ্যে কেউ। আমি কে, আমি কেমন, আমি বাচ্চাদেরকে কি শিক্ষা দিই - এইসব কেবল তোমরা বাচ্চারা জানো। অন্য কেউ বুঝতে পারবে না। এটাও তোমরা জানো যে আমাদেরকে কোনো সাকার শরীরধারী পড়াচ্ছেন না। যিনি পড়াচ্ছেন তিনি নিরাকার। মানুষের সংশয় তো হবেই। নিরাকার তো ওপরে থাকেন, তিনি কিভাবে পড়াবেন ! তোমরা নিরাকার আত্মারাও ওপরেই থাকো। তারপর এই আসনে এসে বসো। এই আসনটি বিনাশী, কিন্তু আত্মা অকাল (অবিনাশী)। আত্মার কখনো মৃত্যু হয় না। কেবল শরীরের মৃত্যু হয়। এটা হল চৈতন্য আসন। অমৃতসরে অকাল-তথত রয়েছে। ওটা তো কার্ঠের তৈরি আসন। ওরা তো বেচারার জানেই না যে আসলে আত্মা-ই হল অকাল, যাকে কখনো কাল গ্রাস করে না। অকাল-মূর্তি আত্মা একটা শরীর ত্যাগ করে অন্য শরীর ধারণ করে। তার তো একটা রথ প্রয়োজন। সেইরকম যিনি নিরাকার পিতা, তাঁরও একটা মানব-রথের প্রয়োজন। কারণ বাবা হলেন জ্ঞানের সাগর, জ্ঞানেশ্বর। এখন তো অনেকেই জ্ঞানেশ্বর নাম রেখে দেয়। নিজেকেই ঈশ্বর মনে করে। ভক্তি-শাস্ত্রের বিভিন্ন কথা শোনায়। নাম রাখে জ্ঞানেশ্বর অর্থাৎ জ্ঞান দাতা ঈশ্বর। কিন্তু

জ্ঞান দেওয়ার জন্য জ্ঞানের সাগরের প্রয়োজন। তাঁকেই গড ফাদার বলা হয়। এখানে তো অনেকেই ভগবান নামে পরিচিত। যখন অনেক ধর্ম-গ্লানি হয়, মানুষ খুব গরিব আর দুঃখী হয়ে যায়, তখনই বাবা আসেন। বাবাকে দীনবন্ধু বলা হয়। অবশেষে সেই দিন এসেছে। দীনবন্ধু বাবার আগমন হয়েছে। বাচ্চারাও জেনেছে যে বাবা এসে স্বর্গ স্থাপন করেন। ওখানে অগাধ ধন-সম্পত্তি থাকবে, টাকা-পয়সা কখনো গোনা হবে না। এখানে তো হিসাব করে যে এত কোটি টাকা খরচ হয়েছে। ওখানে এইরকম নামগুলোই থাকবে না। অগাধ ধন-সম্পত্তি থাকবে। তোমরা বাচ্চারা এখন জেনেছ যে বাবা আমাদেরকে তাঁর ঘরে নিয়ে যাওয়ার জন্য এসেছেন। বাচ্চারা তো নিজের ঘরকেই ভুলে গেছে। ভক্তিমাগে ধাক্কা খাচ্ছে। এটাকেই রাত্রি বলা হয়। কেবল ভগবানকে খুঁজতে থাকে। কেউই ভগবানকে পায় না। তোমরা বাচ্চারা নিশ্চিত যে এখন ভগবান এসেছেন। তবে এমন নয় যে সবাই পুরোপুরি নিশ্চিত। কোনো না কোনো সময়ে মায়া ভুলিয়ে দেয়। সেইজন্যই বাবা বলেন - আশ্চর্য হয়ে আমাকে দেখল, আমার সন্তান হল, অন্যকেও শোনালো, কিন্তু হে মায়া, তুমি কতই না শক্তিশালী যে এরপরেও তাদেরকে ভাগিয়ে নিয়ে যাও। অনেকেই বাবাকে ত্যাগ দিয়ে চলে যায়। এরপর সে কোথায় গিয়ে জন্ম নেবে ? একেবারে সাধারণ জন্ম পাবে। পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ হয়ে যায়। এটা হল মানুষ থেকে দেবতা হওয়ার পরীক্ষা। বাবা তো এইরকম বলবেন না যে সকলেই নারায়ণ হয়ে যাবে। না, যে ভালো পুরুষার্থ করবে, সে-ই ভালো পদ পাবে। বাবা বুঝতে পারেন যে কোন্ কোন্ বাচ্চা ভালো পুরুষার্থী যারা অন্যদেরকেও বাবার পরিচয় দেয় এবং মানুষ থেকে দেবতা বানানোর পুরুষার্থ করায়। আজকাল বিরোধিতা করার জন্য অনেক মানুষ নিজেকেই ভগবান বলে দেয়। তোমাদেরকে ওরা অবলা মনে করে। ওদেরকে কিভাবে বোঝাবে যে ভগবানের আগমন হয়েছে। যদি সরাসরি বলে দাও তাহলে কেউই মানবে না। তাই বোঝানোর জন্য যুক্তি প্রয়োজন। কখনো কাউকে এইভাবে সরাসরি বলা উচিত নয় যে, ভগবান এসে গেছেন। ওদেরকে বোঝাতে হবে - আপনার দুইজন পিতা রয়েছেন। একজন হলেন পারলৌকিক বা অসীম জগতের পিতা এবং অন্যজন হলেন লৌকিক বা শারীরিক পিতা। খুব ভালো ভাবে পরিচয় দিতে হবে যাতে যে-কেউ বুঝতে পারে যে, এরা তো ঠিক কথাই বলছে। অসীম জগতের পিতার কাছ থেকে কিভাবে উত্তরাধিকার পাওয়া যাবে সেটা কেউই জানে না। বাবার কাছ থেকেই উত্তরাধিকার পাওয়া যায়। কেউ কখনো এইরকম বলবে না যে প্রত্যেক মানুষের দুইজন পিতা আছেন। তোমরা এটা যুক্তি সহকারে বলছ। লৌকিক বা শারীরিক পিতার কাছ থেকে সীমিত উত্তরাধিকার পাওয়া যায়। অপরদিকে পারলৌকিক বা অসীম জগতের পিতার কাছ থেকে অসীম অর্থাৎ নূতন দুনিয়ার উত্তরাধিকার পাওয়া যায়। নূতন দুনিয়া হল স্বর্গ। সেই উত্তরাধিকার তো বাবা এসে দেবেন। ঐ পিতা হলেন নূতন সৃষ্টির রচয়িতা। কিন্তু তোমরা যদি কেবল এটাই বলো যে 'ভগবান এসে গেছেন', তাহলে ওরা কখনোই মানবে না, উল্টে টিপ্পনি করবে। শুনবেই না। সত্যযুগে তো কাউকে বোঝাতে হবে না। যখন বাবা এসে শিক্ষা দেন, তখনই বোঝাতে হয়। সুখের সময়ে কেউ স্মরণ করে না, দুঃখের সময়ে সকলেই স্মরণ করে। ওই পারলৌকিক পিতাকেই দুঃখ হরণকারী এবং সুখ প্রদানকারী বলা হয়। দুঃখ থেকে মুক্ত করে গাইড রূপে সবাইকে নিজ ঘরে অর্থাৎ সুইট হোমে ফেরৎ নিয়ে যান। ওই ঘরকে সুইট সাইলেন্স হোম বলা হয়। কেউই জানে না যে ওখানে আমরা কিভাবে যেতে পারি। রচয়িতাকে এবং রচনার আদি-মধ্য-অন্তকেও জানে না। তোমরা জানো যে বাবা আমাদেরকে নির্বাণধামে নিয়ে যাওয়ার জন্য এসেছেন। সকল আত্মাকেই নিয়ে যাবেন। একজনকেও ছাড়বেন না। ওটা হল আত্মাদের নিবাসস্থান, এটা হল শারীরিক বাসস্থান। সূত্রাং আগে বাবার পরিচয় দিতে হবে। তিনি হলেন নিরাকার পিতা, ওঁনাকে পরমপিতাও বলা হয়। পরমপিতা শব্দটা একেবারে যথার্থ এবং খুবই মিষ্টি একটা শব্দ। কেবল

ভগবান কিংবা ঈশ্বর বললে উত্তরাধিকারের সুগন্ধ পাওয়া যায় না। তোমরা পরমপিতাকে স্মরণ করো বলে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করো। বাচ্চাদেরকে এটাও বোঝানো হয়েছে যে সত্যযুগ হল সুখধাম। স্বর্গকে শান্তিধাম বলা যাবে না। যেখানে আত্মারা থাকে, সেটাই হল শান্তিধাম। এটা ভালোভাবে বুঝে নাও।

বাবা বলছেন - বাচ্চারা, এইসব বেদ-শাস্ত্র ইত্যাদি পাঠ করে তোমাদের কিছুই প্রাপ্তি হয় না। শাস্ত্র তো ভগবানকে পাওয়ার জন্যই পাঠ করা হয়। কিন্তু ভগবান বলছেন - শাস্ত্র পাঠের দ্বারা কেউ আমাকে পায় না। এই পতিত দুনিয়াকে পবিত্র করার জন্যই আমাকে স্মরণ করা হয়। এই কথাটা কেউই বোঝে না। কারণ সকলের বুদ্ধি এখন পাথর হয়ে গেছে। স্কুলে বাচ্চারা পড়াশোনা না করলে বলা হয় যে তোমার বুদ্ধি পাথর হয়ে গেছে। সত্যযুগে কখনো এইরকম বলা হবে না। পরমপিতা অর্থাৎ যিনি অসীম জগতের পিতা, তিনিই বুদ্ধিকে পরশসম বানিয়ে দেন। এখন তোমরা বাবার সাথে রয়েছ। তাই তোমাদের বুদ্ধি এখন পরশসম। এরপর সত্যযুগে এক জন্ম পরেও সামান্যতম পরিবর্তন অবশ্যই হবে। এইভাবে ১২৫০ বছর পরে ২ কলা কমে যায়। ১২৫০ বছরের প্রতি সেকেন্ডেই একটু একটু করে কলা কমেতে থাকে। এখন তোমাদের জীবন একেবারে পারফেক্ট হওয়া উচিত। কারণ তোমরা এখন বাবার মতোই জ্ঞানের সাগর, সুখ-শান্তির সাগর হয়েছ। সকল উত্তরাধিকার তোমরাই প্রাপ্ত করো। বাবা তো উত্তরাধিকার দেওয়ার জন্যই আসেন। প্রথমে তোমরা শান্তিধামে যাও, তারপর সুখধামে যাও। শান্তিধামে তো কেবল শান্তি আর শান্তি। এরপর যখন সুখধামে যাও, তখন ওখানেও বিন্দুমাত্র অশান্তি থাকবে না। এরপর আবার অধঃপতন শুরু হয়। প্রত্যেক মিনিটে তোমরা একটু একটু করে নীচে নামো। নুতন দুনিয়া ধীরে ধীরে পুরাতন হতে থাকে। সেইজন্যেই বাবা বলেছিলেন হিসাব করে দেখো যে ৫ হাজার বছরে কত মাস, কত ঘন্টা হয়। তখন মানুষ আশ্চর্য হয়ে যাবে। এই হিসাবটা তো বলে দেওয়া হয়েছে। একেবারে অ্যাকুরেট হিসাব লিখতে হবে। এক্ষেত্রে কখনোই সামান্যতম কম-বেশিও হয় না। প্রতি মিনিটে টিক টিক করে এগিয়ে যায়। গোটা রিলটাই রিপিট হয়। একদিকে আবর্তিত হতে থাকে, অন্যদিকে রোল হতে থাকে। সেটাই আবার রিপিট হবে। এই বিশাল রোল খুবই ওয়ান্ডারফুল। এটা পরিমাপ করা সম্ভব নয়। টিক টিক করে গোটা দুনিয়ার নাটক চলছে। এক সেকেন্ডের সাথে অন্য সেকেন্ডের কোনো মিল নেই। এইভাবে সৃষ্টিচক্র ক্রমাগত আবর্তিত হচ্ছে। ওইগুলো ছোট-খাটো নাটক, আর এটা হল অসীম জগতের নাটক। আগে তোমরা জানতে না যে এটা একটা অবিনাশী নাটক যেটা পূর্ব নির্ধারিত ভাবে পুনরায় নির্মিত হচ্ছে। যেটা হওয়ার ছিল সেটাই হচ্ছে। কিছুই নুতন নয়। আগে অনেকবার এই নাটকের প্রত্যেকটা সেকেন্ড এইভাবেই রিপিট হয়েছে। এইসব কথা অন্য কেউ বোঝাতে পারবে না। আগে তো বাবার পরিচয় দিতে হবে। অসীম জগতের পিতা অসীম উত্তরাধিকার দেন। তাঁর কেবল একটাই নাম - শিব। বাবা বলছেন - যখন অতি ধর্মগ্লানি হয়, সেই সময়েই আমি আসি। এই সময়টাকেই ঘোর কলি বলা হয়। এখানে প্রচুর দুঃখ। কেউ কেউ বলে, এই ঘোর কলিযুগে কিভাবে পবিত্র থাকা সম্ভব! কিন্তু ওরা তো জানেই না যে পবিত্র কে বানায়? বাবা এসেই সঙ্গমযুগে পবিত্র দুনিয়া স্থাপন করেন। ওখানে স্ত্রী-পুরুষ উভয়েই পবিত্র থাকে। এখানে দুজনেই অপবিত্র হয়ে গেছে। এই দুনিয়াটাই অপবিত্র দুনিয়া। ওটা হল পবিত্র দুনিয়া - স্বর্গ বা হেভেন। এটা হল পতিত দুনিয়া - নরক বা হেল। তোমরা বাচ্চারা পুরুষার্থের ক্রম অনুসারে এইসব বুঝতে পেরেছ। কাউকে বোঝানোর জন্য একটু পরিশ্রম করতে হয়। গরিবরা ঝট করে বুঝে যাবে। দিনে দিনে বৃদ্ধি হচ্ছে। এরপর তো অনেক বড় বাড়ি বানাতে হবে। অনেক বাচ্চারা এখানে আসবে। কারণ বাবা তো কোথাও যাবেন না। আগে কেউ না বললেও বাবা নিজে থেকেই চলে যেতেন। এখন বাচ্চারা এখানে আসবে। ঠান্ডার মধ্যেও

আসতে হয়। তাই প্রোগ্রাম বানাতে হবে। এক-একটা গ্রুপকে আলাদা আলাদা সময়ে আসতে বললে আর ভিড় হবে না। সকলে একসাথে একই সময়ে আসতে পারবে না। বাচ্চাদের সংখ্যাও তো বৃদ্ধি হচ্ছে। এখানে বাচ্চারা ছোট ছোট বাড়ি বানাচ্ছে। ওখানে তো অনেক মহল পাওয়া যাবে। তোমরা বাচ্চারা জানো যে টাকা-পয়সা সব মাটিতে মিশে যাবে। অনেকেই গর্ত খুঁড়ে তার মধ্যে ধন-সম্পত্তি রেখে দেয়। এরপর হয়তো সেটা চোর নিয়ে যায় অথবা মাটির নিচেই থেকে যায়, যেটা পরে কখনো চাষ-বাস করার সময়ে বেরিয়ে আসে। এখন বিনাশের সময়ে সেইসব চাপা পড়ে যাবে। এরপর ওখানে সবকিছু নুতন পাওয়া যাবে। এমন অনেক রাজ প্রাসাদ রয়েছে যেখানে অনেক কিছু মাটি চাপা দেওয়া আছে। অনেক সময় বড় বড় হীরেও বেরিয়ে আসে। তখন হাজার-লক্ষ টাকা আয় হয়ে যায়। তবে এমন নয় যে স্বর্গে তোমরা এইরকম মাটি খুঁড়ে হীরে-মানিক বের করবে। না, ওখানে তো সবকিছুর খনি একেবারে নতুন এবং ভরপুর হয়ে যাবে। এখানকার অনুর্বর জমিতে আর কোনো শক্তি নেই। যে বীজ বপন করা হয়, তার মধ্যেও কোনো শক্তি নেই। যত রকমের আবর্জনা এবং অশুদ্ধ জিনিস সব মাটিতে ফেলে দেয়। ওখানে তো অশুদ্ধ জিনিসের নামটাই থাকবে না। সবকিছুই নুতন। কন্যাদের স্বর্গের সাক্ষাৎকার হয়। ওখানকার সৌন্দর্য একেবারে ন্যাচারাল। তোমরা বাচ্চারা এখন সেই দুনিয়ায় যাওয়ার জন্য পুরুষার্থ করছ। আচ্ছা !

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ সুমন আর সুপ্রভাত।
আম্মাদের পিতা ঔঁনার আম্মা রূপী সন্তানদের জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) এই সময়েই বাবার সমান সম্পূর্ণ পারফেক্ট হয়ে সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার নিতে হবে। বাবার সকল শিক্ষাকে নিজের মধ্যে ধারণ করে ঔঁনার মতো জ্ঞানের সাগর, সুখ-শান্তির সাগর হতে হবে।

২) পরশসম বুদ্ধি বানানোর জন্য পড়াশোনার প্রতি সম্পূর্ণ মনোযোগ দিতে হবে। নিশ্চয়বুদ্ধি হয়ে মানুষ থেকে দেবতা হওয়ার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে।

বরদান :- ত্রিকালদর্শী স্থিতি দ্বারা তিন কালকে স্পষ্ট অনুভব করতে সক্ষম মাস্টার নলেজফুল ভব যে ত্রিকালদর্শী স্থিতিতে স্থিত থাকে, সে এক সেকেন্ডে তিন কালকে স্পষ্ট অনুভব করতে পারে। অতীতে কি ছিল, আজ কি আছে আর ভবিষ্যতে কি হবে - সেগুলো তার কাছে স্পষ্ট হয়ে যায়। যেমন কোনো দেশের সর্বোচ্চ শিখরে দাঁড়িয়ে সমগ্র শহরকে দেখলে খুব মজা হয়, সেইরকম সঙ্গমযুগটাও হল সর্বোচ্চ শিখর। এই শিখরের ওপরে দাঁড়িয়ে তিন কালকে দেখা এবং আনন্দ সহকারে বলো যে আমরাই দেবতা ছিলাম এবং আমরাই দেবতা হব। এটাই হল মাস্টার নলেজফুল হওয়া।

স্লোগান :- প্রত্যেকটি মুহূর্তই হল অন্তিম মুহূর্ত - এটা স্মরণে রেখে এভাররেডি হও।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- বাবার মতন দয়ালু হৃদয়বান ও কল্যাণকারী হও, বুদ্ধিমান হয় সে যে নিজেও পুরুষার্থ করে এবং অন্যদের দিয়েও করায়"

প্রশ্ন :- তোমরা বাচ্চারা নিজের পড়াশোনা দ্বারা কোন্ চেকিং করতে পারো, তোমাদের পুরুষার্থ কি ?

উত্তর :- পড়াশোনা দ্বারা তোমরা চেকিং করতে পারো যে আমরা উত্তম পার্ট প্লে করছি নাকি মধ্যম বা কনিষ্ঠ। সবচেয়ে উত্তম পার্ট তাদের বলা হবে যারা অন্যদেরকেও উত্তম বানায় অর্থাৎ সার্ভিস করে ব্রাহ্মণদের সংখ্যা বৃদ্ধি করে। তোমাদের পুরুষার্থ হল পুরানো জুতো ত্যাগ করে নতুন জুতো পরা অর্থাৎ পুরানো দেহ ত্যাগ করে নতুন দেহ ধারণ করা। আত্মা যখন পবিত্র হয় তখন তার নতুন পবিত্র জুতো (দেহ) প্রাপ্ত হয় ।

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা দুই দিক থেকেই উপার্জন করছে। এক দিকে হল স্মরণের যাত্রা দ্বারা উপার্জন আর অন্য দিকে হল ৮৪ -র চক্রের জ্ঞানের স্মরণ করলে উপার্জন। একেই বলা হয় ডবল উপার্জন এবং অজ্ঞান কালে হয় অল্পকালের ক্ষণ ভঙ্গুর সিঙ্গল উপার্জন। এ হল তোমাদের স্মরণের যাত্রার উপার্জন বিশাল উপার্জন। আয়ুও হয় বিশাল আর তোমরা পবিত্রও হয়ে যাও। সকল দুঃখ থেকে মুক্তি পাও। অনেক বিশাল এই উপার্জন। সত্যযুগে আয়ু খুব বড় হয়ে যায়। দুঃখের নাম নেই, কারণ সেখানে রাবণের রাজ্য নেই। অজ্ঞানকালে পড়াশোনার সুখ থাকে অল্পকালের জন্যে এবং দ্বিতীয়তঃ পড়াশোনার সুখ, শাস্ত্র অধ্যয়ণ যারা করে, তারা প্রাপ্ত করে। তাদের ফলোয়ার্সদের কিছুই লাভ হয় না। তারা ফলোয়ার্সও নয়। কারণ তারা না পোষাক (গেরুয়া বা সাদা বস্ত্র) পরিবর্তন করে আর না ঘর সংসার ত্যাগ করে। তাহলে ফলোয়ার্স কিভাবে বলা হবে ! সেখানে (স্বর্গে) তো শান্তি, পবিত্রতা সবই থাকে। এখানে অপবিত্রতার জন্যে ঘরে - ঘরে কত অশান্তি হয়। তোমরা মত প্রাপ্ত কর ঈশ্বরের কাছে। এখন তোমরা নিজের পিতাকে স্মরণ করো। নিজেকে ঈশ্বরীয় গভর্নমেন্ট নিশ্চয় করো। কিন্তু তোমরা হলে গুপ্ত রূপে। হৃদয়ে কতখানি খুশী অনুভব হওয়া উচিত। এখন আমরা আছি শ্রীমৎ অনুসারে। তাঁর শক্তিতে সতোপ্রধান হচ্ছি। এখানে তো কোনও রাজ্য ভাগ্য নেওয়ার নেই। আমাদের রাজ্য ভাগ্য হল নতুন দুনিয়ায়। এখন তোমরা সেই কথা জানতে পেরেছ। এই লক্ষ্মী নারায়ণের ৮৪-র জন্ম কাহিনী তোমরা বলতে পারো। সে যেমন মানুষ হোক, যতই পড়াতে সক্ষম হলেও, তবুও একজনও এমন নেই যে বলতে পারবে যে এসো আমরা লক্ষ্মী নারায়ণের ৮৪ জন্মের কাহিনী শোনাই। তোমাদের বুদ্ধিতে এখন স্মরণ থাকে, বিচার সাগর মন্থনও কর।

এখন তোমরা হলে জ্ঞান সূর্য বংশী। তারপরে সত্যযুগে বলা হবে বিষ্ণু বংশী। জ্ঞান সূর্য প্রকট হয়েছেন.....এই সময় তোমরা জ্ঞান প্রাপ্ত করছ, তাই না। জ্ঞানের দ্বারাই সদগতি হয়। অর্ধকল্প জ্ঞান চলে, তার পরের অর্ধকল্প অজ্ঞান হয়ে যায়। এও ড্রামাতে নির্দিষ্ট আছে। তোমরা এখন বুদ্ধিমান হয়েছ। যত তোমরা বুদ্ধিমান হও অন্যদেরও নিজের মতন করার পুরুষার্থ কর। তোমাদের পিতা হলেন দয়ালু কল্যাণকারী অতএব বাচ্চাদেরও এমন হতে হবে। বাচ্চারা কল্যাণকারী না হলে তাদের কি বলা হবে ? গাওয়াও হয় - " সাহসী বাচ্চাদের ঈশ্বর পিতার সাহায্য প্রাপ্ত হয় " (হিস্মতে বশ্চে, মদদে বাপ) । এও নিশ্চয়ই চাই। তা নাহলে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হবে কিভাবে। সার্ভিস

অনুযায়ী তো উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়, তোমরা হলে ঈশ্বরীয় মিশন, তাইনা। যেমন খ্রীষ্টান মিশন, ইসলামী মিশন হয়, তারা নিজেদের ধর্মের বৃদ্ধি করে। তোমরা নিজের ব্রাহ্মণ ধর্ম ও দৈবী ধর্মের বৃদ্ধি কর। ড্রামা অনুসারে তোমরা বাচ্চারা অবশ্যই সহযোগী হবে। কল্প পূর্বে যা পার্ট প্লে করেছিলে সেসব অবশ্যই প্লে করবে। তোমরা দেখছ প্রত্যেকে নিজের উত্তম, মধ্যম, কনিষ্ঠ পার্ট প্লে করছে। সবচেয়ে উত্তম পার্ট সে প্লে করে, যে অন্যদের উত্তম বানায়। অতএব সকলকে বাবার পরিচয় দিতে হবে এবং আদি মধ্য অন্তের রহস্য বোঝাতে হবে। ঋষি-মুনিগণ নেতি-নেতি বলে গেছেন। তারপরে বলে দিয়েছে ঈশ্বর সর্বব্যাপী, আর কিছু জানা নেই। ড্রামা অনুসারে আত্মার বুদ্ধিও তমোপ্রধান হয়। শরীরের বুদ্ধি বলা হবে না। আত্মাতেই মন-বুদ্ধি আছে। এই কথা ভালো ভাবে বুঝে বাচ্চাদের চিন্তন করতে হবে। তারপরে বোঝাতে হবে। তারা শাস্ত্র ইত্যাদি শোনাবার জন্যে দোকান খুলে বসে আছে। তোমাদেরও এ হল দোকান। বড় বড় শহরে বড় দোকান চাই। যে বাচ্চারা তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সম্পন্ন হয়, তাদের কাছে অনেক খাজানা থাকে। এত খাজানা না থাকলে অন্যদের দেবে কিভাবে ! নশ্বর অনুযায়ী ধারণা হয় । বাচ্চাদের ভালো ভাবে ধারণা করা উচিত, যাতে অন্যদের বোঝাতে পারে। বাবার কাছে বর্সা প্রাপ্ত করা কোনো বিরাট কথা নয়, সেকেন্ডের ব্যাপার । তোমরা আত্মারা বাবার পরিচয় পেয়েছ সুতরাং তোমরা অসীম জগতের মালিক হয়েছ। মালিকও হয় নশ্বর অনুসারে । রাজাও মালিক তো প্রজাও বলবে আমরাও মালিক। এখানেও সবাই বলে তাইনা আমাদের ভারত। তোমরাও বল শ্রীমৎ অনুসারে আমরা নিজের স্বর্গ স্থাপন করছি, তারপর স্বর্গেও রাজধানী আছে। অনেক রকমের লেবেল আছে। পুরুষার্থ করা উচিত উঁচু পদ প্রাপ্তির জন্যে। বাবা বলেন এখন পুরুষার্থ করে যত উঁচু পদ প্রাপ্ত করবে, সেইটি কল্প-কল্পান্তরের জন্য হবে। পরীক্ষায় কারো মার্ক্স কম হলে হার্ট ফেল হয়ে যায়। আর এ হল অসীমের কথা। পুরো পুরুষার্থ না করলে মন খারাপও হবে, দন্দও ভোগ করতে হবে। সেই সময় কিবা করতে পারবে। কিছুই না। আত্মা কি করবে ! তারা তো জীবঘাত করে, ডুবে মরে। এতে ঘাত ইত্যাদির কথা নেই। আত্মাকে কখনও ঘাত করা যায় না, আত্মা তো অবিনাশী। বাকি শরীরকে ঘাত করা যায়, যার দ্বারা পার্ট প্লে করা। এখন তোমরা পুরুষার্থ করছ, এই পুরানো জুতো বা পুরানো দেহ ত্যাগ করে আমরা নতুন দৈবী দেহ প্রাপ্ত করি। এই কথাটিকে বলে ? আত্মা। যেমন ছোট বাচ্চারা বলে না - আমাদের নতুন পোশাক দাও। আমরা আত্মা, আমাদেরও নতুন পোশাক (দেহরূপী) চাই। বাবা বলেন তোমাদের আত্মা নতুন স্বরূপে পরিণত হলে তো নতুন শরীরের প্রয়োজন, তবেই তো শোভনীয় হবে। আত্মা পবিত্র হলে ৫ তন্ত্রও নতুন হয়ে যায়। ৫ তন্ত্র দ্বারা-ই শরীর তৈরি হয়। যখন আত্মা সতোপ্রধান হয় তখন শরীরও সতোপ্রধান প্রাপ্ত হয়। আত্মা তমোপ্রধান তো শরীরও তমোপ্রধান। এখন দুনিয়ার সকল দেহধারী তমোপ্রধান হয়েছে, দিন দিন দুনিয়া পুরানো হয়ে যাচ্ছে, পতনের দিকে এগিয়ে চলেছে। নতুন থেকে পুরানো তো সব জিনিসই হয়। পুরানো হয়ে তারপরে ডেস্ট্রয় হয় (নষ্ট হয়)। এইখানে তো সম্পূর্ণ সৃষ্টির কথা রয়েছে। নতুন দুনিয়াকে সত্যযুগ, পুরানো দুনিয়াকে কলিযুগ বলা হয়। বাকি এই সঙ্গম যুগের কথা তো কারো জানা নেই। তোমরাই জানো এই পুরানো দুনিয়া পরিবর্তন হবে।

এখন অসীম জগতের পিতা যিনি হলেন পিতা, শিক্ষক এবং গুরু, তাঁর আদেশ হল যে পবিত্র হও। কাম বিকার হল মহা শত্রু, সেই বিকারকে জয় করে জগৎজিত হও। জগৎজিত অর্থাৎ বিষ্ণুবংশী হও। সেই একটাই কথা। এই কথা গুলির অর্থ তোমরা জানো। বাচ্চারা জানে আমাদের যিনি পড়াচ্ছেন তিনি হলেন বাবা। প্রথমে তো এই কথায় পাচ্চা নিশ্চয় থাকা চাই। বাচ্চারা বড় হলে পিতাকে স্মরণ করতে হয়। তারপরে শিক্ষককে, শেষে গুরুকে স্মরণ করতে হয়। ভিন্ন ভিন্ন সময়ে

তিনজনকে স্মরণ করবে। এখানে তো তিনজন একত্রে এক সময়ে তোমাদের কাছে উপস্থিত হয়েছেন। পিতা, শিক্ষক, গুরু একজন-ই। তারা বাণপ্রস্থের অর্থও বোঝে না। বাণপ্রস্থ যেতে হবে, তাই তারা ভাবে গুরুর করা উচিত। ৬০ বছর বাদে গুরুর কাছে দীক্ষিত হয়। এই নিয়ম এখনই ক্রিয়েট হয়েছে। বাবা বলেন - ব্রহ্মার অনেক জন্মের অন্তিম সময়ে বাণপ্রস্থ অবস্থায় আমি এনার সদগুরু হয়েছি। ব্রহ্মাবাবাও বলেন ৬০ বছর বাদে সদগুরুর কাছে দীক্ষিত হয়েছি যখন নির্বাণধাম যাওয়ার সময় হয়েছে। বাবা আসেন সবাইকে নির্বাণধাম নিয়ে যেতে। মুক্তিধামে গিয়ে পার্ট প্লে করতে আসতে হয়। বাণপ্রস্থ অবস্থা তো অনেকের আছে, তখন তারা গুরু করে। আজকাল তো ছোট বাচ্চাদেরও গুরুর কাছে দীক্ষা দিয়ে দেওয়া হয়। তাহলেই গুরুর দক্ষিণা প্রাপ্ত হবে। খ্রীষ্টানরা খ্রীষ্টান ধর্মে পরিবর্তন করানোর জন্য কোলে তুলে দেয়। কিন্তু তারা কেউ নির্বাণ ধামে যায় না। এই সব রহস্য বাবা বোঝান, ঈশ্বরের অন্ত তো ঈশ্বর নিজেই বলে দেবেন। আরম্ভ থেকে বলে দিয়েছেন। নিজের অন্তও বলেন এবং সৃষ্টির জ্ঞানও দেন। ঈশ্বর নিজে এসে আদি সনাতন দেবী-দেবতা অর্থাৎ স্বর্গের স্থাপনা করেন, সেই থেকে এর ভারত নামটি চলে আসছে। গীতায় শুধু কৃষ্ণের নাম লিখে দিয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে দিয়েছে। এও ড্রামা, হার ও জিতের খেলা। এতে হার কিভাবে হয়, এই কথা বাবা ব্যতীত কেউ বলে দিতে পারে না। লক্ষ্মী-নারায়ণও জানে না যে আমাদের পুনরায় হার হবে। এই কথা তো শুধু তোমরা ব্রাহ্মণরা জানো। শূদ্ররাও জানে না। বাবা স্বয়ং এসে তোমাদের ব্রাহ্মণ থেকে দেবতায় পরিণত করেন। "আমরা-ই সেই" এই কথাটির অর্থ একেবারেই আলাদা। ওম্ শব্দের অর্থ আলাদা। মানুষ তো অর্থ না বুঝে ই বলে দেয়। এখন তোমরা জানো কিভাবে নীচে নামা হয় তারপরে আবার উপরে ওঠা হয়। এই জ্ঞান এখন তোমরা বাচ্চারা প্রাপ্ত কর। ড্রামা অনুযায়ী পুনরায় কল্পের শেষে বাবা স্বয়ং এসে বলে দেবেন। সকল ধর্ম স্থাপকগণ এসে নিজের ধর্ম সময় অনুযায়ী স্থাপন করবেন। নশ্বর অনুসারে পুরুষার্থ অনুযায়ী বলা হবে না। নশ্বর অনুসারে সময় অনুযায়ী এসে নিজের-নিজের ধর্ম স্থাপন করে। এই কথা একমাত্র বাবা-ই বোঝান, আমি কিভাবে ব্রাহ্মণ তারপরে সূর্যবংশী, চন্দ্রবংশী কুলের (ডাইনেস্টি) স্থাপনা করি ? এখন তোমরা হলে জ্ঞান সূর্যবংশী, যারা পরে বিষ্ণু বংশী হও। খুব সাবধানে শব্দ লিখতে হয়, যাতে কেউ ভুল বের করতে না পারে।

তোমরা জানো জ্ঞানের এই এক একটি মহাবাক্য হল রঙ্গ, হীরা। বাচ্চাদের মধ্যে বোঝানোর দক্ষতা খুব রিফাইন হওয়া উচিত। ভুলবশতঃ কোনো শব্দ মুখ থেকে বেরিয়ে গেলে চট করে ঠিক করে বোঝানো উচিত। সবচেয়ে কঠিন ভুল হল বাবাকে ভুলে যাওয়া। বাবা আদেশ করেন মামেকম্ স্মরণ করো। এই কথা ভোলা উচিত নয়। বাবা বলেন তোমরা হলে পুরাতন প্রেয়সী। তোমরা সবাই প্রেয়সী, তোমাদের সবার একমাত্র প্রিয়তম আছে। তারা তো একে অপরের চেহারা দেখে প্রেমিক-প্রেমিকা হয়। এখানে তো প্রিয়তম একজন-ই। তিনি হলেন একজন, তিনি নিজের কয়জন প্রেয়সীদের স্মরণ করবেন। অনেকের পক্ষে একজনকে স্মরণ করা তো সহজ কাজ, একজন অনেককে কিভাবে স্মরণ করবে ! বাবাকে বলে বাবা আমরা আপনাকে স্মরণ করি। আপনি কি আমাদের স্মরণ করেন ? আরে, স্মরণ তো তোমাদের করতে হবে, পতিত থেকে পবিত্র হওয়ার জন্যে। আমি কি পতিত হই, যে স্মরণ করব। তোমাদের কাজ হল স্মরণ করা, কারণ পবিত্র হতে হবে। যে যত স্মরণ করে এবং ভালো ভাবে সার্ভিস করে, তাদেরই ধারণা হয়। স্মরণের যাত্রা খুব কঠিন, এতেই যুদ্ধ লেগে থাকে। এমন নয় যে তোমরা ৮৪-র চক্র ভুলে যাবে। তোমাদের কান স্বর্ণ পাত্র সম হওয়া উচিত। তোমরা যত স্মরণ করবে ততই ভালো রকম ধারণা হবে, এতেই শক্তি থাকবে, তাই বলা হয়

স্মরণের শক্তি চাই। জ্ঞান হল উপার্জন। স্মরণের দ্বারা সর্ব শক্তি প্রাপ্ত হয় নম্বর অনুসারে। তলোয়ার ইত্যাদিতেও তীক্ষ্ণ শক্তির পার্থক্য থাকে। ওই সব হল স্থূল কথা। মূল কথা বাবা একটাই বলেন - অল্ক-কে (আল্লাহ বা ঈশ্বরকে) স্মরণ করো। দুনিয়ার বিনাশের জন্যে একটি অ্যাটমিক বম্ব থাকবে আর কিছু নয়, তার জন্যে না সেনা বাহিনী চাই, না ক্যাপ্টেন। আজকাল তো এমন তৈরি হয়েছে যে, দূরে বসে বম্ব ফেলবে। তোমরা এখানে বসে বসে রাজ্য প্রাপ্ত কর, তারা ঐখানে বসে সবার বিনাশ করবে। তোমাদের জ্ঞান ও যোগ, তাদের মৃত্যুর সামগ্রী দুটোই সমান হয়ে যায়। এও হল খেলা। অভিনেতা তো সবাই, তাইনা। ভক্তি মার্গ পূর্ণ হয়েছে, বাবা নিজে এসে নিজের এবং রচনার আদি-মধ্য-অন্তের পরিচয় দেন। এখন বাবা বলেন তোমরা ব্যর্থ কথা শুনো না তাই হিয়ার নো ইভিল এই চিত্র বানানো হয়েছে। পূর্বে বানরের চিত্র ছিল, এখন মানুষের বানানো হয়, কারণ চেহারা মানুষের হলেও চরিত্র তো বানরের, তাই সমান তুলনা করা হয়েছে। এখন তোমরা কার সেনা বাহিনী ? শিববাবার। বানর স্বরূপ থেকে মন্দির স্বরূপ করছেন। কোথাকার কথা কোথায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। বানর কি সেতু নির্মাণ করতে পারে? এইসব হল দন্ত কাহিনী (প্রাচীন কাহিনী) । যদি কখনও কেউ জিজ্ঞাসা করে তোমরা শাস্ত্র ইত্যাদি বিশ্বাস কর ? বলা বাঃ ! এমন কে আছে যে শাস্ত্র ইত্যাদি বিশ্বাস করে না । আমরা তো সবচেয়ে বেশি মানি। তোমরাও এত শাস্ত্র পাঠ করো না যত আমরা পড়ি। অর্ধকল্প আমরা-ই পড়েছি। স্বর্গে শাস্ত্র, ভক্তি কিছুই থাকে না। বাবা কত সহজ করে বোঝান। তবুও নিজ সমান গড়ে তুলতে পারে না। সন্তান ইত্যাদির বন্ধন থাকার দরুন বাইরে বেরোতে পারে না। একেও বলা হবে ড্রামা। বাবা বলেন এক সপ্তাহ ১৫ দিন কোর্স করে নিজ সম পরিবর্তন করার কাজে নেমে পড়া উচিত । বড় বড় শহরে, রাজধানী ইত্যাদি স্থানে অনেক বড় বড় সেবা করা উচিত, তাহলে সংবাদপত্রেও বের হবে। বড় বড় ব্যক্তি নাহলে কারো আওয়াজ শুনবে না। একজোট হয়ে অনেক বড় সেবা করো, তাহলে অনেকে এগিয়ে আসবে। বাবার ডাইরেকশন তো পেয়েছ তাইনা ! আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর গুডমর্নিং।
আম্মাদের পিতা ঔনার আন্না রুপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) জ্ঞান এবং যোগের দ্বারা নিজের বুদ্ধিকে রিফাইন করতে হবে। বাবাকে ভুলে যাওয়ার ভুল কখনও করবে না। প্রেমসী রূপে প্রিয়তমকে স্মরণ করতে হবে।

২) বন্ধন মুক্ত হয়ে নিজের মতন করে গড়ে তোলার সেবা করতে হবে। উচ্চ পদের প্রাপ্তির জন্যে পুরুষার্থ করতে হবে। পুরুষার্থ করতে কখনও নিরাশার স্বীকার হবে না।

বরদান :- সঙ্কল্প রুপী বীজকে সদা সমর্থ রূপ প্রদানকারী জ্ঞান সম্পদ আন্না ভব

ব্যাখ্যা: জ্ঞান শুনে এবং জ্ঞান শোনানোর সাথে জ্ঞান স্বরূপ হও। জ্ঞান স্বরূপ অর্থাৎ যাদের প্রতিটি সঙ্কল্প, বোল এবং কর্ম সমর্থ হয়, ব্যর্থ সমাপ্ত হয়ে যায়। যেখানে সমর্থ আছে সেখানে ব্যর্থ হতে পারে না। যেমন আলো আর অন্ধকার একত্রে যেতে পারে না। তেমনই জ্ঞান হল আলো (প্রকাশ), ব্যর্থ

হল অন্ধকার, তাই জ্ঞান সম্পন্ন আল্লা অর্থাৎ যার প্রতিটি সঙ্কল্প রূপী বীজ সমর্থ হয়। যাদের সঙ্কল্প সমর্থ হয় তাদের বাণী, কর্ম, সম্বন্ধ সহজেই সমর্থ হয়ে যায়।

স্লোগান - সূর্যবংশে যেতে হলে যোগী হও, যোদ্ধা নয় ।

নব জ্ঞান এবং নব জীবন দ্বারা নবীনত্বের ঝলক দেখাও

আজ চারিদিকের বাচ্চারা তাদের সাকার রূপে বা আকার রূপে নতুন যুগ, নতুন জ্ঞান, নতুন জীবন বাপদাদার সাথে উদযাপন করতে এই হায়েস্ট এবং হোলিয়েস্ট নতুন আধ্যাত্মিক দরবারে উপস্থিত হয়েছে। সব বাচ্চার হৃদয়ের উৎসাহ-উদ্দীপনা এবং পরিবর্তন নিয়ে আসার শুভ সঙ্কল্পের প্রতিজ্ঞা, তাদের শুভ কামনা এবং শুভ ভাবনা বাপদাদার কাছে পৌঁছে গেছে। নতুন বিশ্বের সকল নির্মাতাকে, বিশ্ব পরিবর্তক বিশেষ আত্মাদের, সদাসর্বদা পুরানো দুনিয়ার পুরানো সংস্কার, পুরানো স্মৃতি, যারা পুরানো বৃত্তি এবং এই পুরানো দুনিয়ার পুরানো দেহভাবের স্মৃতির উদ্দেশ্য থাকে, সমস্ত পুরানো বিষয়কে বিদায় জানায়, তাদেরকে বাপদাদা সদাকালের জন্য অভিনন্দিত করছেন। অতীতকে বিন্দু লাগিয়ে যারা স্বরাজ্যের বিন্দু তথা স্বরাজ্যের তিলক কাটে (লাগায়) তাদের তিনি অভিনন্দন জানাচ্ছেন। বিদায়ের এই আদেশের জন্য অভিনন্দিত করার সাথে বাবা তোমাদের নব বর্ষের বিশেষ উপহারও দিচ্ছেন। "সদা সাথে থাক" "সদা সমান হও" "সদা হৃদয় সিংহাসনাসীন শ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক নেশায় থাক" - বাবা এই বরদানের উপটৌকন দিচ্ছেন।

সারা বছর এই সমর্থ স্মৃতি থাকতে দাও, তোমরা বাবার সাথে আছ, তোমরা বাবার সমান তাহলে নিজে থেকেই সব সঙ্কল্পে প্রতি মুহূর্তে বিদায়ের হুকুম জারি করার জন্য অভিনন্দিত হওয়ার অনুভব করতে থাকবে। পুরানোকে বিদায় না দিলে, তোমরা নবীনত্বের জন্য অভিনন্দনও অনুভব করতে পারবে না। সেইজন্য আজকে যেমন পুরানো বছরকে বিদায় জানাচ্ছ, ঠিক একইভাবে বছরের সাথে বাবা পুরানো যে সব বিষয় সম্পর্কে বলেছেন সেইসব পুরানো-ভাবও সদাসর্বদার জন্য বিদায় দাও। এটা নতুন যুগ, ব্রাহ্মণদের সুন্দর নতুন সংসার, নতুন সম্বন্ধ, নতুন পরিবার। নতুন প্রাপ্তি। সবকিছু নতুন! তোমরা যখন অন্যকে দেখছ, সেটাও আধ্যাত্মিক নজরে আত্মাকে দেখছ। আধ্যাত্মিক বিষয়েই ভাবছ। সুতরাং সবকিছুই তো নতুন, তাই না? রীতি-নীতি নতুন, প্রীতি-ভালোবাসা নতুন, সব নতুন। অতএব, সদা নবীনত্বের জন্য অভিনন্দিত হতে থাক। একেই বলে, আধ্যাত্মিক অভিনন্দন, যা শুধু একদিনের জন্য নয়, বরং আধ্যাত্মিক অভিনন্দনের সাথে তোমরা সদা উল্লসিত দিকে এগিয়ে যেতে থাক। বাপদাদা এবং সমস্ত ব্রাহ্মণ পরিবারের অভিনন্দন বা আধ্যাত্মিক আশীর্বাদ নিয়ে তোমরা প্রতিপালিত হচ্ছ, অগ্রচালিত হচ্ছ - এইরকম নিউ ইয়ার জগতে কেউ উদযাপন করতে পারে না। তারা অল্পকালের জন্য পালন করে। তোমরা সেটা অবিনাশীরূপে পালন কর, সর্বকালের জন্য উদযাপন করছ। মানবাত্মা সকলে মানুষের সঙ্গেই পালন করছে, সেখানে তোমরা শ্রেষ্ঠ আত্মারা পরমাত্মার সাথে উদযাপন কর। বিধাতা এবং বরদাতার সাথে পালন কর, সেইজন্য পালন করা অর্থাৎ অফুরন্ত সম্পদের ভাণ্ডারে এবং বরদানে সদাসর্বদা ঝুলি ভরে থাকা। তারা উদযাপন করছে আর খুইয়ে ফেলছে, সেক্ষেত্রে, এখানে তোমরা তোমাদের ঝুলি পূর্ণ করছ। সেইজন্য তোমরা বাপদাদার সাথেই উদযাপন কর, তাই না? সেই সব লোকে বলে, হ্যাপি নিউ ইয়ার আর তোমরা বলো, এভার হ্যাপি নিউ ইয়ার। আজ খুশি আর কাল দুঃখ এমন ঘটনা দুঃখী বানায় না। যেকোনও দুঃখের ঘটনা হোক না কেন, এমন সময়তেও তোমাদের সুখ, শান্তিস্বরূপ স্থিতি দ্বারা সবাইকে সুখ শান্তির কিরণ দিয়ে দাতার, মাস্টার সুখ-সাগরের ভূমিকা (পার্ট) পালন কর। সেই কারণে তোমরা যেকোন দুঃখদায়ী পরিস্থিতির উদ্দেশ্য থাক এবং সদা এভার হ্যাপি হওয়ার অনুভব কর। সুতরাং এই নতুন

বছরে কি নতুন করবে ? তোমরা কনফারেন্স করবে, মেলা করবে । সবাই এখন পুরানো রীতি-রেওয়াজে, পুরানো আদব-কায়দায় ইতিমধ্যেই ক্লান্ত হয়ে পড়েছে । সবাই ভাবে, নতুন কিছু হওয়া দরকার । কি নতুন হবে বা কিভাবে হবে সেটা বুঝতে তারা অপারগ । যারা এইরকম নবীনত্বের ইচ্ছা রাখে তাদের নতুন জ্ঞান দ্বারা, নতুন জীবন দ্বারা নবীনত্বের ঝলক অনুভব করাও । তারা অন্ততঃ বোঝে যে এটা ভালো । যতই হোক, এটা নতুন, এটাই নতুন জ্ঞান যা নতুন যুগ নিয়ে আসছে, এই অনুভব তাদের কাছে এখনও আবৃত । তারা বলে, এটা হওয়া উচিত । তাদের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করার জন্য নতুন জীবনের প্রত্যক্ষ এক্সাম্পল তাদের সামনে প্রত্যক্ষরূপে উপস্থাপিত কর, যাতে তারা নতুন ঝলক অনুভব করতে পারে । অতএব, নতুন জ্ঞান প্রত্যক্ষ কর । প্রত্যেক ব্রাহ্মণের জীবন থেকে যখন নবীনত্বের অনুভব হবে, তখনই তারা নতুন সৃষ্টির আভাস দেখতে পাবে । যে প্রোগ্রামই তোমরা কর, তা'তে লক্ষ্য থাকবে যাতে সবার নবীনত্ব অনুভূত হয় । 'এটাও খুব ভালো কাজ হচ্ছে', এই রিমার্ক করার পরিবর্তে তাদের এই অনুভব হতে দাও এটা নতুন জ্ঞান, নতুন সৃষ্টি নিয়ে আসছে । বুঝেছ তোমরা ? নতুন সৃষ্টির স্থাপনার অনুভব করানোর তরঙ্গ ছড়িয়ে দাও । নতুন সৃষ্টি সমাগত প্রায় অর্থাৎ আমাদের সকলের শুভ ভাবনার ফল প্রাপ্তির সময় এসে গেছে । এইরকম উৎসাহ-উদ্দীপনা তাদের মনে উৎপন্ন হতে দাও । সবার মনে নিরাশার বদলে শুভ ভাবনার দীপ প্রজ্জ্বলিত কর । যেকোনও বড়দিন উদযাপন করতে তারা দীপ জ্বালায় । আজকাল তো রয়্যাল মোমবাতি হয়ে গেছে । সুতরাং সকলের মনে এই দীপ জ্বালাও । এইরকম নিউ ইয়ার উদযাপন কর । শ্রেষ্ঠ ভাবনার ফলের উপহার সবাইকে দাও । আচ্ছা -

যারা সদা সবাইকে নতুন জীবন, নতুন যুগের ঝলক দেখায়, নতুন উৎসাহ-উদ্দীপনার অভিনন্দন জানায়, সবাইকে এভার হ্যাপি বানায়, বিশ্বকে নতুন রচনার অনুভব করায়, এমন সর্বশ্রেষ্ঠ নতুন যুগ পরিবর্তক, বিশ্ব কল্যাণকারী, সদা বাবার সাহচর্যের অনুভব করে, বাবার সদা সাথী এমন বাচ্চাদের বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ আর নমস্কার।

পাটিদের সাথে বাপদাদার সাক্ষাৎকার- নতুন বছরের নতুন উদ্যম, নতুন উৎসাহ সবসময়ের জন্য থাকতে হবে, এমন দৃঢ় সঙ্কল্প করেছ তোমরা ? নতুন যুগ, সুতরাং প্রতিটা সঙ্কল্প সবচাইতে নতুন হওয়া উচিত । প্রতিটা কর্ম সর্বাপেক্ষা নতুন হতে দাও । একে বলা হয় নতুন উদ্যম, নতুন উৎসাহ । এমন দৃঢ় সঙ্কল্প করেছ ? যেমন বাবা অবিনাশী, সেইরকম বাবার থেকে প্রাপ্তিও অবিনাশী । সুতরাং অবিনাশী প্রাপ্তি তোমাদের দৃঢ় সঙ্কল্পের মাধ্যমে প্রাপ্ত করতে পার । সুতরাং নিজের কার্যক্ষেত্রে গিয়ে এই অবিনাশী দৃঢ় সঙ্কল্প ভুলে যেও না । বিস্মৃত হওয়া অর্থাৎ অপ্রাপ্তি এবং দৃঢ় সঙ্কল্প থাকা অর্থাৎ সর্বপ্রাপ্তি ।

সদা নিজেদের লক্ষ্য কোটি গুণ ভাগ্যবান আত্মা মনে কর । তোমরা স্মরণের সাথে যে পদক্ষেপ নাও, সেই পদক্ষেপের প্রতিটা পদে লক্ষ্য-কোটি গুণ উপার্জন পূর্ণ হয়ে আছে । অতএব, সদা একদিনে বিপুল অর্জন করে নিজেদের পদমাপদম ভাগ্যবান আত্মা মনে করে সদা এই খুশিতে থাক, "বাহ আমার শ্রেষ্ঠ ভাগ্য" । তাহলে তোমাদের খুশি দেখে অন্যেরাও অনুপ্রেরিত হবে । এটাই সেবার সহজ সাধন । যারা স্মরণ ও সেবায় মেতে থাকে তারা সেফ থাকে, বিজয়ী হয় । স্মরণ ও সেবা এমন শক্তি নিয়ে আসে যাতে তোমরা উন্নতির দিকে এগিয়ে যেতে থাকবে । শুধু স্মরণ ও সেবার মধ্যে তোমাদের অবশ্যই ব্যালেন্স রাখতে হবে । এই ব্যালেন্স রেসিংস লাভ করতে তোমাদের সমর্থ বানাবে

। সাহসী বাচ্চাদের সাহসের কারণে সদা সহায়তা লাভ হয় । বাচ্চারা সাহসের এক কদম ওঠালে বাবার থেকে হাজার কদম সহায়তা লাভ হয়ে যায় ।

(রাত ১২টা বাজার পরে ১-১-৮৫ তে বিদেশি ভাই-বোনেরা নব বর্ষের জন্য খুশিতে গীত গেয়েছে এবং বাপদাদা সব বাচ্চাদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন ।)

বাচ্চারা যেমন বাবার প্রতি স্নেহে স্মরণের গীত গায় এবং ভালোবাসায় নিমজ্জিত হয়, ঠিক একইভাবে, বাবাও বাচ্চাদের ভালোবাসায় সমাহিত হয়ে আছেন । বাবা প্রিয়তমাও এবং প্রিয়তমও । সব বাচ্চার বিশেষত্বে বাবাও প্রেমময় হয়ে যান । সুতরাং তোমরা কি নিজেদের বিশেষত্ব জানো ? তোমাদের কোন্ বিশেষত্ব বাবাকে প্রণয়মুগ্ধ করেছে, সবাই জানো তোমরা ?

সারা বিশ্বে বাবার এমন স্নেহী বাচ্চা কতো সামান্য ! সুতরাং বাপদাদা সব স্নেহী বাচ্চাকে মন-প্রাণ থেকে, অনেক অনেক গভীর ভালোবাসায় নিউ ইয়ারের জন্য লক্ষ-কোটি গুণ অভিনন্দন জানাচ্ছেন । ঠিক যেমন তোমরা গীত গেয়েছ, তেমনই বাপদাদাও বাচ্চাদের খুশির গীত গান । বাবার গীত মনের আর তোমাদের গীত মুখের । তোমাদের গীত তো শুনেছ, কিন্তু বাবার গীত কি শুনেছ তোমরা ?

এই নতুন বছরে সদা সব কর্মে কোনো না কোনো বিশেষত্ব দেখাতে থাক । প্রতিটা সঙ্কল্প বিশেষ হতে দাও, সাধারণ হতে দিও না । কেন ? বিশেষ আত্মাদের প্রতিটা সঙ্কল্প, বোল আর কর্ম বিশেষই হয় । সদা উৎসাহ-উদ্দীপনায় সামনে এগিয়ে চলো । উৎসাহ-উদ্দীপনা তোমাদের বিশেষ পাখা, এই পাখা দিয়ে তোমরা যত উঁচুতে উড়তে চাও উড়তে পার । এই পাখাই উড়তি কলার অনুভব করায় । এই পাখায় ভর করে যদি উড়ে যাও, তবে বিদ্ব সোথানে তোমাদের কাছে পৌঁছাতে পারবে না । লোকে যখন স্পেসে (মহাকাশে) যায়, সেখানে পৃথিবীর কোন আকর্ষণ থাকে না । একইভাবে, যারা উড়তি কলায় স্থিত তাদের বিদ্ব কোনকিছু করতে পারে না । সদা উৎসাহ-উদ্দীপনায় সামনে এগিয়ে চলো এবং অন্যদেরও অগ্রচালিত হতে অনুপ্রেরিত কর, এটাই বিশেষ সেবা । সেবাধারীদের নিরন্তর এই বিশেষত্বের সাথে এগিয়ে যেতে হবে ।

বাচ্চাই করা বিশেষ অব্যক্ত মহাবাক্য -

লাইট-মাইট হাউসের উঁচু স্থিতি দ্বারা পরমাত্মার প্রত্যক্ষতার নিমিত্ত হও

বাবাকে প্রত্যক্ষ করার আগে তোমাদের নিজেদের মধ্যকার সব মহিমা (১৬ কলা সম্পূর্ণ, সম্পূর্ণ নির্বিকারী, মর্যাদাপুরুষোত্তম ইত্যাদি) যা তোমাদের জন্য প্রযোজ্য, সেই সব বিষয় প্রত্যক্ষ কর, শুধুমাত্র তখনই বাবাকে প্রত্যক্ষ করতে পারবে । সেইজন্য বিশেষ জ্বালাস্বরূপ অর্থাৎ লাইট হাউস এবং মাইট হাউস স্থিতি বুঝে এই পুরুষার্থ বজায় রাখ - বিশেষ স্মরণের যাত্রাকে পাওয়ারফুল বানাও, জ্ঞানস্বরূপের অনুভাবী হও ।

মেজরিটি ভক্তদের ইচ্ছা শুধুমাত্র এক সেকেন্ডের জন্যে হলেও লাইট দেখার । তোমরা সব বাচ্চার নয়ন তাদের সেই ইচ্ছাপূরণের সাধন । এই নয়ন দ্বারা বাবার জ্যোতিস্বরূপের সাক্ষাৎকার হতে দাও । তোমাদের এই নয়ন, নয়ন হিসেবে নয়, বরং আলোর গোলা রূপে তাদের দেখতে দাও । আকাশে যেমন ঝলমলে নক্ষত্র দেখা যায়, ঠিক একইভাবে, তোমাদের নয়নতারাও যেন ঝলমলে নক্ষত্রসম দেখায় । যতই হোক, তা'একমাত্র তখনই দেখা যাবে যখন তোমরা নিজেরা লাইট স্বরূপ স্থিতিতে থাকবে । কর্মও লাইট অর্থাৎ হালকাভাব, প্রতিচ্ছবিও লাইট অর্থাৎ আলোকোজ্জ্বল এবং স্টেজও লাইট হবে, যখন তোমরা সব বিশেষ আত্মার এইরকম পুরুষার্থ বা স্থিতি থাকবে তখনই প্রত্যক্ষতা হবে ।

কর্ম করাকালীন বা কথা বলতে বলতে, সম্পর্ক-সম্বন্ধ বজায় রেখে, স্বতন্ত্র থাকার অভ্যাস কর । সম্বন্ধে বা কর্মে আসা যেমন সহজ, ঠিক একইভাবে স্বতন্ত্রতাও সহজ হতে দাও । এইরকম প্র্যাকটিস প্রয়োজন । যখন সবকিছু অতিমাত্রায় পৌঁছাবে এক সেকেন্ডে অন্ত হয়ে যাবে - এটাই লাস্ট স্টেজের পুরুষার্থ, এক মুহূর্তে গভীর সম্বন্ধে আর পর মুহূর্তে সেই সম্পর্কে যতটা গভীরতা ততটাই স্বতন্ত্রতা । যেন লাইট হাউসে সমাহিত হওয়া । এই অভ্যাসের দ্বারা লাইট হাউস, মাইট হাউস স্থিতি হবে এবং অনেক আত্মার সাক্ষাৎকার হবে - এটাই প্রত্যক্ষতার সাধন ।

এখন এই লাস্ট সীজন থেকে গেছে প্রত্যক্ষতার কাড়া-নাকাড়া বাজার জন্য । সাইলেন্স থাকাকালীন, সর্বত্র উচ্চরবে আওয়াজ হবে । তবে সাইলেন্সের মাধ্যমেই ঢকানিনাদ হবে । যতক্ষণ মুখের আওয়াজ বেশি থাকবে ততক্ষণ প্রত্যক্ষতা হবে না । যখন প্রত্যক্ষতার কাড়া-নাকাড়া বাজবে তখন মুখের নিনাদ বন্ধ হয়ে যাবে । গায়নও আছে, 'সায়েন্সের ওপরে সাইলেন্সের জয়', তা' বাণীর মাধ্যমে নয় । এখন প্রত্যক্ষতার বিশেষত্ব মেঘের আড়ালে আছে, চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ছে মেঘ, কিন্তু সম্পূর্ণভাবে সরে যায়নি । তোমরা যত শক্তিশালী মাস্টার জ্ঞান সূর্যের বা লাইট-মাইট হাউসের স্টেজে পৌঁছাতে থাকবে, ঠিক সেভাবেই এই মেঘ অদৃশ্য হয়ে যাবে । মেঘ অদৃশ্য হলে সেকেন্ডে কাড়া-নাকাড়া বেজে উঠবে ।

যেমন, চারিদিক যদি আগুনে জ্বলতে থাকে আর একটা শীতলস্থানও যদি সেখানে নজরে আসে তো সবাই সেই দিকেই দৌড়ে যায়, ঠিক সেইভাবেই শান্তিস্বরূপ হয়ে শান্তিকুণ্ডের অনুভব করাও । মন্ডা সেবা দ্বারা শান্তি কুণ্ডের প্রত্যক্ষতা করাতে পার । যেখানেই শান্তিসাগরের বাচ্চারা থাকে, সেই স্থান শান্তিকুণ্ড হতে দাও ।

ব্রহ্মাবাবার সমান অসীম জগতের মুকুটধারী হয়ে চতুর্দিকে প্রত্যক্ষতার লাইট ও মাইট ছড়িয়ে দাও যাতে সকল নিরাশ আত্মাদের আশার কিরণ দৃশ্যগোচর হয় । সকলের অঙ্গুলি নির্দেশ সেই বিশেষ স্থানের দিকে উঠতে দাও । যারা আকাশের ঊর্ধ্ব অঙ্গুলি নির্দেশ করে কাউকে খুঁজছে তাদের এই অনুভব হতে দাও যে ধরিগ্রীর এই বরদান ভূমিতে ধরিগ্রীর নক্ষত্র প্রত্যক্ষীভূত হয়েছে । এই সূর্য, চন্দ্রমা এবং তারামন্ডল যেন এখানে অনুভূত হয় । সংগঠিত রূপে পাওয়ারফুল (শক্তিশালী) লাইট হাউস, মাইট হাউস হয়ে ভাইব্রেশন ছড়িয়ে দেওয়ার সেবা কর । সকলেই এখন প্রতীক্ষা করছে কবে তাদের রচয়িতা অথবা মাস্টার রচয়িতা সম্পন্ন এবং সম্পূর্ণ হয়ে তাদের স্বাগত জানাবে । প্রকৃতিও তো স্বাগত জানাবে । সুতরাং সেইদিন সমাগত, যেদিন তারা সফলতার মালা দিয়ে তোমাদের স্বাগত জানাবে । যখন সফলতার বাজনা বাজবে তখন প্রত্যক্ষতার বাজনাও বাজবে । বাজতে তো হবেই ।

ভারত বাবার অবতরণ ভূমি এবং প্রত্যক্ষতার আওয়াজ উচ্চরবে করার নিমিত্ত ভূমিও ভারত । বিদেশের সহযোগ ভারতে প্রত্যক্ষতা করাবে এবং ভারতের প্রত্যক্ষতার আওয়াজ বিদেশ পর্যন্ত পৌঁছাবে । দুনিয়াতে যারা বাণী দ্বারা প্রভাব বিস্তার করে এমন অনেকই আছে, কিন্তু তোমাদের বাণীর বিশেষত্ব এটাই যে তোমাদের বোল বাবাকে স্মরণ করাবে । বাবাকে প্রত্যক্ষ করার সিদ্ধি যেন আত্মাদের সদগতির পথ দেখায়, এটাই তোমাদের স্বতন্ত্রতা । যেভাবে এখন পর্যন্ত এটা প্রসিদ্ধ হয়েছে যে এই রাজযোগী আত্মারা শ্রেষ্ঠ, রাজ যোগ শ্রেষ্ঠ, কর্তব্য শ্রেষ্ঠ, পরিবর্তন শ্রেষ্ঠ, সেইভাবেই এখন প্রত্যক্ষ কর যে অলমাইটি স্বয়ং ডিরেক্টলি তোমাদের শেখাচ্ছেন, সেই জ্ঞানসূর্য সাকার সৃষ্টিতে এখন উদিত হয়েছেন ।

যদি তোমরা মনে কর, বাবার প্রত্যক্ষতা শিষ্টাতিশীঘ্র হোক, তবে ক্ষিপ্ততার সাথে এমন ঘটতে হলে সকলকে নিজের জন্য এবং অন্যের জন্য পজিটিভ বৃত্তি ধারণ করতে হবে। নলেজফুল হও, কিন্তু নিজের মনে নেগেটিভ ভাবনা রেখো না। নেগেটিভের অর্থ হলো আবর্জনা। সুতরাং তোমাদের বৃত্তি পাওয়ারফুল কর, ভাইব্রেশন পাওয়ারফুল বানাও, বায়ুমন্ডল পাওয়ারফুল বানাও। যখন চারিদিকের বায়ুমন্ডল সম্পূর্ণ বিঘ্নমুক্ত, সদয় হয় এবং শুভ কামনা, শুভ ভাবনায় পরিপূর্ণ হয়, তখন তোমাদের এই লাইট-মাইটের স্থিতি প্রত্যক্ষতার নিমিত্ত হবে। নিরন্তর সেবা এবং তপস্যা এই দুইয়ের ব্যালেন্স দ্বারাই প্রত্যক্ষতা হবে। যেভাবে তোমরা সেবার ডায়ালগ তৈরি কর, ঠিক একইভাবে এমন তপস্যা কর যাতে সব পতঙ্গ "বাবা বাবা" বলতে বলতে তোমাদের বিশেষ স্থানে পৌঁছে যায়। যখন পতঙ্গসকল "বাবা বাবা" বলতে বলতে আসবে, তখনই বলা যাবে প্রত্যক্ষগোচর হয়েছে অর্থাৎ ইন্ড্রিয়লব্ধ জ্ঞানের উপলব্ধি হয়েছে।

মাইকও এমন তৈরি কর যাতে মিডিয়ার মতন তারা প্রত্যক্ষতার আওয়াজ ছড়াতে পারে। তোমরা বলো, ভগবান এসে গেছেন, ভগবান এসে গেছেন ... কিন্তু তারা তো ভাবে সেটা কমন, এখন তোমাদের তরফে অন্যেরাও যেন বলে এবং তাদেরকে অখিরিটির সাথে বলতে দাও। প্রথমে, তোমাদের শক্তির রূপে তাদের প্রত্যক্ষ করতে দাও। যখন সকল শক্তি প্রত্যক্ষ হবে তখন শিববাবা প্রত্যক্ষ হয়েই যাবেন। আচ্ছা - ওম্ শান্তি।

বরদানঃ- যোগ করার এবং করানোর যোগ্যতার সাথে সাথে প্রয়োগী আত্মা ভব বাপদাদা দেখেছেন বাচ্চারা যোগ করতে এবং করানো উভয়েতেই দক্ষ। সুতরাং যেভাবে যোগ করতে-করাতে যোগ্য, সেইরকমই প্রয়োগ করাতেও যোগ্য হও আর অন্যদের যোগ্য বানাও। এখন আবশ্যিকতা প্রয়োগী জীবনের। সবার আগে চেক কর, নিজের সংস্কার পরিবর্তনে কতদূর প্রয়োগী হয়েছে? কারণ শ্রেষ্ঠ সংস্কারই শ্রেষ্ঠ রচনার ভিত। ভিত মজবুত হলে অন্য সব বিষয় নিজে থেকেই মজবুত হয়ে যাবে।

স্লোগানঃ- অনুভাবী আত্মারা কখনো বায়ুমন্ডল অথবা কোনও সপ্তের রঙে প্রভাবিত হয় না।

"মিষ্টি বাচ্চারা - বাবা এসেছেন তোমাদের জ্ঞান রত্ন দান করতে, মুরলী শোনাতে, তাই তোমরা কখনো মুরলী মিস কোরো না, মুরলীর প্রতি ভালোবাসা না থাকলে বাবার প্রতি ভালোবাসা থাকবে না"

প্রশ্ন :-- সব থেকে ভালো চরিত্র কেমন হবে, যা তোমরা এই জ্ঞানের দ্বারা ধারণ করো ?

উত্তর :-- নির্বিকারী হওয়াই হল সবথেকে ভালো চরিত্র । তোমরা এই জ্ঞান পেয়েছো যে, এই সম্পূর্ণ দুনিয়াই হলো বিকারের দুনিয়া, বিকার অর্থাৎ চরিত্রহীন । বাবা এসেছেন নির্বিকারী দুনিয়া স্থাপন করতে । নির্বিকারী দেবতারাই হলেন চরিত্রবান । তাঁরা বাবার স্মরণেই চরিত্রের পরিবর্তন করে ।

ওম শান্তি । বাচ্চারা, তোমরা কখনোই এই ঐশ্বরীয় পড়া মিস কোরো না । এই পড়া যদি মিস করো তাহলে পদও মিস হয়ে যাবে । মিষ্টি - মিষ্টি রুহানী বাচ্চারা কোথায় বাসে আছে ? আধ্যাত্মিক ঐশ্বরীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে । বাচ্চারা এ কথাও জানে যে, প্রতি পাঁচ হাজার বছর অন্তর আমরা এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হই । তোমরা এ কথাও জানো যে -- বাবা যেমন বাবাও, তেমনই শিক্ষক এবং গুরুও । এমনিতে গুরুর মূর্তি আলাদা, বাবার আলাদা আবার শিক্ষকেরও আলাদা হয় । এই মূর্তি কিন্তু একই কিন্তু তা হয় তিনই, অর্থাৎ বাবাও হন, তিনিই শিক্ষক হন আবার তিনিই গুরু হন । মানুষের জীবনে এই তিনজনই হলেন প্রধান । বাবা, শিক্ষক এবং গুরু তিনিই । এই তিন অভিনয় তিনি একাই করেন । এই এক একটি কথা বুঝতে পারলে বাচ্চারা, তোমাদের খুব খুশী হওয়া উচিত আর এই ত্রিমূর্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেককে এনে ভর্তি করা উচিত । যে যে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া ভালো হয়, তো সেখানে যারা পড়ে তারা অন্যদেরও বলে -- এই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ো, এখানে খুব ভালো জ্ঞান পাওয়া যায়, চরিত্রেরও পরিবর্তন হয়ে যায় । বাচ্চারা, তোমাদেরও অন্যদের নিয়ে আসতে হবে । মাতারা মায়েদের এবং পুরুষ, পুরুষদের বোঝাবেন । দেখো, ইনি একাধারে বাবা, টিচার এমনকি গুরুও । এমন মনে করেও, নাকি না, তা প্রত্যেকেই নিজের মনকে জিজ্ঞেস করো । কখনো কি নিজের মিত্র - সম্বন্ধীদের - সাথীদের বোঝাও কি যে, ইনি হলেন সুপ্রীম বাবা, সুপ্রীম শিক্ষক আবার সুপ্রীম গুরুও ? বাবা সুপ্রীম দেবী - দেবতা বানান, বাবা তাঁর নিজের মতো বাবা তৈরী করেন না । বাকি তাঁর যা মহিমা, তিনি তেমনই তৈরী করেন । বাবার কাজ হলো পালন করা, ভালোবাসা । এমন বাবাকে অবশ্যই স্মরণ করতে হবে । তাঁর মতো আর কেউই হতে পারবে না । যদিও বলা হয়, গুরুর থেকে শান্তি পাওয়া যায় কিন্তু ইনি তো বিশ্বের মালিক বানান । তবে এমনও কেউ বলবে না যে, আমি সমস্ত আত্মাদের বাবা । এ কেউই জানে না যে, সমস্ত আত্মাদের বাবা কে হতে পারেন ? এক অসীম জগতের পিতা, যাকে হিন্দু, মুসলমান, খৃস্টান আদি সবাই অবশ্য করে গড ফাদারই বলেন । তাদের বুদ্ধি অবশ্যই নিরাকারের দিকে চলে যায় । এ কথা কে বলেছে ? আত্মাই বলে গড ফাদার । তাই অবশ্যই সেই গড ফাদারের সাথেই মিলিত হওয়া উচিত । কেবল ফাদার বললো আর কখনোই মিলিত হল না, তাহলে তিনি কিভাবে বাবা হতে পারেন ? তিনি সম্পূর্ণ দুনিয়ার বাচ্চাদের আশা পূর্ণ করেন । সকলেরই এই কামনা থাকে যে, আমরা শান্তিধামে যাবো । আত্মার তার ঘরের কথা মনে পড়ে । আত্মা এই রাবণ রাজ্যে পরিশ্রান্ত হয়ে গেছে । ইংরাজীতেও বলা হয়, ও গড ফাদার, উদ্ধার করো । আত্মা তমোপ্রধান হতে

হতে অভিনয় করতে করতে শান্তিধামে চলে যাবে । তারপর প্রথমে সুখধামে আসে । এমন নয় যে প্রথমে এসেই বিকারী হয়ে যায় । তা নয় । বাবা বোঝান যে, এ হলো বেশ্যালয়, রাবণ রাজ্য । একে ঘোর নরক বলা হয় ।

ভারতে বা এই দুনিয়ায় কতো শাস্ত্র, কতো পড়ার পুস্তক আছে, এ সবই ধংস হয়ে যাবে । বাবা তোমাদের যে উপহার দেন, তা কখনোই পুড়ে নষ্ট হওয়ার নয় । এ হলো ধারণ করার । যে জিনিস কাজের নয় তাকে জ্বালানো হয় । জ্ঞান কোনো শাস্ত্র নয় যা জ্বালানো হবে । তোমরা জ্ঞান পাও, যাতে তোমাদের ২১ জন্মের জন্য পদপ্রাপ্তি হয় । এমন নয় যে, এটা এনার শাস্ত্র তাই জ্বালিয়ে দেওয়া হবে । তা নয়, এই জ্ঞান নিজে থেকেই লোপ হয়ে যায় । এ কোনো পড়ার বই নয় । জ্ঞান - বিজ্ঞান ভবন নামও আছে কিন্তু ওরা জানেই না যে, এই নাম কেন দেওয়া হয়েছে, এর অর্থ কি ? জ্ঞান - বিজ্ঞানের গুরুত্ব কতো বেশী । জ্ঞান অর্থাৎ সৃষ্টিচক্রের জ্ঞান, যা তোমরা এখন ধারণ করো । বিজ্ঞানের অর্থ শান্তিধাম । এই জ্ঞানের মধ্যে দিয়েই তোমরা যাও । এই জ্ঞানের পড়ার আধারে তোমরা আবারও রাজত্ব করো । তোমরা বুঝতে পারো, আমরা অর্থাৎ আমাদের বাবা এসে পড়ান । না হলে ভগবান উবাচঃ কথাটি হারিয়ে যেত । ভগবান কোনো শাস্ত্র পড়ে কখনোই আসেন না । ভগবানের মধ্যে তো জ্ঞান - বিজ্ঞান দুইই আছে । যিনি যেমন, তিনি তেমনই বানান । এ হলো অনেক সূক্ষ্ম কথা । জ্ঞানের থেকে বিজ্ঞান অনেক সূক্ষ্ম । তোমাদের জ্ঞানের উর্ধ্বে যেতে হবে । জ্ঞান হলো স্কুল, আমি পড়াই, আওয়াজ হয় । বিজ্ঞান হলো সূক্ষ্ম, এতে আওয়াজের উর্ধ্বে শান্তিতে যেতে হবে । যে শান্তির জন্য মানুষ বিভ্রান্ত হয় । তারা সন্ন্যাসীদের কাছে যায় কিন্তু যে জিনিস বাবার কাছে আছে তা দ্বিতীয় আর কারোর থেকে মেলা সম্ভব নয় । মানুষ হঠযোগ করে, গর্তের মধ্যে বসে যায় কিন্তু এতে কোনো শান্তিই পাওয়া সম্ভব নয়, এখানে তো পরিশ্রমের কোনো কথাই নেই । এই ঈশ্বরীয় পড়াও খুবই সহজ । সাতদিনের কোর্স করানো হয় । সাতদিনের কোর্স করে যদিও বা বাইরে চলে যায়, অন্য কোনো কলেজে এমন সম্ভব নয় । তোমাদের জন্য এই কোর্স হলোই সাতদিনের । সমস্ত কিছুই এখানে বোঝানো হয় কিন্তু এই সাতদিন কেউ দিতে পারে না । বুদ্ধিযোগ কোথায় না কোথায় চলে যায় । তোমরা তো ভাড়িতে ছিলে, কারোর মুখই দেখতে না, কারোর সঙ্গেই কথা বলতে না । বাইরেও বের হতে না । তপস্যার জন্য সাগরের তীরে গিয়ে বাবার স্মরণে বসতে । ওইসময় এই চক্র তোমরা বোঝো নি । এই ঈশ্বরীয় পড়াও বুঝতে না । প্রথমে তো বাবার সঙ্গে যোগের প্রয়োজন । বাবার পরিচয় জানা দরকার । তারপরে শিক্ষকের প্রয়োজন । প্রথমে তো বাবার সঙ্গে কিভাবে যোগযুক্ত হবে, এও শিখতে হবে, কেননা এই বাবা হলেন অশরীরী, অন্যেরা তো কেউই মানে না । তারা বলে দেয়, গড ফাদার হলেন সর্বব্যাপী । এই সর্বব্যাপীর জ্ঞানই চলে আসছে । এখন তোমাদের বুদ্ধিতে এই কথা নেই । তোমরা তো স্টুডেন্ট । বাবা বলেন যে, তোমরা কাজ - কারবার অবশ্যই করো, গৃহস্থ জীবনে থাকো কিন্তু ক্লাসের পড়া অবশ্যই পড়ো । যদি বলে স্কুলে যাবো না, তাহলে বাবাও কি করবেন ! আরে, ভগবান তোমাদের ভগবান - ভগবতী বানানোর জন্যই পড়ান । ভগবান উবাচঃ - আমি তোমাদের রাজার রাজা তৈরী করি । তাহলে তোমরা ভগবানের থেকে রাজযোগ শিখবে না কি ? কে এমন করবে না ? তাই তোমরা বিষ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য বাড়ি থেকে পালিয়ে চলে আসো । তোমরা এসে ভাড়িতে যোগ দাও, যেখানে কেউই তোমাদের দেখতে পায় না, মিলতেও পারে না । তোমরাও কাউকে দেখতে পাও না । তাহলে কার প্রতি মন লাগবে । বাচ্চারা নিশ্চিত যে ভগবান আমাদের পড়ান । তবুও কেউ বাহানা করে যে, অসুখ হয়েছে বা আমাদের এই কাজ আছে । বাবা

তো অনেক সিন্টিই দিতে পারেন । আজকাল স্কুলেও অনেক সিন্টি দেওয়া হয় । এখানে তো খুব বেশী পড়া নেই । কেবল অল্ফ (আল্লা) আর বে (বাদশাহী) কে বোঝার জন্য সুন্দর বুদ্ধির প্রয়োজন । অল্ফ (আল্লা) বে (বাদশাহী) কে স্মরণ করো আর সবাইকে বলো । ত্রিমূর্তির কথা তো অনেকই বলে কিন্তু ওপরে শিববাবাকে দেখায় না । এরা বোঝেই না যে, গীতার ভগবান শিব, যাঁর দ্বারা এই জ্ঞান ধারণ করে বিষ্ণু তৈরী হয় । এ তো রাজযোগ, তাই না । এখন এ হলো অনেক জন্মের অন্তিম জন্ম, এ কতো সহজ বোঝার মতো কথা । বই ইত্যাদি তো কিছুই হাতে নেই । কেবল একটি ব্যাজ আছে আর তাতে ত্রিমূর্তির চিত্র আছে । যা দেখিয়ে বোঝাতে হবে যে, বাবা কিভাবে ব্রহ্মার দ্বারা এই ঈশ্বরীয় পড়া পড়িয়ে বিষ্ণুর সমান বানান । কেউ কেউ মনে করে, আমরা রাধার মতো হবো । কলস তো মায়েরাই পান । রাধার অনেক জন্মের অন্তে তিনি কলস পান । এই রহস্য একমাত্র বাবাই বোঝাতে পারেন, অন্য কোনো মানুষই তা জানে না । সেন্টারে তোমাদের কাছে অনেকেই আসে । কেউ তো একদিন আসে আবার চারদিন আসে না । তাদের জিজ্ঞেস করা উচিত, এতদিন তোমরা কি করছিলে ? বাবাকে স্মরণ করতে কি ? স্বদর্শন চক্র ঘোরাতে কি ? যারা অনেক দেরী করে আসে তাদের জিজ্ঞেস করে লিখিয়ে নেওয়া উচিত । কেউ যদি বদলী হয়েও চলে যায়, তবুও তো তারা অবশ্যই কোনো সেন্টারের, তারা মন্ত্র তো পেয়েছে -- বাবাকে স্মরণ করতে হবে আর চক্র ঘোরাতে হবে । বাবা তো খুবই সহজ কথা বলেছেন । শব্দ মাত্র দুটোই -- "মনমনাভব", আমাকে স্মরণ করো আর আমার অবিনাশী উত্তরাধিকারকে স্মরণ করো, এতেই সম্পূর্ণ চক্র এসে যায় । কেউ যখন শরীর ত্যাগ করে, তখন বলে - অমুকে স্বর্গে গেছেন কিন্তু স্বর্গ কি তা কেউই জানে না । তোমরা এখন বুঝতে পারো যে, সেখানে তো রাজত্ব আছে । সেখানে উঁচু থেকে শুরু করে নিচু পর্যন্ত, বিত্তবান থেকে শুরু করে গরীব পর্যন্ত সকলেই সুখী থাকে । এখানে হলো দুঃখের দুনিয়া । সে হলো সুখের দুনিয়া । বাবা তো খুবই ভালোভাবে বুঝিয়ে বলেন । যদিও কেউ দোকানদার হোক বা অন্য কিছু পড়ার জন্য বাহানা করা ভালো লাগে না । তারা না এলে তাদের জিজ্ঞেস করা উচিত, তোমরা বাবাকে কতখানি স্মরণ করো ? স্বদর্শন চক্র ঘোরাও কি ? খাওয়া দাওয়া করো, ঘুরে বেড়াও, এতে কোনো বারণ নেই । এর জন্যও সময় বের করো । অন্যদেরও কল্যাণ করতে হবে । মনে করো, কারোর কাপড় ধোয়ার কাজ, এমন বহু লোক আসে । সে মুসলমানই হোক বা পার্সি বা হিন্দু, তোমরা বলো, তুমি তো স্থূল কাপড় ধোয়ার কাজ করো, কিন্তু তোমার এই যে শরীর, এ তো পুরানো ময়লা বস্ত্র, আত্মাও তমোপ্রধান হয়ে গেছে, একে সতোপ্রধান স্বচ্ছ বানাতে হবে । এই সম্পূর্ণ দুনিয়া হলো তমোপ্রধান, পতিত, কলিযুগী এবং পুরানো । এই লক্ষ্য তো তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হওয়ার জন্য, তাই না ! এখন করো না করো, বোঝো বা না বোঝো, তোমাদের ইচ্ছা । তোমরা তো আত্মা, তাই না । আত্মা অবশ্যই পবিত্র হওয়া উচিত । এখন তো তোমাদের আত্মা অপবিত্র হয়ে গেছে । আত্মা আর শরীর দুইই ময়লা । তাকে পরিষ্কার করার জন্য তোমরা বাবাকে স্মরণ করো, তাহলে গ্যারেন্টি যে, তোমাদের আত্মা একশো শতাংশ পবিত্র সোনা হয়ে যাবে, তখন গয়নাও ভালো তৈরী হবে । মানো বা না মানো, তোমাদের ইচ্ছা । এও কতো বড় সেবা । ডাক্তারদের কাছে যাও, কলেজে যাও, অনেক বড় - বড় মানুষদের গিয়ে বোঝাও যে, চরিত্র খুবই ভালো হওয়া প্রয়োজন । এখানে তো সবাই চরিত্রহীন । বাবা বলেন যে, তোমাদের নির্বিকারী হতে হবে । নির্বিকারী দুনিয়া তো ছিলো, তাই না । এখন হলো বিকারী দুনিয়া, অর্থাৎ সবাই চরিত্রহীন । তাদের চরিত্র খুবই খারাপ হয়ে গেছে । নির্বিকারী হওয়া ছাড়া শুধরাবে না । এখানে মানুষরাই হলো কর্মী । এখন বিকারী দুনিয়া থেকে নির্বিকারী দুনিয়া এক বাবাই স্থাপন করেন । বাকি পুরানো দুনিয়া বিনাশ হয়ে যাবে । এ তো চক্র, তাই না । এই

গোলার (সৃষ্টি চক্র) উপর বোঝানো খুব ভালো । এই দুনিয়া ছিলো নির্বিকারী দুনিয়া যেখানে দেবী - দেবতা রাজত্ব করতো । এখন তারা কোথায় গেল ? আত্মা তো বিনাশ হয় না, আত্মা এক শরীর ত্যাগ করে অন্য শরীর ধারণ করে । দেবী - দেবতারাও ৮৪ জন্ম নিয়েছিলেন । এখন তোমরা বুদ্ধিমান হয়েছো । আগে তোমরা কিছুই জানতে না । এখন এই পুরানো দুনিয়া কতো খারাপ হয়ে গেছে, তোমরা অনুভব করতে পারো, বাবা যা বলেছেন তা সম্পূর্ণ ঠিক । ওখানে তো হলো পবিত্র দুনিয়া । এই দুনিয়া পবিত্র না হওয়ার কারণে নিজেদের উপর দেবতা নামের পরিবর্তে হিন্দু নাম রেখে দিয়েছে । হিন্দুস্থানে যারা থাকে তাদের হিন্দু বলে দেয়, মনে করে দেবতারা স্বর্গে থাকে । এখন তোমরা এই চক্রকে বুঝে গেছো । যারা খুবই সচেতন, তারা খুব ভালোভাবে বোঝে যে, বাবা যেভাবে বোঝান, তেমনই আবার বসে রিপিট করা উচিত । তোমরা প্রধান প্রধান শব্দ গুলি নোট করতে থাকো । তারপর অন্যদেরও শোনাও যে, বাবা এই - এই পয়েন্ট গুলি শুনিয়েছেন । বলো, আমি তো গীতার জ্ঞান শোনাই । এ তো গীতারই যুগ । যুগ যে চারটি, এ কথা সবাই জানে । এ হলো লীপ যুগ । এই সঙ্গম যুগের কথা কেউই জানে না, তোমরাই জানো যে, এ হলো পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগ । মানুষ শিব জয়ন্তী পালন করে কিন্তু তিনি কবে এসেছেন, কি করেছেন, এ কথা কেউই জানে না । শিব জয়ন্তীর পরে হলো কৃষ্ণ জয়ন্তী, তারপর রাম জয়ন্তী । জগদম্বা আর জগৎ পিতার জয়ন্তী তো কেউ পালন করে না । সকলেই তো নব্বরের ক্রমানুসারে আসে, তাই না । এখন তোমরা এই সম্পূর্ণ জ্ঞান পাচ্ছে । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ - সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদের জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্য মূখ্য সার :--

১) আমাদের বাবা হলেন সুপ্রীম বাবা, সুপ্রীম শিক্ষক, সুপ্রীম সঙ্কর । এইকথা সবাইকে শোনাতে হবে । অল্ক (আল্লা) আর বে (বাদশাহীর) পড়া পড়তে হবে ।

২) জ্ঞান অর্থাৎ সৃষ্টিচক্রের নলেজকে ধারণ করে স্বদর্শন চক্রধারী হতে হবে আর বিজ্ঞান অর্থাৎ আওয়াজের ঊর্ধ্বে শান্তিতে যেতে হবে । সাত দিনের কোর্স করে তারপর যেখানেই থাকো না কেন, এই ঈশ্বরীয় পড়া পড়তে হবে ।

বরদান :-- প্রকৃতির দ্বারা আগত পরিস্থিতির উপর বিজয় প্রাপ্তকারী পুরুষোত্তম আত্মা ভব

ব্রাহ্মণ আত্মারা হলো পুরুষোত্তম আত্মা । প্রকৃতি এই পুরুষোত্তম আত্মাদের দাসী । পুরুষোত্তম আত্মাদের প্রকৃতি প্রভাবিত করতে পারে না । তাই নিজেদের চেক করো যে, প্রকৃতির দোলাচল তোমাদের আকর্ষণ তো করছে না ? প্রকৃতি সুযোগ সুবিধার উপকরণ আর সেলভেশনের রূপে প্রভাবিত তো করছে না ? যোগী বা প্রয়োগী আত্মাদের সাধনার সামনে শীঘ্রই সুযোগ সুবিধার উপকরণ গুলি (সাধন) উপস্থিত হয়ে যায় । উপকরণ সাধনার আধার নয় কিন্তু সাধনা উপকরণ গুলিকে আধার বানিয়ে দেয় ।

স্লোগান :- জ্ঞানের অর্থ হলো নিজে অনুভব করা আর অন্যকে অনুভবী করে তোলা ।

"মিষ্টি বাচ্চারা - দুঃখ মোচনকারী, সুখদাতা হলেন একমাত্র বাবা, তিনিই তোমাদের সকল দুঃখ দূর করে দেন, কোনো মানুষ কারোর দুঃখ দূর করতে পারে না"

প্রশ্ন :- বিশ্বের অশান্তির কারণ কি ? কীভাবে শান্তি স্থাপন হবে ?

উত্তর :- বিশ্বের অশান্তির কারণ হলো অসংখ্য ধর্ম। কলিযুগের অন্তে যখন বিভিন্নতা এসেছে, তখন থেকেই অশান্তি আছে। বাবা এসে এক সত্য ধর্মের স্থাপনা করেন। সেখানে শান্তি স্বতঃস্ফূর্ত। তোমরা বুঝতে পারো যে, এই লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্যে শান্তি ছিল। পবিত্র ধর্ম, পবিত্র কর্ম ছিলো। কল্যাণকারী পিতা আবারও সেই নূতন দুনিয়া তৈরী করছেন। সেখানে অশান্তির নাম নেই।

ওম্ শান্তি। আত্মাদের পিতা আত্মারূপী বাচ্চাদের বোঝাচ্ছেন, আত্মাদের পিতাকেই জ্ঞানের সাগর বলা যায়। এটা তো বাচ্চাদের বোঝানো হয়েছে। বস্তুতেও অনেক সোস্যাল ওয়ার্কার আছে, তাদের মিটিং হতেই থাকে। বস্তুতে যেখানে বিশেষ জায়গায় মিটিং করে তার নাম ভারতীয় বিদ্যা ভবন। এখন দুই প্রকারের বিদ্যা হয়ে থাকে। এক হলো পার্থিব বিদ্যা, যা স্কুল-কলেজে দেওয়া হয়। এখন সেটাকে বিদ্যা ভবন বলা হয়। অবশ্যই সেখানে দ্বিতীয় কোনো কিছু আছে ! এখন বিদ্যা কাকে বলা হয়, মানুষ তো সেটা জানে না। এটা তো আধ্যাত্মিক (ক্লহানী) বিদ্যা ভবন হওয়া চাই। জ্ঞানকে বিদ্যা বলা হয়। পরমপিতা পরমাত্মাই হলেন জ্ঞানের সাগর। কৃষ্ণকে জ্ঞানের সাগর বলা হবে না। শিববাবার মহিমা আলাদা, কৃষ্ণের মহিমা আলাদা। এই কারণেই ভারতবাসী বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছে। কৃষ্ণকে গীতার ভগবান মনে করে বসে আছে বলে বিদ্যা ভবন ইত্যাদি খুলতে থাকে। কিছুই বোধগম্য হয় না। বিদ্যা হলো গীতার জ্ঞান। সেই জ্ঞান তো থাকেই এক বাবার মধ্যে। যাকে জ্ঞানের সাগর বলা হয়, যাকে মানুষ মাত্র জানে না। বাস্তবে তো ভারতবাসীদের ধর্ম শাস্ত্র আছেই একটি - সর্ব শাস্ত্রের শিরোমণি ভগবত গীতা। এখন ভগবান কাকে বলা যায় ? এই সময় ভারতবাসী সেটাও বোঝে না, না হলে কৃষ্ণকে ভগবান বলে দেয়, নয় রামকে, নয় নিজেকেই পরমাত্মা বলে দেয়। এখন তো সময়ও তমোপ্রধান, রাবণ রাজ্য যে, তাই না !

তোমরা অর্থাৎ বাচ্চারা যখন কাউকে বোঝাও তখন বলো শিব ভগবানুবাচ। প্রথমে তো এটা বোঝা যে জ্ঞান সাগর হলেন একই পরমপিতা পরমাত্মা, যার নাম হলো শিব। শিবরাত্রি পালনও করে, কিন্তু কারোরই বোধগম্য হয় না। অবশ্যই শিব এসেছেন, তাই তো শিবরাত্রি পালন করা হয়। শিব কে - এটাও জানে না। বাবা বলেন ভগবান তো সকলেরই এক। সকল আত্মারা হলো ভাই-ভাই। এক পরমপিতা পরমাত্মাই হলেন আত্মাদের পিতা, ওঁনাকেই জ্ঞানের সাগর বলা হবে। দেবতাদের মধ্যে এই জ্ঞান নেই। কোন্ ধরনের জ্ঞান ? রচয়িতা আর রচনার আদি-মধ্য-অন্তের জ্ঞান কোনো মানুষের মধ্যে নেই। তারা বলে প্রাচীন ঋষি-মুনিও এটা জানত না, তারা প্রাচীনের অর্থও জানত না। সত্যযুগ-ত্রৈতা হলো প্রাচীন। সত্যযুগ হলো নতুন দুনিয়া। সেখানে তো ঋষি-মুনি ছিলোই না। এই ঋষি-মুনি ইত্যাদি সবাই পরবর্তী কালে এসেছে। তাদেরও এই জ্ঞান অবগত ছিল না। তারা এটাও নয়, ওটাও নয় (নেতি নেতি) বলে দিত। তারাই জানত না যখন, তাহলে ভারতবাসী, যারা এখন তমোগুণী হয়ে গেছে, তারা কি ভাবে জানবে ?

এই সময় সায়েন্সের দৃষ্ট খুব বেশী । মনে করে এই সায়েন্স দ্বারাই ভারত স্বর্গে পরিণত হয়েছে। একে মায়াবী আত্মসন্ত্রস্ততা বলা হয়। পম্পি নগরীর পতন (Fall of Pompeii) একটি নাটকও আছে। বলেও থাকে যে এই সময় হলো ভারতের পতনের। সত্যযুগে ছিল উত্থান, এখন হলো পতন। এখানে কি আর কোন স্বর্গ আছে ! এতো মায়াবী জৌলুস, একে শেষ হতেই হবে। মানুষ মনে করে- বিমান আছে, বড় বড় মহল, বিদ্যুত আছে- এটাই হলো স্বর্গ। কেউ মারা গেলেও বলে স্বর্গবাসী হয়েছে। এ ব্যাপারটা বোঝে না যে স্বর্গে গেল তো অবশ্যই স্বর্গ অন্য কোথাও আছে। এটা তো হলো রাবণের জৌলুস (পম্পি) । অসীম জগতের পিতা স্বর্গের স্থাপনা করছেন। এই সময় যেন দড়ি টানাটানির যুদ্ধ চলে, মায়া আর ঈশ্বরের, আসুরী দুনিয়া আর ঈশ্বরীয় দুনিয়ার। এটাও ভারতবাসীকে বোঝাতে হয়। দুঃখ তো সামনে অনেক আসছে। অপার দুঃখ আসবে। স্বর্গ তো হয়ই সত্যযুগে। কলিযুগে হতে পারে না। এটাও কারো জানা নেই যে পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগ কাকে বলা হয়। এটাও বাবা বোঝান, জ্ঞান হলো দিন, ভক্তি হলো রাত। অন্ধকারে ধাক্কা খেতে থাকে। ভগবানের সাথে মিলনের জন্য কতো বেদ-শাস্ত্র ইত্যাদি পড়ে। ব্রহ্মার দিন আর রাত মানেই ব্রাহ্মণদের দিন আর রাত। তোমরা হলে ব্রহ্মার সত্যিকারের মুখ বংশাবলী ব্রাহ্মণ। তারা তো হলো কলিযুগী কুখ বা শারীরিক বংশাবলী ব্রাহ্মণ। তোমরা হলে পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগী ব্রাহ্মণ। এই কথা আর কেউ জানে না। এই কথা যখন বুঝবে তখন বুদ্ধিতে আসবে যে আমরা এটা কি করছি। ভারত সত্যপ্রধান ছিল, যাকে স্বর্গই বলা হতো। তবে এটা অবশ্যই নরক, তাই তো নরক থেকে স্বর্গে যায়। সেখানে শান্তিও আছে, সুখও আছে। লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্য যে। তোমরা বোঝাতে পারো- মানুষের বুদ্ধি কীভাবে কম হতে পারে ? অশান্তি কীভাবে কম হতে পারে? অশান্তি থাকেই পুরানো দুনিয়া কলিযুগে। নূতন দুনিয়াতেই শান্তি থাকে। স্বর্গতে তো শান্তি হয়। সেটাকেই আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম বলা হয়। হিন্দু ধর্ম তো এখনকার, একে আদি সনাতন ধর্ম বলা যাবে না। এটা তো হিন্দুস্থান নামের উপর হিন্দু বলে দেয়। আদি সনাতন দেবী- দেবতা ধর্ম ছিল। সেখানে কমপ্লিট বা সম্পূর্ণ পবিত্রতা ; সুখ, শান্তি, হেল্থ, ওয়েল্থ ইত্যাদি সব ছিল। এখন আহ্বান করে আমরা পতিত হয়েছি, হে পতিত-পাবন এসো। এখন প্রশ্ন হলো পতিত পাবন কে ? কৃষ্ণকে তো বলা হবে না। পতিত-পাবন হলেন পরমাত্মাই, যিনি জ্ঞানের সাগর। উনি এসেই পড়ান। জ্ঞানকে পঠন-পাঠন বলা হয়। সবকিছু নির্ভর করে গীতার উপর। এখন তোমরা প্রদর্শনী, মিউজিয়াম ইত্যাদি করো, কিন্তু এখনো পর্যন্ত বি. কে র অর্থ বোঝো না। মনে করে এটা কোনো নূতন ধর্ম। শোনে, কিছু বোঝে না। বাবা বলেছেন একদমই তমোপ্রধান পাথর বুদ্ধি। এই সময় সায়েন্সের দৃষ্টও বেশী হয়েছে, সাইন্সের দ্বারাই নিজের বিনাশ করে নিলে তো পাথর বুদ্ধি বলা হবে। স্পর্শ বুদ্ধি কি বলা হবে ! বস্তু ইত্যাদি তৈরী করে নিজের বিনাশের জন্য। এরকম নয় যে শঙ্কর কোনো বিনাশ করে। না, এরা নিজেদের বিনাশের জন্য সব তৈরী করেছে। কিন্তু তমোপ্রধান পাথর বুদ্ধি বোঝে না। যা কিছু তৈরী করে এই পুরানো সৃষ্টির বিনাশের জন্য। বিনাশ হলে তবে আবার নূতন দুনিয়ার জয়জয়কার হবে। তারা তো মনে করে নারীদের দুঃখ কীভাবে দূর করবে ? কিন্তু মানুষ তো আর কারোর দুঃখ দূর করতে পারে না। দুঃখ ভঞ্জনকারী, সুখদাতা তো হলেন এক - বাবা। দেবতাদেরও বলা হবে না। কৃষ্ণও তো হলেন দেবতা। ভগবান বলা যাবে না। এটাও বোঝে না। যারা বোঝে, তারা ব্রাহ্মণ হয়ে অন্যান্যদেরও বোঝাতে থাকে। যারা রাজ্য পদের বা আদি সনাতন দেবী- দেবতা ধর্মের হবে তারা প্রকট হবে। লক্ষ্মী-নারায়ণ স্বর্গের মালিক কীভাবে হলো, কোন্ কর্ম করেছিল যে বিশ্বের মালিক হলো ? এই সময় কলিযুগের শেষে অসংখ্য ধর্ম আছে বলে অশান্তি আছে। নূতন দুনিয়াতে তো আর এরকম হবে না। এখন এটা হলো সঙ্গমযুগ, যখন কিনা বাবা এসে রাজযোগ শেখাচ্ছেন। বাবা-ই কর্ম-অকর্ম-বিকর্মের নলেজ

শোনান। আত্মা শরীর নিয়ে কর্ম করতে আসে। সত্যযুগে যে কর্ম করে সেটা অকর্ম হয়ে যায়, সেখানে বিকর্ম হয় না। দুঃখ থাকেই না। কর্ম, অকর্ম, বিকর্মের গতি অন্তিমকালে বাবা এসেই শোনান। আমি এনার বহু জন্মের অন্তেরও অন্তে আসি। এই রথে প্রবেশ করি। এই রথ হলো অকাল মূর্তি বা কালের উপর বিজয় প্রাপ্ত করা আত্মার। শুধু মাত্র এক অমৃতসরে নয়, সব মানুষেরই অকালতন্ত্র অর্থাৎ শাস্ত্রত সিংহাসন আছে। আত্মা হলো অকাল মূর্তি অর্থাৎ কালের উপর বিজয়ী। এই শরীরই কথা বলে, হাটে, চলে। অকাল বা অবিনশ্বর আত্মার এটা হলো চৈতন্য আসন। সকলেই তো (অর্থাৎ সব আত্মারা) অকাল মূর্তি, শরীরকে মৃত্যু গ্রাস করে। আত্মা হলো অমর। তারা তন্ত্র বা সিংহাসন বিনাশ করে দেয়। সত্যযুগে তন্ত্র বা সিংহাসন খুবই কম হয়। এই সময় কোটি কোটি আত্মাদের তন্ত্র বা (মস্তক) সিংহাসন আছে। আত্মাকে অকাল বা অমর বলা হয়। আত্মাই তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হয়। আমি তো হলাম এভার সতোপ্রধান পবিত্র। যদিও বলা হয় প্রাচীন ভারতের যোগ, কিন্তু তারাও মনে করে কৃষ্ণ শিখিয়েছিল। গীতাকেই খন্ডন করে দিয়েছে। জীবন কাহিনীতে নাম পরিবর্তন করে দিয়েছে। বাবার পরিবর্তে বাচ্চার নাম দিয়ে দিয়েছে। শিবরাত্রি পালন করে, কিন্তু তিনি কীভাবে আসেন, এটা জানে না। শিব হলেনই পরমাত্মা। ঔঁনার মহিমা একদম আলাদা, আত্মাদের মহিমা হলো আলাদা। বাচ্চাদের এটা জানা আছে রাধা-কৃষ্ণই হলো লক্ষ্মী-নারায়ণ। লক্ষ্মী-নারায়ণের দুই রূপকেই বিষ্ণু বলা হয়। পার্থক্য তো নেই। তবে চতুর্ভূজ সমৃদ্ধ, অষ্টভূজ সমৃদ্ধ কোনো মানুষ হয় না। দেবতাদের কতো ভূজ বা হাত দিয়ে দিয়েছে। এ সব কথা বুঝতে সময় লাগে।

বাবা বলেন আমি হলাম দীনদয়াল। আমি আসিও তখনই যখন ভারত গরীব হয়ে যায়। রাহুর গ্রহণ বসে যায়। বৃহস্পতির দশা ছিল, এখন রাহুর গ্রহণ ভারতে তো বটেই সারা ওয়ার্ল্ডে আছে, সেই জন্য বাবা আবার ভারতে আসেন, এসে নূতন দুনিয়া স্থাপন করেন, যাকে স্বর্গ বলা হয়। ভগবানুবাচ - আমি তোমাদের রাজারও রাজা, ডবল মুকুটধারী স্বর্গের অধিপতি করে তুলি। পাঁচ হাজার বছর হলো যখন কি না আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম ছিল। এখন সেটা নেই। তমোপ্রধান হয়ে গেছে। বাবা নিজেই নিজের অর্থাৎ রচয়িতা আর রচনার পরিচয় দেন। তোমাদের কাছে প্রদর্শনী, মিউজিয়ামে এতো আসে, বোঝে কি আর কিছু! বিরলই কেউ বুঝতে পেরে কোর্স করে। রচয়িতা আর রচনাকে জানে। রচয়িতা হলেন অসীম জগতের পিতা। ঔঁনার থেকে অসীম জগতের উত্তরাধিকার প্রাপ্তি হয়। এই নলেজ বাবা-ই দেন। আবার রাজ্য-পাট প্রাপ্ত হলে সেখানে নলেজের দরকার নেই। সঙ্গতি বলা হয় নূতন দুনিয়া স্বর্গকে, পুরানো দুনিয়া নরককে দুর্গতি বলা হয়। বাবা তো খুবই ভালো ভাবে বোঝান। বাচ্চাদেরও এরকম ভাবে বোঝাতে হবে। লক্ষ্মী-নারায়ণের চিত্র দেখাতে হবে। এই বিশ্বে শান্তি স্থাপন হচ্ছে। আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের ফাউন্ডেশন নেই, যেটা বাবা স্থাপন করছেন। দেবতাদের পবিত্র ধর্ম, পবিত্র কর্ম ছিল। এখন এটা হলোই ভিসেস ওয়ার্ল্ড (পাপী দুনিয়া)। নূতন দুনিয়াকে বলা হয় ভাইসলেস ওয়ার্ল্ড, শিবালয়। এখন তোমরা বোঝালে বেচারাদের কিছু কল্যাণ হয়। বাবাকেই কল্যাণকারী বলা হয়। তিনি আসেনই পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগে। কল্যাণকারী যুগে কল্যাণকারী বাবা এসে সকলের কল্যাণ করেন। পুরানো দুনিয়াকে পরিবর্তন করে নূতন দুনিয়া স্থাপন করে দেন। জ্ঞানের দ্বারা সঙ্গতি হয়। এর উপর রোজ টাইম নিয়ে বোঝাতে পারো। বলা, রচয়িতা আর রচনার আদি-মধ্য-অন্তকে আমিই জানি। এটা গীতার এপিসোড চলছে, যাতে ভগবান এসে রাজযোগ শিখিয়েছেন। ডবল মুকুটধারী তৈরী করেছেন। এই লক্ষ্মী-নারায়ণও

রাজযোগ দ্বারা এরকম হয়েছে। এই পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগে বাবার কাছে রাজযোগ শেখে। বাবা প্রতিটি কথা কতো সহজ করে বোঝান। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত।
আম্মাদের পিতা ঔনার আম্মা রুপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার:-

১) রাজযোগের পঠন-পাঠন হলো সোর্স অফ ইনকাম, কারণ তা দিয়েই আমরা রাজারও রাজা হই। এটা হল আধ্যাত্মিক পড়াশুনা, রোজ পড়তে হবে আর পড়াতে হবে।

২) সর্বদা নেশা থাকবে যে আমরা ব্রাহ্মণ, সত্যিকারের মুখ বংশাবলী। আমরা কলিযুগী রাত থেকে বেরিয়ে দিনে এসেছি, এটা হলো কল্যাণকারী পুরুষোত্তম যুগ, এতে নিজের আর সকলের কল্যাণ করতে হবে।

বরদান:- ধরনী, নাড়ী আর সময়কে দেখে সত্য জ্ঞানকে প্রত্যক্ষ করতে সক্ষম নলেজ ফুল ভব

বাবার এই নূতন জ্ঞান হলো সত্য জ্ঞান, এই নূতন জ্ঞান দ্বারাই নূতন দুনিয়া স্থাপন হয়, এই অথারিটি আর নেশা স্বরূপে ইমার্জ হয় কিন্তু এর অর্থ এটা নয় যে আসা মাত্রই কাউকে নূতন জ্ঞানের নূতন কথা শুনিয়ে বিভ্রান্ত করে তুলবে। ধরনী, নাড়ী আর সময় সব দেখে জ্ঞান দিতে হবে- এটা হলো নলেজফুলের লক্ষণ। আম্মার ইচ্ছা দেখো, নাড়ী দেখো, ধরনী তৈরী করো, কিন্তু ভিতরে সত্যতার নির্ভর শক্তি অবশ্যই থাকবে, তবেই তোমরা সত্য জ্ঞানকে প্রত্যক্ষ করাতে পারবে।

স্লোগান:- 'আমার' বলা মানেই ছোটো বিষয়কে বড় করা আর 'তোমার' বলা মানে পাহাড়ের সমান বিষয়কে তুলোতে পরিণত করে দেওয়া ।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- তোমরা নিজেদের সময় নষ্ট করবে না, মনে মনে জ্ঞানের মন্ডন করতে থাকো, তাহলে নিদ্রাজিত হয়ে যাবে, ক্লান্তি আসবে না"

প্রশ্ন :- তোমরা বাচ্চারা বাবার কাছে সমর্পণ করেছ কেন ? সমর্পিত হওয়ার অর্থ কি ?

উত্তর :- সমর্পিত হওয়া অর্থাৎ বাবার স্মরণে সমাধিত হওয়া। যখন স্মরণে সমাধিত হও তখন আত্মা রূপী ব্যাটারি চার্জ হয়ে যায়। আত্মা রূপী ব্যাটারি নিরাকার পিতার সঙ্গে যুক্ত হলেই ব্যাটারি চার্জড হয়, বিকর্ম বিনাশ হয়। পুণ্য জমা হয়।

ওম্ শান্তি । আত্মাদের পিতা (রুহানী বাবা) বসে আত্মা রূপী বাচ্চাদের (রুহানী বাচ্চাদের) বোঝাচ্ছেন, এখন এখানে তোমরা শরীর সহ অর্থাৎ দেহধারী হয়ে বসে আছো। জানো যে এই শরীর হল মৃত্যু লোকে অন্তিম শরীর। তারপরে কি হবে ? তারপরে বাবার সঙ্গে শান্তিধামে একত্রিত হবে। এই শরীরটি থাকবে না তারপরে স্বর্গে আসবে তাও নশ্বর অনুযায়ী পুরুষার্থ অনুসারে, সবাই তো একসাথে আসবে না। এই রূপ রাজধানী স্থাপন হচ্ছে। যেমন বাবা হলেন শান্তির সাগর, সুখের সাগর, বাচ্চাদেরও এমন শান্তির, সুখের সাগর বানাচ্ছেন এর পরে শান্তিধামে গিয়ে বিরাজমান হতে হবে। অতএব বাবাকে, নিজ নিকেতন পরমধামকে এবং সুখধামকে স্মরণ করতে হবে। এখানে তোমরা যত এই অবস্থায় স্থির হয়ে বস, তোমাদের জন্ম-জন্মান্তরের পাপ ভস্ম হয়, একেই বলা হয় যোগাঙ্গি। সন্ন্যাসীরা সর্ব শক্তিমানের সঙ্গে যোগ যুক্ত হয় না। সন্ন্যাসীরা বাস স্থান অর্থাৎ ব্রহ্মের সঙ্গে যোগ যুক্ত হয়। তারা হলেন তত্ত্ব যোগী, ব্রহ্ম বা তত্ত্বের সঙ্গে যোগ যুক্তকারী। এখানে জীবাত্মাদের খেলা হয়, সেখানে সুইট হোমে শুধুমাত্র আত্মারা বাস করে। সেই সুইট হোমে অর্থাৎ পরমধামে ফিরে যাওয়ার জন্য সম্পূর্ণ দুনিয়া পুরুষার্থ করে। সন্ন্যাসীরাও বলেন আমরা যেন ব্রহ্মে বিলীন হই। এমন বলে না আমরা গিয়ে ব্রহ্মে বাস করি। এই কথা তো তোমরা বাচ্চারা এখন বুঝেছ। ভক্তি মার্গে কত পরস্পর বিরোধী কথা শুনতে থাকে। এখানে তো বাবা এসে মাত্র শুধু দুটি শব্দ বোঝান। যেমন মন্ত্র জপ হয়। কেউ গুরুকে স্মরণ করে, কেউ অন্য কাউকে স্মরণ করে, স্টুডেন্ট টিচারকে স্মরণ করে। এখন বাচ্চারা তোমাদের শুধুমাত্র শিবিপিতা ও পরমধাম স্মরণে আছে। বাবার কাছে তোমরা উত্তরাধিকার প্রাপ্ত কর শান্তিধাম ও সুখধামের। সেটাই স্মরণে থাকে। মুখে কিছু বলতে হবে না। তোমাদের বুদ্ধিতে আছে শান্তিধামের পরে হল সুখধাম। আমরা প্রথমে মুক্তিতে তারপরে জীবনমুক্তিতে যাব। মুক্তি-জীবনমুক্তি দাতা হলেন একমাত্র বাবা। বাবা বাচ্চাদের বার বার বোঝান - সময় নষ্ট করা উচিত নয়। জন্ম-জন্মান্তরের পাপের বোঝা মাথায় আছে। এই জন্মের পাপ কর্মের কথা তো স্মৃতিতে আছে। সত্যযুগে এইরূপ কিছু হয় না। এখানে বাচ্চারা জানে জন্ম-জন্মান্তরের পাপের বোঝা আছে। এক নশ্বরে হল কাম বিকারের বিকর্ম, যে বিকর্ম জন্ম-জন্মান্তর করে এসেছ এবং বাবার অনেক নিন্দাও করেছ। বাবা যিনি সকলকে সদগতি দেন, তাঁরও অনেক নিন্দা করেছ। এইসব কথা বুদ্ধিতে রাখতে হবে। এখন যত পারো বাবাকে স্মরণ করার পুরুষার্থ করতে হবে। বাস্তবে বাঃ সদগুরু বলা হয়, গুরু নয়। বাঃ গুরু -এই কথার কোনও অর্থ নেই। বাঃ সদগুরু ! মুক্তি-জীবনমুক্তি তিনি ই প্রদান করেন, তাই না। ঐ গুরু তো সংখ্যায় অনেক আছে। ইনি হলেন একমাত্র সদগুরু। তোমরা গুরু তো অনেক করেছ। প্রতি জন্মে ২-৪ টে করে গুরু করা হয়। গুরু করেও অন্য অন্য স্থানে যায়। হয়তো আশা থাকে এর চেয়ে ভালো পথ প্রাপ্ত হবে, ট্রায়াল করতই

থাকে বিভিন্ন গুরুর কাছে। কিন্তু প্রাপ্তি কিছুই হয় না। এখন তোমরা বাচ্চারা জানো এখানে তো থাকবার নয়। সবাইকে যেতে হবে শান্তিধাম। বাবা তোমাদের নিমন্ত্রণ পেয়ে এসেছেন। তোমাদের স্মরণ করান, তোমরা আমাকে বলেছিলে , আসুন আমাদের পতিত থেকে পবিত্র করুন। পবিত্র শান্তিধামও, সুখধামও। আহ্বান করে আমাদের ঘরে (পরমধাম) নিয়ে চলুন। ঘর তো সবার স্মরণে আছে। আত্মা ফট করে বলবে আমাদের নিবাস স্থান হল পরমধাম। পরমপিতা পরমাত্মাও থাকেন পরমধামে। আমরাও থাকি পরমধামে ।

এখন বাবা বোঝাচ্ছেন তোমাদের উপরে বৃহস্পতির দশা রয়েছে। এই হল অসীম জগতের কথা। অসীমের দশা সবার উপরে রয়েছে। চক্র সদা আবর্তন করে। আমরাই সুখ থেকে দুঃখে , দুঃখ থেকে সুখে আসি। শান্তিধাম, সুখধাম তারপরে এই দুঃখধাম। এই কথাও এখন তোমরা বাচ্চারা বুঝেছ, মানুষের বুদ্ধিতে তো এইসব কথা নেই। এখন বাবা জীবিত অবস্থায় মৃত স্বরূপ থাকার পদ্ধতি শেখাচ্ছেন। বহুপিতঙ্গ অগ্নি শিখায় জীবন সমর্পণ করে। কেউ প্রেমিক রূপে স্বপ্নে পুড়ে সমর্পণ করে, কেউ পরিত্রা করে চলে যায়। এও তো ব্যাটারি, তাই না ! সবার বুদ্ধি যোগ একের সঙ্গে যুক্ত। নিরাকার পিতার সঙ্গে যেন ব্যাটারি যুক্ত আছে। এই আত্মা অর্থাৎ ব্রহ্মা বাবার আত্মার অনেক কাছে আছেন ফলে খুব সহজ হয়। বাবাকে স্মরণ করলে তোমাদের আত্মা রূপী ব্যাটারি চার্জড হয়। বাচ্চারা, তোমাদের কাছে একটু কঠিন হলেও, এনার (ব্রহ্মা বাবার) জন্য খুব সহজ। তবুও ব্রহ্মা বাবাকে পুরুষার্থ তো করতে হয়, যত খানি বাচ্চারা তোমাদের করতে হয়। ইনি যত কাছে আছেন, ততই দায়িত্বও বেশি আছে। গায়নও আছে যার মাথায় মামলা (যার ওপরে দায়িত্ব ভার) এনার অর্থাৎ ব্রহ্মা বাবার মাথায় অনেক দায়িত্ব রয়েছে, তাইনা ! শিববাবা তো হলেন সম্পূর্ণ, ব্রহ্মা বাবাকে সম্পূর্ণ হতে হবে, এনাকে সকলের রক্ষণাবেক্ষণ করতে হয়। যদিও দুই পিতাই একত্রে আছেন, তবুও চিন্তন তো চলে, তাইনা। কন্যাদের উপরে কত অত্যাচার হয় তো দুঃখ হয়। কর্মাতীত অবস্থা তো শেষের দিকে হবে, ততক্ষণ চিন্তন চলে। কন্যাদের চিঠি না এলেও চিন্তা হয় - অসুখ করেনি তো ? সার্ভিসের খবর এলে বাবা অবশ্যই তাদের স্মরণ করবেন। বাবা এই দেহ (ব্রহ্মা দেহ) দ্বারা সার্ভিস করেন। কখনও কম মুরলি চলে, যদি ২-৪ দিন মুরলি নাও আসে , তবুও তোমাদের কাছে পয়েন্ট তো আছে। তোমাদেরও নিজস্ব ডাইরী দেখা উচিত। ব্যাজ নিয়েও তোমরা বোঝাতে পারো। যখন আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্ম ছিল তখন অন্য কোনও ধর্ম ছিল না। বৃষ্টিও (চিত্র) অবশ্যই সঙ্গে থাকা উচিত। ভ্যারাইটি ধর্মের রহস্য বোঝাতে হয়। সর্ব প্রথম এক অদ্বৈত ধর্ম ছিল। বিশ্বে শান্তি, সুখ, পবিত্রতা ছিল। বাবার কাছেই অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয় কারণ বাবা হলেন শান্তির সাগর, সুখের সাগর তাই না। এইসব কথা তোমরা আগে জানতে না। এখন বাবার বুদ্ধিতে যেমন এইসব আছে, তোমরাও তেমনই রূপে পরিণত হচ্ছ। সুখের, শান্তির সাগর তোমরাও হও। নিজের কর্মের চার্ট দেখতে হবে - কোন্ কথায় ঘাটতি আছে ? আমি হলাম যথাযথভাবে প্রেমের সাগর, কোনও এমন আচার আচরণ নেই তো যার ফলে কেউ অসন্তুষ্ট হয় ? নিজের উপরে নজর রাখতে হবে। এমন ভাববে না যে বাবা আশীর্বাদ করলে তোমরা এমন হয়ে যাবে। না। বাবা বলেন আমি ড্রামা অনুসারে নিজের সময় মতন এসেছি। আমার এই প্রোগ্রাম কল্প-কল্পের। এই জ্ঞান অন্য কেউ প্রদান করতে পারে না। সত্য পিতা, সত্য টিচার, সত্য গুরু একজনই । এই কথাটিতেও পাক্কা নিশ্চয় থাকলে তোমাদের বিজয় নিশ্চিত। এত গুলি যে ধর্ম আছে সবার বিনাশ হবেই। যখন সত্যযুগী সূর্যবংশী কুল ছিল, তখন অন্য কোনও কুল ছিল না, তবুও এমনই হবে। সারা দিন এমন কথা নিজের সঙ্গে বলতে থাকো। জ্ঞানের পয়েন্ট বুদ্ধিতে চলা উচিত, সদা খুশী থাকা উচিত।

বাবার মধ্যে জ্ঞান আছে, সেসব তোমরা এখন প্রাপ্ত করছ। সেই জ্ঞান ধারণ করতে হবে, এতে সময় নষ্ট করা উচিত নয়। তোমরা রাতেও সময় পাও। দেখা যায় আল্লা দেহের অর্গান দিয়ে কাজ করে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। বাবা তোমাদের ভক্তি মার্গের সমস্ত ক্লান্তি দূর করে অক্লান্ত করে দেন। যেমন রাতে আল্লা ক্লান্ত হয়ে শরীর থেকে পৃথক হয়ে যায়, যাকে নিদ্রা বলা হয়। নিদ্রারত কে হয় ? আল্লার সাথে কর্মেন্দ্রিয়গুলিও ঘুমিয়ে পড়ে। অতএব রাতে শোয়ার সময় বাবাকে স্মরণ করে এমন এমন চিন্তন করতে করতে ঘুমানো উচিত। এমনও হতে পারে শেষ কালে তোমরা নিদ্রাজিত হয়ে যাও। তখন সদা স্মরণেই থাকবে, অনেক খুশীর অনুভব হবে। ৮৪-র চক্র ঘোরাতে থাকবে। ক্লান্তি বশতঃ হাই উঠবে না বা তন্দ্রা আসবে না। হে নিদ্রা জিৎ বাচ্চারা, উপার্জনের সময় কখনো ঘুমিয়ে থাকবে না। যখন জ্ঞানে মত্ত হয়ে যাবে তখন তোমাদের এমন অবস্থা হবে। এখানে তোমরা কিছু ক্ষণের জন্য বসো তো কখনো ক্লান্তি বা তন্দ্রা আসা উচিত নয়। অন্যান্য দিকে অ্যাটেনশন গেলে ক্লান্তি অনুভব হবে।

বাচ্চারা, তোমাদের এই কথাও খেয়াল রাখতে হবে আমাদের অন্যকেও নিজ সম তৈরি করতে হবে। প্রজা তো চাই, তাইনা। নাহলে রাজা হবে কিভাবে। ধন দান করলে ধন ফুরাবে না অন্যদের বোঝালে, দান করতে থাকলে কখনও ফুরাবে না। এই না হলে জমাও হবে না। মানুষ তো অনেক কৃপণ হয়। ধন নিয়ে কত লড়াই ঝগড়া হয়। এখানে বাবা বলেন তোমাদের আমি এই অবিনাশী ধন প্রদান করি তো তোমরা সেসব অন্যদের দান করতে থাকো। এই কাজে কৃপণ হবে না। দান করো না অর্থাৎ ধন নেই। এই উপার্জন এমন, এতে লড়াই ইত্যাদির ব্যাপার নেই, একেই বলা হয় গুপ্ত। তোমরা হলে ইনকগনিটো ওয়ারিয়ার্স। পাঁচ বিকারের সঙ্গে তোমরা যুদ্ধ কর। তোমাদের আননোন ওয়ারিয়ার্সও বলা হয়। পদাতিক সৈন্য বাহিনী সংখ্যায় অনেক থাকে। এখানেও সেইরকম আছে, প্রজা অনেক, বাকি ক্যাপ্টেন, মেজর ইত্যাদি সব আছে। তোমরা হলে সৈন্য, তাতেও নম্বর অনুযায়ী আছে। বাবা বুঝবেন কে কমান্ডর, কে মেজর। মহারথী, অশ্বারোহী আছে, তাইনা। এই কথা তো বাবা জানেন তিন রকমের সেবাদারী আছে যারা বোঝাতে পারে। তোমরা ব্যবসা করছ অবিনাশী জ্ঞান রঞ্জের। যেমন তারাও ব্যবসা শেখায়, গুরু চলে গেলে তার পিছনে মঠ আশ্রম ইত্যাদি শিষ্যরা চালায়, তাইনা। সে সব হল স্কুল, এ হল সূক্ষ্ম। অনেক প্রকারের ধর্ম আছে। প্রত্যেকের নিজস্ব মত আছে। তোমরাও গিয়ে তাদের কথা শুনতে পারো - তারা কি শেখাচ্ছে, কি-কি শোনাচ্ছে। বাবা তো তোমাদের ৮৪-র চক্রের কাহিনী বোঝান। তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদেরই বাবা এসে অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রদান করেন, এও ড্রামাতে নির্দিষ্ট আছে। এখন কলিযুগের অন্ত পর্যন্ত এই আল্লারা আসতে থাকে, বৃদ্ধি হতেই থাকে। যতক্ষণ বাবা এখানে আছেন, সংখ্যা বৃদ্ধি হতেই থাকে, তারপরে এত সব আল্লারা কোথায় থাকবে, কি থাকে ? সব হিসেব রাখতে হয়, তাইনা। সেখানে তো এত মানুষ থাকে না। খাওয়ার জন্য মানুষ কম থাকে, সবার নিজস্ব কৃষি কার্য থাকে। আনাজ রেখে কি করবে। সেখানে বৃষ্টির জন্য যজ্ঞ ইত্যাদি করতে হয় না, যেমন এখানে করা হয়। এখন বাবা-ই যজ্ঞ রচনা করেন। সম্পূর্ণ পুরানো সৃষ্টি যজ্ঞে স্বাহা হবে। এ হল অসীমের যজ্ঞ। তারা পার্থিব জগতের যজ্ঞ রচনা করে বৃষ্টির জন্য। বৃষ্টি হলেই খুশী, যজ্ঞ সফল। নাহলে আনাজ ফলবে না, দুর্ভিক্ষ হবে। যদিও যজ্ঞ ইত্যাদি করার পরেও বৃষ্টি না হলে তারা কি আর করতে পারে। বিপদ তো আসবেই। অতি বৃষ্টি, ভূমিকম্প এইসব তো হবেই। ড্রামার চক্রে তোমরা বাচ্চারা এখন বুঝেছ। এই চক্রটি বিশাল হওয়া উচিত। বড় বড় স্থানে বিজ্ঞাপন লাগিয়ে রাখলে বড় বড় মানুষরা পড়বে। বুঝবে যথাযথভাবে বর্তমান সময় হল পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগ। কলিযুগে মানুষের সংখ্যা

অনেক। সত্যযুগে মানুষ কম থাকে। অর্থাৎ এত মানুষ সব নিশ্চয়ই শেষ হবে। শিব জয়ন্তী পালন করা মানেই হল স্বর্গ জয়ন্তী পালন, লক্ষ্মী-নারায়ণ জয়ন্তী পালন করা। কথাটি তো খুব সহজ। শিব জয়ন্তী পালন করা হয়। উনি হলেন অসীম জগতের পিতা, তিনিই স্বর্গের স্থাপনা করেছিলেন। যেন গতকালের কথা, তোমরা স্বর্গবাসী ছিলে। এই কথাটি তো খুব সহজ। বাচ্চাদের খুব ভালো করে বুঝে অন্যদের বোঝাতে হবে। খুশীতেও থাকতে হবে। এখন আমরা সদাকালের জন্য রোগ ইত্যাদি থেকে মুক্ত হয়ে ১০০ শতাংশ সুস্থ (হেলদি), সমৃদ্ধ (ওয়েলদি) হই। সময় খুব কম রয়েছে। যদিও দুঃখ, মৃত্যু অনেক হবে কিন্তু তোমরা সেই সময় খুব খুশী অনুভব করবে। তোমরা জানো মৃত্যু তো হবেই। কল্প-কল্পের এই খেলা। চিন্তার কিছু নেই। যারা পুরুষার্থে খুব পরিপক্ক, তারা কখনো হায়-হায় করবে না। মানুষ অপারেশন ইত্যাদি দেখে মাথা ঘুরে পড়ে যায়। এখন তো বিশাল রূপে মৃত্যু হবে। তোমরা বাচ্চারা বোঝো এই সব তো হবেই। গায়নও আছে... শিকারের মৃত্যুতে শিকারীর উল্লাস (মিরুয়া মউত মলুকা শিকার)..... এই পুরানো দুনিয়ায় অনেক দুঃখ ভোগ করেছ, এখন নতুন দুনিয়ায় যেতে হবে। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সূমন আর গুডমর্নিং।
আম্মাদের পিতা ওঁনার আম্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) বাবার কাছে অবিনাশী জ্ঞান ধন প্রাপ্ত করে অন্যদের দান করতে হবে। জ্ঞান দান করার সময়ে কৃপণ হবে না। জ্ঞানের পয়েন্টস্ যেন বুদ্ধিতে চলতেই থাকে। রাজা হওয়ার জন্য প্রজা অবশ্যই বানাতে হবে।

২) নিজের কর্মের চার্ট (পোতামেল) দেখতে হবে - ১. আমি কি বাবার মতন প্রেমের সাগর হয়েছি ? ২. কাউকে কখনও অসন্তুষ্ট করি না তো ? ৩. নিজের আচার আচরণের দিকে পুরো নজর রেখেছি তো?

বরদান :- সব সময় নিজের দৃষ্টি, বৃত্তি, কৃতি দ্বারা সেবা সম্পন্নকারী পরিপক্ক সেবাধারী ভব

ব্যখা : সেবাধারী অর্থাৎ সব সময় শ্রেষ্ঠ দৃষ্টি দ্বারা, বৃত্তি দ্বারা, কৃতি দ্বারা সেবা সম্পন্নকারী, সে যাকে শ্রেষ্ঠ দৃষ্টি দ্বারা দেখে সেই দৃষ্টিও সেবা করে। বৃত্তি দ্বারা বায়ুমন্ডল সৃষ্টি হয়। যে কোনও কাজ স্মরণে থেকে সম্পন্ন করলে বায়ুমন্ডল শুদ্ধ হয়। ব্রাহ্মণ জীবনের শ্বাস-প্রশ্বাস হল সেবা, যেমন শ্বাস বন্ধ হলে মূর্ছা যায় তেমন ব্রাহ্মণ আম্মা সেবায় বিজি না থাকলে মূর্ছা যায়। তাই যত স্নেহী, তত সহযোগী, ততই সেবাধারী হও।

স্লোগান - সেবাকে খেলা ভাবো, তাহলে ক্লান্ত হবে না, সদা লাইট (হালকা) থাকবে।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- শান্তিধাম হলো পবিত্র আত্মাদের ঘর, ওই ঘরে যেতে চাও তো সম্পূর্ণ পবিত্র হও"

প্রশ্ন :- বাবা সব বাচ্চাদেরকে কি গ্যারান্টি দেন ?

উত্তর :- মিষ্টি বাচ্চারা, আমি গ্যারান্টি দিচ্ছি যে তোমরা আমাকে স্মরণ করলে, সাজা ভোগ না করেই তোমরা আমার ঘরে যাবে। তোমরা এক (পরম) পিতার সঙ্গেই হৃদয়ের যোগসূত্র স্থাপন কর, এই পুরানো দুনিয়াকে দেখেও দেখো না, এই দুনিয়ায় থেকেই পবিত্র হয়ে দেখাও, তাহলে বাবা তোমাদের বিশ্বের রাজত্ব (বাদশাহী) অবশ্যই দেবেন।

ওম শান্তি। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা-রূপী সন্তানদের জিজ্ঞাসা করছেন, এ তো বাচ্চারা জানে যে, বাবা এসেছেন আমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের নিজের ঘরে নিয়ে যাওয়ার জন্য, এখন ঘরে যাওয়ার মন(ইচ্ছা) হয় কি ? ওটা হলো সব আত্মাদেরই ঘর। এখানে সব জীবাত্মাদের ঘর এক নয়। এ তো বোঝ যে, বাবা এসেছেন। বাবাকে নিমন্ত্রণ করে ডেকে এনেছ। আমাদের ঘরে অর্থাৎ শান্তিধামে নিয়ে চলো। এখন বাবা বলছেন, নিজের হৃদয়কে(মন) প্রশ্ন কর -- হে আত্মারা, অপবিত্র হয়ে তোমরা কীভাবে যাবে ? পবিত্র তো অবশ্যই হতে হবে। এখন ঘরে যেতে হবে আর তো কোন কথা তিনি বলেন না। ভক্তিমার্গে তোমরা এতো সময় পর্যন্ত পুরুষার্থ করেছ, কিসের জন্য ? মুক্তির জন্য। তাই বাবা এখন জিজ্ঞাসা করছেন যে, ঘরে যাওয়ার জন্য কোনো বিচার-বিবেচনা করছ কি ? বাচ্চারা বলে -- বাবা, এরজন্যই তো এতো ভক্তি করেছি। তোমরা একথাও জানো যে, যত জীবাত্মা রয়েছে, সকলকেই নিয়ে যেতে হবে। কিন্তু পবিত্র হয়ে ঘরে যেতে হবে আর পুনরায় পবিত্র আত্মারাই সর্বপ্রথমে আসে। অপবিত্র আত্মারা তো ঘরে থাকতে পারে না। এখন যে সকল কোটি-কোটি আত্মারা রয়েছে, সকলকে ঘরে অবশ্যই যেতে হবে। ওই ঘরকে শান্তিধাম বা বাণপ্রস্থ বলা হয়। আমাদের অর্থাৎ আত্মাদের পবিত্র হয়ে পবিত্র শান্তিধামে যেতে হবে। ব্যস্ । কত সহজ কথা। ওটা হলো আত্মাদের পবিত্র শান্তিধাম। ওটা হলো জীবাত্মাদের পবিত্র সুখধাম। আর এটা হলো জীবাত্মাদের পতিত(অপবিত্র) দুঃখধাম। এতে মুষড়ে পড়ার মতো কোনো কথাই নেই। শান্তিধাম অর্থাৎ যেখানে সব পবিত্র আত্মারা বসবাস করে। ওটা হলো আত্মাদের পবিত্র দুনিয়া -- নির্বিকারী (ভাইসলেস), নিরাকারী দুনিয়া। এই পুরানো দুনিয়া হলো সব জীবাত্মাদের। সকলেই অপবিত্র। এখন বাবা এসেছেন, আত্মাদেরকে পবিত্র বানিয়ে, পবিত্র শান্তিধামে নিয়ে যেতে আর যারা রাজযোগ শেখে তারাই পুনরায় পবিত্র সুখধামে আসবে। এ তো অতি সহজ, এর মধ্যে আর কোনো বিচার-বিবেচনা করতে হবে না। বুদ্ধির দ্বারা বুঝতে হবে। আমাদের অর্থাৎ আত্মাদের পিতা এসেছেন, আমাদের পবিত্র শান্তিধামে নিয়ে যেতে। ওখানে যাওয়ার পথ যা আমরা ভুলে গিয়েছিলাম, তা এখন বাবা বলে দিয়েছেন। প্রতি কল্পে এভাবেই এসে বলি -- হে বৎসগণ, শিববাবাকে অর্থাৎ আমাকে স্মরণ কর। সকলের সন্নতিদাতাই হলেন এক সত্তগুরু। তিনিই এসে বাচ্চাদের সমাচার বা শ্রীমত দেন যে -- বাচ্চারা, এখন তোমাদের কি করতে হবে ? আধাকল্প তোমরা অনেক ভক্তি করেছ, দুঃখ পেয়েছ। খরচ করতে-করতে কাঙ্গাল হয়ে গেছো। আত্মাও সতোপ্রধান থেকে তমোপ্রধান হয়ে গেছে। ব্যস্, এই সামান্য কথাটাই বোঝার। এখন ঘরে যেতে হবে কি হবে না ? হ্যাঁ বাবা, অবশ্যই যেতে হবে। ওটা আমাদের সুইট সাইলেন্স হোম। এও সঠিকভাবে বোঝ যে, এখন আমরা পতিত, তাই যেতে পারব না। বাবা এখন বলেন, আমাকে স্মরণ কর, তাহলে তোমাদের পাপ দূর হয়ে যাবে। প্রতি কল্পে আমি এই সংবাদই দিয়ে

থাকি। নিজেকে আত্মা মনে কর, এই দেহ তো বিনাশ হয়ে যাবে। এছাড়া আত্মাদের তো ঘরে ফিরে যেতে হবে। ওটাকে বলা হয় নিরাকারী দুনিয়া। সব নিরাকারী আত্মারাই ওখানে থাকে। ওই ঘর হলো আত্মাদের। নিরাকার বাবাও ওখানে থাকেন। বাবা আসেন সকলের শেষে, কারণ পুনরায় সকলকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে। তখন একজন পতিত আত্মাও এখানে আর থাকে না। এতে মুষড়ে পড়া বা কষ্টের কোনো ব্যাপার নেই। গাওয়াও হয়, পতিত-পাবন এসে আমাদের পবিত্র বানিয়ে সঙ্গে করে নিয়ে চলো। তিনি তো সকলেরই পিতা, তাই না। পুনরায় যখন আমরা নতুন দুনিয়ায় নিজ নিজ ভূমিকা পালন করতে আসি তখন জনসংখ্যা অতি অল্প থাকে। বাকি এত কোটি আত্মারা তখন কোথায় থাকে (পরমধামে) ? এও জানো, সত্যযুগে জীবাত্মারা স্বল্পমাত্রায় ছিল, ছোট বৃক্ষ ছিল যা পরে বৃদ্ধি পেয়েছে। বৃক্ষে অনেক ভিন্ন-ভিন্ন ধর্ম রয়েছে। একেই কল্পবৃক্ষ বলা হয়। কিছুই যদি না বোঝা তবে জিজ্ঞাসা করতে পারো। কেউ বলে -- বাবা, কল্পের আয়ু ৫ হাজার বছর তা আমরা কি করে মানব ? আরে, বাবা তো সত্যই শোনায়। চক্রের হিসেবও বলেছেন।

এই কল্পের সঙ্গমেই বাবা এসে দৈবী রাজধানী স্থাপন করেন, যা এখন নেই। সত্যযুগে পুনরায় এক রাজধানী হবে। এইসময় তিনি তোমাদের রচয়িতা আর রচনার জ্ঞান শোনান। বাবা বলেন, আমি প্রতি কল্পে, কল্পের সঙ্গমযুগে আসি। নতুন দুনিয়া স্থাপন করি। পুরানো দুনিয়া সমাপ্ত হয়ে যাবে। ডামার প্ল্যান অনুযায়ী, নতুন থেকে পুরানো, পুরানো থেকেই নতুন তৈরী হয়। এর সম্পূর্ণ ৪টি ভাগ রয়েছে যাকে স্বস্তিকাও বলা হয়, কিন্তু মানুষ বোঝে না কিছুই। ভক্তিমার্গে তো যেন পুতুল-খেলা খেলতে থাকে। সেখানে অনেক চিত্র রয়েছে, দীপমালায় (দীপাবলি) বিশেষ দোকান খোলে, তাতে প্রচুর চিত্রও থাকে। তোমরা এখন বুঝে গেছো যে, এক হলেন শিববাবা আর আমরা হলাম তাঁর সন্তান। এরপর এখানে এসো, প্রথমে লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজত্ব, তারপর রাম-সীতার রাজ্য, পরে আবার অন্যান্য ধর্ম আসে, বাচ্চারা, যার সঙ্গে তোমাদের কোন সম্পর্ক নেই। ওইসব (ধর্ম) নিজ-নিজ সময়ে আসে, পুনরায় সকলকে ফিরে যেতে হয়। বাচ্চারা, তোমাদেরকেও ঘরে ফিরে যেতে হবে। সমগ্র এই দুনিয়া বিনাশ প্রাপ্ত হবে। এখন এর মধ্যে কি আর থাকে। এই দুনিয়ায় এখন মনই বসে না। মন দিতে হবে সেই এক প্রীতমকে (মাশুক), তিনি বলেন, একমাত্র আমার সঙ্গেই হৃদয়ের যোগসূত্র স্থাপন কর তবেই তোমরা পবিত্র হবে। এখন অনেক সময় পেরিয়ে গেছে, আর অল্প রয়েছে, সময় অতিবাহিত হয়ে যাচ্ছে। যদি যোগে না থেকে থাকো তবে অন্তিম সময়ে অনেক অনুতাপ করতে হবে, শাস্তিভোগ করতে হবে, পথভ্রষ্টও হয়ে যাবে। এও তোমরা এখনই জানতে পেরেছ যে, কত সময় হয়েছে আমরা আমাদের ঘর ছেড়েছি। গৃহে প্রত্যাবর্তনের জন্যই তো মাথা চাপড়াও, তাই না। বাবাকেও ঘরেই পাওয়া যাবে। সত্যযুগে তো পাবে না। মুক্তিধামে যাওয়ার জন্য মানুষ কত পরিশ্রম করে। একে বলা হয় ভক্তিমার্গ। ডামা অনুসারে এখন ভক্তিমার্গ সমাপ্ত হয়ে যাবে। এখন আমি তোমাদের ঘরে নিয়ে যেতে এসেছি। অবশ্যই নিয়ে যাব। যে যত পবিত্র হবে তত উচ্চপদ প্রাপ্ত করবে। এতে মুষড়ে পড়ার মতো কোন কথাই নেই। বাবা বলেন -- বাচ্চারা, তোমরা আমাকে স্মরণ কর, আমি গ্যারান্টি করছি যে, তোমরা কোন শাস্তিভোগ না করেই ঘরে ফিরে যাবে। স্মরণের দ্বারাই তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে। যদি স্মরণ না কর তবে সাজাভোগ করতে হবে, পথভ্রষ্টও হয়ে যাবে। প্রতি ৫ হাজার বছর পরে আমি এখানে এসে বোঝাই। আমি অনেকবার এসেছি তোমাদের ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। বাচ্চারা, তোমরাই জয়-পরাজয়ের ভূমিকা পালন কর, পুনরায় আমি আসি নিয়ে যেতে। এ হলো পতিত দুনিয়া, তাই গায়নও করে যে, পতিত-পাবন এসো, আমরা বিকারী অপবিত্র, এসে নির্বিকারী পবিত্র কর। এ হলো বিকারী দুনিয়া। বাচ্চারা, এখন তোমাদের সম্পূর্ণ নির্বিকারী হতে

হবে। যারা পরে আসে তারা সাজাভোগ করে যায় তাই আবার আসেও এমন দুনিয়ায় যেখানে দুই কলা কম হয়ে যায়। তাকে সম্পূর্ণ পবিত্র বলা যাবে না তাই এখন পুরুষার্থও সম্পূর্ণ করা উচিত। এমন যেন না হয় যে পদ কমে যায়। যদিও রাবণ-রাজ্য নয়, কিন্তু পদ তো নশ্বরের ক্রমানুসারেই প্রাপ্ত হয়, তাই না। আত্মায় খাদ পড়লে তখন আবার তার শরীরও এমনই পাওয়া যাবে। আত্মা গোল্ডেন এজেড (স্বর্ণযুগীয়) থেকে সিলভার এজেড (রৌপ্যযুগীয়) হয়ে পড়ে। রৌপ্যের খাদ আত্মায় পড়ে পুনরায় দিনে-দিনে অনেক বেশী খাদ পড়ে তা অতি নিম্নমানের পাত্রে পরিণত হয়। বাবা অনেক ভালভাবে বোঝান। কেউ যদি না বুঝতে পারো তবে হাত উঠাও। যারা ৮৪ জন্মের চক্রকে আবর্তন করেছে, তাদেরই বোঝাবেন। বাবা বলেন, ঐনার (ব্রহ্মার) ৮৪ জন্মের শেষলগ্নে এসে আমি প্রবেশ করি। ঐনাকেই পুনরায় প্রথম নশ্বরে যেতে হবে, যিনি অনেক জন্মের শেষে পতিত হয়ে গেছেন, আমি পতিত-পাবন, ঐনার শরীরেই আসি, ঐনাকে পবিত্র করি। কত পরিষ্কার করে বোঝাই।

বাবা বলেন, আমাকে স্মরণ কর তবেই তোমাদের পাপ ভস্মীভূত হবে। গীতার জ্ঞান তো তোমরা অনেক শুনেছো আর শুনিয়েছ কিন্তু তাতেও তোমরা সঙ্গতি পাও নি। অনেক সন্ন্যাসী তোমাদের মিষ্টি-মধুর বচনে শাস্ত্র শুনিয়েছে, যে বচন শুনে বড়-বড় (গন্যমান্য) ব্যক্তির একত্রিত হয়। এ তো হল কানরস, তাই না। ভক্তিমার্গ হলোই কানরসের। আর আত্মাকে তো এখানে বাবাকে স্মরণ করতে হয়। ভক্তিমার্গ এখন সম্পূর্ণ হয়ে গেছে। বাবা বলেন -- বাচ্চারা, আমি তোমাদেরকে জ্ঞান প্রদান করতে এসেছি, যা কেউ জানে না। আমিই জ্ঞানের সাগর। জ্ঞান বলা হয় নলেজকে। তোমরা সবকিছুই পড়াও। ৮৪-র চক্রকেও বোঝাও, তোমাদের কাছে সব জ্ঞানই রয়েছে। সাকারলোক (স্থূলবতন) থেকে সূক্ষ্মলোক ত্রশ (পেরিয়ে) করে তারপর নিরাকারী লোকে (মূলবতনে) যাও। সর্বপ্রথমে লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজত্ব। ওখানে বাচ্চার জন্ম বিকারের দ্বারা হয় না, কারণ ওখানে রাবণ-রাজ্যই নেই। যোগবলের দ্বারাই সবকিছু হয়, তোমাদের সাক্ষাৎকার হয় -- বাচ্চা হয়ে এখন গর্ভ-মহলে যেতে হবে। খুশী-খুশী যায়। এখানে তো মানুষ কত কান্না, চিৎকার-চঁচামেচি করে। এখানে তো গর্ভ-জেলে যায়, তাই না। ওখানে (স্বর্গে) কান্নাকাটির কোনো ব্যাপারই নেই। শরীর তো অবশ্যই বদলাতে হবে। যেমন, সর্পের উদাহরণ, এতে মুষড়ে পড়ার মতো কোনো কিছু নেই। অধিক জিজ্ঞাসাবাদের মতো কিছু থাকে না। সম্পূর্ণ পবিত্র হওয়ার পুরুষার্থে লেগে পড়া উচিত। বাবাকে স্মরণ করা খুব কঠিন কি! বাবার সম্মুখে বসে রয়েছ, তাই না। আমি তোমাদের পিতা, তোমাদের সুখের উত্তরাধিকার দিই। এই এক অগ্নিম জন্ম তোমরা স্মরণ করতে পার না! এখানে ভালমতন বোঝেও কিন্তু ঘরে গিয়ে যখন আবার স্ত্রী ইত্যাদির চেহারা দেখে তখন মায়া গ্রাস করে নেয়। বাবা বলেন, কারোর প্রতি আসক্তি রেখো না। এসব কিছু সমাপ্ত হয়ে যাবেই। স্মরণ তো এক পিতাকেই করতে হবে। চলতে-ফিরতে বাবাকে আর নিজেদের রাজধানীকে স্মরণ কর। দৈবী-গুণও ধারণ কর। সত্যযুগে এসব খারাপ জিনিস, মাংস ইত্যাদি থাকেই না। বাবা বলেন, বিকারকে পরিত্যাগ কর। আমি তোমাদের বিশ্বের রাজত্ব দিই, (তোমাদের) কত আমদানি হয়। তবে কেন পবিত্র থাকবে না। শুধু এক জন্ম পবিত্র থেকেই কত বড় আমদানি হয়ে যায়। যদি একত্রে থাকোও, তথাপি মাঝখানে যেন জ্ঞানের তলোয়ার থাকে। পবিত্র থেকে দেখালে, তবেই সর্বাপেক্ষা উচ্চপদ পাবে কারণ তোমরাও তখন বালব্রহ্মচারীর মতো হয়ে যাবে, তাই না। আবার নলেজও চাই। অন্যদেরও নিজ-সম তৈরী করতে হবে। সন্ন্যাসীদের দেখাতে হবে যে, কিভাবে আমরা একত্রে বসবাস করেও পবিত্র থাকি। তবেই বুঝবে যে, এদের মধ্যে অনেক বড় শক্তি রয়েছে। বাবা বলেন, এই এক জন্ম পবিত্র থাকলে তোমরা ২১ জন্মের জন্য বিশ্বের মালিক হয়ে যাবে। কত বড় পুরস্কার প্রাপ্ত কর তাই কেন পবিত্র থেকে দেখাবে

না ! এখন সময় অতি অল্প, আওয়াজও উঠবে, আবার সংবাদপত্রেও পড়বে। রিহাসার্সাল তো দেখেছ, তাই না। (জাপানে) এক আনবিক বোমায় কি অবস্থা হয়ে গেছে। এখনও হাসপাতালে পড়ে রয়েছে। এখন তো এমন বোমা ইত্যাদি তৈরী করে যাতে কোনো কষ্ট নেই, তৎক্ষণাৎ শেষ। আর এই রিহাসার্সাল হয়ে আবার ফাইনালও হবে। দেখা হবে যে, তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হয় কি না ? তখন আবার আরও যুক্তি রচনা(বুদ্ধি প্রয়োগ) করবে। হাসপিটাল ইত্যাদিও থাকবে না। কে বসে সেবা করবে ! কোনো ব্রাহ্মণাদি খাওয়ানোর জন্য থাকবে না। বোমা নিষ্ক্ষিপ্ত হবে আর সব শেষ। ভূমিকম্পে সব চাপা পড়ে যাবে। দেৱী লাগবে না। এখানে (কলিযুগে) মানুষজন অনেক, সত্যযুগে অনেক কম হয়। তাহলে এতসব মানুষ কীভাবে বিনাশপ্রাপ্ত হবে। ভবিষ্যতে দেখবে পাবে, ওখানে তো শুরুতে জনসংখ্যা ৯ লক্ষ হবে।

ফকিরও (সন্ন্যাসী) তোমরা, আবার সাহেবও (পরমাত্মা) তোমাদের প্রিয়, এখন সবকিছু ছেড়ে নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করেছে, এমন ফকিররাই বাবার অতি প্রিয় হয়। সত্যযুগের বৃক্ষ অনেক ছোট হবে। কথা তো বাবা অনেক বোঝান, সকল অ্যাক্টররাই হলো অবিনাশী আত্মা, যারা তাদের নিজ ভূমিকা পালন করতে আসে। প্রতি কল্পে তোমরাই এসে স্টুডেন্ট হয়ে পড়াশোনা কর। জানো যে, বাবা আমাদের পবিত্র বানিয়ে সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন । ড্রামা অনুসারে, অবশ্যই বাবা সকলকে ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে বাধ্য। সেই কারণেই নাম হল পান্ডবসেনা। তোমরা পান্ডবরা কি করছ ? তোমরা বাবার কাছ থেকে রাজ্য-ভাগ্য নিষ্ক, অবিকল পূর্ব কল্প-অনুরূপ। পুরুষার্থের নশ্বরের ক্রমানুসারে। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা-রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) বাবার প্রিয় হতে হলে সম্পূর্ণ ফকির হতে হবে। দেহকে ভুলে নিজেকে আত্মা মনে করার অর্থই হলো ফকির হয়ে যাওয়া। বাবার কাছ থেকে অনেক বড় পুরস্কার নেওয়ার জন্য সম্পূর্ণ পবিত্র হয়ে দেখাতে হবে।

২) ঘরে ফিরে যেতে হবে, তাই পুরানো দুনিয়ার দিকে মন দিও না। এক প্রেমিকের সঙ্গেই হৃদয়ের যোগসূত্র স্থাপন কর। বাবা এবং রাজধানীকে স্মরণ কর।

বরদান :- নিজের শক্তিশালী স্থিতিতে স্থির হয়ে মন্মার (মন) দ্বারা সেবা প্রদানকারী প্রথম স্থানাধিকারী সেবাধারী ভব

ব্যখ্যা :- যদি কেউ বাণীর দ্বারা সেবা করার সুযোগ না পায় তথাপি মন্মা সেবার সুযোগ তো সবসময়ই রয়েছে। শক্তিশালী এবং সর্বাপেক্ষা বড় সেবা হলো মন্মা সেবা। বাণীর সেবা সহজ কিন্তু মন্মা সেবার জন্য প্রথমে নিজেকে শক্তিশালী বানাতে হয়। বাণীর দ্বারা সেবা তো স্থিতি উপর-নীচ হলেও করা যায় কিন্তু মন্মা সেবা এভাবে করতে পারা যায় না। যে নিজের শ্রেষ্ঠ স্থিতি দ্বারা সেবা করে, সে-ই প্রথম স্থানাধিকারী সেবাধারীর সম্পূর্ণ মার্কস নিতে পারে।

স্লোগান :- লৌকিক কাৰ্য কৰতে-কৰতে অলৌকিকতাৰ অনুভৱ কৰাই হলো সমৰ্পিত হয়ৈ যাওয়া।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- তোমরা এখানে স্মরণে থেকে তোমাদের পাপ দন্ধ করার জন্য এসেছ, সেইজন্য বুদ্ধিযোগ যেন নিষ্ফল (ব্যর্থ) না হয়ে যায়, এই বিষয়ে সম্পূর্ণ মনোযোগী হতে হবে"

প্রশ্ন :-- কোন সূক্ষ্ম বিকারও অস্তিমে বিঘ্ন সৃষ্টি করবে ?

উত্তর :-- যদি সূক্ষ্ম রূপেও কোনও লোভ বা লালসার বিকার থাকে, কোনও কিছু লোভের বশবর্তী হয়ে একত্রিত করে যদি নিজের কাছে সঞ্চিত করে রেখে দাও, তবে সেটাই অস্তিমে স্মরণে আসবে এবং বিঘ্ন সৃষ্টি করবে । সেইজন্যই বাবা বলেন -- বাচ্চারা, নিজের কাছে কিছুই রেখা না । তোমাদের সকল সংকল্পকে গুটিয়ে নিয়ে বাবাকে স্মরণ করার অভ্যাস করতে হবে, সেইজন্য দেহী-অভিমানী হওয়ার অভ্যাস কর ।

ওম্ শান্তি । বাবা বাচ্চাদের প্রতিদিন স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন -- দেহী-অভিমানী হও, কেননা বুদ্ধি এদিকে-ওদিকে ছুটে বেড়ায় । অঙ্গান কালে যখন ধর্মীয় গল্পকথা শুনতে তখনও বুদ্ধি বাইরে ছুটে বেড়াত, এখানেও বুদ্ধি বিভ্রান্ত হয়ে ছুটে বেড়ায় । সেইজন্যই বাবা প্রতিদিন বলেন দেহী -অভিমানী হও । ওরা (লৌকিক ধর্ম গুরু) তো বলবে আমরা যা শোনাচ্ছি তার প্রতি মনোযোগী হও, ধারণ কর । শাস্ত্র যা শোনাচ্ছে সেই বিষয় মনে রাখো । এখানে তো বাবা বসে আত্মাদের বোঝাচ্ছেন, তোমরা সব স্টুডেন্টসরা দেহী-অভিমানী হয়ে বস । শিববাবা আসেন ঈশ্বরীয় পঠন-পাঠ করাতে । এমন কোনও কলেজ নেই যেখানে মনে করবে শিববাবা শিক্ষা প্রদান করতে আসেন । পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগে এমন স্কুল অবশ্যই হওয়া উচিত । তোমরা স্টুডেন্টসরা এখানে বসে আছ আর এটাও বুঝে যে পরমপিতা পরমাত্মা আসেন আমাদের ঈশ্বরীয় পাঠ পড়াতে । শিববাবা আমাদের পড়ান । সর্বপ্রথম তিনি বোঝান তোমাদের পবিত্র হতে হবে সুতরাং মামেকম্ স্মরণ কর কিন্তু মায়া প্রতি মুহূর্তে ভুল করিয়ে দেয় । সেইজন্যই বাবা সতর্ক করে দেন । কাউকে বোঝাতে হলেও সর্বপ্রথম ব্যাখ্যা কর যে ভগবান কে ? ভগবান তিনিই যিনি পতিত-পাবন দুঃখ হরণকারী, সুখ প্রদানকারী, তিনি কোথায় ? ওঁনাকে তো সবাই স্মরণ করে । যখন কোনও বিপদ আসে, ডেকে বলে - হে ভগবান দয়া কর । কারো প্রাণ রক্ষা করতেও বলে ওঠে হে ভগবান, ও গডফাদার দুঃখ থেকে মুক্তি দাও । দুঃখ তো সবার । এটা তো নিশ্চিত রূপে জানা আছে যে সত্যযুগকে সুখধাম বলা হয়, কলিযুগকে দুঃখ ধাম বলা হয় । এটা বাচ্চারা জানে, তবুও মায়া এসে বিস্মৃতি ঘটায় । স্মরণে বসার নিয়মও ড্রামায় আছে । কেননা অনেকেই আছে যারা সারাদিনেও স্মরণ করে না, এক মিনিটও স্মরণ করে না । সেইজন্য তাদের স্মরণ করিয়ে দিতে এখানে বসানো হয় । স্মরণ করার যুক্তি (উপায়) বলে দিলে ওরাও নিশ্চিত হয়ে যাবে । বাবাকে স্মরণ করার মাধ্যমেই আমাদের সতোপ্রধান হতে হবে । সতোপ্রধান হওয়ার জন্য বাবা চমত্কার ও প্রকৃত যুক্তি বলে দিয়েছেন । পতিত-পাবন তো একজনই, তিনিই এসে উপায় বলে দেন । এখানে তোমরা বাচ্চারা শান্তিপূর্ণভাবে তখনই বসতে পার যখন বাবার সাথে যোগযুক্ত হও । যদি বুদ্ধিযোগ এখানে-ওখানে ছুটে বেড়ায় তবে সে শান্ত নেই, অশান্ত হয়ে আছে । যত সময় বুদ্ধিযোগ এখানে-ওখানে ছুটে বেড়িয়েছে, সময় নিষ্ফল হয়ে গেছে । কেননা পাপ তো কাটেনি । দুনিয়াতে এও জানে না যে, পাপ বিনষ্ট হয় কীভাবে । এ অতি সূক্ষ্ম বিষয় । বাবা বলেন আমার স্মরণে বসো, যতক্ষণ স্মরণের তার জুড়ে থাকবে, ততটুকু সময় সফল । ক্ষণিকের জন্যও যদি বুদ্ধি এদিকে-ওদিকে বিভ্রান্ত হয়, তবে সময় ব্যর্থ হল, নিষ্ফল হলো । বাবার

ডায়েরেকশন - বাচ্চারা, আমাকে স্মরণ কর। যদি স্মরণ না কর তবে নিষ্ফল হলে । এতে কী হবে ? তোমরা শীঘ্র সতোপ্রধান হতে পারবে না। তারপর এটাই অভ্যাসে পরিণত হবে । এটাই চলতে থাকবে । আত্মা এই জন্মের পাপকে তো জানে । যতই কেউ বলুক না কেন আমার স্মরণে নেই, কিন্তু বাবা বলেন ৩-৪ বছর বয়স থেকে সব কথা মনে থাকে । প্রারম্ভিক অবস্থায় এতো পাপ হয় না, যতটা পরে হয় । প্রতিদিন একটু-একটু করে ক্রিমিনাল দৃষ্টি হতে থাকে, ত্রেতাতে দুই কলা হ্রাস পায় । চন্দ্রের দুই কলা কম হতে কতদিন সময় লাগে । ধীরে ধীরে কম হতে থাকে তারপর আবার ১৬ কলা সম্পূর্ণ চন্দ্রও বলা হয়, সূর্যের জন্য একথা বলা হয় না । চন্দ্রের জন্য এ সময় এক মাসের, আর এ হলো কল্পের বিষয় । প্রতিদিন একটু একটু করে নীচে নামতে থাকে, তারপর আবার স্মরণের যাত্রা দ্বারাই উত্তরণের পথে উঠতে পারে। তারপর তো ওঠার জন্য স্মরণের কোনও প্রয়োজনই পড়ে না । সত্যযুগের পরে আবারও নীচে নামতে হবে । সত্যযুগে স্মরণ থাকলেও নীচে নামতে হবে না । ড্রামানুসারে নীচে নামতেই হবে, সুতরাং স্মরণও করে না। নীচে নামতেই হবে। তারপর স্মরণ করার উপায়ও বাবা এসে বলে দেন, কেননা উপরে উঠতে হবে । সপ্তমযুগে এসেই বাবা শেখান যে, এবার উত্তরণের (উপরে ওঠা) কলা শুরু হবে । আমাদের আবারও নিজের সুখধামে ফিরতে হবে । বাবা বলেন এখন সুখধামে যেতে হলে আমাকে স্মরণ কর । স্মরণের দ্বারাই তোমাদের আত্মা সতোপ্রধান হয়ে উঠবে ।

তোমরা এই দুনিয়ার থেকে আলাদা। বৈকুণ্ঠও এই দুনিয়া থেকে সম্পূর্ণ আলাদা । বৈকুণ্ঠ (স্বর্গ) ছিল, এখন নেই । ওরা কল্পের সময়সীমা দীর্ঘ করে দেওয়ার জন্য ভুলে গেছে । এখন তোমরা বাচ্চারা বৈকুণ্ঠকে খুব কাছেই প্রত্যক্ষ করতে পারছ । অল্প সময় বাকী, স্মরণের যাত্রাতেই কমজোরি থাকার জন্য মনে কর এখনও সময় আছে । স্মরণের যাত্রা যত তীব্র হওয়া প্রয়োজন ততটা হচ্ছে না । তোমরা ড্রামার প্ল্যান অনুসারে ঈশ্বরীয় বার্তা পৌছে দাও, কাউকে ঈশ্বরীয় বার্তা পৌছে না দেওয়া অর্থাৎ সার্ভিস না করা। সম্পূর্ণ বিশ্বে বার্তা পৌছে দিতে হবে যে, বাবা বলেছেন - "মামেকম স্মরণ কর" । যারা গীতা পাঠ করে তারা জানে, শাস্ত্র একটাই - গীতা, যার মধ্যে এই মহাবাক্য আছে। কিন্তু গীতার মধ্যে কৃষ্ণ ভগবানুবাচ লিখিত আছে সুতরাং স্মরণ কাকে করবে ! যদিও শিবের ভক্তি করে, কিন্তু যথার্থ জ্ঞান নেই যে শ্রীমতে চলবে । এই সময় তোমরা ঈশ্বরীয় মত প্রাপ্ত করে থাক, এর আগে ছিল মনুষ্য মত । দুটোর মধ্যে দিন-রাতের প্রভেদ । মনুষ্য মত বলে ঈশ্বর সর্বব্যাপী । ঈশ্বরীয় মত বলাই হয় না । বাবা বলেন আমি আসি স্বর্গ স্থাপনা করতে, সুতরাং এটা নিশ্চয়ই নরক । এখানে ৫ বিকার রূপী ভূত সবার মধ্যে প্রবেশ করেছে । বিকারী দুনিয়া বলেই তো আমি আসি নির্বিকারী করে তুলতে । যে ঈশ্বরীয় সন্তান হয়েছে, তার মধ্যে বিকার তো থাকতেই পারে না । রাবণের ১০ মাথা দেখানো হয়েছে । কখনও কেউ বলতে পারবে না যে, রাবণের সৃষ্টি নির্বিকারী হয় । তোমরা জান এখন রাবণ রাজ্য। সবার মধ্যে ৫ বিকার আছে । সত্যযুগে রাম রাজ্য, সেখানে কোনও বিকার নেই । এই সময় মানুষ কত দুঃখী । শরীরে কত কষ্ট, এ হলো দুঃখ ধাম, সুখধামে তো শারীরিক কষ্ট থাকেই না । এখানে হাসপাতালে ভরে গেছে, একে স্বর্গ বলা মস্ত বড় ভুল । নিজে বুঝে অন্যদেরও বোঝাতে হবে, লৌকিক পড়াশোনা কাউকে বোঝানোর জন্য নয় । পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেই চাকরি হয়ে যায় । এখানে তো তোমাদের সবাইকে ঈশ্বরীয় বার্তা পৌছে দিতে হবে । শুধুমাত্র বাবাই তো আর এই বার্তা পৌছে দেবেন না । যে খুব সুকৌশলী হয় তাকে টিচার বলা হয় । কম সুকৌশলী যারা, তাদের স্টুডেন্টস বলা হয় । তোমাদের সবার কাছে বার্তা পৌছে দিতে হবে, জিজ্ঞাসা করতে হবে ভগবান কে জান ? উনি তো সবার

পিতা। প্রধান বিষয় হলো বাবার পরিচয় দেওয়া, কেননা কেউ-ই জানে না। উচ্চ থেকে উচ্চতর হলেন বাবা। সম্পূর্ণ বিশ্বকে যিনি পবিত্র করে তোলেন। সম্পূর্ণ বিশ্ব পবিত্র ছিল, তার মধ্যে ভারতই ছিল। আর কোনো ধর্মাবলম্বী বলতে পারবে না যে, আমরা নতুন দুনিয়াতে এসেছি। ওরা তো বুঝেছে আমাদের আসার আগে আরও কেউ এসে চলে গেছে। ক্রাইস্টও নিশ্চয়ই কারো মধ্যে প্রবেশ করবে। ওনার আগে নিশ্চয়ই অন্য কেউ ছিল।

বাবা বসে বোঝান আমি এই ব্রহ্মা শরীরে প্রবেশ করি, এটাও কেউ মানতে নারাজ যে ব্রহ্মা শরীরে তিনি আসেন। আরে, ব্রাহ্মণ তো অবশ্যই প্রয়োজন, ব্রাহ্মণ কোথা থেকে আসবে। ব্রহ্মার কাছ থেকেই আসবে, তাইনা! আচ্ছা, ব্রহ্মার পিতা একথা কখনও কি শুনেছ? তিনি হলেন গ্রেট গ্রেট গ্র্যান্ড ফাদার। ওঁনার সাকার পিতা কেউ নেই। ব্রহ্মার সাকার পিতা কে? কেউ বলতে পারবে না। ব্রহ্মা তো প্রখ্যাত। প্রজাপিতা ব্রহ্মা। যেমন নিরাকার শিববাবা বলা হয়, ওঁনার পিতা কে? সাকার প্রজাপিতা ব্রহ্মার পিতা কে বলো। শিববাবাকে তো অ্যাডপ্ট করা হয় না, ব্রহ্মাকে অ্যাডপ্ট করা হয়। বলা হয় এনাকে (ব্রহ্মা বাবা) শিববাবা অ্যাডপ্ট করেছেন। বিষ্ণুকে শিববাবা অ্যাডপ্ট করেছেন এমনটা বলবে না। এটা তো তোমরা জান ব্রহ্মাই বিষ্ণু হন। বিষ্ণুকে অ্যাডপ্ট করা হয় না। শঙ্করের জন্যও বলা হয়েছে, ওনার কোনও পার্ট নেই। ব্রহ্মা থেকে বিষ্ণু, বিষ্ণু থেকে ব্রহ্মা এটাই ৮৪ জন্মের চক্র। শঙ্কর কোথা থেকে এসেছে। ওনার রচনা কোথায়। বাবারই রচনা, উনিই সব আত্মাদের পিতা আর ব্রহ্মার রচনা সব মনুষ্য। শঙ্করের রচনা কোথায় আছে? শঙ্কর দ্বারা কোনও মনুষ্য দুনিয়া রচিত হয় না। বাবা এসে এইসব বিষয়ে বুঝিয়ে বলেন, তারপরও বাচ্চারা প্রতি মুহূর্তে ভুলে যায়। প্রত্যেকের বুদ্ধি নম্বরনুসারে হয়, তাইনা! বুদ্ধি যত তীক্ষ্ণ হবে ততই টিচারের পঠন-পাঠন ধারণ করতে সক্ষম হবে, এ হলো অসীম জগতের পড়াশোনা। পড়া অনুসারে নম্বরনুযায়ী পদ প্রাপ্তি হবে। যদিও পার্ট একটাই মানুষ থেকে দেবতা হওয়ার কিন্তু রাজধানী স্থাপন হয় না! এটাও বুদ্ধিতে ধারণা হওয়া উচিত যে, আমি কোন পদ প্রাপ্ত করব? রাজা হওয়া তো পরিশ্রমের কাজ। রাজার দাস-দাসীরও প্রয়োজন। দাস-দাসী কে হবে, এটাও তোমরা বুঝতে পার। নম্বরানুসারে পুরুষার্থ অনুযায়ী প্রত্যেকেই দাসী পাবে। সুতরাং এমন পড়াশোনা করা উচিত নয় যে, জন্ম-জন্মান্তর ধরদাসী হবে। পুরুষার্থ করতে হবে উচ্চ পদ প্রাপ্ত করার জন্য।

সুতরাং প্রকৃত শান্তি আছে বাবার স্মরণে, বিন্দুমাত্রও বুদ্ধি এদিক-ওদিক হলে সময় ব্যর্থ হবে। উপার্জন হ্রাস পাবে। সত্যপ্রধান হতে পারবে না। বাবা এও বুঝিয়েছেন, হাত দিয়ে কাজ কর আর অন্তরে বাবাকে স্মরণ কর। শরীরকে ফ্রেশ রাখার জন্য ঘোরো, বেড়াও। কিন্তু বুদ্ধিতে যেন বাবার স্মরণ চলে। যদি সাথে কেউ থাকে তবে পরচিন্তন কারো না। এ তো প্রত্যেকের অন্তর্মর্মেই প্রমাণ দেবে। বাবা বুঝিয়ে বলেন, এমন স্থিতিতে স্থিত হয়ে ঘোরো ফেরো। পাদ্রিরা সম্পূর্ণ শান্ত স্থিতিতে হেঁটে বেড়ায়। সম্পূর্ণ সময় ধরে তো জ্ঞানের আলোচনা করবে না। সেইজন্য শিববাবার স্মরণে নিজেকে শান্ত রেখে রেস করা উচিত। যেমন ভোজন গ্রহণ করার সময় বাবা বলে থাকেন -- স্মরণে বসে থাও, নিজের চার্ট দেখ। ব্রহ্মা বাবা নিজের কথা বলেন যে, কীভাবে আমি ভুলে যেতাম। আমি চেষ্টা করি, বাবাকে বলি বাবা আমি সম্পূর্ণ সময় স্মরণে থাকব, তুমি আমার কাশি বন্ধ করে দাও, সুগার কম কর। নিজের জন্য যে প্রচেষ্টা করেছি তাই তোমাদের বলছি। কিন্তু আমি নিজেই ভুলে যাই, সুতরাং কাশি কীভাবে কমবে। যে সব কথা বাবার সাথে বলি সে সত্যি তোমাদের শোনাচ্ছি। বাবা, বাচ্চারা, তোমাদেরকে বলেন। কিন্তু বাচ্চারা বাবাকে বলে না। কারণ

লজ্জা পায় । ঘর ঝাড় দাও, খাবার তৈরি কর, সবই শিববাবার স্মরণে করলে শক্তি বৃদ্ধি হবে । এই পদ্ধতি খুব প্রয়োজন, এতে তোমাদেরই কল্যাণ হবে। তারপর তোমরা স্মরণে বসলে অন্যদেরও প্রচেষ্টা থাকবে । একজনকে দেখে অন্যেরাও চেষ্টা করবে । যত তোমরা স্মরণে থাকবে ততই সাইলেন্সের শক্তি ভালো হবে । ড্রামানুসারে একের প্রভাব অন্যের উপর পড়বে । স্মরণের যাত্রা অতি কল্যাণকারী, এর মধ্যে মিথ্যা বলার প্রয়োজন নেই । পিতা হলেন সত্য, তাঁর সন্তানদেরও সত্যের পথে চলতে হবে । বাচ্চারা তো সবকিছুই পায়, বিশ্বের বাদশাহী পেতে চলেছ তোমরা। সেখানে লোভের বশীভূত হয়ে ১০-২০ টা শাড়ি ইত্যাদি কেন একত্রে জমা করছ । যদি অনেক জিনিস এভাবে জমা করতে থাক তবে মৃত্যুর সময় সে সবই স্মরণে আসবে। সেইজন্য দৃষ্টান্ত আছে, তার স্ত্রী বলেছিল লাঠিও ছেড়ে দাও (অর্থাৎ সবকিছুই ত্যাগ, মোহমুক্ত হওয়া) নয়তো এটার কথাও মনে পড়বে । অন্তিমে কোনও কিছুই স্মরণে আসা উচিত নয় । নয়তো নিজের জন্য বিঘ্ন সৃষ্টি করবে । মিথ্যা বলার অপরাধে শতগুণ পাপ বৃদ্ধি পায়। শিববাবার ভান্ডার সবসময় পরিপূর্ণ, বেশি রাখারও প্রয়োজন নেই । যার কিছু চুরি হয়ে যায় তাকে সব দেওয়া হয় । তোমরা বাচ্চারা বাবার কাছ থেকে রাজধানী প্রাপ্ত কর, সেখানে পোশাক আশাক কি পাবে না ? শুধু শুধু অপ্রয়োজনীয় ভাবে পয়সা খরচ করা উচিত নয়। কেননা দরিদ্র অবলারাই স্বর্গ স্থাপনার কাজে সহযোগ প্রদান করে । সুতরাং ওদের টাকা এভাবে নষ্ট করা উচিত নয় । ওরা তোমাদের রক্ষণাবেক্ষণ করে, তোমাদেরও উচিত ওদের রক্ষণাবেক্ষণ করা । নয়তো শতগুণ পাপ মাথায় জমা হবে । আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত ।
আম্মাদের পিতা ঔঁনার আত্মা রূপী সন্তানদের জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) বাবার স্মরণে বসার সময় বুদ্ধি বিন্দুমাত্রও এদিক-ওদিক হওয়া উচিত নয় । সবসময় উপার্জন জমা হতে হবে । এমনই স্মরণের স্থিতিবস্থা হবে যেন চারদিকে নিস্তব্ধ হয়ে যায় ।

২) শরীরকে সুস্থ রাখার জন্য ঘুরতে, ফিরতে গেলে নিজের মধ্যে পরচিন্তন করা উচিত নয় । নিজেকে শান্ত রেখে বাবার স্মরণে যেতে হবে । বাবার স্মরণে থেকে ভোজন করতে হবে ।

বরদান :-- সম্বন্ধ-সম্পর্কে সন্তুষ্টতার বিশেষত্ব দ্বারা মালায় গাঁথা হতে যাওয়া সন্তুষ্টমণি ভব

সঙ্গম যুগ সন্তুষ্টতার যুগ । যে নিজের প্রতি সন্তুষ্ট আর সম্বন্ধ-সম্পর্কেও সবসময় সন্তুষ্ট থাকে বা সন্তুষ্ট করে সে-ই ই মালায় গাঁথা হতে পারে, কেননা মালা সম্বন্ধ দ্বারাই তৈরি হয়। যদি একটা দানার সাথে অপর দানার সম্পর্ক না গড়ে ওঠে তবে মালা তৈরি হবে না। সেইজন্য সন্তুষ্টমণি হয়ে সবসময় সন্তুষ্ট থাকো আর সবাইকে সন্তুষ্টতা প্রদান কর । পরিবার কথার অর্থই হলো সন্তুষ্ট থাকা আর সন্তুষ্ট করা । কোনও কিছু নিয়ে যেন দ্বন্দ্ব না হয় ।

স্লোগান :-- বিঘ্নের কাজ হলো আসা আর তোমাদের কাজ হলো বিঘ্ন-বিনাশক হওয়া ।

"মিষ্টি বাচ্চারা - কলঙ্গীধর (ময়ূর পুচ্ছের মুকুটধারী/অযথা কুংসায় আরোপী) হওয়ার জন্যও নিজের অবস্থাকে অচল-অটল বানাও। তোমার উপরে যতই কলঙ্ক লাগতে থাকবে, ততই তুমি আরও কলঙ্গীধর হতে থাকবে"

প্রশ্ন :- বাবার কি আশুতা (আদেশ) বাচ্চাদের প্রতি ? কোন্ প্রধান আশুতা অনুসারে চলতে থাকা বাচ্চারা বাবার হৃদয় সিংহাসনে স্থান পায় ?

উত্তর :- বাবার আশুতা হলো - মিষ্টি বাচ্চারা, কারও সাথেই তোমরা বিবাদ-বিসম্বাদে যাবে না। শান্তিতে থাকতে হবে তোমাদের। কারও যদি তোমার কথা ভালো নাও লাগে, তবুও চুপ হয়ে থাকো। একে-অপরকে জ্বালাতন করবে না। বাপদাদার হৃদয় সিংহাসনে তখনই স্থান পাবে, যখন আর কোনও বিকারের ভূত থাকবে না তোমার ভিতরে। মুখ থেকে যেন কখনও কটুবাক্য বের না হয়। মিষ্টি-মধুর বাক্য বলার ধারণাতেই যেন নিজের জীবন গড়ে ওঠে।

ওঁ শান্তি! ভগবান উবাচঃ - "আত্ম-অভিমানী ভব"। অবশ্যই শুরুতেই একথা বলতে হবে। এটাই বাচ্চাদের প্রতি বাবার সতর্কতা। বাবা জানাচ্ছেন, উনি যেমন বাচ্চা বাচ্চা বলে বি.কে.-দের বলতে থাকেন, তখন কিন্তু কেবল আত্মাকেই (আত্মিক-স্বরূপ) দেখেন। শরীর তো পুরানো জুতোর মতন। যা কোনওমতেই সতোপ্রধান হতে পারে না। অবশ্য সতোপ্রধান শরীর থাকে সত্যযুগে। আর সেই লক্ষ্যেই এখন তোমাদের আত্মা সতোপ্রধানের পুরুষার্থ করছে। বর্তমানের এই শরীর তো অনেক পুরানো। তাই এখন তোমাদের আত্মাতেই (সংস্কারের) পরিবর্তন আনতে হবে। অতএব পবিত্র যে হতেই হবে। তবেই তো সত্যযুগে পবিত্র শরীর পাবে। আত্মাকে শুদ্ধ করার জন্য এক ও একমাত্র এই বাবাকেই স্মরণ করতে হবে। তবেই তো বাবা সেই আত্মাদের প্রতি খেয়াল রাখবেন। কেবল নজর দিয়ে দেখলেই আত্মা শুদ্ধ হয়ে যায় না। আত্মা যতই বাবা পরমাত্মাকে স্মরণ করতে থাকবে, ততই আত্মা শুদ্ধ হতে থাকবে। এই স্মরণ করাটাই তোমাদের প্রধান কর্ম-কর্তব্য। এভাবে বাবাকে স্মরণ করতে করতেই সতোপ্রধান হতে হবে। স্বয়ং বাবা এসেছেন সেই দিশা দেখাতে। (এই কল্পের) অন্তিম সময় পর্যন্ত তোমাদের এই শরীর পুরোনোই থাকবে। আর কর্মের জন্য কেবল কর্ম-ইন্দ্রিয়। যার সংযোগ রয়েছে আত্মার সাথে। যখন আত্মা সুন্দর ফুলের মতন পবিত্র হয়, প্রতিটি বিষয়েই তখন তার সবকিছুই খুব সুন্দর হয়। স্বর্গ-রাজ্যে তো পশু-পাখিদের স্বভাবও খুব ভাল থাকে। আর বর্তমানের এই দুনিয়ায়, মানুষদের দেখলেই পাখিরাও পর্যন্ত উড়ে পালায়। কিন্তু সেখানে (সত্যযুগে) কত সুন্দর সুন্দর পশু-পাখি, তারা চলে তাদের নিয়মে, তোমার সামনে-পিছনেও ঘুরে বেড়াবে। আবার এমন নয় যে তারা ঘরের ভিতরে ঢুকে ঘর-দুয়ার নোংরা করবে। এমনটা মোটেই নয়, সবকিছুই খুব সুন্দর নিয়মে চলার দুনিয়া সেটা। আগামীতে সে সবেলও সাক্ষাৎকার হবে তোমাদের। যদিও এখনও কিছু সময় বাকি আছে বিনাশের।

যেমন স্বর্গ-রাজ্যের মহিমা অপরম্অপার, তেমনি বাবার মহিমাও অপরম্অপার। আবার বাবার যা কিছু সম্পত্তি সে সবেল মহিমাও অপরম্অপার। অতএব বি.কে. বাচ্চাদেরও মনে-প্রাণে তার মত্ততা তো আসবেই। এবার বাবা খুব গুহ্য-বাণী শোনাচ্ছেন - "আমিও সেইসব বাচ্চাদের অটোমেটিক্যালি স্মরণ করি, যারা তেমন সুন্দরভাবে সেবার কার্য করে। আত্মার সাথেই যে মন ও বুদ্ধির সংযোগ।

আর তাই তো তোমরা নিজেরাই তা বুঝতে পারো, তোমরা খুব সুন্দর ফার্স্ট ক্লাস সেবা করছো, নাকি সেকেন্ড ক্লাস সেবা করছো। সেই বোঝার মধ্যেও আবার তোমাদের ক্রমিক অনুসারেই তা তেমনটাই বুঝতে পারো। তোমাদের মধ্যে কেউ মিউজিয়াম-এর তৈরীতে ব্যস্ত, কেউ বা আবার প্রেসিডেন্ট, গভর্নর, ইত্যাদি-দের কাছে যাও। সেখানে গিয়ে অবশ্যই খুব সুন্দর ভাবে তাদেরকে বুঝিয়েও আসো। তোমাদের সবার মধ্যেই কোনও না কোনও বিশেষ গুণ তো আছেই। যার ভিতরে খুব ভাল গুণ গুলির সমাহার থাকে, তখন তাকে বলা হয়, কি সুন্দর এই গুণবান বি.কে। সেবান্বিত বাচ্চারা সর্বদাই মিষ্টি মিষ্টি কথাই বলে। তাদের মুখ থেকে কখনও কটু বচন বের হয় না। কেউ কটু-বচন বললেই ভাববে, এর ভিতরে এখনও বিকারের ভূত আছে। এই ভূতদের মধ্যে প্রধান ভূত হলো দেহ-অভিমান। যার পিছন-পিছন অন্য ভূতগুলিও প্রবেশ করে।

সাধারণ লোকেদের অনেকেরই চাল-চলন থাকে খুব খারাপ স্বভাবের। বাবা জানাচ্ছেন - এতে তাদের বিশেষ দোষ নেই। কিন্তু বি.কে. দেরকে অবশ্যই যথেষ্ট পুরুষার্থ করে এমন হতে হবে-পূর্ব-কল্পে ঠিক যেমনটি হয়েছিল তোমরা। অর্থাৎ যতটা সম্ভব নিজেদেরকে আত্মা মনে করে পরমাশ্রিত বাবাকে স্মরণ করবে। দেখবে তাতেই ধীরে ধীরে সমগ্র বিশ্বেরই কন্ট্রোলিং-এর রশি তোমার হাতেই এসে যাবে। এটাই যে কল্প-চক্রের অবিনাশী ড্রামার অবিনাশী নিয়ম। যার প্রতিটি মুহূর্তই একেবারে সঠিক দিশায় চলতে থাকে। এখন খুব কম সময়ই অবশিষ্ট আছে তোমাদের কাছে। তারা (ইংরেজরা) স্বাধীনতা হস্তান্তর করতে গিয়ে, গোটা দেশটাকেই দুটুকরো করে ফেললো। তার সাথে এমন কিছু করে গেল যে, ভারতবাসীদের নিজেদের মধ্যেই সবসময় ঝগড়াঝাটি লেগেই আছে। অবশ্য এসব না করলে তাদের অস্ত্র-শস্ত্র বিক্রি হবে কি করে! ব্যবসার নিয়মই যে এটা। ওরা যে এই চালাকি করে - তা করে ড্রামা অনুসারেই। আর এই কারণেই দেশগুলিকে টুকরো টুকরো করার প্রয়াস ওদের। যাতে তারা নিজেদের মধ্যেই এ নিয়ে ঝগড়াঝাটিতেই ব্যস্ত থাকে। কেউ একজন বলে ঐ খণ্ডটা আমার, অপরজনও সেই একই কথা বলে। ফলে ঝগড়াঝাটি লাগাতার চলতেই থাকে। যেহেতু সুনির্দিষ্ট ভাবে সেসব ভাগাভাগি করে দেয়নি যে। যেমন একদিকে জলের অভাবে কৃষি কার্য ভাল হয়ই না, অপরদিকে আবার জলের অগাধ প্রাচুর্য। ফলে ভাই-ভাইদের মধ্যে এমন সিঁড়ি ওয়ারের (গৃহযুদ্ধ) লড়াই-ঝগড়া লেগেই থাকে। সর্বত্রই এমন ধরনের ঝগড়াঝাটি হতেই থাকে। আবার যেহেতু তোমরা বি.কে. হয়েছো, তোমাদেরকেও অনেক ধরনের গালি-গালাজ সহ্য করতে হয়। তাই তো বাবা এভাবে তোমাদেরকে কলসীধর করে গড়ে তোলেন। তোমরা যেমন গালি-গালাজ সহ্য করো, বাবাও তেমনি গালি-গালাজ সহ্য করেন। কিন্তু তোমরা তো জানো, সেইসব অভাগাদের এটা জানা নেই যে, আগামীতে তোমরা বি.কে.-রাই সমগ্র বিশ্বের মালিক হতে চলেছো। ৮৪-জন্মের ব্যাপারটা খুবই সহজ বিষয়। একদা যে থাকে পূজ্য, পরবর্তীতে সে আবার পূজারি - যা কেবল বি.কে.-রাই হয়। অথচ, একথা কিন্তু লোকেদের বুদ্ধির ধারণাতেই আসবে না। অবশ্য ড্রামার চিত্রনাট্যেও তাদের রোলটাই যে এমনটাই রয়েছে। তবে এক্ষেত্রে বাবা আর কি বা করতে পারেন তাদের জন্য। কতকিছুতেই তারা যতই মাথা ঠুকুক না কেন, উন্নতির সোপানে চড়তেই পারে না। এক্ষেত্রে অবশ্য চেষ্টা করা যেতে পারে কিন্তু ভাগ্যকে তো আর বদলানো যায় না। এদিকে রাজধানী স্থাপনের কার্যও চলছে, সেখানেও তো সর্ব প্রকারের প্রজারই প্রয়োজন। একথা ভেবে শান্ত থাকাই শ্রেয়। কারও সাথে বাদ-বিতণ্ডায় গিয়ে লাভ নেই। বরঞ্চ ভালবাসা দিয়ে বোঝাতে হবে তাকে - এইসব করো না মোটেই। যদিও আত্মাই এসবকিছু শোনে, তবুও কাউকে ভাল কিছু বললেও অযথাই সে অশান্ত হয়ে যায়। যার ফলে তাদের আরও অধঃপতন হয়। তখন কিন্তু তাদেরকে আর বোঝাতে

যাবে না। আবার কেউ বা শান্ত হয়ে শুনবে, এমন অনেক ভালো আত্মাও থাকবে। কিন্তু অশান্ত আত্মারা নিজেরা যেমন অশান্তিতে থাকে, তেমনি তারা একে-অপরকে অশান্তিও দেয়। অন্তিম সময় পর্যন্ত তাদের এমন অবস্থা চলতেই থাকবে। আর মায়ার প্রকোপও দিন-প্রতিদিন আরও কঠোর রূপে তা বাড়তেই থাকবে। এমন কি মহারথীদের সাথে মায়াও লড়বে মহারথী হয়েই। মায়ার তুফান এলে তখন আবার তাদেরও বাবাকে স্মরণ করার (পুরুষার্থ) অভ্যাসের গতি তীর থেকে আরও তীব্রতর হয়ে ওঠে। একেবারে অচল-অটল হয়ে থাকে তখন। তাদের তো জানাই আছে, মায়া তাদেরকে হয়রান করবেই। সুতরাং ভয় পেতে নেই বি.কে.-দের। কলঙ্গীধর (বি.কে.) যখন হয়েইছে, নানা প্রকারের কলঙ্ক তো লাগবেই - এতে হতাশ হবে না মোটেই। সংবাদপত্রেও যদি পবিত্রতা অথবা অন্য কিছু নিয়ে তোমাদের বিরুদ্ধে যদি কেউ লেখে, তাতেও হতাশ হবে না। তবে তখন কিন্তু অবলাদের প্রতি অত্যাচার আরও বাড়াবে এই অকাসুর, বকাসুর রাক্ষসেরা। পুতনা-সুপ্ননাথার মতন স্ত্রী-ও তাদেরই।

বাচ্চারা, শুরুতেই বাবার মহিমা এভাবে শোনাতে হবে যে, অসীম জগতের বাবা স্বয়ং বলেন- "প্রকৃত অর্থে তোমরা আত্মা।" এই বিশেষ জ্ঞান একমাত্র এই বাবা ছাড়া আর কেউ দিতে পারে না। যে জ্ঞান রচয়িতা ও তার রচনার জ্ঞান। এই জ্ঞানের পাঠ-ই প্রকৃত পাঠ। যার দ্বারা তোমরা স্বদর্শন চক্রধারী হয়ে চক্রবর্তী রাজা হতে পারো। চিত্রে (দেবতাদের) যে সব অলংকার দেখানো হয়, তা কিন্তু তোমাদেরই প্রতীকী, অর্থাৎ সেগুলির উপরেই বি.কে. ব্রাহ্মণদের পুরুষার্থ করতে হয়। তাই এই অলংকারগুলি বিষ্ণুর (লক্ষ্মী + নারায়ণ) হাতে দেখানো হয়েছে। যথার্থ অর্থে আত্মা কি বা পরমাত্মাই বা কি, একমাত্র পরমাত্মা ছাড়া এসব কিন্তু অন্য কেউ বলতেই পারবে না। আত্মা আসেই বা কোথেকে, কিভাবেই বা শরীর থেকে বেরিয়ে যায় ! লোকেরা কখনও বলে চোখ থেকে বেরোয়, কঙ্কুটি থেকে, আবার কখনও বলে মস্তক (ব্রহ্মতালু) থেকে। যা সঠিকভাবে কেউ জানে না। কিন্তু তোমরা বি.কে.-রা তা জানো। আত্মা এমন ভাবে শরীর ত্যাগ করে, বসে বসে বাবাকে স্মরণ করতে করতেই আত্মা শরীর ত্যাগ করে। আত্মা যখন পরমাত্মা বাবার কাছেই যাচ্ছে, তখন তো খুশী মনেই যেতে হবে সেখানে। অতএব পুরোনো এই শরীরকেও খুশী মনেই ত্যাগ করতে হবে। যেমন সাপের খোলস ছাড়ানোর মতন অবস্থা। জন্তু-জানোয়ারদের মধ্যে সে জ্ঞান আছে, অথচ, সাধারণ মানুষের মধ্যে সেটুকুও নেই। জাগতিক সাধু-সন্ন্যাসীরা কেবল দৃষ্টান্ত দিয়েই খালাস। তাই বাবা জানাচ্ছেন, বি.কে.-দের এমন হতে হবে যে, যেমন ভ্রমর কীটকে (মথকে) পতঙ্গতে (প্রজাপতিতে) পরিবর্তিত করে। তোমাদেরও তেমনি ভ্রমরের মতন মনুষ্য রূপী কীট-পতঙ্গদের প্রকৃত মানুষে পরিবর্তন করতে হবে। কেবল দৃষ্টান্ত দিয়েই থেমে থাকলে চলবে না, বাস্তবে তার রূপান্তরও করতে হবে। যেহেতু এখন তোমাদের আপন ঘরে ফেরার পালা। তোমরা অসীম জগতের বাবার কাছ থেকে অবিদ্যার উত্তরাধিকার পাচ্ছে, অতএব তোমাদের মনে-প্রাণে এখন কতই না খুশী হওয়া উচিত। এই উত্তরাধিকার আসলে যে কি, অন্যেরা তো তা জানেই না। শান্তি সবাই পাবে, যেহেতু শান্তিধামে পৌঁছবে সবাই। এক ও একমাত্র এই বাবা ছাড়া আর কেউই সবার সদগতি করতে পারে না। যুক্তি দিয়ে একথাও বোঝাতে হবে ভালভাবে। জাগতিক সাধু-সন্ন্যাসী, গুরুরা তো নিবৃত্তি-মার্গের, তাই তারা (অযথাই) ব্রহ্মে বিলীন হবার পুরুষার্থ করে। কিন্তু আমাদের এই বাবা তো সবাইকে গড়ে তোলেন প্রবৃত্তি-মার্গের। নিবৃত্তি-মার্গের যারা, তারা তো আর সত্যযুগের স্বর্গ-রাজ্যে স্থান পায় না। আর সেই জ্ঞানও কাউকে জানাতে পারে না। এসব যে অতি গুহ্য রহস্য। যা জানার জন্য প্রথমে তাদের 'অল্ফ আর বে'-এর পাঠ পড়তে হবে। তাদেরকে জানাও, তাদের দুই বাবা - একজন এই জগতের জাগতিক

বাবা এবং অন্যজন অসীম জগতের বাবা। জাগতিক বাবা জন্ম দেন কাম-বিকারের দ্বারা, যার নেপথ্যে কতই না দুঃখ-কষ্ট! কিন্তু সত্যযুগে তো অপার সুখ। সেখানে জন্ম প্রক্রিয়া যেন মাখনের মতন। কোনও দুঃখ-কষ্টের নাম-গন্ধও নেই। তার নামটাই যে স্বর্গ-রাজ্য। অসীম জগতের বাবার কাছ থেকে সেই অসীম বাদশাহীর অবিনাশী উত্তরাধিকারের পাওয়া যায়। অবিনাশী নাটকের চিত্রপটে - প্রথমে থাকে সুখ, পরে দুঃখ। তাই এমনটা বলা মোটেই সঠিক হবে না যে, প্রথমে দুঃখ পরে সুখ। যেমন আগে নতুন দুনিয়া স্থাপন হয় - পুরোনো দুনিয়া স্থাপন হতে পারে না মোটেই। প্রথমেই কি কেউ পুরোনো ঘর-বাড়ি বানাতে পারে ? (তা মেরামত করতে পারে কেবল) নতুন দুনিয়ায় রাবণের উপস্থিতিও থাকে না। তাই বাবা বলছেন - বাচ্চারা, তোমরা তোমাদের বুদ্ধিতে এসব ধারণ করে, এর স্বপক্ষে যুক্তিগুলিকেও ভাবো। অসীম জগতের বাবা তোমাদেরকে অগাধ অসীমের সুখ প্রদান করেন। কিন্তু সেই প্রদানের পদ্ধতিটা যে কি, এসো এবার তা জানাই। যদিও এসব বলার জন্য অনেক যুক্তির প্রয়োজন। তাদেরকে প্রথমে এই দুঃখ-ধামের দুঃখগুলিকে বর্ণনা করো। কত অগাধ দুঃখ এই দুঃখ-ধামে, যার কোনও সীমা পরিসীমা নেই অর্থাৎ অপরম্অপার। যেহেতু নামটাই যে দুঃখ-ধাম। এখানে যতই সুখভোগ ভাবো না কেন, তবুও একে কেউ সুখ-ধাম বলবেই না। যেমন সুখ-ধামে থাকেন শ্রীকৃষ্ণ। তাই তো শ্রীকৃষ্ণের মন্দিরকেও সুখ-ধাম বলা হয় এই জগতেও। যেহেতু উনি প্রকৃত সুখ-ধামের মালিক ছিলেন। তাই তার মন্দিরে এমন ধূমধাম সহকারে পূজার্চনা চলে। আর তোমাদের এই (ব্রহ্মা) বাবা লক্ষ্মী-নারায়ণের মন্দিরে গেলেই বলবেন - "বাহ, আগামীতে আমি তো এমনই হতে চলেছি।" তাই উনি এই লক্ষ্মী-নারায়ণকে কেনই বা আর পূজার্চনা করবেন। যিনি স্বয়ং নম্বর ওয়ান, তিনি কেনই বা সেকেন্ড কিম্বা থার্ডকে পূজার্চনা করতে যাবেন। যেখানে উনি সূর্য-বংশীতে অবস্থান করবেন। যা সাধারণ লোকেদের এসব কোনও কিছুই জানা নেই। তারা তো হোলসেল সবাইকেই ভগবান বলে থাকে। সত্যি কত ঘোর অন্ধকারে আছে তারা। যেখানে তোমরা বি.কে.-রা কত সুন্দর রীতিতে এসবকিছুই জানো। যদিও তা জানতে সময় তো লাগবেই - কল্প-পূর্বে ঠিক যতটা সময় লেগেছিলো। তাড়াহুড়ায় কিছুই সিদ্ধ (প্রাপ্তি) হয় না। যেহেতু তোমাদের এই জন্ম হীরার জন্ম। দেবতাদেরও এমন হীরে জন্ম হয় না কিন্তু। তারা তো পুরুষোত্তম সঙ্গম-যুগের এমন ঈশ্বরীয় পরিবারের সদস্য হন না। একমাত্র বি.কে.-দের এই পরিবারই হলো ঈশ্বরীয় পরিবার। আর দেবতাদের পরিবারকে বলা হয় দৈবী-পরিবার। কত নতুন নতুন শব্দ জানছো তোমরা। যদিও এসব গীতাতেও আছে, কিন্তু তা এতই যৎসামান্য যে, যেমনটা রুটির আটা মাখার সময় তাতে এক চিমটি নুন মেশানো হয়, তেমনই। অস্ত্রানী শাস্ত্রকারেরাই এমনই মহা ভুল করেছে - গীতার বাণী প্রচারকের জায়গায় শ্রীকৃষ্ণের নাম লিখে। লোকেদের প্রশ্ন করবে, দেবতাদের ক্ষেত্রে তারা যেখানে দেবতা-ই বলে থাকে, আলাদা ভাবে সেখানে আবার কৃষ্ণকে ভগবান কেন বলে ? জানতে চাইবে বিষ্ণু তবে কে ? একমাত্র বি.কে.-রাই তা জানো। মানুষেরা কোনও কিছু না জেনে, না বুঝেই পূজার্চনা করে থাকে। সবচেয়ে প্রাচীন হলো দেবী-দেবতারা, অতীতে যারা স্বর্গ-রাজ্যে ছিলেন। সতো, রজো, তমোর প্রভাবে সবাইকেই আসতে হয়। বর্তমান সময়কালে সবাই তমোপ্রধান। এমন কত পয়েন্টই তো বাচ্চাদেরকে বোঝানো হয়। বি.কে.-দের এই ব্যাচের বিষয়টাও ব্যাখ্যা করে লোকেদের বোঝাতে পারো। বাবা আর এই বিশেষ জ্ঞানের পাঠ পড়বার টিচারকে অবশ্যই স্মরণ করা উচিত। কিন্তু মায়ার দিক থেকেও এমন আকর্ষণ আসে, এ যেন ঠিক যেন দড়ি-টানাটানির খেলা। মুরলী থেকে এমনই নানা প্রকারের খুব ভাল ভাল পয়েন্ট বেরিয়ে আসতে থাকে। কিন্তু নিজেরা তা না শুনলে, অন্যদেরকে তবে শোনাতেই বা কি করে। যেমন, মহারথীরা যখন তীর্থে বা ভ্রমণে বেরোয়, তখন তাদের মুরলী পড়াই মিস্ হয়ে যায়। পরেও সেই মিস্ হওয়া মুরলী আর পড়া হয়ে ওঠে না।

যেহেতু তারা পূর্বের সেই জ্ঞানে যথেষ্টই ভরপুর থাকে। কিন্তু বাবা বলছেন- রোজই কত গুহা-গুহা কথা শোনানো হয় তোমাদের। সেগুলি শুধু শুনলেই চলবে না, তা ধারণও করতে হবে। ধারণা না হলে তো কাঁচাই থেকে যাবে জ্ঞানে। অনেক বাচ্চাই এই জ্ঞানের পয়েন্টগুলিকে বিচার সাগর মন্ডন করে খুব সুন্দর সুন্দর পয়েন্ট-ও বের করে, তা আবার বাবাকে শোনায়। বাবা তা শুনে আবার অন্যদেরকেও অর্থাৎ যে যেই স্তরের বাচ্চা তাদেরকে তেমন করে তা শোনান। সেবাধারী বাচ্চারা এমন এমন পয়েন্ট-ও শোনায়, যা বাবা শোনাননি কখনো। যেহেতু সর্বদাই তারা সেবার মধ্যেই নিয়োজিত থাকে। এছাড়া ম্যাগাজিন-গুলিতেও অনেক ভাল ভাল পয়েন্টও থাকে।

বাচ্চারা, ধীরে ধীরে এইভাবেই তোমরা নতুন বিশ্বের মালিক হয়ে ওঠো। বাবা তোমাদেরকে কত উচ্চ স্তরের গড়ে তোলেন। তা নিয়ে আবার গীত-ও রচিত হয়েছে, সমগ্র বিশ্বের নিয়ন্ত্রণ থাকবে তোমাদের হাতেই। যা অন্যেরা আর কেড়ে নিতে পারবে না। লক্ষ্মী-নারায়ণ যেমন ছিলেন সমগ্র বিশ্বের মালিক। তাদেরকেও তো এই বাবা-ই এই বিশেষ জ্ঞানের পার্শে তেমন করে গড়ে তুলছিলেন। উদাহরণে একথাও জানাতে পারো তোমরা, কি করে সেই রাজ্য-পাটের অধিকারী হয়েছিল তারা। এসব কিন্তু মন্দিরের পূজারীরাও কিছুই জানে না, যা তোমরা জানো। অতএব তোমাদের নিজের মনে কতই না খুশীর জোয়ার বইতে থাকে। এটাও তোমাদের বোঝাতে হবে - ঈশ্বর মোটেই সর্বব্যাপী নয়। বর্তমান সময়কালে সর্বব্যাপী হলো ৫-বিকার। যে বিকার প্রত্যেকেরই মধ্যে কম-বেশী আছে। এই বিকারগুলিকেই বলা হয় মায়ার ৫-ভুত। সেই মায়ার-ই সর্বব্যাপী বিরাজিত। অথচ লোকেরা বলে যে ঈশ্বর বিরাজ করছেন সর্বত্র। এটাই সবচেয়ে বড় ভুল। আচ্ছা, কি করে ঈশ্বর সর্বব্যাপী হতে পারে? উনি তো অসীম জগতের অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রদান ও কাঁটাকে ফুলে পরিণত করার কর্ম-কর্তব্যেই ব্যস্ত থাকেন। এইভাবে বোঝানোর অভ্যাসে অভ্যাসী হতে হবে কিন্তু বাচ্চাদেরকে অর্থাৎ বি.কে.-দেরকে। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা পরমাত্মা ঐনার আত্মারূপী বাচ্চাদের জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) যখন কেউ কোনও প্রকারের অশান্তি ছড়াচ্ছে বা জ্বালাতন করছে, তোমাকে তখন শান্ত থাকতে হবে। তাকে বোঝাবার পরেও যদি তাকে কোনও পরিবর্তনে না আনতে পারো, তখন ভাববে তা তারই ভাগ্য। যেহেতু এখন রাজধানী স্থাপনের কাজ চলছে।

২) বিচার সাগর মন্ডন করে এই বিশেষ জ্ঞানের নতুন নতুন পয়েন্ট বের করার সেবা করতে হবে। রোজকার মুরলীতে বাবা যেসব গুহা গুহা কথাগুলি শোনান, তা যেন কখনো মিস্ (বাদ) করবে না।

বরদান :- সময়ের সাথে সাথে প্রতিটি শক্তির অনুভবকে বাস্তব স্বরূপে এনে মাস্টার সর্বশক্তিমান ভব

ব্যখ্যা :- এক্ষেত্রে মাস্টার শব্দটির প্রকৃত অর্থ হলো, যে শক্তিকে যে সময়ে আহ্বান করবে, সেই শক্তিকে ঠিক সেই সময়েই যেন বাস্তব স্বরূপে অনুভব করতে পারো। হুকুম করলে আর হাজির

হলো। তবে এমনটা যেন না হয় যে, সহনশক্তিকে হুকুম করলে কিন্তু এলো মোকাবিলা (সামনা) করার শক্তি - এমনটা হলে তাকে মাস্টার বলা যাবে না। অতএব ট্রায়াল (যাচাই) করে দেখো, যখন যে শক্তি আবশ্যিক, সেই সময়কালে ঠিক সেই শক্তি-ই কার্যে সহায়তা করছে কি না? এতে এক সেকেন্ডের পার্থক্য হলেও, বিজয়ের পরিবর্তে তা পরাজয়ে পরিণত হবে।

স্লোগান :- বুদ্ধিতে যেমন ঔশ্বরীয় নেশা থাকবে, কর্মেও ঠিক তেমনই নম্রতা থাকবে ।

সর্বোত্তম স্নেহ, সম্বন্ধ আর সেবা

আজ বাপদাদা সব বাচ্চার স্নেহ উপহার দেখছেন। প্রত্যেক বাচ্চার স্নেহসম্পন্ন স্মরণের উপহার বিভিন্ন ধরনের ছিল। এক বাপদাদা অনেক বাচ্চার থেকে বিপুল সংখ্যক উপহার পেয়েছেন। এইরকম উপহার আর এত উপহার বিশ্বে কেউ পেতে পারে না। এগুলোই ছিল হৃদয়ের উপটোকন দিলারামের জন্য। সকল মানব আত্মা স্থূল উপহার দেয়, কিন্তু সঙ্গমযুগে বিচিত্র বাবা আর বিচিত্র উপহার। তাইতো বাপদাদা সবার স্নেহ-উপহার দেখে উৎফুল্ল হয়েছেন। এমন কোনো বাচ্চা ছিল না যার উপহার বাবার কাছে পৌঁছায়নি। সেইসব অবশ্যই বিভিন্ন মূল্যের ছিল। কারও ছিল বহু মূল্যের, কারও কম। সর্ব সম্বন্ধে যতটা অটুট স্নেহ ছিল, উপহার ছিল ততটাই ভ্যালুয়েবল। নম্বরানুক্রমিক স্নেহ এবং সম্বন্ধের আধারে প্রতিটা উপহার ছিল হৃদয়ের। উভয় বাবাই নম্বরানুক্রমিক মূল্যবান উপহারের মালা বানাচ্ছিলেন এবং মালা দেখে চেক করছিলেন, বিশেষ কোন বিষয়ের জন্য মূল্যের তারতম্য! তাহলে, তারা কি দেখলেন? সকলের স্নেহ আছে, সকলের সম্বন্ধ আছে, সবাই সেবা করে, কিন্তু স্নেহের ক্ষেত্রে আদি থেকে এখন পর্যন্ত সঙ্কল্প দ্বারা বা স্বপ্নেও অন্য কোন ব্যক্তি বা বৈভবের দিকে বুদ্ধি আকৃষ্ট হয়নি। এক বাবার একরস অটুট স্নেহে সদা সমাহিত হয়ে আছি। সদা স্নেহের অনুভবের সাগরে এমনভাবে ডুবে আছি যে সেই সংসার ব্যতীত - অসীম স্নেহের আকাশ এবং অসীম অনুভবের সাগর ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি বা বস্তুও দেখতে তোমরা অপারগ। এই আকাশ এবং সাগর ব্যতীত অন্য আকর্ষণ হতে দিও না। এইভাবেই অটুট স্নেহের উপহারগুলো নম্বরানুক্রমে ভ্যালুয়েবল ছিল। যাই হোক, যত বছর অতিক্রান্ত হয়েছে, ততো বছরের স্নেহের ভ্যালু অটোমেটিক জমা হতে থাকে এবং ততটা ভ্যালুর উপহার বাপদাদার সামনে প্রত্যক্ষ হয়েছে। তিনটে বিষয়ের বিশেষত্ব বাপদাদা সবার মধ্যে দেখেছেন -

১) অটুট স্নেহ - স্নেহ তোমাদের হৃদয়ের নাকি সময় অনুযায়ী আবশ্যিকতার কারণে, নাকি নিজস্ব স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে? এটা তো স্নেহ নয়! ২) তোমাদের স্নেহ সদা তোমাদের স্বরূপে ইমার্জ হয়ে আছে নাকি সময় অনুযায়ী বাকি সময়ে মার্জ হয়ে থাকে? ৩) স্নেহ কি শুধুই মন খুশি করার জন্য নাকি হৃদয়ের গভীর স্নেহ? বাবা স্নেহ বিষয়ে এই সবই চেক করেছেন।

২) সম্বন্ধে - প্রথমতঃ, সর্ব সম্বন্ধ আছে নাকি কোন কোন বিশেষ সম্বন্ধ আছে? একটাও সম্বন্ধের অনুভূতি যদি কম হয় তবে তোমরা সম্পন্ন হয়ে ওঠায় কিছু অভাব রয়েছে এবং সময় সময়ে অনুপস্থিত সেই সম্বন্ধ তোমাদের নিজের দিকে আকর্ষণ করে। যেমন, বাবা শিক্ষক সদগুরু এই বিশেষ সম্বন্ধ তো তোমরা জুড়ে নিয়েছ, কিন্তু ছোট নাতিপুত্রের সম্বন্ধে তাঁকে জুড়তে না পারলে তবে সেই সম্বন্ধও এর নিজের দিকে তোমাকে আকর্ষণ করবে। সুতরাং সম্বন্ধ অনুযায়ী সর্ব সম্বন্ধ আছে তোমাদের?

দ্বিতীয়তঃ, বাবার সঙ্গে সর্ব সম্বন্ধ শতকরা একশ' ভাগ আছে নাকি কোন সম্বন্ধ শতকরা ১০০ ভাগ, কোন সম্বন্ধ ৫০ ভাগ, নাকি নম্বর অনুক্রমে? সম্বন্ধ ফুল (পূর্ণ) পার্সেন্টেজে আছে নাকি আংশিক অলৌকিক আর আংশিক লৌকিক?

তৃতীয়তঃ, সর্ব সঙ্কল্পের অনুভূতির অতীন্দ্রিয় (রহানী) রস সদা অনুভব করেছ নাকি যখন আবশ্যকতা হয় শুধু তখনই অনুভব কর ? সদা সর্ব সঙ্কল্পের রস আহরণকারী নাকি শুধুই কখনো কখনো ?

৩) সেবাতে - সেবায় বিশেষভাবে বাবা কি চেক করেছেন ? প্রথমতঃ, যা স্থূল চেকিং - মন, বাণী, কর্ম বা তন-মন-ধন সব ধরনের সেবার খাতায় তোমাদের জমা হয়েছে কিনা ! দ্বিতীয়তঃ, তন-মন-ধন, মন-বাণী-কর্ম এই ছয় বিষয়ে তোমাদের পক্ষে যতটা করা সম্ভব ততটা করেছ নাকি যতটা করতে পার, ততটা না করে যথাশক্তি স্থিতি অনুযায়ী করেছ ? আজ স্থিতি খুব ভালো, সুতরাং আজ সেবার পার্সেন্টেজও ভালো, পরের দিন কারণে অকারণে স্থিতি দুর্বল তো সেবার পার্সেন্টেজও দুর্বল । যতটা হওয়া উচিত ছিল এটা ততটা হয়নি । এই কারণের জন্য তোমাদের যোগ্যতা অনুসারে তোমরা নশ্বরানুক্রমিক হয়ে যাও ।

তৃতীয়তঃ, তোমরা বাবার থেকে জ্ঞানের ভান্ডার, শক্তির ভান্ডার, গুণের ভান্ডার, খুশির ভান্ডার, শ্রেষ্ঠ সময়ের ভান্ডার, শুদ্ধ সঙ্কল্পের ভান্ডার পেয়েছ, সেই সব ভান্ডার দ্বারা তোমরা সেবা করেছ নাকি কিছু ভান্ডার দ্বারাই সেবা করেছ ? সব ভান্ডারের মধ্যে থেকে যদি একটা ভান্ডারেরও সেবা কম কর অথবা উদারচিত্তে ভান্ডার কার্যে ব্যবহার না কর অর্থাৎ যদি কৃপণবৎ করে অল্পবিস্তর ব্যবহার কর তবে রেজাল্টে সেটারও তারতম্য ঘটবে ।

চতুর্থতঃ, অন্তর থেকে করেছ নাকি ডিউটি হিসেবে করেছ ? সেবায় তোমরা চিরপ্রবাহিনী গঙ্গা নাকি কখনো বইছ আর কখনো থেমে যাচ্ছ ?

মুড হলে সেবা করলে, আর মুড নেই তো সেবাও নেই ! এইরকম স্থির জলাশয় নও তো !

এইভাবে বাবা এই তিন বিষয় অনুযায়ী ভ্যালু চেক করেছেন । সুতরাং এইভাবে বিধিপূর্বক তোমরা প্রত্যেকে নিজেকে নিজে চেক কর । আর এই নতুন বছরে এই দৃঢ় সঙ্কল্প কর, অল্পবিস্তর যা ফাঁক আছে তা সদাসর্বদার জন্য পূরণ করে সম্পন্ন হয়ে নাস্তার ওয়ান মূল্যবান উপহার বাবার সামনে উপস্থাপিত করবে । কিভাবে চেক করতে হয় তারপরে চেক করতে হয়, তোমরা তা জানো, তাই না ? রেজাল্ট অনুযায়ী এখন কোন না কোন বিষয়ে তোমাদের মেজরিটি যোগ্যতা অনুসারে কাজ করছে । সম্পন্ন শক্তির প্রতিমূর্তি হওনি, সেইজন্য এখন অতীতকে অতীত হতে দাও আর বর্তমান আর ভবিষ্যৎকে সম্পন্ন এবং শক্তিশালী বানাও ।

তোমাদের কাছেও যখন উপহার জমা হয় তোমরাও চেক কর কোনটা কোনটা ভ্যালুয়েবল । বাপদাদাও বাচ্চাদের সেই একই খেলা খেলছিলেন । উপহার তো প্রচুর ছিল । প্রত্যেকে তোমরা নিজেদের যোগ্যতা অনুযায়ী উৎসাহ-উদ্দীপনায় ভরা সবচেয়ে ভালো সঙ্কল্প, শক্তিশালী সঙ্কল্প করেছ বাবার সামনে । এখন শুধু যথাশক্তি অনুযায়ী হওয়ার পরিবর্তে সদা শক্তিশালী হওয়া - এটা পরিবর্তন করতে হবে । বুঝেছ তোমরা ? আচ্ছা !

যারা সদা স্নেহী - হৃদয় থেকে স্নেহী, সর্ব সঙ্কল্পে স্নেহী, আধ্যাত্মিক রসের অনুভাবী আত্মা, সর্ব ভান্ডারের দ্বারা যারা শক্তিশালী, সদা সেবাধারী, সকল বিষয়ে নিজেদের যোগ্যতাকে সদা শক্তিশালী

হওয়াতে পরিবর্তন করে, সেই বিশেষ স্নেহী এবং নিকটস্থ সম্বন্ধযুক্ত আত্মাদের বাপদাদার স্মরণ- স্নেহ এবং নমস্কার ।

দাদী জানকী জী'র সাথে - মধুবনের অলঙ্করণ মধুবনে পৌঁছে গেছে । সুস্বাগত ! তুমি বাপদাদা আর মধুবনের শোভা, বিশেষ অলঙ্করণ দিয়ে কি হয় ? ঝলমল করে, তাই না ! তাইতো বাপদাদা আর মধুবন বিশেষ শোভা দেখে উৎফুল্ল হচ্ছেন । বিশেষ সেবায় তুমি বাবার স্নেহ আর সম্বন্ধ প্রত্যক্ষ করেছ এবং এই বিশেষ সেবা সকলের হৃদয় কাছাকাছি নিয়ে আসবে । রেজাল্ট তো সবসময়ই ভালো । তবুও সময়- সময়ের নিজস্ব বিশেষত্বের রেজাল্ট হয় তো তুমি নিজের স্নেহময়ী চেহারা ও নয়ন দ্বারা বাবার স্নেহ প্রত্যক্ষীভূত হওয়ার এই বিশেষ সেবা করেছ । তাদের জ্ঞানের শ্রোতা বানানো কোন বড় ব্যাপার নয়, কিন্তু স্নেহী বানানো, এটা বিশেষ সেবা । যা তুমি সদা করতে থাকবে । তুমি কত প্রজাপতি দেখেছ, বহিঃস্থায়ী নিজেদের সমর্পণ করার ইচ্ছা রাখে এমন কত পতঙ্গ দেখেছ ! এখন নয়ন দ্বারা সকল পতঙ্গকে বহিঃ দিকে আসতে ইশারা করার সময় । তারা ইশারা পাবে আর অনুসরণ করতে থাকবে । তারা সেখানে উড়তে উড়তে পৌঁছে যাবে । সুতরাং এই বিশেষ সেবা আবশ্যকও বটে আর এই সেবা তুমি করেছও । এটা রেজাল্ট, তাই না ? এটা ভালো প্রতি পদে অনেক আত্মার সেবা মিশে আছে, তুমি কত পদক্ষেপ নিয়েছ ? তুমি যত কদম উঠিয়েছ তত আত্মারই সেবা হয়েছে অর্থাৎ তত আত্মারই উন্নতিবিধান করেছ । তোমার সফর ভালো ছিল । তাদেরও উৎসাহ- উদ্দীপনার সীজন এখন । যা হয় তা' সর্বাপেক্ষা ভালো । বাবার সুনিপুণ বাচ্চাদের প্রতিটা কর্মের রেখা থেকে অনেক আত্মার কর্ম-রেখা বদল হয় । সুতরাং তোমাদের প্রতিটা কর্মরেখা দ্বারা অনেক আত্মার ভবিষ্যৎ-রেখা সৃষ্টি করেছ । অনুসরণ করা অর্থাৎ তাদের ভাগ্যরেখা টানা । সুতরাং, তোমরা যেখানেই যাও নিজেদের কর্মের কলম দিয়ে অনেকের জন্য ভাগ্যের রেখা টানতে থাক । সুতরাং কদম অর্থাৎ সুনিপুণ বাচ্চাদের কর্মই ভাগ্যরেখা টানার সেবার নিমিত্ত হয় । অতএব, এখন বাকী লাস্ট জবাব, "ইনিই তিনি, ইনিই তিনি" ! যাঁকে খুঁজে বেড়িয়েছি ইনি সেই তিনি । এখন তারা বিস্মিত - ইনিই সেই নাকি উনি ! যাই হোক, শুধু একই আওয়াজ বের হতে দাও, ইনিই সেই । সেই সময় এখন নিকটবর্তী । তাদের ভাগ্যরেখা বাড়তে বাড়তে তাদের বুদ্ধি এই যে সামান্য তালাবন্ধ হয়ে আছে তা' খুলে যাবে । চাবি লাগানো হয়েছে, তাদের তালা সামান্য খুলেও গেছে, কিন্তু তারা এখনও কিছুটা আটকে আছে, সেই দিনও আসবে ।

টিচারদের সাথে বাপদাদা- টিচার্স অর্থাৎ সদা সম্পন্ন । সুতরাং তোমরা সম্পন্নতার অনুভূতি কর, তাই না ! নিজে সর্ব ভান্ডারে সম্পন্ন হলে তবে অন্যদের সেবা করতে পারবে । নিজের মধ্যে সম্পন্নতা না থাকলে অন্যকে কি দেবে ! সেবাধারীর অর্থই হলো, সর্ব খাজানায় সম্পন্ন । তোমাদের সদা সম্পন্ন হওয়ার নেশা আর খুশি থাকে । কোন একটা ভান্ডারেরও অভাব নেই । শক্তি আছে, গুণ নেই । গুণ আছে, শক্তি নেই - এমন নয়, সকল ভাগ্যের তোমরা সম্পন্ন । যখন যে শক্তি প্রয়োজন, সেই শক্তিকে আহ্বান কর, আর শক্তিস্বরূপ হয়ে যাওয়া - একেই বলা হয় সম্পন্নতা । তোমরা কি এইরকম ? যারা স্মরণ আর সেবার ব্যালেন্স বজায় রাখে - এমন নয়, কখনো স্মরণ বেশি, কখনো সেবা বেশি - যখন এই দু'টোতেই সমান হও, ব্যালেন্স বজায় থাকে, তখনই তোমরা সম্পন্নতার রেসিংসের অধিকারী হও । তোমরা কি এইরকম সেবাধারী ? কি লক্ষ্য রেখেছ তোমরা ? সর্ব খাজানায় সম্পন্ন, একটা গুণও কম হলে সম্পন্নতা হয় না । একটাও শক্তির অভাব হলে তখনও সম্পন্ন বলা হবে না । সদা সম্পন্ন এবং সবকিছুতে সম্পন্ন হওয়া উচিত । এইরূপ সকলকে বলা হয় যোগ্য সেবাধারী । বুঝেছ ?

প্রতি পদে সম্পন্ন হও । এইরকম অনুভাবী আত্মা অনুভবের অথরিটি । সদা বাবার সাহচর্যের অনুভব কর ।

কুমারীদের সাথে বাপদাদা- তোমরা সদা লাকি কুমারী, তাই না ! সদা নিজের ভাগ্যনক্ষত্রকে ললাটভাগে ঝলমলে অনুভব কর ? মস্তক মধ্যে ভাগ্য নক্ষত্র ঝলমল করছে নাকি ঝলমলে হতে চলেছে ? বাবার হওয়া অর্থাৎ নক্ষত্র প্রভামন্ডিত হওয়া । তবে এমন হয়েছে তোমরা নাকি এখনও সওদা করার জন্য ভাবছ ? তোমরা ভাবনাতেই আছ নাকি অভ্যাসে পরিণত করছ ? কেউ যদি তোমাদের সওদা বাতিল করার চেষ্টা করে, তা' কি বাতিল হয়ে যায় ? বাবার সাথে সওদা করে আবার যদি অন্য সওদা কর তবে কি হবে ? সেক্ষেত্রে তোমার ভাগ্যকে দেখতে হবে । কেউ লাখপতির হয়ে গরীবের হয় না । কোনো গরীব বিত্তবানের হতে পারে, বিত্তবান গরীব হবে না । বাবার হওয়ার পরে তোমাদের সঞ্চয়ও অন্য কোনো কিছুতে আকৃষ্ট হতে পারে না - এইরকম দৃঢ়চেতা হয়েছে ? তোমরা যতটাই সঙ্গ্বে থাকবে, রঙ ততটাই পাকা হবে । যদি সঙ্গই দুর্বল হয়, তবে রঙও কাঁচাই হবে । অতএব, পঠন-পাঠন এবং সেবা উভয় সঙ্গই প্রয়োজন, তখনই তোমরা সদাসর্বদা পাকা এবং অনড় থাকবে, চঞ্চলতা আসবে না । তোমাদের পাকা রঙ হলে কতো হ্যান্ডসের সাথে কতো সেন্টার খুলতে পারে, কারণ কুমারীরা হয়ই নির্বন্ধন । অন্যদের বন্ধনও তোমরা শেষ করবে, তাই না ? তোমরা সদা বাবার সাথে পাকা সওদা কর । যখন তোমাদের সাহস থাকে তোমরা বাবার সহায়তা লাভ কর, যদি সাহসের অভাব হয়, সহায়তাও কম প্রাপ্ত কর । আত্মা - ওম্ শান্তি ।

বরদান:- পরমাত্ম স্নেহাদর প্রাপ্ত করে এখনে তথা ভবিষ্যতের রাজ-দুলাল ভব সঙ্গমযুগে তোমরা ভাগ্যবান বাচ্চারাই দিলারামের স্নেহের পাত্র । পরমাত্ম এই স্নেহাদর কোটির মধ্যে কিছু আত্মাদেরই প্রাপ্ত হয় । এই দিব্য স্নেহ-মমতায় তোমরা রাজ-আদৃত দুলাল হও । রাজ-দুলাল অর্থাৎ এখনও রাজা ভবিষ্যতেরও রাজা । ভবিষ্যতেরও আগে এখন স্বরাজ্য অধিকারী হয়ে গেছ । যেমন ভবিষ্যৎ রাজ্যের মহিমা এক রাজ্য, এক ধর্ম, ঠিক তেমনই এখন সর্ব কর্মেন্দ্রিয়ের ওপরে আত্মার একচ্ছত্র রাজত্ব ।

স্নোগান:- যারা নিজের চেহারার মাধ্যমে বাবার চরিত্র প্রদর্শন করে তারাই পরমাত্ম স্নেহী হয় ।

সূচনা:- আজ মাসের তৃতীয় রবিবার, সবাই সংগঠিতরূপে সন্ধ্যা ৬:৩০ থেকে ৭:৩০ পর্যন্ত অন্তর্রাষ্ট্রীয় যোগে সম্মিলিত হয়ে, বীজরূপ বাবার সাথে নিজের পূর্বজ স্বরূপের স্মৃতিতে স্থিত থেকে সম্পূর্ণ বৃক্ষকে স্নেহ আর শক্তির সকাশ দেওয়ার সেবা করুন । সারাদিনে "আমি পূর্বজ আত্মা" এই স্বমানে থাকার অভ্যাস করবেন ।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- ভাই-বোনের পরিচয় বোধ থেকেও বের হয়ে একে অপরকে ভাই-ভাই নিশ্চয় করো তাহলে সিভিল আই (সাম্য দৃষ্টি) হয়ে যাবে, আত্মা যখন সিভিল-আইন্ড হয় তখন কর্মাজীত হতে পারে"

প্রশ্ন :- নিজের অবগুণ দূর করতে কোন্ যুক্তিটি অবলম্বন করা উচিত ?

উত্তর :- নিজের চরিত্রের রেজিস্টার রাখো। তাতে রোজকার পোতামেল অর্থাৎ কর্মের চার্ট নোট করো। রেজিস্টার রাখলে নিজের অবগুণ গুলি সহজেই বের করতে পারবে। অবগুণ দূর করতে করতে সেই অবস্থায় পৌঁছাতে হবে যখন একমাত্র বাবা ব্যতীত কেউ স্মরণে থাকবে না। কোনও পুরানো বস্তুর প্রতি আকর্ষণ থাকবে না। অন্তরে কোনো কিছুর চাহিদা থাকবে না।

ওম্ শান্তি । এক হল মানব বুদ্ধি, দ্বিতীয় হল ঈশ্বরীয় বুদ্ধি, তারপরে হবে দৈব বুদ্ধি। মানব বুদ্ধি হল অসুরী বুদ্ধি। ক্রিমিনাল আইন্ড (বিকর্ষী দৃষ্টি) কিনা। এক হয় সিভিল আইন্ড, দ্বিতীয় হল ক্রিমিনাল-আইন্ড। দেবতারা হলেন ভাইসলেস অর্থাৎ পবিত্র, সিভিল আইন্ড এবং এইখানে কলিযুগী মানুষ হল ভিসাস অর্থাৎ অপবিত্র ক্রিমিনাল-আইন্ড। তাদের চিন্তন ইত্যাদি অপবিত্র হবে। ক্রিমিনাল-আইন্ড মানুষ রাবণের জেলে বাস করে। রাবণ রাজ্যে সবাই হল ক্রিমিনাল আইন্ড, একজনও সিভিল আইন্ড নেই। এখন তোমরা হলে পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগে। এখন বাবা তোমাদের ক্রিমিনাল-আইন্ড থেকে পরিবর্তন করে সিভিল-আইন্ড বানাচ্ছেন। ক্রিমিনাল-আইন্ড অনেক প্রকারের হয় - কেউ সেমি, কেউ আবার অন্যরকম। যখন সিভিল আইন্ড হয়ে যাবে তখন কর্মাজীত অবস্থা হবে তখন ব্রাদারলি আইন্ড অর্থাৎ ভাই-ভাইয়ের দৃষ্টি হয়ে যাবে। আত্মা, আত্মার দর্শন করে, শরীর তো থাকেই না, তাহলে ক্রিমিনাল-আইন্ড হবে কিভাবে ! ভাই বাবা বলেন নিজেদেরকে ভাই-বোনের পরিচয় বোধ থেকেও বের করো। একে অপরকে ভাই-ভাই নিশ্চয় করো। এই কথাটিও খুব গুহ্য। কখনও কারো বুদ্ধিতে আসবে না। সিভিল-আইন্ড কথাটির অর্থ কারো বুদ্ধিতে আসতে পারে না। যদি এসে যায় তাহলে তো উঁচু পদের অধিকারী হবে। বাবা বোঝান নিজে থেকে আত্মা নিশ্চয় করো, শরীরের কথা ভুলতে হবে। এই শরীর টিও ত্যাগ করতে হবে বাবার স্মরণে। আমি আত্মা বাবার কাছে যাই। দেহ অভিমান ত্যাগ করে পবিত্র স্বরূপ প্রদানকারী বাবার স্মরণেই এই শরীর ত্যাগ করতে হবে। ক্রিমিনাল-আইন্ড হলে অন্তরে নিশ্চয়ই অনুতাপ হবে। লক্ষ্য খুবই উঁচুতে। বাচ্চারা যতই ভালো হোক তবুও একটু আধটু দোষ ত্রুটি তো নিশ্চয়ই হয় কারণ মায়া আছে তাইনা। কর্মাজীত তো কেউ হতে পারে না। কর্মা জীত অবস্থা শেষে প্রাপ্ত করবে তখন সিভিল-আইন্ড হতে পারবে। তখন সেই আত্মিক ভ্রাতৃ প্রেম (রুহানী ব্রাদারলি লাভ) থাকে। রুহানী ব্রাদারলি লাভ থাকলে ভালো, তাহলে দৃষ্টি ক্রিমিনাল হয় না, ফলে উঁচু পদের অধিকারী হতে পারে। বাবা মুখ্য উদ্দেশ্যটি সম্পূর্ণ ভাবে বলে দেন। বাচ্চারা বুঝতে পারে আমাদের মধ্যে এই এই অবগুণ আছে। রেজিস্টার রাখলে অবগুণের জ্ঞান থাকবে। কেউ রেজিস্টার না রেখেও শুধরে যাবে, এমনও হতে পারে। কিন্তু যারা কাঁচা তাদের অবশ্যই রেজিস্টার রাখা উচিত। কাঁচা তো অনেকেই, কেউ তো লিখতেও জানে না। অবস্থা তোমাদের এমন হওয়া উচিত যে অন্য কেউ যেন স্মরণে না আসে। আমরা আত্মারা দেহ ছাড়াই আসি, এখন অশরীরী স্বরূপে ফিরতে হবে। এই নিয়ে একটি কাহিনী আছে - সে বলল তোমরা লাঠি হাতে নিও না, নইলে শেষ সময়ে লাঠির কথাও স্মরণে

আসবে। কোনো জিনিসে মায়া রাখবে না। অনেকের পুরানো জিনিসের প্রতি মায়া থাকে। যেন কিছু স্মরণে না আসে একমাত্র বাবা ছাড়া। এই লক্ষ্য কতখানিই উঁচু। কোথায় পাথর রূপী শিবের ভক্তি আর কোথায় শিববাবাকে স্মরণ করা। চাওয়ার ইচ্ছা থাকা উচিত নয়। প্রত্যেককে কমপক্ষে ৬ ঘন্টা সার্ভিস অবশ্যই করা উচিত। যদিও গভর্নমেন্টের সার্ভিস ৮ ঘন্টার হয় কিন্তু পাণ্ডব গভর্নমেন্টের সার্ভিস মিনিমাম ৫-৬ ঘন্টা অবশ্যই করে। পতিত মানুষ কখনও বাবাকে স্মরণ করতে পারবে না। সত্যযুগ হল পবিত্র দুনিয়া (ভাইসলেস ওয়ার্ল্ড)। দেবী-দেবতাদের মহিমা গাওয়া হয় - সর্বগুণ সম্পন্ন, ১৬ কলা সম্পূর্ণ, সম্পূর্ণ নির্বিকারী.....। বাচ্চারা তোমাদের অবস্থা উপরাম থাকা উচিত। কোনও পুরানো ছিঃ ছিঃ বস্তুর প্রতি মায়া থাকা উচিত নয়। শরীরের প্রতিও যেন আকর্ষণ না থাকে, এতখানি যোগী স্বরূপ হতে হবে। যখন সত্য প্রকৃত যোগী হবে তখন সর্বদা ফ্রেশ থাকবে। তোমরা যত সতোপ্রধান হতে থাকবে, খুশীর পারদ ততই উর্ধ্ব থাকবে। ৫ হাজার বছর পূর্বেও এমন খুশীর অনুভূতি ছিল। সত্যযুগেও সেই খুশীর অনুভূতি থাকবে। এখানেও খুশীতে থাকবে তারপরে এই খুশী সঙ্গে নিয়ে যাবে। অন্তিম কালে যেমন মতি তেমন গতি বলা হয়। এখন আছে মত, তারপরে স্বর্গে গতি থাকবে। এইরূপ বিচার সাগর মন্থন করতে হয়।

বাবা তো হলেন দুঃখ হর্তা (হরণকারী), সুখ কর্তা (সুখ প্রদানকারী)। তোমরা বলো আমরা বাবার সন্তান, তাই কাউকে দুঃখ দেওয়া উচিত নয়। সবাইকে সুখের রাস্তা বলা উচিত। যদি সুখ দান না কর তাহলে নিশ্চিত দুঃখ দেবে। এ হল পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগ, যখন তোমরা পুরুষার্থ কর সতোপ্রধান হওয়ার জন্যে। পুরুষার্থীও হয় নম্বর অনুসারে। বাচ্চারা যখন সার্ভিস করে তখন বাবা তাদের মহিমা বর্ণনা করেন যে, অমুক আত্মা রূপী বাচ্চা হল যোগী। যারা সার্ভিসেবল বাচ্চা, তারা ভাইসলেস লাইফে আছে। যে আত্মাদের একটুও বিকল্প আসে না তারা শেষ সময়ে কর্মাভীত অবস্থা প্রাপ্ত করবে। তোমরা ব্রাহ্মণরাই সিভিল-আইন্ড হচ্ছ। মানুষকে কখনও দেবতা বলা যাবে না। যারা ক্রিমিনাল-আইন্ড হবে তারা নিশ্চয়ই পাপ কর্ম করবে। সত্যযুগী দুনিয়া হল পবিত্র দুনিয়া। এটা হল পতিত দুনিয়া। এর অর্থও তারা বোঝে না। যখন ব্রাহ্মণ হয় তখন বুঝতে পারে। তারা বলে জ্ঞান তো খুবই ভালো, যখন সময় পাব তখন আসব। বাবা বোঝেন কখনোই আসবে না। এইরূপ বাবার অপমান করা হল। তিনি মানুষ থেকে দেবতা করেন, অতএব অবিলম্বে জ্ঞান অর্জন করা উচিত, তাইনা। আগামী কালের অপেক্ষায় থাকলে মায়া নাক দিয়ে ধরে নর্দমায় ফেলে দেবে অর্থাৎ পতিত বানাবে। কাল-কাল করতে করতে কাল খেয়ে নেবে অর্থাৎ মৃত্যু হবে। শুভ কাজে দেরি করা উচিত নয়। কাল রূপী মৃত্যু তো মাথার কাছে দাঁড়িয়ে আছে। অনেক মানুষ হঠাৎ মারা যায়। এখনই বম্ব পড়লে কত মানুষ মারা যাবে! ভূমিকম্প হয়, তো আগে থেকেই বোঝা যায় কি। ড্রামা অনুযায়ী ন্যাচারাল ক্যালামিটিজ হবেই, যা কেউ জানতে পারে না। অনেক ক্ষতি হয়। তখন গভর্নমেন্ট রেলের ভাড়া ইত্যাদি বাড়িয়ে দেয়। মানুষকে তো যেতেই হয়। চিন্তা করতে থাকে - কীভাবে আমদানি বৃদ্ধি করা যায় যাতে মানুষ দিতে পারে। আনাজের দাম কত বেড়ে গেছে। অতএব বাবা বসে বোঝাচ্ছেন - সিভিল-আইন্ডকে বলা হবে পবিত্র আত্মা। এই দুনিয়া তো হল ক্রিমিনাল-আইন্ড। তোমরা সবাই সিভিল-আইন্ড হচ্ছ। এতেই পরিশ্রম আছে, উঁচু পদের অধিকারী হওয়া মাসির বাড়ি যাওয়ার মতন সরল কাজ নয়। যে যত সিভিল-আইন্ড হবে, ততই উঁচু পদের অধিকারী হবে। তোমরা তো এখানে এসেছ নর থেকে নারায়ণ হতে। কিন্তু যারা সিভিল-আইন্ড হয় না, তারা জ্ঞান অর্জন করতে পারে না। তারা পদ মর্ষাদাও কম প্রাপ্ত করবে। এই সময় সব মানুষের হল ক্রিমিনাল-আইন্ড। সত্যযুগে হয় সিভিল-আইন্ড।

বাবা বোঝান - মিষ্টি বাচ্চারা, তোমরা দেবী-দেবতা স্বর্গের মালিক হতে চাও তো খুব খুব সিভিল-আইন্ড হও। নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে বাবাকে স্মরণ করো, তবে ১০০ শতাংশ সোল কনসাস হতে পারবে। কাউকে এর অর্থ বুঝিয়ে দিতে পারো। সত্যযুগে পাপের কোনও কথা হয় না। দেবতারা হলেন সর্বগুণ সম্পন্ন, সম্পূর্ণ সিভিল-আইন্ড। চন্দ্রবংশীদেরও দুই কলা কম থাকে। চাঁদের আকার শেষের দিকে সরু রেখা রয়ে যায়। একেবারে শূন্য হয়ে যায় না। বলা হবে প্রায় লুপ্ত হয়েছে। মেঘের আড়ালে দেখা যায় না। সেইরকম বাবা বলেন তোমাদের আত্মা রূপী জ্যোতি একেবারে নিভে যায় না, কিছু লাইট তো থাকে। সুপ্রিম ব্যাটারি থেকে তোমরা আবার পাওয়ার নাও। স্বয়ং এসে শেখান যে তোমরা আমার সঙ্গে কিভাবে যোগ যুক্ত হতে পারো। টিচার যখন পড়ান তখন বুদ্ধিযোগ টিচারের সঙ্গে থাকে, তাইনা। টিচারের মতানুযায়ী পড়বে। আমরাও পড়াশোনা করে টিচার বা ব্যারিস্টার হব, এতে কৃপা বা আশীর্বাদ ইত্যাদির কোনও কথা থাকে না। মাথা নোয়ানোর কোনও দরকার নেই। হ্যাঁ, হরি ওম্ বা রাম-রাম বলে অভিবাদন করলে তার উত্তর তো দিতে হয়। এইরূপ ব্যবহার করা অর্থাৎ সম্মান দেওয়া। অহংকার দেখাবে না। তোমরা জানো আমাদের তো এক পিতাকেই স্মরণ করতে হবে। কেউ ভক্তি ছাড়লে ঝামেলা হয়ে যায়। ভক্তি করা ত্যাগ করলে তাকে ঈশ্বরে অবিশ্বাসী বলা হয়। ঈশ্বরে অবিশ্বাসী এই কথাটি তোমাদের ও তাদের বলাতে অনেক পার্থক্য আছে। তোমরা বলা তারা পিতার পরিচয় জানে না, তাই অবিশ্বাসী, অনাথ, তাই সর্বদা লড়াই ঝগড়া করে। প্রতিটি ঘরে অশান্তি। ক্রোধের চিহ্ন হল অশান্তি। স্বর্গে অপার শান্তি আছে। মানুষ বলে ভক্তি করে খুব শান্তি প্রাপ্ত হয়, কিন্তু অল্পকালের জন্য। সদাকালের জন্য শান্তি চাই, তাই না। তোমরা সনাথ থেকে অনাথ হও তখন শান্তি থেকে অশান্তিতে প্রবেশ কর। অসীম জগতের পিতা অসীম সুখের উত্তরাধিকার প্রদান করেন। পার্থিব জগতের পিতার কাছে পার্থিব জগতের সুখের অধিকার প্রাপ্ত হয়। সেসব বাস্তবে হল দুঃখের, কাম রূপী কাটারীর উত্তরাধিকার, যাতে অসীম দুঃখ আছে তাই বাবা বলেন - তোমরা আদি-মধ্য-অন্ত দুঃখ পাও।

বাবা বলেন আমি পতিত পাবন পিতা, আমায় স্মরণ করো, একেই বলা হয় সহজ স্মরণ ও সহজ জ্ঞান, সৃষ্টি চক্রের। তোমরা নিজেদের আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের নিশ্চয় করলে স্বর্গে অবশ্যই আসবে। স্বর্গে সবাই সিভিল-আইন্ড ছিল, দেহ-অভিমানীকে ক্রিমিনাল-আইন্ড বলা হয়। সিভিল-আইন্ড আত্মায় কোনও বিকার থাকে না। বাবা কত সহজ করে বোঝান। কিন্তু বাচ্চাদের এইটুকু স্মরণ থাকে না। কারণ তারা হল এখন ক্রিমিনাল-আইন্ড। তাই ছিঃ ছিঃ পুরানো দুনিয়ার কথাই স্মরণে আসে। বাবা বলেন এই দুনিয়াকে ভুলে যাও। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন গুডমর্নিং। আত্মাদের পিতা ঔনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) এমন যোগী হতে হবে যে শরীরের প্রতি যেন একটুও আকর্ষণ না থাকে। কোনোরকম ছিঃ ছিঃ বস্তুর আসক্তি থাকবে না। অবস্থা এমন উপরাম থাকবে। খুশীর পারদ যেন সদা উর্ধে থাকে।

২) কাল অর্থাৎ মৃত্যু সামনে দাঁড়িয়ে, তাই শুভ কাজে দেরি করবে না। আগামী কালের জন্যে অপেক্ষা করবে না।

বরদান :- রোগ-কনসাস হওয়ার পরিবর্তে খুশীর অনুভব দ্বারা হিসেব নিকাশ মেটাতে সক্ষম সোল কনসাস ভব

ব্যথা: দেহটি তো সবারই পুরানো। প্রত্যেকের ছোট বড় কিছু না কিছু রোগ আছেই। কিন্তু মনে যদি দেহের প্রভাব পড়ে তাহলে ডবল রুগী হয়ে যাবে। তাই মনে কখনো রোগের সঙ্কল্প আসা উচিত নয়, তখন বলা হবে সোল-কনসাস। রোগের সম্মুখীন হয়ে চিন্তিত হবে না। একটু ওষুধ রুগী ফল খেয়ে রোগকে বিদায় দিও। খুশী মনে হিসাব নিকাশ মিটিয়ে নিও।

স্লোগান - প্রতিটি গুণ, প্রতিটি শক্তির অনুভব করা অর্থাৎ অনুভাবী মূর্তি হওয়া ।

"মিষ্টি বাচ্চারা - এই স্মরণেই ব্যাটারী চার্জ হবে, তোমরা শক্তি পাবে, আত্মাও সতোপ্রধান হবে, তাই এই স্মরণের যাত্রায় বিশেষ মনোযোগ দাও"

প্রশ্ন :-- যে বাচ্চাদের প্রেম এক বাবার প্রতিই আছে, তাদের নিদর্শন কি ?

উত্তর :-- ১) যদি এক বাবার প্রতি প্রেম থাকে তাহলে বাবার দৃষ্টি তাকে সবদিক থেকে তৃপ্ত এবং সফল মনোরথ প্রদান করবে। ২) তারা সম্পূর্ণ নষ্টমোহ হবে । ৩) যার এই অসীম জগতের পিতার ভালোবাসা পছন্দ হয়ে গেছে, তারা আর কারোর প্রেমে আটকে থাকতে পারবে না । ৪) তার বুদ্ধি এই মিথ্যা জগতের মিথ্যা মানুষের থেকে ছিন্ন হয়ে যায় । বাবা এখন তোমাদের এমন প্রেম দিচ্ছেন যা অবিনাশী হয়ে যায় । সত্যযুগেও তোমরা নিজেদের মধ্যে খুব প্রেমের সাথে থাকো ।

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা, অসীম জগতের পিতার ভালোবাসা এখন একবার মাত্রই (কেবলমাত্র সঙ্গম যুগে) তোমরা পাও, যে প্রেমকে ভক্তিতেও খুবই স্মরণ করা হয় । বাবা, ব্যস্ তোমার প্রেমই চাই । তুমিই আমাদের মাতা - পিতা -- তুমিই সবকিছু । এই একজনের কাছেই অর্ধেক কল্প ধরে তোমরা ভালোবাসা পাও । তোমার এই আত্মিক প্রেমের মহিমা অপার । বাচ্চারা, বাবাই তোমাদের শান্তিধামের মালিক বানান । এখন তোমরা দুঃখধামে আছো । অশান্তি আর দুঃখে সবাই চিৎকার করে । কারোরই কোনো মালিক নেই, তাই ভক্তিমার্গে মানুষ ডাকতে থাকে কিন্তু সঠিক ভক্তির সময়ও হয় এই অর্ধকল্প ।

এ কথা তো বাচ্চাদের বোঝানো হয়েছে, এমন নয় যে বাবা অন্তর্যামী । বাবার সকলের অন্তরকে জানার দরকারই নেই । তিনি তো থট রিডার । তিনিও এই বিদ্যা শেখেন । এখানে ওইরকম কোনো কথাই নেই । বাবা আসেন, বাবা আর বাচ্চারাই এই অবিনাশী সৃষ্টি রূপী নাটকে সম্পূর্ণ অভিনয় করেন । বাবা জানেন যে, এই সৃষ্টির চক্র কিভাবে ঘোরে । সেখানে বাচ্চারা কীভাবে তাদের ভূমিকা পালন করে । এমন নয় যে তিনি প্রত্যেকেরই ভিতরের খবর জানেন । এ তো আগের রাতেও তোমাদের বোঝানো হয়েছিলো যে, প্রত্যেকের ভিতর তো বিকারই আছে । মানুষ অনেক ছিঃ - ছিঃ হয়ে গেছে । বাবা এসেই তাদের ফুল বানান । বাচ্চারা, বাবার এই প্রেম তোমরা এক বারই পাও, যা অবিনাশী হয়ে যায় । ওখানে তোমরা একে অপরকে খুবই ভালোবাসো । এখন তোমরা মোহজিত হচ্ছে । সত্যযুগী রাজ্যকে মোহজিত রাজা, রানী তথা প্রজার রাজ্য বলা হয় । ওখানে কেউই কখনো কাল্লাকাটি করে না । সেখানে দুঃখের নামও থাকে না । বাচ্চারা তোমরা জানো যে, বরাবর এই ভারতে স্বাস্থ্য, সম্পদ এবং সুখ ছিলো, এখন তা নেই। কারণ এখন রাবণ রাজ্য । এখানে সবাই দুঃখ ভোগ করে, তখন সবাই বাবাকে স্মরণ করে যে, তুমি এসে সুখ - শান্তি দাও, দয়া করো । অসীম জগতের পিতা হলেন দয়ালু । রাবণ হলো নির্দয়, সে দুঃখের রাস্তা তৈরী করে । সব মানুষই সেই দুঃখের পথে চলে । সবথেকে বড় দুঃখ দেয় কাম বিকার। তাই বাবা বলেন - মিষ্টি - মিষ্টি বাচ্চারা, তোমরা এই কাম বিকারকে জয় করো, তাহলেই জগৎজিত হতে পারবে । এই লক্ষ্মী-নারায়ণকে জগৎজিত বলা হবে, তাই না । তোমাদের সামনে এখন লক্ষ্য উপস্থিত । ওরা মন্দিরে যায় কিন্তু তাদের বায়োগ্রাফি কিছুই জানে না । যেমন পুতুল পূজা করে ।

মানুষ দেবীদের পূজা করে, খুব সুন্দর করে সাজিয়ে ভোগ নিবেদন করে কিন্তু সেই দেবীরা তো কিছুই খায় না । ব্রাহ্মণরাই তা খায় । সৃষ্টি করে, পালন করে তারপর বিনাশ করে দেয়, একেই বলা হয় অন্ধশ্রদ্ধা । সত্যযুগে এইসব বিষয় হয় না । এইসব নিয়ম কানুন কলিযুগে হয় । তোমরা প্রথম প্রথম এক শিববাবার পূজা করো, যাকে অব্যাভিচারী সঠিক পূজা বলা হয় । এরপর হয় ব্যাভিচারী পূজা । বাবা শব্দটি বলাতেই পরিবারের সুগন্ধ আসতে থাকে । তোমরাও তো বলা - তুমি আমাদের মাতা - পিতা -- তোমাদের এই জ্ঞান দেওয়ার কৃপাতেই তোমরা অপার সুখ পাও । তোমাদের বুদ্ধিতে যেন স্মরণ থাকে যে, আমরা সর্ব প্রথমে মূলবতনে ছিলাম । ওখান থেকে শরীর ধারণ করে এখানে আসি ভূমিকা পালন করতে । প্রথমদিকে আমরা দৈবী শরীর ধারণ করি অর্থাৎ দেবতা বলা হয় । এরপর ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র বর্ণে আসি এবং ভিন্ন - ভিন্ন ভূমিকা পালন করি । এই কথা তোমরা প্রথমে জানতে না । বাচ্চারা, বাবা এখন এসে তোমাদের আদি - মধ্য এবং অন্তের জ্ঞান দিয়েছেন । তিনি নিজের সম্বন্ধে জ্ঞানও দিয়েছেন যে, আমি এই শরীরে প্রবেশ করি । ইনি এনার ৮৪ জন্মের কথা জানতেন না । তোমরাও তা জানতে না । শ্যামসুন্দরের রহস্য তো বোঝানো হয়েছে । এই শ্রীকৃষ্ণ হলেন নতুন দুনিয়ার প্রথম প্রিন্স আর রাধা হলেন দ্বিতীয় নম্বরে । কিছু বছরের তফাৎ হয় । সৃষ্টির আদিতে এনাকে প্রথম নম্বরে বলা হয়, এরজন্যই কৃষ্ণকে সকলেই ভালোবাসে, এনাকেই শ্যাম আর এনাকেই সুন্দর বলা হয় । স্বর্গে তো সবাই সুন্দরই ছিলো । এখন সেই স্বর্গ কোথায় ! এই চক্র ঘুরতে থাকে । এমন নয় যে সমুদ্রের নীচে চলে যায় । যেমন বলা হয় লঙ্কা, দ্বারকার নীচে চলে গিয়েছিলো । তা নয়, এই চক্র ঘুরতে থাকে । এই চক্রকে জানতে পারলে তোমরা এই বিশ্বের মালিক মহারাজা - মহারানী হয়ে যাও । ওখানে প্রজারাও নিজেদের মালিক মনে করে, তাই না । ওরা বলবে, আমাদের রাজ্য । ভারতবাসী বলবে, আমাদের রাজ্য । ভারত নাম ঠিক, হিন্দুস্থান নাম ভুল । বাস্তবে আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্মই ছিলো কিন্তু ধর্মভ্রষ্ট, কর্মভ্রষ্ট হওয়ার কারণে নিজেদের দেবতা বলতে পারে না । এও এই ড্রামাতেই লিপিবদ্ধ নাহলে বাবা কি করে এসে আবার দেবী i-দেবতা ধর্ম স্থাপন করবেন । পূর্বে তোমরাও এইসব কথা জানতে না, এখন বাবা তোমাদের বুঝিয়ে দিয়েছেন ।

এমন মিষ্টি বাবা, তাঁকেও তোমরা ভুলে যাও । সবথেকে মিষ্টি বাবা, তাই না । বাকি রাবণ রাজ্যে তোমাদের সবাই দুঃখ দেয়, এইজন্যই অসীম জগতের পিতাকে সবাই স্মরণ করে । তাঁর স্মরণে প্রেমের অশ্রু ঝরায় -- হে সাজন, কখন তুমি এসে সজনীদের সঙ্গে মিলিত হবে ? কেননা তোমরা সবাই ভক্তির ছিলে । ভক্তির পতি হলো ভগবান । ভগবান এসে ভক্তির ফল দেন, রাস্তা বলে দেন, আর বোঝান - এ হলো পাঁচ হাজার বছরের খেলা । রচয়িতা আর রচনার আদি, মধ্য আর অন্তকে কোনো মানুষই জানে না । আত্মাদের বাবা এবং আত্মা রূপী বাচ্চারাই তা জানে । অন্য কোনো মানুষও জানে না, এমনকি দেবতারাও জানে না । এই আধ্যাত্মিক পিতাই জানেন । তিনি তাঁর বাচ্চাদের বসে বোঝান । আর কোনো দেহধারীদের কাছেই রচয়িতা আর রচনার আদি - মধ্য এবং অন্তের কোনো জ্ঞান থাকতে পারে না । এই জ্ঞান থাকেই আত্মাদের পিতার কাছে । তাঁকেই জ্ঞান - জ্ঞানেশ্বর বলা হয় । তোমাদের রাজ - রাজেশ্বর বানানোর জন্য জ্ঞান - জ্ঞানেশ্বর জ্ঞান দান করেন তাই একে রাজযোগ বলা হয় । বাকি ওসব হলো হঠযোগ । হঠযোগীদের চিত্রও অনেকই আছে । সন্ন্যাসীরা যখন আসেন, তারা এসে পরে হঠযোগ শেখান । যখন অনেক বৃদ্ধি হয়ে যায় তখনই হঠযোগ আদি শেখানো হয় । বাবা বুঝিয়েছেন যে, আমি আসিই এই সঙ্গম যুগে, আমি এসে রাজধানী স্থাপন করি । স্থাপনা তো এখানেই করবেন, নাকি সত্যযুগে ? সত্যযুগ ইত্যাদিতে তো

রাজত্ব থাকে, তাহলে অবশ্যই এই সপ্তমেই তার স্থাপনা হয় । এখানে কলিযুগে সবাই হলো পূজারী, সত্যযুগে সব হলো পূজ্য । বাবা তাই পূজ্য বানানোর জন্যই আসেন । পূজারী বানায় রাবণ । এইসব তো জানা উচিত, তাই না । এ হলো উঁচুর থেকেও উঁচু পড়া । এই শিক্ষককে কেউই জানে না । উনি সুপ্রীম বাবা, শিক্ষকও আবার সদগুরুও । এ কথা কেউই জানে না । বাবা এসেই নিজের সম্পূর্ণ পরিচয় দেন । নিজে বাচ্চাদের পাঠ দিয়ে সাথে করে নিয়ে যান । অসীম জগতের পিতার এই ভালোবাসা পেলে অন্য কোনো ভালোবাসা আর পছন্দ হয় না । এই সময় এ হলো মিথ্যা খণ্ড । মিথ্যা এই মায়া ---মিথ্যা এই শরীর -- ভারত এখন মিথ্যা খণ্ড, এরপর সত্যযুগে হবে সত্য খণ্ড । ভারতের বিনাশ কখনোই হয় না । এ হলো সবথেকে বড় তীর্থ । যেখানে অসীম জগতের পিতা বসে বাচ্চাদের এই সৃষ্টির আদি - মধ্য এবং অন্তের রহস্য বোঝান আর সকলের সদগতি করেন । এ অনেক বড় তীর্থ । ভারতের মহিমা হলো অপার । তোমরা এও বুঝতে পারো - ভারত হলো এই পৃথিবীর আশ্চর্য । সে হলো মায়ার সাত আশ্চর্য । ঈশ্বরের আশ্চর্য হলো একটাই । বাবা এক, বাবার আশ্চর্যজনক স্বর্গও একটাই । তাকেই হেভেন, প্যারাডাইস বলা হয় । প্রকৃত নাম হলো একই স্বর্গ, এ হলো নরক । তোমরা ব্রাহ্মণরাই সম্পূর্ণ চক্র পরিক্রমা করো। আমরাই ব্রাহ্মণ....আমরাই সেই দেবতা.... । উত্তরণের কলা আর অবতরণের কলা । উত্তরণের কলায় সকলেরই ভালো হয় । ভারতবাসীরাই চায় যে, এই বিশ্বে শান্তিও থাকুক আবার সুখও থাকুক । স্বর্গে তো সুখই থাকে, সেখানে দুঃখের নামমাত্র নেই । তাকে বলা হয় ঈশ্বরীয় রাজ্য । সত্যযুগে থাকে সূর্যবংশী তারপর দ্বিতীয় ভাগে থাকে চন্দ্রবংশী । তোমরা হলে আস্তিক আর ওরা নাস্তিক । তোমরা প্রভুর হয়ে বাবার থেকে অবিনাশী উত্তরাধিকার নেওয়ার পুরুষার্থ করো । মায়ার সঙ্গে তোমাদের গুপ্ত লড়াই চলে । বাবা রাত্রির সময়ে আসেন । শিবরাত্রি হয়, তাই না ! কিন্তু শিবের রাত্রির অর্থও কেউ বোঝে না । ব্রহ্মার রাত সম্পূর্ণ হয় এবং দিন শুরু হয় । ওরা বলে কৃষ্ণ ভগবান উবাচঃ, আর এ তো হলো শিব ভগবান উবাচঃ । এখন সঠিক কোনটা ? কৃষ্ণ তো সম্পূর্ণ ৮৪ জন্মগ্রহণ করেন । বাবা বলেন যে, আমি আসি সাধারণ বৃদ্ধের শরীরে । ইনিও নিজের জন্মকে জানতেন না । অনেক জন্মের অন্তে মানুষ যখন পতিত হয়ে যায়, তখন আমি এই পতিত সৃষ্টি, পতিত রাজ্যে আসি । পতিত দুনিয়াতে অনেক রাজ্য । আর পবিত্র দুনিয়াতে থাকে এক রাজ্য । এ তো হিসাব, তাই না । ভক্তিমার্গে যখন মানুষ প্রগাঢ় ভক্তি করে, মাথা কাটতেও প্রবৃত্ত হয়, তখন তাদের মনোকামনা পূরণ হয় । বাকি তাতে কিছুই নেই, তাকে বলা হয় প্রগাঢ় ভক্তি । যখন থেকে রাবণ রাজ্য শুরু হয়, তখন থেকে মানুষ ভক্তির কর্মকাণ্ড পড়তে পড়তে নীচে নেমে আসে, বলা হয় ব্যাস ভগবান শাস্ত্র নির্মাণ করেছিলেন, তিনি বসে কি কি লিখেছিলেন ? বাচ্চারা, তোমরা এখন ভক্তি এবং জ্ঞানের রহস্য বুঝেছো । সিঁড়ি আর ঝাড়ে এই সবই বোঝানো আছে । ওখানে ৮৪ জন্মও দেখানো আছে । সবাই তো আর এই ৮৪ জন্ম নেয় না । যারা শুরুতে আসবে, তারাই সম্পূর্ণ ৮৪ জন্মগ্রহণ করবে । এই জ্ঞান তোমরা এখনই পাও, এরপর তা ইনকামের উৎস হয়ে যায় । তারপর ২১ জন্ম কোনো অপ্রাপ্ত বস্তু থাকে না, যা প্রাপ্ত করার জন্য পুরুষার্থ করতে হয় । একে বলা হয় বাবার একই স্বর্গ, পৃথিবীর আশ্চর্য । এর নামই হলো প্যারাডাইস । বাবা তোমাদের এর মালিক বানান । ওরা তো কেবল আশ্চর্য জিনিস দেখায়, আর বাবা তোমাদের তার মালিক বানান, তাই বাবা এখন বলেন, আমাকে নিরন্তর স্মরণ করো । রক্তে রক্তে সুখ পাও, কলহ - ক্লেশ সব দূর হোক, জীবনমুক্তি পদ পাও । পবিত্র হওয়ার জন্য স্মরণের যাত্রা খুবই জরুরী । 'মনমনাভব' হও, তাহলেই অন্ত মতি তেমন গতি হয়ে যাবে । গতি বলা হয় শান্তিধামকে । সদগতি এখানে হয় । সদগতির বিপরীত হলো দুর্গতি ।

তোমরা এখন বাবাকে আর রচনার আদি - মধ্য এবং অন্তকে জেনে গেছো । তোমরা বাবার থেকে ভালোবাসা পাও । বাবা তোমাদের দৃষ্টি দিয়ে তৃপ্ত এবং সফল মনোরথ করে দেন । তিনি তো সামনে এসেই জ্ঞান শোনাবেন, তাই না । এতেও প্রেরণার তো কোনো কথাই নেই । বাবা তোমাদের নির্দেশ দেন যে, এমনভাবে স্মরণ করলে তোমরা শক্তি পাবে । ব্যাটারি যেমনভাবে চার্জ করা হয় । এ হলো মোটর, এর ব্যাটারি নষ্ট হয়ে গেছে । এখন সর্বশক্তিমান বাবার সঙ্গে বুদ্ধির যোগযুক্ত করলে তোমরা আবার তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হয়ে যাবে । তোমাদের ব্যাটারি চার্জ হয়ে যাবে । বাবা এসেই সকলের ব্যাটারি চার্জ করেন । বাবাই হলেন সর্বশক্তিমান । এইসব মিষ্টি - মিষ্টি কথা বাবা বসেই বুঝিয়ে বলেন । ওই ভক্তির শাস্ত্র তো তোমরা জন্ম - জন্মান্তর ধরে পড়ে এসেছো । বাবা এখন সমস্ত ধর্মের মানুষদের জন্য একটা কথাই শোনান । তিনি বলেন, নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করো, তো তোমরা পাপ মুক্ত হবে । বাচ্চারা, এখন স্মরণ করা হলো তোমাদের কাজ, এতে ঝিমিয়ে যাওয়ার কোনো কথাই নেই । পতিত - পাবন হলেন একমাত্র বাবাই । এরপর সবাই পবিত্র হয়ে ঘরে ফিরে যাবে । সকলের জন্য এ হলো জ্ঞান । এ হলো সহজ রাজযোগ এবং সহজ জ্ঞান । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদের জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্য মূখ্য সার :--

১) সর্বশক্তিমান বাবার সঙ্গে নিজের বুদ্ধিযোগ যুক্ত করে ব্যাটারি চার্জ করতে হবে । আত্মাকে সতোপ্রধান বানাতে হবে । স্মরণের যাত্রায় কখনোই ঝিমিয়ে পড়বে না ।

২) এই আধ্যাত্মিক পাঠ পড়ে নিজের উপর নিজেকেই কৃপা করতে হবে । বাবার তুল্য প্রেমের সাগর হতে হবে । বাবার প্রেম যেমন অবিনাশী, তেমনই সকলের প্রতি প্রকৃত অবিনাশী প্রেম রাখতে হবে, মোহজিত হতে হবে ।

বরদান :-- দূততার শক্তির দ্বারা মন - বুদ্ধিকে আসনে সেট করতে সক্ষম সহজযোগী ভব

বাবার প্রতি বাচ্চাদের ভালোবাসা আছে, তাই শক্তিশালী স্মরণে বসার, চলার বা সেবা করার অনেকই অ্যাটেনশান দেয় কিন্তু মনের উপর যদি সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ না থাকে, মন যদি নির্দেশ অনুসারে না চলে, তাহলে কিছু সময় ভালোভাবে বসে তারপর চঞ্চল হতে শুরু করে । কখনো সেট, কখনো আবার আপসেট। কিন্তু একাগ্রতা বা দূততার শক্তিতে মন এবং বুদ্ধিকে যদিও একরস স্থিতির আসনে সেট করে দাও, তাহলেই সহজযোগী হয়ে যাবে ।

স্লোগান :-- যে যে শক্তি রয়েছে, তা সময় অনুযায়ী ব্যবহার করো - তাহলেই খুব সুন্দর অনুভব হতে থাকবে ।

"মিষ্টি বাচ্চারা - বাবাকে স্মরণ করলে বুদ্ধি স্বচ্ছ হয় এবং দিব্যগুণের বিকাশ ঘটে, তাই একান্তে বসে নিজেকে জিজ্ঞাসা করো যে কতটা দিব্যগুণের বিকাশ ঘটেছে ?"

প্রশ্ন :- সবথেকে বড় আসুরি ক্রটি কি, যেটা বাচ্চাদের মধ্যে থাকা উচিত নয় ?

উত্তর :- সবথেকে বড় আসুরি ক্রটি হলো কারোর সাথে রুষ্ট কিংবা অভদ্র ভাবে কথা বলা, কাউকে কটু বচন বলা। এইগুলোকেই ভূত (খারাপ গুণ) বলা হয়। যদি কারোর মধ্যে এইরকম ভূত প্রবেশ করে, তবে অনেক লোকসান করে দেয়। তাই এইসবের থেকে দূরে থাকতে হবে। যত বেশি সম্ভব অভ্যাস করো যে এখন ঘরে ফিরতে হবে এবং তারপর নুতন রাজধানীতে আসতে হবে। এই দুনিয়াতে সবকিছু দেখেও, কোনোকিছুই দেখা না।

ওম্ শান্তি। বাবা বসে থেকে বাচ্চাদেরকে বোঝাচ্ছেন - এই শরীরটাকে তো ত্যাগ করেই ফিরতে হবে। এই দুনিয়াটাকেও ভুলে যেতে হবে। এটাও এক ধরনের অভ্যাস। যখন কোনো শারীরিক গোলযোগ হয়, তখন শরীরটাকে ভোলার চেষ্টা করা হয় এবং তার সাথে এই দুনিয়াটাকেও ভুলতে হয়। ভুলে যাওয়ার এই অভ্যাস ভোরবেলায় করা হয়। এবার আমরা ফেরত যাব। এই জ্ঞান তো বাচ্চারা পেয়েছে। এই সমগ্র দুনিয়াকে ত্যাগ করে এবার ঘরে ফিরতে হবে। খুব বেশি জ্ঞানের তো প্রয়োজন নেই। সর্বদা এই আনন্দেই থাকার চেষ্টা করো। অনেক শারীরিক সমস্যার মধ্যেও কিভাবে অভ্যাস করতে হবে সেটাই বাচ্চাদেরকে বোঝানো হয়। মনে করো যেন তুমি এই দুনিয়াতেই নেই। এটাও খুব ভালো অভ্যাস। আর তো অল্প সময়। বাবাও সহযোগ করেন এবং ইনি নিজেও সহযোগ করেন। সহযোগিতা তো অবশ্যই করা হয়, কিন্তু পুরুষার্থও করতে হবে। যাকিছু দেখতে পাচ্ছ, সেইসব কিছুই নেই। এখন ঘরে ফিরতে হবে। তারপর সেখান থেকে নিজের রাজধানীতে আসতে হবে। অন্তিমে কেবল এই দুটো শব্দই অবশিষ্ট থাকবে - যেতে হবে এবং তারপর আসতে হবে। দেখা গেছে, যেসব শারীরিক ব্যাধি পূর্বে সমস্যা সৃষ্টি করত, এই স্মরণের অভ্যাসের দ্বারা সেগুলো স্বাভাবিক ভাবেই অনেক কমে যায় এবং জীবনে খুশি বজায় থাকে। খুশির থেকে পুষ্টিকর খাদ্য আর কিছুই নেই। তাই বাচ্চাদেরকেও এই ব্যাপারে বোঝাতে হয়। বাচ্চারা, এখন তো ঘরে ফিরতে হবে, সুইট হোমে যেতে হবে, এই পুরাতন দুনিয়াটাকে ভুলে যেতে হবে। এটাই হলো স্মরণের যাত্রা। বাচ্চারাও এখন বুঝতে পারছে। বাবা প্রতি কল্পেই আসেন এবং বলেন যে পরের কল্পে আবার দেখা হবে। বাবা বলেন - বাচ্চারা, তোমরা এখন যেটা শুনছ, পরের কল্পেও সেটাই আবার শুনবে। বাবা বলেন - প্রত্যেক কল্পেই আমি এসে বাচ্চাদেরকে সঠিক পথ প্রদর্শন করি। এটা তো বাচ্চারাও জানে। কিন্তু সেই পথে তো বাচ্চাদেরকেই চলতে হবে। বাবা এসে পথ প্রদর্শন করেন, সাথে করে নিয়ে যান। কেবল পথ প্রদর্শন-ই করেন না, সাথে করে নিয়েও যান। এটাও বোঝানো হয় - যেসব চিত্র ইত্যাদি রয়েছে, অন্তিমে সেগুলো কিছুই কাজে লাগবে না। বাবা তো তাঁর পরিচয় দিয়ে দিয়েছেন। বাচ্চারাও বুঝে যায় যে, বাবার দেওয়া উত্তরাধিকার হলো - সীমাহীন রাজস্ব। যারা গতকাল অবধি মন্দিরে যেত, এই বাচ্চাদের (লক্ষ্মী-নারায়ণ) গুণগান করত... বাবার কাছে তো এরাও সন্তান - তাই না ?... যারা এদের শ্রেষ্ঠত্বের এত গুণ কীর্তন করত, তারাই এখন শ্রেষ্ঠ হওয়ার পুরুষার্থ করছে। শিববাবার কাছে তো এগুলো কোনো নুতন ব্যাপার নয়। তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের জন্য এগুলো হল নুতন কথা। যুদ্ধের ময়দানে তো বাচ্চারাই রয়েছে। বিভিন্ন উল্টো-পাল্টা সংকল্প এদেরকে

জ্বালাতন করে। 'কাশি'টাও হলো এনার কর্মভোগ, যেটা এনাকেই ভোগ করতে হবে। বাবা তো সদা আনন্দময়। কর্মাতীত হতে হবে এনাকে। বাবার তো সর্বদাই কর্মাতীত অবস্থা। আমাদের মতো বাচ্চাদেরকেই মায়াবী বিপ্লবপী কর্মভোগের সম্মুখীন হতে হবে। এটা বোঝার বিষয়। বাবা তো কেবল পথ প্রদর্শন করেন, সবকিছু বুঝিয়ে দেন। যদি রথের কিছু হয়, তবে তোমাদের মধ্যেও ফিলিং হবে যে দাদার কিছু হয়েছে। বাবার তো কিছুই হয় না। যাকিছু হয়, সব এনার। জ্ঞানমার্গে অন্ধবিশ্বাসের কোনো স্থান নেই। বাবা বোঝাচ্ছেন যে আমি কোন্ শরীরে আছি। অনেক জন্মের অস্তিত্বে এক পতিত শরীরে আমি প্রবেশ করি। দাদাও মনে করেন যে আমিও অন্যান্য বাচ্চাদের মতোই একজন। দাদাও তো পুরুষার্থী, এখনো সম্পূর্ণ হননি। তোমরা, প্রজাপিতা ব্রহ্মার সন্তানেরা অর্থাৎ ব্রাহ্মণরা বিষ্ণু পদ পাওয়ার জন্য পুরুষার্থ করছ। লক্ষ্মী-নারায়ণ বলে আর বিষ্ণুই বলে - ব্যাপারটা তো একই। বাবা-ই বুঝিয়েছেন। আগে তো এইসব কিছুই বুঝতে না। ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শঙ্করকেও বুঝতে না, নিজেকেও বুঝতে না। এখন তো বাবাকে এবং ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শঙ্করকে দেখলেই বুদ্ধিতে আসে যে এই ব্রহ্মাও তপস্যা করছেন। এটাই হলো সেই স্বেতবস্ত্র। কর্মাতীত অবস্থাও এখানেই হয়। আগে থেকেই তোমাদের সাক্ষাৎকার হয়ে যায় যে - এই বাবা ফরিস্তা হয়ে যাবেন। তোমরা এটাও জানো যে কর্মাতীত অবস্থা প্রাপ্ত করে আমরাও ক্রমানুসারে ফরিস্তা হয়ে যাব। যখন তোমরা ফরিস্তা হয়ে যাবে, তখনই বোঝা যাবে যে এইবার যুদ্ধ শুরু হবে। কারোর পৌষমাস তো কারোর সর্বনাশ। এটা অতি শ্রেষ্ঠ অবস্থা। বাচ্চাদেরকে এইরকম অবস্থায় পৌঁছাতে হবে। তোমারা নিশ্চিত যে আমরাই এই চক্র ঘোরাই। অন্য কেউ তো এই কথাগুলো বুঝতেই পারবে না। এগুলো সব নুতন জ্ঞান। পবিত্র হওয়ার জন্য বাবা স্মরণ করা শেখান। তোমরা বুঝেছ যে বাবার কাছ থেকেই উত্তরাধিকার পাওয়া যায়। প্রতি কল্পেই বাবার সন্তান হও এবং ৮৪-র চক্র পরিক্রমা করো। যেকোনো ব্যক্তিকেই তোমরা বোঝাও যে - আপনি হলেন আত্মা এবং পরমপিতা পরমাত্মা হলেন আপনার পিতা, তাঁকেই স্মরণ করুন। তখন তার বুদ্ধিতেও খেয়াল আসবে যে দৈব রাজকুমার হওয়ার জন্য এইরকম পুরুষার্থ করতে হবে। বিকারগুলোকে ত্যাগ করতে হবে। বাবা বোঝাচ্ছেন - ভাই-বোনও ভেবো না, কেবল ভাই-ভাই স্মৃতি রাখো এবং বাবাকে স্মরণ করো। তাহলেই বিকর্ম বিনষ্ট হবে এবং আর কোনো সমস্যা হবে না। অস্তিত্বে কোনো কিছুর প্রয়োজন হবে না। কেবল বাবাকে স্মরণ করতে হবে এবং আস্তিত্ব হতে হবে। এইরকম সর্বগুণ সম্পন্ন হতে হবে। লক্ষ্মী-নারায়ণের ছবিটা একেবারে যথার্থ। কিন্তু বাবাকে ভুলে গেলে দিব্যগুণ ধারণ করতেও ভুলে যাও। বাচ্চারা, তোমরা একান্তে বসে চিন্তন করো যে বাবাকে স্মরণ করে আমাদেরকে এইরকম হতে হবে, এইসব গুণ গুলো ধারণ করতে হবে। খুবই সহজ ব্যাপার। কিন্তু বাচ্চাদেরকে অনেক পরিশ্রম করতে হবে। অনেক ক্ষেত্রেই দেহ-অভিমান চলে আসে। বাবা বলছেন - "দেহী-অভিমानी" হও। উত্তরাধিকার তো বাবার কাছ থেকেই নিতে হবে। বাবাকে স্মরণ করলেই ময়লা দূর হবে। বাচ্চারা জানে যে এখন বাবার আগমন হয়েছে। তিনি ব্রহ্মার দ্বারা নুতন দুনিয়া স্থাপন করছেন। তোমরা বাচ্চারা জানো যে এখন স্থাপন করার কাজ চলছে। কিন্তু এত সহজ কথাও তোমরা ভুল যাও। বাবা তো একজনই। সেই অসীম জগতের পিতার কাছ থেকে রাজত্ব পাওয়া যায়। বাবাকে স্মরণ করলেই নুতন দুনিয়াও স্মরণে আসে। যারা অবলা-কুঁজো, তারাও অনেক ভালো পদ পেতে পারে। কেবল নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করো। বাবা তো রাস্তা বলেই দিয়েছেন। তিনি বলেছেন- নিজেকে আত্মা রূপে নিশ্চয় করো। বাবার পরিচয় তো পেয়ে গেছ। বুদ্ধিতে বসে গেছে যে এখন ৮৪ জন্ম পূর্ণ হয়েছে। এখন ঘরে ফেরত যাব এবং তারপর স্বর্গে এসে অভিনয় করব। কোথায় স্মরণ করব, কিভাবে স্মরণ করব ? - এইরকম প্রশ্নের তো কোনো অর্থই নেই। বুদ্ধিতে তো

রয়েছে যে বাবাকে স্মরণ করতে হবে। বাবা যেখানেই থাকুন, তুমি তো তাঁর-ই সন্তান। অসীম জগতের পিতাকে স্মরণ করতে হবে। যতক্ষণ এখানে বসে আছ, ততক্ষণ তোমাদের খুব আনন্দ হয়। বাবার সাথে সামনা-সামনি মিলন হয়। মানুষ তো সংশয় প্রকাশ করে যে শিববাবার জয়ন্তী কিভাবে হবে? ওরা তো এটাও বোঝে না যে শিবরাত্রি কেন বলা হয়? কৃষ্ণের ক্ষেত্রে মনে করে যে ওর জন্ম রাত্রিতে হয়েছিল। কিন্তু ওটা তো এইরকম রাত্রির ব্যাপার নয়। যখন অর্ধেককল্প ব্যাপী রাত্রির সমাপ্তিষ্ণ উপস্থিত হয়, তখনই নূতন দুনিয়া স্থাপন করার জন্য বাবাকে আসতে হয়। খুবই সহজ ব্যাপার। বাচ্চারা নিজেরাও বোঝে যে এটা তো খুবই সহজ। দিব্যগুণ ধারণ করতে হবে। নাহলে শত গুণ পাপ হয়ে যায়। যাদের দ্বারা আমার নিন্দা হয়, তারা কখনোই উঁচুতে স্থান পাবে না। বাবার নিন্দা করানোর নিমিত্ত হলে পদ কম হয়ে যাবে। খুব মিষ্টি স্বভাবের হতে হবে। রুক্ষ কিংবা অভদ্রভাবে কথা বলা তো কোনো দিব্যগুণ নয়। বুষতে হবে যে এটা একটা আসুরি ক্রটি। বাবা অতি ভালোবাসার সাথে বোঝাচ্ছেন যে, এটা কোনো দিব্যগুণ নয়। বাচ্চারা জানে যে, এখন কলিযুগের সমাপ্তিষ্ণ আসন্ন। এটা হল সঙ্গমযুগ। দুনিয়ার মানুষ তো কিছুই জানে না। কুস্কর্গের নিদ্রায় মগ্ন। ওরা মনে করে এখনো ৪০ হাজার বছর বাকি আছে। এখনো আমরা অনেকদিন বাঁচব, সুখ ভোগ করব। কিন্তু ওরা জানে না যে দিনে দিনে দুনিয়া আরও তমোপ্রধান হচ্ছে। তোমরা বাচ্চারা তো বিনাশের সাক্ষাৎকারও করেছে। ভবিষ্যতে ব্রহ্মা এবং কৃষ্ণের সাক্ষাৎকারও করবে। ব্রহ্মার কাছে গেলেই তোমরা স্বর্গের রাজকুমার হয়ে যাবে। তাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্রহ্মা এবং কৃষ্ণেরই সাক্ষাৎকার হয়। অনেকের বিষ্ণুর সাক্ষাৎকারও হয়। কিন্তু সেটা থেকে অতটা বোঝা যায় না। নারায়ণের সাক্ষাৎকার হলেও কিছুটা বোঝা যায়। আমরা তো এখানে দেবতা হওয়ার জন্যই যাই। সুতরাং তোমরা এখন সৃষ্টির আদি মধ্য এবং অন্তিমের পাঠ পড়ছ। যাতে সহজে স্মরণ করা যায়, তার জন্যই এই পাঠ পড়ানো হয়। আত্মারাই এই শিক্ষা গ্রহণ করে। এর দ্বারা দেহ-ভান (নিজেকে শরীর মনে করা) নাশ হয়। আত্মাই তো সবকিছু করে। ভালো কিংবা খারাপ সংস্কার তো আত্মার মধ্যেই থাকে।

মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা, তোমরা ৫ হাজার বছর বাদে এসে বাবার সাথে মিলিত হয়েছ। তোমরাই হলে সেই আগের কল্পের সন্তান। তোমাদের চেহারাও একেবারে অভিন্ন। ৫ হাজার বছর আগে তোমরাই ছিলে। তোমরাও বলছ - ৫ হাজার বছর আগের মতোই তুমি এসে আমাদের সাথে মিলন করেছে এবং আমাদেরকে মানুষ থেকে দেবতা বানাচ্ছ। আমরা দেবতা ছিলাম। কিন্তু এখন অসুর হয়ে গেছি। এতদিন আমরা দেবতাদের গুণগান করেছি আর নিজেদের ক্রটি বর্ণনা করেছি। এখন পুনরায় দেবতা হতে হবে। কারণ পুনরায় সেই দৈব-দুনিয়ায় যাওয়ার সময় এসেছে। তাই এখন ভালোভাবে পুরুষার্থ করে উঁচু পদ পাও। টিচার তো সকলকেই ভালো করে পড়াশুনা করার উপদেশ দেন। ভালো নম্বর পেয়ে পাশ করলে আমারও নাম হবে, তোমারও নাম হবে। অনেকেই বলে - বাবা, যখন তোমার কাছে আসি, তখন অন্য কিছুই মনে পড়ে না। সব ভুলে যাই। বাবার কাছে আসা মাত্র তোমরা শান্ত হয়ে যাও। এই দুনিয়াটার বিনাশ তো হয়ে রয়েছে। এরপর তোমরা নূতন দুনিয়ায় আসবে। ওটা খুব সুন্দর নূতন দুনিয়া হবে। কেউ আবার শান্তিধামে গিয়ে বিশ্রাম করবে। কেউ কেউ কোনো বিশ্রাম করবে না। তাদের অলরাউন্ড পার্ট রয়েছে। কিন্তু এই তমোপ্রধান দুনিয়া আর দুঃখের হাত থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। ওখানে সম্পূর্ণ সুখ এবং শান্তি প্রাপ্ত হবে। তাই খুব ভালো ভাবে পুরুষার্থ করতে হবে। এমন মনে করা উচিত নয় যে, ভাগ্যে যা আছে সেটাই হবে। না, পুরুষার্থ তো করতেই হবে। বোঝা যায় যে রাজধানী স্থাপন হচ্ছে। প্রত্যেকেই শ্রীমৎ অনুসারে নিজ নিজ

রাজধানী স্থাপন করছে। বাবা কেবল শ্রীমং দেন। তিনি নিজে রাজা হন না। তাঁর শ্রীমং অনুসরণ করে আমরা রাজা হয়ে যাই। এইগুলো সবই নুতন কথা। আগে কেউ কখনো এগুলো শোনেনি কিংবা দেখেনি। তোমরা বাচ্চারা এখন বুঝেছ যে আমরা শ্রীমং অনুসারে রাজত্ব স্থাপন করেছি। আগে আমরা অসংখ্যবার এইরকম রাজত্ব স্থাপন করেছি। রাজত্ব স্থাপন করি এবং তারপর হারিয়ে ফেলি। এইভাবে এই চক্র ক্রমাগত আবর্তিত হতে থাকে। যখন পাদ্রীরা হাঁটতে বেরোয়, তখন অন্য কারোর দিকে না তাকিয়ে কেবল যিশুখ্রীস্টকেই স্মরণ করে। শান্তভাবে হাঁটতে থাকে। ওরা তো ওটাই বোঝে। যিশুখ্রীস্টকে অনেক স্মরণ করে। নিশ্চয়ই ওদের যিশুখ্রীস্টের সাক্ষাৎকার হয়েছে। কিন্তু সব পাদ্রী মোটেই এইরকম নয়। কোটি-কোটি পাদ্রীর মধ্যে কেউ কেউ এইরকম রয়েছে। তোমাদের মধ্যেও বিভিন্ন ক্রম রয়েছে। কোটির মধ্যে কেউ এইরকম স্মরণে থাকে। চেষ্টা তো করো। অন্য কাউকে দেখো না। কেবল বাবাকে স্মরণ করো আর স্ব-দর্শন চক্র ঘোরাও। তাহলে তোমাদের অসীম খুশি হবে। দেবতাদেরকে শ্রেষ্ঠাচারী বলা হয়। মানুষদেরকে ভ্রষ্টাচারী বলা হয়। এখন তো একজনও দেবতা নয়। অর্ধেক কল্প দিন থাকে, তারপর অর্ধেক কল্পের জন্য রাত্রি হয় - এটা কেবল এই ভারতের কাহিনী। বাবা বলছেন- আমি এসেই সকলের সদগতি করি। অন্যান্য যত ধর্মস্থাপক রয়েছে, ওরা সবাই নিজ নিজ সময়ে নিজের ধর্ম স্থাপন করে। সকলেই এসে এই মন্ত্র নিয়ে যাবে। বাবাকে স্মরণ করতে হবে। যে স্মরণ করবে, সে নিজের ধর্মে উঁচু পদ পাবে। বাচ্চারা, তোমাদেরকে পুরুষার্থ করে আধ্যাত্মিক মিউজিয়াম (সংগ্রহশালা) কিংবা কলেজ খুলতে হবে। সেখানে লিখে দাও - 'এক সেকেন্ডে কিভাবে বিশ্ব অথবা স্বর্গের রাজত্ব প্রাপ্ত করা যায় সেটা বোঝার জন্য এখানে আসুন'। বাবাকে স্মরণ করলেই বৈকুণ্ঠের রাজত্ব পাওয়া যাবে।

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত।
আত্মাদের পিতা ঔনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্যসার :-

১) চলতে ফিরতে যেন কেবল বাবার কথাই স্মরণে থাকে। বাকি সবকিছুকে দেখেও না দেখার অভ্যাস করতে হবে। একান্তে বসে নিজেকে চেক করে দেখতে হবে যে আমার মধ্যে কতটা দিব্যগুণ এসেছে।

২) এমন কোনো কর্ম করা উচিত নয় যার দ্বারা বাবার নিন্দা হতে পারে। দিব্যগুণ ধারণ করতে হবে। বুদ্ধিতে যেন এটাই থাকে যে এখন ঘরে ফিরতে হবে এবং তারপর নিজ রাজধানীতে আসতে হবে।

বরদান :- স্বার্থশূন্য মনোভাব এবং অপরের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রেখে সেবা করে সত্যিকারের সেবাদারী ভব

যে সেবা নিজেকে অথবা অন্য কাউকে ডিস্টার্ব করে, সেটা সেবা নয়। সেটাকে স্বার্থ বলা হবে। কোনো না কোনো স্বার্থ থাকার জন্যই এইরকম ভালোমন্দ ঘটনা ঘটে। হয় নিজের অথবা অপরের স্বার্থ পূরণ না হলেই সেবাতে বিঘ্ন আসে। তাই সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ ভাবে এবং অপরের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রেখে সেবা করলেই সত্যিকারের সেবাদারী বলা যাবে। অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনা নিয়ে সেবা করো, কিন্তু সর্বদা খেয়াল রাখো যাতে সেবার বোঝা স্থিতিকে প্রভাবিত না করে।

স্লোগান :- শুভ বা শ্রেষ্ঠ ভাইব্রেশন দ্বারা নেগেটিভ দৃশ্যকেও পজেটিভে পরিবর্তন করে দাও।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- বাবার মতো অপকারীর উপরেও উপকার করতে শেখো, নিল্দুককেও নিজের মিত্র বানাও"

প্রশ্ন :- বাবার কোন্ দৃষ্টি সম্পূর্ণ পরিপক্ব ? তোমাদের বাচ্চাদের কি পরিপক্ব করতে হবে ?

উত্তর :- বাবার এই দৃষ্টি পরিপক্ব যে, যত আত্মা রয়েছে তারা সকলেই আমার সন্তান। তাই তিনি বাচ্চা-বাচ্চা বলতে থাকেন। তোমরা কখনও কাউকে বাচ্চা-বাচ্চা বলতে পারো না। তোমাদের এমনভাবে দৃষ্টি পরিপক্ব করতে হবে যে, এই আত্মা আমাদের ভাই। ভাই-কে দেখো, ভাই-এর সঙ্গে কথা বল, এতে আত্মিক প্রেম বজায় থাকবে। কু-চিন্তা(ক্রিমিনাল থেয়াল) সমাপ্ত হয়ে যাবে। নিল্দুকও (তোমাদের) মিত্র হয়ে যাবে।

ওম শান্তি । আত্মাদের পিতা বসে বোঝান। আত্মাদের পিতার নাম কি ? অবশ্যই বলবে শিব। তিনি সকলের আত্মিক পিতা, তাঁকেই ভগবান বলা হয়। বাচ্চারা, তোমাদের মধ্যেও পুরুষার্থের নশ্বরের ক্রমানুসারেই বোঝে। এই যে আকাশবাণী (দৈব-বাণী) বলা হয়, এখন আকাশবাণী কার শোনা যায় ? শিববাবার। এই মুখকে আকাশ-তন্ত্র (শব্দ তরঙ্গ যাতায়াতের ইথার মাধ্যম) বলা হয়। আকাশের তন্ত্রের দ্বারা বাণী তো সব মানুষেরই নির্গত হয়। যত আত্মা রয়েছে, সকলেই নিজেদের পিতাকে ভুলে গেছে। অনেক প্রকারের প্রশস্তিও গাইতে থাকে। কিন্তু জানে না কিছুই। গায়নও এখানেই করে। সুখের সময়ে (স্বর্গে) তো কেউ-ই বাবাকে স্মরণ করে না। ওখানে সর্ব কামনা পূর্ণ হয়ে যায়। এখানে তো অনেক কামনা (ইচ্ছা) থাকে। বৃষ্টি না হলে যন্ত্র রচনা করে। এমনও নয় যে যন্ত্র করলেই বৃষ্টি হয়। না, কোথাও খরা(অনাবৃষ্টি) হলে যদিও যন্ত্র করে, কিন্তু যন্ত্র করলেও কিছু হয় না। এ তো ড্রামা। বিপদ যা আসার তা তো আসতেই থাকে। কত অসংখ্য মানুষ মারা যায়, কত পশু-পাখি ইত্যাদি মরতেই থাকে। মানুষ কত দুঃখী হয়ে পড়ে। বৃষ্টি বন্ধ করার জন্যও কি যন্ত্র আছে ? যখন প্রচন্ড মুসলধারে বৃষ্টি হবে তখনও কি যন্ত্র করবে ? এই সমস্ত কথা এখন শুধু তোমরাই বোঝ, অন্যরা কি আর জানে!

স্বয়ং বাবা বোঝান, মানুষ বাবার মহিমাও করে আবার তাঁকে গালিও দেয়। বিস্ময়কর ! বাবার গ্লানি কবে থেকে শুরু হয়েছে ? যবে থেকে রাবণ-রাজ্য শুরু হয়েছে। সর্বাপেক্ষা বদনাম করা হয়েছে ঈশ্বরকে সর্বব্যাপী বলে, এর ফলেই অধঃপতনে গেছে। গায়নও আছে, নিন্দা আমার করে যারা, মিত্র আমার তারা। এখন সর্বাপেক্ষা অধিক গ্লানি কারা করেছে ? তোমরা বাচ্চারা। আবার এখন মিত্রও তোমরাই হও। এমনিতেই তো সমগ্র দুনিয়া বদনাম করে। তারমধ্যেও নশ্বর ওয়ান হলে তোমরা, আবার তোমরাই মিত্র হও। সর্বাপেক্ষা কাছের মিত্র হলো বাচ্চারা। অসীম জগতের পিতা বলেন, তোমরা বাচ্চারা আমার নিন্দা করেছে। বাচ্চারা, অপকারীও তোমরাই হয়ে যাও। ড্রামা কীভাবে তৈরী হয়ে রয়েছে। এ হলো বিচার সাগর মন্থন করার মতো বিষয়। বিচার সাগর মন্থন করলে কত অর্থ বেরোয়। কেউ বুঝতে পারে না। বাবা বলেন যে, তোমরা বাচ্চারা এই ঈশ্বরীয় পাঠ পড়ে (জ্ঞান প্রাপ্ত করে) উপকার কর। গায়নও রয়েছে, যদা-যদাহি..... এ হল ভারতেরই কথা। খেলা দেখ কেমন! শিব-জয়ন্তী বা শিবরাত্রি পালন করা হয়। বাস্তবে অবতার হলো এক। অবতার-কেও পোড়া

মাটির টুকরো-নুড়িপাথরের(ঠিকর-ভিতর) মধ্যে বলে দিয়েছে। বাবা অভিযোগ করেন। গীতাপাঠকারীরা শ্লোক পাঠ করে, কিন্তু বলে আমাদের জানা নেই।

তোমরাই হলে আমার অতি প্রিয় সন্তান। কারোর সঙ্গে যখন তিনি কথা বলেন, তখন বাচ্চা-বাচ্চা করেই বলতে থাকেন। বাবার তো এই দৃষ্টি একদম পরিপক্ব হয়ে গেছে। সব আত্মাই আমার সন্তান। তোমাদের মধ্যে এমন একজনও নেই যে, যার মুখ থেকে 'বাচ্চা' শব্দটি নির্গত হয়। এ তো জানো, কে কে কেমন পদাধিকারী হবে। সকলেই আত্মা। এই ড্রামাও পূর্ব-নির্ধারিত, তাই দুঃখ-খুশী কিছুই হয় না। সকলেই আমার সন্তান। কেউ মেথরের(নিম্নজাতি বিশেষ) শরীর ধারণ করেছে, কেউ আবার অমুকের শরীর ধারণ করেছে। বাচ্চা-বাচ্চা বলার অভ্যাস হয়ে গেছে। বাবার নজরে তো সকলেই আত্মা। তাদের মধ্যেও গরীবরা তো বাবার খুব পছন্দের। কারণ ড্রামা অনুসারে তারাই অনেক গ্লানি করেছে। এখন আবার আমার কাছে চলে এসেছে। একমাত্র লক্ষ্মী-নারায়ণই এমন রয়েছে, যাদের কখনও কোনো বদনাম হয় নি। কৃষ্ণেরও অনেক বদনাম করা হয়েছে। আশ্চর্যজনক, তাই না। কৃষ্ণই যখন বড় হয় তখন আর তাঁর গ্লানি হয় না। এই জ্ঞান কত চিত্তাকর্ষক। এমন গুপ্ত কথা কি কেউ বুঝতে পারবে, না পারবে না। এরজন্য চাই বুদ্ধি-রূপী স্বর্ণ-পাত্র। আর তা স্মরণের যাত্রার মাধ্যমেই হতে পারে। এখানে বসেও যথার্থ স্মরণ করে কি ? না করে না। একথা বোঝে না যে, আমরা হলাম ক্ষুদ্র আত্মা, স্মরণও বুদ্ধির দ্বারাই করা হয়। কিন্তু একথা বুদ্ধিতে আসে না। অতি ক্ষুদ্র আত্মা, তিনি আমাদের পিতাও, শিক্ষকও -- একথা বুদ্ধিতে আনাও অসম্ভব হয়ে যায়। বাবা-বাবা তো বলে, দুঃখে সকলেই স্মরণ করে। ভগবানুবাচ তো, তাই না -- দুঃখে সকলেই স্মরণ করে, সুখে কেউ-ই করে না। প্রয়োজনই নেই স্মরণ করার। এখানে তো এত দুঃখ, বিপদ ইত্যাদি আসে, তাই স্মরণ করে-ভগবান দয়া কর, কৃপা কর। বাবার বাচ্চা হয়ে যাওয়ার পরে এখনও লেখে যে -- কৃপা কর, শক্তি দাও, দয়া কর। বাবা লেখেন যে, শক্তি যোগবলের দ্বারা স্বয়ং প্রাপ্ত কর। নিজের উপর নিজেই কৃপা, দয়া কর। নিজেকে নিজেই রাজতিলক পড়াও। যুক্তি বলে দিচ্ছি -- কিভাবে করতে পারো। শিক্ষক পড়ার বিষয়ে যুক্তি দেন। স্টুডেন্টদের কাজ হলো পড়াশোনা করা, নির্দেশানুসারে (শ্রীমত) চলা। শিক্ষক কি গুরু ? যে কৃপা, আশীর্ব্বাদ করবে ! না করবে না। যারা তীর পুরুষাৰ্থী বাচ্চা, তারা দৌড়বে। প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র, যত দূর দৌড়াতে পারবে তত দূর দৌড়াও। স্মরণের যাত্রাই হলো দৌড়।

প্রত্যেক আত্মাই স্বাধীন। ভাই-বোনের সম্পর্ক থেকেও মুক্ত করে দিয়েছি। পরস্পরকে ভাই-ভাই মনে কর। তাও কু-দৃষ্টি (ক্রিমিনাল আই)যেতেই চায় না। তারা নিজেদের কার্য করতেই থাকে। এইসময় মানুষের সর্বাপ্র-ই ক্রিমিনাল। কাউকে লাথি মারছে, ঘুষি মারছে, তাহলে তো ক্রিমিনাল অঙ্গ হলো, তাই না। প্রতিটি অঙ্গই ক্রিমিনাল হয়ে গেছে। ওখানে কোনও অঙ্গই ক্রিমিনাল হবে না। এখানে প্রতিটি অঙ্গের দ্বারাই কু-কর্ম করতে থাকে। সর্বাপেক্ষা অধিক ক্রিমিনাল অঙ্গ কোনটি ? চোখ। বিকারের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ না হলে তখন হাত চালায় (মারধোর করে)। সর্বপ্রথমে হলো চোখ। সুর দাসের (যে নিজের চোখ উপরে ফেলেছিল) কাহিনীও রয়েছে। শিববাবার তো কোনো শাস্ত্র পড়া নেই। এই রথের (ব্রহ্মা) পড়া আছে। শিববাবাকে তো জ্ঞানের সাগর বলা হয়। একথা তোমরা জানো যে, শিববাবা কোনো পুস্তক পড়েন না। আমি নলেজফুল, বীজরূপ। এ হলো সৃষ্টি-রূপী বৃক্ষ(ঝাড়)। এর রচয়িতা হলেন বাবা, বীজ। বাবা বোঝান, আমার নিবাস স্থান হলো নিরাকার লোকে (মূলবতন)। এখন আমি এই শরীরে বিরাজমান। আর কেউ বলতে পারে না যে, আমি এই মনুষ্য সৃষ্টির বীজরূপ। আমি পরমপিতা পরমাত্মা, কেউ একথা বলতে পারবে না। কেউ যদি ভাল

সেম্ভিবেল (সুবুদ্ধিসম্পন্ন) হয়, আর কেউ তাকে বলে ঈশ্বর সর্বব্যাপী - তবে সে ঝট করে প্রশ্ন করবে যে, তুমিও কি ঈশ্বর ? তুমিও কি আল্লাহ-সাঁই ? তা হতে পারে না। কিন্তু এইসময় কেউ-ই এমন সেম্ভিবেল নেই। ওরা আল্লাহ-কে জানে না, আর তাই তারা বলে, আমিই আল্লাহ। ওরা ইংরেজিতে বলে ওমনি প্রেজেন্ট (সর্বত্র বিরাজমান)। অর্থ যদি বোঝে, তবে কখনও এমন বলবে না। বাচ্চারা, এখন তোমরা জানো যে, শিববাবার জয়ন্তী তথা নতুন বিশ্বের জয়ন্তী। ওর মধ্যেই পবিত্রতা-সুখ-শান্তি সবকিছু চলে আসে। শিব-জয়ন্তী তথা কৃষ্ণ-জয়ন্তী তথা দশেরা জয়ন্তী। শিব-জয়ন্তী তথা দীপমালা(দীপাবলী)-জয়ন্তী, শিব-জয়ন্তী তথা স্বর্গ-জয়ন্তী। এরমধ্যেই সব জয়ন্তী এসে যায়। এসব নতুন-নতুন কথা বাবা বসে বোঝান। শিব-জয়ন্তী তথা শিবালয় জয়ন্তী, বৈশ্যালয়-সমাপ্তি (মরন্তী)। সব নতুন কথা বাবা বসে বোঝান। শিব-জয়ন্তী তথা নতুন বিশ্বের জয়ন্তী। সকলেই তো চায় বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা হোক, তাই না। তোমরা কত ভালভাবে বোঝাও, তথাপি জাগরিত হয়ই না। অজ্ঞতা অন্ধকারে নিদ্রিত রয়েছে, তাই না। ভক্তি করতে-করতে সিঁড়ির নিম্ন ধাপে নেমে এসেছে। বাবা বলেন, আমি এসে সকলের সঙ্গতি করি। বাচ্চারা, বাবা-ই তোমাদের স্বর্গ আর নরকের গুপ্ত রহস্য বোঝান। যেসব সংবাদপত্র তোমাদের বদনাম করে, তাদের উদ্দেশ্যে লেখা উচিত -- যারা আমাদের বদনাম করে তারাও আমাদের মিত্র। তোমাদেরও সতৃপ্তিও আমরা অবশ্যই করব। যত চাও তত গালি দাও। ঈশ্বরেরই গ্লানি করে, তাহলে আমাদের গ্লানি করলে কি হয়েছে! তোমাদের সঙ্গতি আমরা অবশ্যই করব। তোমরা যদি না চাও, তাও নাক ধরে টেনে নিয়ে যাব। ভয়ের তো কোন কথাই নেই, যা কিছুই কর তা কল্প-পূর্বেও করেছে। আমরা বি.কে.-রা তো সকলের-ই সঙ্গতি করব। ভালভাবে বোঝান উচিত। অবলাদের উপর অত্যাচার তো কল্প-পূর্বেও হয়েছিল, একথা বাচ্চারা ভুলে যায়। বাবা বলেন, অসীম জগতের সব বাচ্চারাই আমার গ্লানি করে। বাবার কাছে সর্বাপেক্ষা প্রিয় মিত্র হলো বাচ্চারাই। বাচ্চারা তো ফুল হয়, বাচ্চাদের মা-বাবারা চুষন করে, মাথায় বসিয়ে রাখে, তাদের সেবা করে। বাবাও তোমাদের বাচ্চাদের সেবা করেন।

তোমরা এখন এই নলেজ পেয়েছ, যা তোমরা সঙ্গে করে নিয়ে যাবে। যারা নেবে না তাদেরও ড্রামায় (নিজ-নিজ) ভূমিকা রয়েছে। সেই ভূমিকা পালন করবে। হিসেব-নিকেশ চুকিয়ে ঘরে চলে যাবে। স্বর্গ তো দেখতে পায় না। সকলেই কি স্বর্গে যাবে, না যাবে না। এই ড্রামা পূর্ব-নির্ধারিত। এত পাপ করে, তাই আসবেও দেরীতে। যারা তমোপ্রধান তারা দেরীতে আসবে। এই গুপ্ত রহস্যও ভালভাবে বুঝতে হবে। ভাল-ভাল মহারথী বাচ্চাদের উপরেও গ্রহের দশা বসে আর তৎক্ষণাৎ ক্রোধ চলে আসে তখন বাবাকে চিঠিও লেখে না। বাবাও তখন বলেন যে, ওদের মুরলী পাঠানো বন্ধ করে দাও। এমন বাচ্চাদের বাবার (জ্ঞান) ভান্ডার দিয়ে লাভ কি ! যদি কারোর চোখ খুলে যায় অর্থাৎ ভুল ভাঙ্গে তখন বলে ভুল হয়ে গেছে। কেউ-কেউ তো পরোয়াই করে না। এত গাফিলতি করা উচিত নয়। এমন অনেক-অনেক রয়েছে, যারা বাবাকে স্মরণ পর্যন্ত করে না, কাউকে নিজ সম তৈরীও করে না। তা নাহলে তো বাবাকে লেখা উচিত -- বাবা, আমরা সর্বদা তোমাকে স্মরণ করি। কেউ তো আবার এমনও রয়েছে যে, সকলের নাম লিখে দেয় -- অমুক-অমুককে আমার স্মরণ দেবে। এই স্মরণ কি সত্যিকারের, না তা নয়। মিথ্যা চলতে পারে না। ভিতরে-ভিতরে হৃদয়কে দংশন করবে। বাবা বাচ্চাদের ভাল-ভাল পয়েন্টস বোঝান। প্রতিদিন বাবা অতি গুপ্ত (সূক্ষ্ম) কথা বোঝাতে থাকেন। দুঃখের পাহাড় ভেঙ্গে পড়বে। সত্যযুগে দুঃখের কোন নামই থাকে না। এখন হলো রাবণ-রাজ্য। মহীশূরের রাজাও রাবণ ইত্যাদি বানিয়ে দশহরা অত্যন্ত ধুমধামের সাথে পালন করে। রামকে ভগবান বলে। রামের সীতা চুরি(হরণ) হয়ে গেছে। এখন তিনি তো হলেন সর্বশক্তিমান, তাঁর কাছ

থেকে চুরি কিতাবে হতে পারে। এসব হলো অন্ধশ্রদ্ধা। এইসময় প্রত্যেকের মধ্যেই ৫ বিকারের অপবিত্রতা রয়েছে। তার উপর ভগবানকে সর্বব্যাপী বলা -- এ হলো অতি বড় মিথ্যা। তবেই তো বাবা বলেন -- যদা যদাহি.....। আমি এসে সত্যখন্ড, সত্যধর্মের স্থাপনা করি। সত্যখন্ড সত্যযুগ, মিথ্যাখন্ড কলিযুগকে বলা হয়। এখন বাবা মিথ্যাখন্ডকে সত্যখন্ডে পরিণত করেন। আচ্ছা।

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত।
আম্মাদের পিতা তাঁর আম্মা-রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) এই সুগভীর রহস্যময় বা চিতাকর্ষক জ্ঞানকে বোঝার জন্য বুদ্ধিকে স্মরণের যাত্রার মাধ্যমে স্বর্ণ-পাত্রে পরিণত করতে হবে।। স্মরণের রেশ (দৌড়) লাগাতে হবে।

২) বাবার নির্দেশানুসারে (শ্রীমতে) চলে, অত্যন্ত মনযোগ সহকারে এই ঈশ্বরীয় পাঠ পড়ে, নিজের উপর নিজেরই কৃপা বা আশীর্বাদ করতে হবে, নিজেকে রাজতিলক পড়াতে হবে। নিন্দুককে নিজের মিত্র মনে করে তাদেরও সঙ্গতি করতে হবে।

বরদান :- রয়্যাল এবং সিম্পল (আভিজাত্যপূর্ণ ও অনাড়ম্বর) - এই দুই-য়ের মধ্যে ব্যালেন্স রেখে কার্য করতে সক্ষম ব্রহ্মা বাবা সমান ভব

ব্যথা :- যেমনভাবে ব্রহ্মা বাবা থাকতেন, না অতি উচ্চ, না অতি নিম্ন। ব্রাহ্মণদের আদি থেকে এখনও পর্যন্ত নিয়ম হলো যে, না অতি সাধারণ না অতি আভিজাত্যতা (বিলাসিতা)। মধ্যবর্তী হওয়া উচিত। এখন সুযোগ সুবিধার উপকরণ সাধন) অনেক বেশী, সেই সব দান করার মানুষও রয়েছে। তথাপি কোন কার্য করতে গেলে মধ্যবর্তী ভূমিকা পালন কর। এমন যেন কেউ না বলে যে, এখানে তো রাজ-রাজাদের মতন বৈভব রয়েছে। যত সিম্পল ততই রয়্যাল -- দুইয়েরই যেন ব্যালেন্স থাকে।

স্লোগান :- অন্যকে দেখার থেকে নিজেকে দেখ আর স্মরণে রেখো -- "যেমন কর্ম আমরা করব, আমাদের দেখে অন্যেরা করবে"।

"মিষ্টি বাচ্চারা - সত্য বাবার প্রতি অন্তরে-বাইরে সততাপরায়ণ হও, তবেই দেবতা হতে পারবে। তোমরা ব্রাহ্মণরাই ফরিস্তা থেকে দেবতা হও"

প্রশ্ন :- এই জ্ঞান শোনার বা ধারণ করার অধিকারী কারা হতে পারে ?

উত্তর :- যারা অলরাউন্ড ভূমিকা পালন করেছে, যারা সব চেয়ে বেশী ভক্তি করেছে, তারাই এই জ্ঞানকে ধারণ করতে খুব তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সম্পন্ন হবে। উচ্চ পদও প্রাপ্ত করবে। তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদেরকে কেউ কেউ জিজ্ঞাসা করে -তোমরা শাস্ত্র মানো না? তাদের বলো, আমরা যত শাস্ত্র পড়েছি, ভক্তি করেছি, দুনিয়াতে এতো কেউ করেনি। আমাদের এখন ভক্তির ফল প্রাপ্তি হয়েছে, সেই জন্য এখন ভক্তির দরকার নেই।

ওম্ শান্তি। অসীম জগতের পিতা অসীম জগতের বাচ্চাদের বসে বোঝাচ্ছেন, সকল আত্মাদের পিতা সকল আত্মাদের বোঝাচ্ছেন। কারণ তিনি হলেন সকলেরই সঙ্গতি দাতা। যে আত্মাই হোক, তাকে জীব আত্মাই বলা হবে। শরীর না থাকলে আত্মা দেখতে পাবে না। যদিও ড্রামার প্ল্যান অনুসারে স্বর্গের স্থাপনা বাবা করছেন কিন্তু বাবা বলেন, আমি স্বর্গকে দেখি না। যাদের জন্য তারাই দেখতে পারবে। তোমাদের পড়াশুনা করিয়ে আমি আবার কোনো শরীরই ধারণ করি না। তবে শরীর ব্যাভীত কীভাবে দেখতে পারব। এরকম নয়, যেখানে-সেখানে রয়েছে, সব কিছু দেখছি। না, বাবা দেখেন শুধু মাত্র তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের, যাদের তিনি খুব সুন্দর ফুলে পরিণত করে স্নায়নের যাত্রা শেখাচ্ছেন। 'যোগ' শব্দ হলো ভক্তির। জ্ঞান দেওয়ার জন্য হলেন এক জ্ঞানের সাগর, ওঁনাকেই সঙ্গুরু বলা হয়। এছাড়া সবাই হলো গুরু। উনিই সত্য বলতে, সত্য-খন্ড বা পূণ্য-ভূমি স্থাপন করতে পারেন। ভারত সত্য-ভূমি ছিল, সেখানে সব দেবী-দেবতা নিবাস করত। তোমরা এখন মানুষ থেকে দেবতায় পরিণত হচ্ছে। তো বাচ্চাদেরকে বোঝান হচ্ছে - সত্য বাবার সাথে অন্তরে ও বাইরে সত্য হতে হবে। প্রথমে তো পদে পদে মিথ্যাই ছিল, সে সব ছাড়তে হবে, যদি স্বর্গে উচ্চ পদ প্রাপ্ত করতে চাও। যদিও স্বর্গে অনেকে যাবে কিন্তু বাবাকে জেনেও বিকর্মকে বিনাশ না করলে তবে তো শাস্তি খেয়ে হিসাব-নিকাশ মেটাতে হবে, আবার পদও অনেক কম প্রাপ্ত হবে। রাজধানী স্থাপন হচ্ছে পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগে। রাজধানী না সত্যযুগে স্থাপন হতে পারে, না কলিযুগে। কারণ বাবা সত্যযুগ বা কলিযুগে আসেন না। এই যুগকে বলা হয় পুরুষোত্তম কল্যাণকারী যুগ। এই যুগেই বাবা এসে সকলের কল্যাণ করেন। কলিযুগের পরে সত্যযুগ আসতে হবে। সেইজন্য সঙ্গমযুগও অবশ্যই দরকার। বাবা বলেছেন এটা হলো পতিত পুরানো দুনিয়া। গাওয়াও হয় দূর দেশে যিনি থাকেন....তবে পরদেশে নিজের বাচ্চাদের কোথা থেকে পাওয়া যাবে। পরদেশে আবার অপরের বাচ্চাদেরই পাওয়া যাবে। ওদেরকে ভালো ভাবে বোঝান হয়- আমি কার মধ্যে প্রবেশ করি। নিজেরও পরিচয় দেওয়া হয় আর যার মধ্যে প্রবেশ করি তাকেও বোঝাই যে, এটা তোমার অনেক জন্মের শেষের জন্ম। কতো ক্লিয়ার।

এখন তোমরা এখানে হলে পুরুষার্থী, সম্পূর্ণ পবিত্র নও। সম্পূর্ণ পবিত্রকে ফরিস্তা (দেবদূত, পরী) বলা হয়। যে পবিত্র নয় তাকে পতিতই বলা হবে। ফরিস্তা হওয়ার পর আবার তোমরা দেবতা হও। সূক্ষ্ম লোকে তোমরা সম্পূর্ণ ফরিস্তা দেখো, ওঁনাকে ফরিস্তা বলা হয়। বাবা বোঝান- বাচ্চারা, এক

অল্ফকেই স্মরণ করতে হবে। অল্ফ মানে বাবা, ওঁনাকে আল্লাহ্‌ও বলা হয়। বাচ্চারা বুঝে গেছে বাবার থেকে স্বর্গীয় উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। স্বর্গ কীভাবে রচনা করা হয়? স্মরণের যাত্রা আর জ্ঞানের দ্বারা। ভক্তিতে জ্ঞান হয় না। শুধু মাত্র এক বাবা-ই ব্রাহ্মণদের জ্ঞান দেন। ব্রাহ্মণ তো টিকিধারী। এখন তোমরা ব্রাহ্মণ হলে আবার ডিগবাজি খেলবে। ব্রাহ্মণ দেবতা ক্ষত্রিয়...একে বলা হয় বিরাট রূপ। বিরাট রূপ কোনো ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্করকে বলা হবে না। ওখানে টিকিধারী ব্রাহ্মণ তো নেই। বাবা ব্রহ্মা তনে আসেন- এটা তো কেউ জানে না। ব্রাহ্মণ কূলই হলো সর্বোত্তম কূল, যখন কিনা বাবা এসে পড়ান। বাবা তো শূদ্রদের পড়াবেন না। ব্রাহ্মণদেরই পড়ান। পড়াতেও টাইম লাগে, রাজধানী স্থাপন হতে চলেছে। তোমরা উঁচুর থেকেও উঁচু পুরুষোত্তম হও। নতুন দুনিয়া কে রচনা করবে? বাবা-ই রচনা করবেন। এটা ভুলো না। মায়া তোমাদের ভুলিয়ে দেয়, ওর তো ধান্ধাই এটা। জ্ঞানে এতো ইন্টারফেয়ার করে না, স্মরণেই করে। আত্মার মধ্যে অনেক আবর্তনা ভরে আছে, সেই বাবার স্মরণ ব্যতীত পরিচ্ছন্ন হতে পারে না। যোগ শব্দের দ্বারা বাচ্চারা অনেক বিভ্রান্ত বোধ করে। বলে - বাবা, আমাদের যোগ লাগছে না। বাস্তবে যোগ শব্দটি হল হঠযোগীদের। সন্ন্যাসীরা বলে ব্রহ্মের সাথে যোগ যুক্ত হতে হবে। এখন ব্রহ্ম তব্ব তো অনেক বড় লম্বা চওড়া, যেমন আকাশে স্টার দেখা যায়, সেরকম ওখানেও ছোট-ছোট স্টারের মতো আত্মারা আছে। সেটা হলো আকাশের ওপারে, যেখানে সূর্য, চন্দ্রের রশ্মি নেই। তো দেখো তোমরা কতো ছোটো-ছোটো রকেট। তাই বাবা বলেন-- সর্ব প্রথমে আত্মার জ্ঞান দেওয়া উচিত। সেটা তো এক ভগবানই দিতে পারেন। এরকম নয়, শুধু মাত্র ভগবানকে জানে না। এমনকি আত্মাকেও জানে না। এতো ছোটো আত্মাতে ৮৪ চক্রের অবিনাশী পার্ট ভরা হয়ে আছে, একেই বলা হয় প্রকৃতির খেলা, আর কিছু বলা যায় না। আত্মার চুরাশির চক্র আবর্তিত হতেই থাকে। প্রতি পাঁচ হাজার বছর পরে এই চক্রের আবর্তন হতেই থাকে। এটা ড্রামাতে নির্ধারিত। দুনিয়া হলো অবিনাশী, কখনো বিনাশ হয় না। লোকেরা দেখায় বড় প্রলয় হয়, তারপর কৃষ্ণ আঙুল চুষতে চুষতে অশ্বত্থ পাতার উপর আসে। কিন্তু এরকম তো আর হতে পারে না। এটা তো হলো বেকায়দা। মহাপ্রলয় কখনো হয় না। এক ধর্মের স্থাপনা আর অনেক ধর্মের বিনাশ চলতেই থাকে। এই সময় হলো মুখ্য তিন ধর্ম। এটা তো হলো অস্পিসিয়াস (মঙ্গলময়) সঙ্গমযুগ। পুরোনো দুনিয়া আর নতুন দুনিয়াতে রাত-দিনের পার্থক্য। কাল নতুন দুনিয়া ছিলো, আজ হলো পুরানো। কালকের দুনিয়াতে কি ছিলো- এটা তোমরা বুঝতে পারবে। যে যেই ধর্মের, সেই ধর্মেরই স্থাপনা করে। সে তো শুধু মাত্র একজন আসে, অনেক হয় না। তারপর আবার ধীরে ধীরে বৃদ্ধি হয়। বাবা বাচ্চাদের বলেন-বাচ্চারা, তোমাদের কোনো কষ্ট দিই না। বাচ্চাদের কীভাবে কষ্ট দেব! মোস্ট বিলভড বাবা যে। বলেন আমি হলাম তোমাদের সঙ্গতি দাতা, দুঃখ মোচনকারী, সুখদাতা। স্মরণও এক আমাকেই করে। ভক্তি মার্গে কি করে দিয়েছে, কতো গাল-মন্দ করে আমাকে। বলে গড ইজ ওয়ান। সৃষ্টি-চক্রও হলো একটাই, এরকম নয়, আকাশে কোনো দুনিয়া আছে। আকাশে অনেক স্টার থাকে। মানুষ মনে করে একেকটি স্টারের মধ্যে সৃষ্টি আছে। নীচে বা পাতালেও দুনিয়া আছে। এই সব হলো ভক্তি মার্গের কথা। উচ্চতমের থেকেও উচ্চ ভগবান হলো এক। বলাও হয়ে থাকে সমগ্র সৃষ্টির আত্মারা তোমাদের মধ্যে গাঁথা হয়ে আছে, এটা হলো যেন মালা। একে অসীম জগতের রুদ্র মালাও বলা যেতে পারে। সুতোয় বাঁধা হয়ে আছে। গাইতে থাকে কিন্তু কিছুই বোঝে না। বাবা এসে বোঝান- বাচ্চারা, আমি তোমাদের একটুও কষ্ট দিই না। এটাও বলেছেন যারা প্রথম দিকে ভক্তি করেছে, তারাই জ্ঞানে তীক্ষ্ণ হবে। ভক্তি বেশী করেছে তাই ফলও তাদের বেশী প্রাপ্তি হওয়া উচিত। বলা হয় ভক্তির ফল ভগবান দেন, তিনি হলেন জ্ঞানের সাগর। অবশ্যই তাই জ্ঞানের দ্বারাই ফল দেবেন। ভক্তির ফলের ব্যাপারে কারোরই জানা নেই। ভক্তির ফল

হলো জ্ঞান, যার দ্বারা স্বর্গীয় উত্তরাধিকারের সুখের প্রাপ্তি হয়। তো ফল দেয় অর্থাৎ নরকবাসী থেকে স্বর্গবাসী করে তোলেন এক বাবা। রাবণকেও কারোর জানা নেই। বলেও থাকে এইটি হলো পুরানো দুনিয়া। কবে থেকে পুরানো হলো- সেই হিসাব করতে পারে না। বাবা হলেন মনুষ্য সৃষ্টি রূপী বৃক্ষের বীজরূপ। উনি সত্য। এই বৃক্ষের কখনো বিনাশ হয় না, একে উল্টো বৃক্ষ বলা হয়। বাবা হলেন উপরে, আত্মারা বাবাকে উপরে দেখে ডাকে, শরীর তো ডাকতে পারে না। আত্মা তো এক শরীর থেকে বেরিয়ে দ্বিতীয় শরীরে চলে যায়। আত্মা না কমে, না বাড়ে, না কখনো আত্মার মৃত্যু হয়। এই খেলা প্রস্তুত হয়েই আছে। সমগ্র খেলার আদি-মধ্য-অন্তের রহস্য বাবা বলেছেন। আস্তিকও করেছেন। এটাও বলেছেন যে লক্ষ্মী-নারায়ণের এই জ্ঞান নেই। সেখানে তো আস্তিক- নাস্তিকের কথা জানাই নেই। এই সময় বাবা-ই অর্থ বোঝান। নাস্তিক তাদের বলা হয় যারা না বাবাকে, না রচনার আদি-মধ্য-অন্তকে, না ডায়রেকশনকে জানে। এই সময় তোমরা আস্তিকে পরিণত হয়েছো। সেখানে এই ব্যাপারই নেই। খেলা যে। যে কথা এক সেকেন্ডে হচ্ছে সেটা আবার দ্বিতীয় সেকেন্ডে হয় না। ড্রামাতে টিক-টিক হতেই থাকে। যেটা পাস্ট হয়েছে, চক্রে আবর্তিত হয়ে যায়। যেরকম বায়োস্কোপ হয়, দুই ঘন্টা বা তিন ঘন্টা পরে আবার সেই বায়োস্কোপই হুবহু রিপিট হবে। অটোলিকা ইত্যাদি ভেঙে ফেলে দেয় আবার দেখবে তৈরী হয়ে আছে। সেটাই হুবহু রিপিট হয়। এতে বিভ্রান্ত হওয়ার ব্যাপার নেই। মুখ্য ব্যাপার হলো আত্মাদের পিতা হলেন পরমাত্মা। আত্মারা পরমাত্মার থেকে পৃথক ছিলো বহুকাল.....পৃথক হয়, এখানে আসে ভূমিকা পালন করতে। তোমরা সম্পূর্ণ পাঁচ হাজার বছর পৃথক ছিলে। তোমাদের অর্থাৎ মিষ্টি বাচ্চাদের অলরাউন্ড (সবরকম) পার্ট প্রাপ্ত হয়েছে, এই জন্য তোমাদেরই বোঝান হয়। তোমরা জ্ঞানেরও অধিকারী। সবচেয়ে বেশী ভক্তি যারা করেছিলো, জ্ঞানের ক্ষেত্রেও তারাই তীক্ষ্ণ হবে, পদও উচ্চ প্রাপ্ত করবে। সর্ব প্রথমে এক শিববাবার ভক্তি হয়, তারপর দেবতাদের। আবার পঞ্চ তন্ত্রকেও ভক্তি করে, ব্যাভিচারী হয়ে যায়। এখন অসীম জগতের পিতা তোমাদের অসীম জগতে নিয়ে যাচ্ছেন, সেটা আবার অসীম জগতের ভক্তির অঙ্গুতানে নিয়ে যায়। বাচ্চারা, এখন বাবা তোমাদের বোঝাচ্ছেন- নিজেকে আত্মা মনে করে আমি অর্থাৎ এই এক বাবাকে স্মরণ করো। তবুও এখান থেকে বাইরে যাওয়ার জন্য মায়া ভুলিয়ে দেয়। যেরকম গর্ভে পশ্চাতাপ করতে থাকে- আমি এরকম করবো না, বাইরে এলে ভুলে যায়। এখানেও ঐরকম, বাইরে গেলে ভুলে যায়। এটা ভুল আর অভুলের খেলা। এখন তোমরা বাবার এডাপ্টেড বাচ্চা হয়েছো। শিববাবা আছেন যে। তিনি হলেন সকল আত্মাদের অসীম জগতের পিতা। বাবা কতো দূর থেকে আসেন। ওনার গৃহ হলো পরমধাম। পরমধাম থেকে যখন আসছেন তো অবশ্যই বাচ্চাদের জন্য উপহার নিয়ে আসবেন। হাতের উপর স্বর্গ (হাতেলী পর বহিস্ত) উপহার স্বরূপ নিয়ে আসেন। বাবা বলেন সেকেন্ডে স্বর্গের বাদশাহী নাও। শুধু মাত্র বাবাকে জানো। সমস্ত আত্মাদের পিতা যে। বলেন আমি হলাম তোমাদের বাবা। আমি কি ভাবে আসি- সেটাও তোমাদের বুঝিয়ে দিচ্ছি। আমার রথ তো অবশ্যই দরকার। কোন রথ? কোনো মহাত্মার তো নিতে পারি না। মানুষেরা বলে তোমরা ব্রহ্মাকে ভগবান, ব্রহ্মাকে দেবতা বোলো। আরে, আমরা কোথায় বলি! বৃক্ষের উপর একদম অন্তে দাঁড়িয়ে থাকি, যখন সমস্ত বৃক্ষ তমোপ্রধান হয়। ব্রহ্মাও সেখানে দাঁড়িয়ে থাকে, অনেক জন্মের শেষে জন্ম হয়েছে যে। বাবা স্বয়ং বলেন আমার অনেক জন্মের শেষের জন্মে যখন বাণপ্রস্থ অবস্থা হয়, তখন বাবা এসেছেন। যিনি এসে ধাক্কা ইত্যাদি থেকে ছাড়িয়েছেন। ষাট বছরের পরে মানুষ ভক্তি করে থাকে ভগবানের সাথে মিলিত হওয়ার জন্য।

বাবা বলেন তোমরা সকলে মনুষ্য মতের উপর ছিলে, এখন বাবা তোমাদের শ্রীমত দিচ্ছেন। শাস্ত্র লেখে যারা তারাও মানুষ। দেবতারা তো লেখে না, না পড়ায়। সত্যযুগে শাস্ত্র হয় না। ভক্তিই নেই। শাস্ত্রতে সব কর্ম কান্ড লেখা আছে। এখানে সেই ব্যাপার নেই। তোমরা দেখো বাবা জ্ঞান দেন। ভক্তি মার্গে তো আমরা শাস্ত্র অনেক পড়েছি। কেউ জিজ্ঞাসা করে তোমরা বেদ-শাস্ত্র ইত্যাদি কে মানো না? বলো, যে কোনো মানুষের থেকেই আমরা বেশী মানি। শুরুর থেকে অব্যাভিচারী ভক্তি আমরা শুরু করেছি। এখন আমাদের জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছে। জ্ঞানের দ্বারা সঙ্গতি হয়, আমরা আবার ভক্তি কেন করব। বাবা বলেন- বাচ্চারা, হিয়ার নো ইভিল্, সী নো ইভিল্...তো বাবা কতো সিম্পল ভাবে বোঝান- মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা, নিজেকে আত্মা নিশ্চিত করো। আমি হলাম আত্মা। তারা বলে দেয় আমিই আল্লাহ্ । তোমাদের শিক্ষা প্রাপ্ত হয় আমি হলাম আত্মা, শিব বাবার সন্তান । এটাই মায়া বারংবার ভুলিয়ে দেয়। দেহ-অভিমানী হওয়ার জন্যই উল্টো কর্ম হয়। এখন বাবা বলেন- বাচ্চারা, বাবাকে ভুলো না। টাইম ওয়েস্ট কোরো না। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত।
আত্মাদের পিতা ঔনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার:-

১) রচয়িতা আর রচনার রহস্যকে যথার্থ বুঝে আত্মিক হতে হবে। ড্রামার জ্ঞানে বিভ্রান্ত হতে নেই। নিজের বুদ্ধিকে পার্থিব দিক থেকে সরিয়ে অসীম জগতে নিয়ে যেতে হবে।

২) সূক্ষ্ম লোক নিবাসী ফরিস্তা হওয়ার জন্য সম্পূর্ণ পবিত্র হতে হবে। আত্মাতে যে আবর্জনা ভরে আছে, তাকে স্মরণের বল দ্বারা নির্গত করে পরিচ্ছন্ন করতে হবে।

বরদান :- আত্মিক স্মিত হাসির দ্বারা চেহারাতে প্রসন্নতার ঝলক দেখাতে সক্ষম বিশেষ আত্মা ভব

ব্রাহ্মণ জীবনের বিশেষত্ব হলো প্রসন্নতা। প্রসন্নতা অর্থাৎ আত্মিক স্মিত হাসি। জোরে জোরে হাসা নয়, কিন্তু মৃদু হাসি। যতই কেউ গাল-মন্দও করতে থাকুক না কেন, তাও নিজের চেহারায়ে দুঃখের ঢেউ যেন না আসে, সদা প্রসন্ন চিত্ত। এটা ভেবো না যে, উনি এক ঘন্টা বলেছেন, আমি তো শুধু মাত্র এক সেকেন্ড বলেছি। সেকেন্ডও বলেছো বা ভেবেছো, মুখমন্ডলে অপ্রসন্নতা এলে তো ফেল হয়ে যাবে। এক ঘন্টা সহ্য করেছো, তারপর বেলুন থেকে গ্যাস বের হয়ে গেল। শ্রেষ্ঠ জীবনের লক্ষ্য যার থাকে, এরূপ বিশেষ আত্মা এমন গ্যাস-বেলুন হয় না।

শ্লোগান :- শীতল কায়া (দেহ) সম্পন্ন যোগী নিজে শীতল হয়ে অন্যকে শীতল দৃষ্টির দ্বারা শীতল করে তোলে।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- এখন সতোপ্রধান হয়ে নিজ নিকেতন পরমধাম ফিরতে হবে, তাই নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে নিরন্তর বাবাকে স্মরণ করার অভ্যাস করো, উল্লতির দিকে সদা সতর্ক থাকো"

প্রশ্ন :- পড়াশোনায় দিন প্রতিদিন এগিয়ে চলেছি, নাকি পিছিয়ে পড়েছি তার প্রমাণ চিহ্ন কি ?

উত্তর :- পড়াশোনায় যদি এগিয়ে চলেছ তাহলে হালকা ভাবের অনুভূতি হবে। বুদ্ধিতে থাকবে এই শরীর তো ছিঃ ছিঃ, একে ত্যাগ করতে হবে, আমাদের তো এখন নিজ ঘরে পরমধাম ফিরে যেতে হবে। দৈব গুণ ধারণ করতে থাকবে। যদি পিছিয়ে পড়েছ তাহলে আচার আচরণে অসুরী গুণ দেখা দেবে। চলতে-ফিরতে বাবার স্মরণ স্থির থাকবে না। তারা ফুলের মতন সবাইকে সুখ দিতে পারবে না। এমন বাচ্চাদের ভবিষ্যতে সাক্ষাৎকার হবে, তারপরে অনেক দন্ড ভোগ করতে হবে।

ওম্ শান্তি । বুদ্ধিতে এই স্মৃতি যেন থাকে যে আমরা সতোপ্রধান এসেছিলাম। আত্মিক পিতা (রুহানী বাবা) আত্মা রূপী (রুহানী) বাচ্চাদের বোঝাচ্ছেন এখানে সবাই বসে আছে, কেউ বা দেহ-অভিমানী হয়ে আর কেউ দেহী-অভিমানী হয়ে। কেউ এক সেকেন্ডে দেহ-অভিমানী এবং পরের সেকেন্ডে দেহী-অভিমানী হতে থাকবে। এমন তো কেউ বলতে পারবে না যে আমরা সারা দিন দেহী অভিমানী হয়ে বসি। না, বাবা বোঝান কোনও সময় দেহী অভিমানী, কোনও সময় দেহ-অভিমানী থাকবে। এখন বাচ্চারা তো এই কথা জানে আমরা আত্মারা এই শরীর ত্যাগ করে ফিরে যাব পরমধাম নিজের ঘরে। খুব খুশীতে ফিরতে হবে। সারা দিন এই চিন্তন থাকবে -আমরা শান্তিধাম যাই কারণ বাবা তো পথ বলে দিয়েছেন। অন্য লোকেরা কখনও এইরূপ চিন্তন নিয়ে বসবে না হয়তো। এই শিক্ষা কেউ পায় না। চিন্তনও থাকবে না। তোমরা বুঝেছ এ হল দুঃখধাম। এখন বাবা সুখধামে যাওয়ার পথ বলে দিয়েছেন। বাবাকে যত স্মরণ করবে ততই সম্পূর্ণ হয়ে যথা যোগ্য রূপে শান্তিধাম যাবে, একেই মুক্তি বলা হয়, যার জন্য মানুষ গুরুর কাছে দীক্ষিত হয়। কিন্তু মানুষ একেবারেই জানে না যে মুক্তি-জীবনমুক্তি কি। কারণ এই কথাটি হল নতুন। তোমরা বাচ্চারা ই বুঝতে পেরেছ এখন আমাদের পরমধামে ফিরতে হবে। বাবা বলেন স্মরণের যাত্রা দ্বারা পবিত্র হও। তোমরা সর্বপ্রথম যখন এসেছিলে শ্রেষ্ঠাচারী দুনিয়ায়, তখন সতোপ্রধান ছিলে। আত্মা সতোপ্রধান ছিল। কারো সঙ্গে কানেকশনও পরে হবে। যখন গর্ভে আসবে তখন সম্বন্ধ ক্রিয়েট হবে। তোমরা জানো এখন এই জন্ম হল আমাদের শেষ জন্ম। আমাদের ঘরে ফিরতে হবে। পবিত্র না হয়ে আমরা ফিরে যেতে পারব না। নিজের সঙ্গে অন্তরে এমন এমন কথা বলা উচিত। কারণ বাবার আদেশ হল উঠতে বসতে, চলতে ফিরতে বুদ্ধিতে যেন এই চিন্তন থাকে আমরা সতোপ্রধান এসেছিলাম, এখন সতোপ্রধান হয়ে ঘরে ফিরতে হবে। সতোপ্রধান হতে হবে বাবার স্মরণে। কারণ বাবা হলেন পতিত-পাবন। তিনি বাচ্চাদের অর্থাৎ আমাদের যুক্তি বলে দেন যে, তোমরা এইভাবে পবিত্র হতে পারবে। সম্পূর্ণ সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তকে তো একমাত্র বাবা-ই জানেন আর কোনও অথরিটি নেই। বাবা-ই হলেন মনুষ্য সৃষ্টির বীজ রূপ। ভক্তি কত দিন চলে, সেই কথাও বাবা বুঝিয়েছেন। এতটা সময় জ্ঞান মার্গ, এতটা সময় ভক্তি। এই সম্পূর্ণ জ্ঞান বুদ্ধিতে চলা উচিত। যেমন বাবার আত্মায় জ্ঞান আছে, তোমাদের আত্মায়ও জ্ঞান আছে। শরীর দ্বারা শুনতে হয় এবং শোনানো হয়। শরীর ব্যতীত আত্মা বলতে পারে না, এর জন্য প্রেরণা বা আকাশবাণীর কোনও ব্যাপার নেই। ভগবানুবাচ আছে সুতরাং অবশ্যই মুখ থাকা প্রয়োজন, রথও থাকা উচিত। গাধা-ঘোড়া টানা রথ চাই না। তোমরাও

প্রথমে এটাই বুঝেছিল যে, কলিযুগ এখনও ৪০ হাজার বছর আরও চলবে। অস্ত্রানের নিদ্রায় সবাই নিদ্রিত, এখন বাবা এসে জাগিয়ে তুলছেন। তোমরাও অস্ত্রানে ছিলে। এখন জ্ঞান অর্জন করেছে। অস্ত্রান বলা হয় ভক্তিকে।

এখন বাচ্চারা, তোমাদের এই চিন্তন করা উচিত আমরা নিজেদের উন্নতি কিভাবে করব, উঁচু পদ মর্যাদা কিভাবে প্রাপ্ত করব ? নিজের ঘরে পরমধাম ফিরে গিয়ে আবার নতুন রাজধানী স্বর্গে গিয়ে উঁচু পদ মর্যাদা প্রাপ্ত করি। তার জন্যে রয়েছে স্মরণের যাত্রা। নিজেকে অবশ্যই আত্মা নিশ্চয় করতে হবে। আমরা সবাই আত্মা, আমাদের সকলের পিতা হলেন পরমাত্মা। এই জ্ঞান তো খুবই সিম্পল। কিন্তু মানুষ এইটুকু কথাও বোঝে না। তোমরা বোঝাতে পারো যে, এই হল রাবণের রাজ্য, তাই তোমাদের বুদ্ধি ব্রষ্টাচারী হয়েছে। মানুষ ভাবে যারা বিকারগ্রস্ত হয় না তারা পবিত্র। যেমন সন্ন্যাসী। বাবা বলেন তারা তো অল্পকালের জন্য পবিত্র হয়। দুনিয়া তবুও পতিত, তাই না। পবিত্র দুনিয়া হল সত্যযুগ। পতিত দুনিয়ায় সত্যযুগের মতন পবিত্র কেউ হতে পারে না। সেখানে তো রাবণের রাজ্যই নেই, বিকারের কথাই নেই। সুতরাং যেখানেই যাও, যতক্ষণ পারো ঘুরতে ফিরতে বুদ্ধিতে এইরূপ চিন্তন থাকা উচিত। বাবার মধ্যে এই জ্ঞান আছে, তাই না। তিনি হলেন জ্ঞানের সাগর, অতএব জ্ঞান তো টপ টপ করে পড়বে। তোমরা হলে জ্ঞান সাগর থেকে বেরিয়ে আসা জ্ঞান নদী। তিনি হলেন এভার সাগর অর্থাৎ সদা কালের সাগর, তোমরা আত্মারা সদাকালের সাগর নও। তোমরা বাচ্চারা বুঝেছ আমরা আত্মারা হলাম সবাই ভাই-ভাই। তোমরা বাচ্চারা পড়ছ, বাস্তুবে নদী ইত্যাদির কোনও কথা নেই। নদী বললে গঙ্গা, যমুনা ইত্যাদি বলা হয়। তোমরা এখন অসীম জগতে দাঁড়িয়ে আছো। আমরা সব আত্মারা এক পিতার সন্তান, আমরা হলাম ভাই-ভাই। এখন আমাদের পরমধাম অর্থাৎ ঘরে ফিরতে হবে। যেখান থেকে এসে শরীরে প্রবেশ করি এবং ক্রকুটি সিংহাসনে বিরাজিত হই। খুব সূক্ষ্ম আত্মা, সাক্ষাৎকার হলে বুঝতে পারবে না। আত্মা শরীরের বাইরে গেলে বলা হয় কখনো মাথা থেকে, কখনো চোখ দিয়ে, মুখ দিয়ে বেরিয়েছে, মুখ খোলা থেকে যায়। আত্মা শরীর ত্যাগ করে গেলে শরীর জড় হয়ে যায় (নির্জীব)। এ হল জ্ঞান। স্টুডেন্টের বুদ্ধিতে সারা দিন পড়াশোনার চিন্তন থাকে। তোমাদেরও সারা দিন পড়াশোনার চিন্তন চলা উচিত। ভালো ভালো স্টুডেন্টদের হাতে সদা একটি বই থাকেই। তারা পড়তেই থাকে।

বাবা বলেন এ হল তোমাদের শেষ জন্ম, সম্পূর্ণ পরিক্রমা করে শেষ কালে এসেছ, তো বুদ্ধিতে স্মরণ থাকা উচিত। ধারণা করে অন্যদের বোঝানো উচিত। কারো ধারণা হয়ই না। স্কুলেও এইরূপ নম্বর অনুসারে স্টুডেন্ট থাকে। সাবজেক্ট ও অনেক থাকে। এখানে তো সাবজেক্ট একটাই। দেবতা হতে হবে, এই পড়ার চিন্তন যেন চলতে থাকে। এমন নয় পড়া ভুলে অন্য অন্য চিন্তন করবে। ব্যবসাদার হলে ব্যবসার চিন্তন চলবে। স্টুডেন্টের পড়াশোনার চিন্তন চলবে। বাচ্চারা, তোমাদেরও নিজেদের পড়াশোনায় থাকতে হবে।

গতকাল একটি নিমন্ত্রণ পত্র এসেছিল ইন্টারন্যাশনাল যোগ কনফারেন্সের। তোমরা তাদের লিখতে পারো তোমাদের এই যোগ তো হল হঠ যোগ (শারীরিক যোগ ব্যায়াম)। এই যোগের মূখ্য উদ্দেশ্য কি ? তাতে লাভ কি ? আমরা তো রাজ যোগ শিখছি। পরমপিতা পরমাত্মা যিনি হলেন জ্ঞানের সাগর, তিনি হলেন রচয়িতা। তিনি আমাদের নিজের এবং রচনার জ্ঞান শোনাচ্ছেন। এখন আমাদের ঘরে পরমধামে ফিরতে হবে। "মন্নাভব" - এ হল আমাদের মন্ত্র। আমরা বাবাকে এবং

বাবার দ্বারা যা অবিনাশী উত্তরাধিকার (বর্সা) প্রাপ্ত করি, সেসব স্মরণ করি। তোমরা এই হঠযোগ ইত্যাদি করছ, এর মুখ্য উদ্দেশ্য কি ? আমরা নিজেদের যোগের কথা তো বলেছি যে আমরা এই যোগ শিখছি। তোমাদের এই হঠযোগ দ্বারা কি প্রাপ্ত হয় ? এমন রেসপন্স বা প্রত্যুত্তর নাটসেল বা সংক্ষেপে লিখতে হবে। এমন নিমন্ত্রণ তোমাদের কাছে অনেক আসে। অল ইন্ডিয়া রিলিজিয়াস কনফারেন্সের নিমন্ত্রণ পত্র এলে এবং তোমাদের যদি জিজ্ঞাসা করে যে - তোমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য কি ? তো তাদের বোলো আমরা এই যোগ শিখছি। নিজেরটা অবশ্যই জানানো উচিত, তাই না ? কারণ এই রাজ যোগ তোমরা শিখছ। বলবে আমরা পড়ছি। আমাদের যিনি পড়াচ্ছেন তিনি হলেন ভগবান, আমরা আত্মা রূপে সবাই হলাম ব্রাদার্স। আমরা নিজেদের আত্মা ভাবি। অসীম জগতের পিতা (আত্মাদের পিতা) বলেন নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে "মামেকম্ স্মরণ করো", তাহলে তোমাদের পাপ নষ্ট হবে। এমন এমন বক্তব্য লিখে ভালো ভাবে প্রিন্ট করে রেখে দাও। তারপরে যেখানে যেখানে কনফারেন্স ইত্যাদি হবে, পাঠিয়ে দিও। তারা বলবে এরা তো খুব ভালো কায়দা বা নিয়ম শিখছে। এই রাজ যোগের দ্বারা রাজার রাজা বিশ্বের মালিক হওয়া যায়। প্রত্যেক ৫ হাজার বছর পরে আমরা দেবতায় পরিণত হই, পরে মানুষ হই। এমন এমন বিচার সাগর মন্থন করে ফার্স্টক্লাস লিখিত বক্তব্য তৈরী করা উচিত। তারা তোমাদের কাছে এর উদ্দেশ্য জিজ্ঞাসা করতে পারে। তাই এই বক্তব্য প্রিন্ট করিয়ে রাখো, আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্যটি হল এই। এই ভাবে লিখলে টেম্পটেশন অর্থাৎ ইচ্ছে জাগ্রত হবে। এতে কোনোরকম হঠ যোগ বা শাস্ত্র নিয়ে বাদ বিবাদ করার কথা নেই। তাদের শাস্ত্রচর্চা করারও খুব অহংকার থাকে। তারা নিজেদেরকে শাস্ত্রের অথরিটি ভাবে। বাস্তবে তারা হল পূজারী, অথরিটি তো পূজ্য আত্মাদের বলা হবে। পূজারীদের কি বলা হবে ? অতএব এই কথা ক্রিয়ার লেখা উচিত - আমরা কি শিখছি। বি.কে.দের নাম তো বিখ্যাত হয়ে গেছে।

যোগ দুই প্রকারের আছে - এক হল হঠ যোগ, দ্বিতীয় হল সহজ যোগ। সেই যোগ কোনো মানুষ শেখাতে পারে না। রাজ যোগ একমাত্র পরমাত্মাই শেখান। বাকি এত সব অনেক প্রকারের যোগ রয়েছে মনুষ্য মতানুসারে। স্বর্গে দেবতাদের তো কারো মতের দরকার নেই, কারণ অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়েছে। তারা হলেন দেবতা অর্থাৎ দৈব গুণ ধারী, যে আত্মার এমন গুণ নেই তাকে অসুর বলা হবে। দেবতাদের রাজ্য ছিল, পরে তারা কোথায় গেলেন ? ৮৪ জন্ম কিভাবে নিয়েছেন ? সিঁড়ির চিত্রে বোঝানো উচিত। সিঁড়ির চিত্রটি খুব ভালো। যা তোমাদের অন্তরে আছে সেসব সিঁড়ির চিত্রে আছে। সমস্ত কিছু নির্ভর করছে পড়াশোনার উপরে। এই পড়াশোনাটি হল সোর্স অফ ইনকাম। এই পড়াশোনা হল সবচেয়ে উঁচু। দি বেস্ট, সর্বশ্রেষ্ঠ। দুনিয়া জানে না দি বেস্ট পড়াশোনা কোনটি ? এই পড়াশোনার দ্বারা মানুষ থেকে দেবতা ডবল ক্রাউন অর্থাৎ ডবল মুকুটধারী হওয়া যায়। এখন তোমরা ডবল মুকুটধারী হওয়ার পুরুষার্থ করছ। পড়াশোনা তো একটাই, তারপরে কেউ কোনো পদ প্রাপ্ত করে, কেউ বা অন্য ! আশ্চর্যের বিষয়, তাই না ! একই পড়াশোনার দ্বারা রাজধানী স্থাপন হয়, রাজ্যও তৈরি হয় এবং প্রজাও। যদিও সেখানে দুঃখের কথা নেই। পদ মর্যাদা তো আছে। এখানে অনেক প্রকারের দুঃখ আছে। অনাবৃষ্টি, অসুখ-বিসুখ, আনাজের অভাব, বন্যা (ফ্লাড) আসতেই থাকে। যতই লক্ষপতি, কোটিপতি হোক, জন্ম তো বিকার থেকেই হয়, তাইনা। ধাক্কা ধাক্কি, মশার কামড় ইত্যাদি সবই তো দুঃখ, তাই না। নামই হল অতি ঘোর নরক (রৌরব নরক)। এরপরেও বলতে থাকে অমুকে স্বর্গে গেছেন। আরে, স্বর্গ তো আসছে ভবিষ্যতে ; তাহলে কেউ স্বর্গে গেছে কিভাবে। কাউকে বোঝানো খুব সহজ কাজ। এবার বাবা প্রবন্ধ লিখতে দিয়েছেন, লেখা তো

বাচ্চাদের কাজ। ধারণ হয়ে থাকলে লিখবে নিশ্চয়ই। মুখ্য কথা, বাচ্চাদের বোঝানো - নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করো, এবারে পরমধাম ফিরতে হবে। আমরা সত্যপ্রধান ছিলাম তো খুশীর সীমা ছিল না। এখন তোমো প্রধান হয়েছি। কতখানি সহজ। পয়েন্টস তো বাবা শোনাতেই থাকেন। অতএব ভালো করে বসে বোঝাতে হবে। বিশ্বাস না করলে বুঝে নিতে হবে এরা আমাদের বংশের নয়। পড়াশোনায় দিন প্রতিদিন এগিয়ে যেতে হবে। পিছিয়ে যাবে না। দৈব গুণের পরিবর্তে অসুরী গুণ ধারণ করা - এটাই হল পিছিয়ে যাওয়া। বাবা বলেন বিকার গুলি ত্যাগ করতে থাকো, দৈব গুণ ধারণ করো। খুব হালকা থাকতে হবে। এই শরীরটি হল পুরানো ছিঃ ছিঃ, একে ছাড়তে হবে। আমাদের তো এখন ঘরে ফিরতে হবে। বাবাকে স্মরণ না করলে সুন্দর ফুলে (গুল-গুল) পরিণত হবে না। খুব দন্ড ভোগ করতে হবে। ভবিষ্যতে তোমাদের সাক্ষাৎকার হবে। জিজ্ঞাসা করা হবে, তোমরা কি সার্ভিস করেছ ? তোমরা কখনও কোর্টে যাও নি । ব্রহ্মা বাবা সবকিছু দেখেছেন, কিভাবে তারা চোর ধরে, তারপরে কেস চলে। ঠিক সেইরকম সেখানে তোমাদেরকেও সব সাক্ষাৎকার করানো হবে। দন্ড ভোগ করে পাই পয়সার পদ মর্যাদা প্রাপ্ত করবে। টিচারের তো দয়া হয়, তাই না। এরা ফেল হয়ে যাবে। বাবাকে স্মরণ করার এই সাবজেক্টটি সবচেয়ে ভালো, যার দ্বারা পাপ বিনষ্ট হয়। বাবা আমাদের পড়ান। এই কথাটি স্মরণ করতে করতে পরিক্রমা করা উচিত। স্টুডেন্ট, টিচারকে স্মরণও করে আর বুদ্ধিতে পড়াটাও থাকে। টিচারের সঙ্গে যোগ তো নিশ্চয়ই থাকবে, তাইনা। এই কথা বুদ্ধিতে থাকা উচিত - আমরা সব আত্মা ভাইদের একজনই টিচার, তিনি হলেন সুপ্রিম টিচার। ভবিষ্যতে অনেকে জানবে - ওগো প্রভু তোমার লীলা মহিমা বর্ণনা করে মারা যাবে কিন্তু প্রাপ্তি কিছুই হবে না। দেহ-অভিমাণে এসে উল্টো কাজ করে। দেহী-অভিমানী হলে ভালো কাজ করবে। বাবা বলেন এখন তোমাদের হল বাণপ্রস্থ অবস্থা। ফিরে যেতেই হবে। হিসেব নিকেশ মিটিয়ে সবাইকে যেতে হবে। কেউ যেতে চাক বা না চাক, ফিরে যেতে হবেই। এইরকম একটা দিন আসবে যেদিন এই দুনিয়াটা অনেক খালি হয়ে যাবে। শুধু ভারত থেকে যাবে। অর্ধকল্প শুধু ভারত ভূ খন্ড থাকবে সুতরাং দুনিয়া কত খালি হয়ে যাবে। এমন চিন্তন কারো বুদ্ধিতে থাকবে না তোমাদের ছাড়া। তখন তো তোমাদের কেউ শত্রু থাকবে না। শত্রু আসে কেন ? ধনের লোভে। ভারতে এত মুসলমান ও ইংরেজ এসেছে কেন ? ধন সম্পদ দেখেছে। ধন সম্পদ তো অনেক ছিল, এখন আর নেই, তাই এখন আর কেউ নেই। ধন সম্পদ নিয়ে খালি করে গেছে। মানুষ এইসব জানে না। বাবা বলেন, ধন সম্পদ তো তোমরা নিজেরা শেষ করেছ, ড্রামা প্ল্যান অনুযায়ী। তোমাদের নিশ্চয় আছে আমরা অসীম জগতের পিতার কাছে এসেছি। কখনও কারো এই চিন্তন আসবে না যে, এ হল ঈশ্বরীয় পরিবার। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর গুডমর্নিং।
আত্মাদের পিতা ঔঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) চলতে ফিরতে বুদ্ধিতে পড়াশোনার চিন্তন করতে হবে। যে কোনও কাজ করাকালীন বুদ্ধিতে সর্বদা যেন জ্ঞান বিন্দু টিপটিপ করে। এ হল সর্বশ্রেষ্ঠ (দি বেস্ট) পড়াশোনা, যে পড়া করে ডবল মুকুটধারী (ডবল ক্রাউন) হতে হবে।

২) অভ্যাস করতে হবে আমরা আত্মারা হলাম ভাই-ভাই। দেহ-অভিমাণে এলেই উল্টো কর্ম হয়, তাই যতটা সম্ভব দেহী-অভিমানী হয়ে থাকতে হবে।

বরদান :- অন্যদের সাথে সম্বন্ধ বা সম্পর্কে আসা কালীন ডায়মন্ড স্বরূপ ধারণ করে ডায়মন্ড দর্শনকারী বেদাগ ডায়মন্ড ভব

ব্যাখা: বাপদাদার শ্রীমৎ হল ডায়মন্ড (আত্মা রূপী হীরা) স্বরূপ ধারণ করে ডায়মন্ড (আত্মাকে) দেখবে। কোনও আত্মা কালো কয়লা রূপী তমোগুণী হলেও তোমাদের দৃষ্টি পড়লে তার কালিমা যেন কম হয়ে যায়। অমৃতবেলা থেকে রাত্রি পর্যন্ত যত আত্মার সম্বন্ধ সম্পর্কে আসবে শুধু ডায়মন্ড স্বরূপে ডায়মন্ড দর্শন করতে থাকো। কোনো রূপ বিঘ্ন বা স্বভাবের প্রভাবে ডায়মন্ডে যেন দাগ না লাগে। যতই অনেক প্রকারের পরিস্থিতি বিঘ্ন রূপে আসুক কিন্তু তোমরা এমন শক্তিশালী হও যে, তার কোনো প্রভাব যেন না পড়ে।

স্লোগান - মন ও বুদ্ধিকে মনমত থেকে সদা খালি রাখে যারা, তারাই হল আন্তারিকারী ।

নববর্ষের বিশেষ সঙ্কল্প - "মাস্টার বিধাতা হও"

আজ বিধাতা বাবা তাঁর মাস্টার বিধাতা বাচ্চাদের সাথে মিলিত হতে এসেছেন। বিধাতা বাবা সব বাচ্চার চার্ট দেখছেন। বিধাতার থেকে প্রাপ্ত সকল ভান্ডার দ্বারা তোমরা কতদূর পর্যন্ত বিধাতা সমান মাস্টার বিধাতা হয়েছ! জ্ঞানের বিধাতা হয়েছ তোমরা? স্মরণের শক্তির বিধাতা হয়েছ? সময় এবং প্রয়োজন অনুসারে সর্ব শক্তির বিধাতা হয়েছ? আধ্যাত্মিক দৃষ্টি, আধ্যাত্মিক স্নেহের বিধাতা হয়েছ? সময় অনুসারে প্রত্যেক আত্মার জন্য সহযোগের বিধাতা হয়েছ? নির্বলের জন্য নিজের শ্রেষ্ঠ সঙ্গের বিধাতা, সম্পর্কের বিধাতা হয়েছ? অতৃপ্ত আত্মাদের তৃপ্ত আত্মা বানানোর উৎসাহ-উদ্দীপনার বিধাতা হয়েছ? সকল মাস্টার বিধাতার এই চার্ট বাবা দেখছিলেন।

বিধাতা অর্থাৎ যারা সবসময় সকল সঙ্কল্প দ্বারা দান করে। বিধাতা অর্থাৎ যিনি দিলদরিয়া। কিছু দেওয়ার সময়, সাগর সমান বড় তাঁর হৃদয়। বিধাতা অর্থাৎ বাবা ব্যতীত আর অন্য কোনও আত্মার থেকে নেওয়ার ভাবনা রাখে না, সদা দান করে। যদি কেউ আধ্যাত্মিক স্নেহ, সহযোগ দেয়ও তো একের বদলে সে লক্ষ-কোটি দেবে, ঠিক যেমন বাবা নেন না, কেবলই দেন। যদি কোনো বাচ্চা নিজের পুরানো মূল্যহীন খড়কুটোও দেয়, তার পরিবর্তে দাতা এত দেয় যে নেওয়া দেওয়ায় পরিবর্তিত হয়ে যায়। এইরকম মাস্টার বিধাতা অর্থাৎ প্রতিটি সঙ্কল্পে, প্রতিটি কদমে যারা দেয়। মহান দাতা অর্থাৎ বিধাতা। সদা দেওয়ার কারণে তারা সদাসর্বদা নিঃস্বার্থ হবে। তারা যে কোনো রকম স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্যে থাকবে, স্বতন্ত্র থেকেও বাবার সমান সকলের প্রিয় হবে। বিধাতা আত্মার প্রতি নিজে থেকেই সকলের রিগার্ড দেওয়ার রেকর্ড থাকবে। বিধাতা স্বতঃই সবার নজরে দাতা অর্থাৎ মহান হবে। কতদূর পর্যন্ত এমন বিধাতা হয়েছ? বিধাতা অর্থাৎ রাজার বংশের। বিধাতা অর্থাৎ পালনকর্তা। বাবা সমান তারা সদা স্নেহ আর সহযোগের পালনা দেয়। বিধাতা অর্থাৎ সদা সম্পন্ন। সুতরাং নিজে নিজেকে চেক কর, তোমরা কি গ্রহীতা নাকি দাতা মাস্টার বিধাতা?

এখন সময় অনুসারে মাস্টার বিধাতার পার্ট অর্থাৎ ভূমিকা পালন করতে হবে, কারণ সময় সমাসন্ন, অর্থাৎ তোমাদের বাবার সমান হতে হবে। এখনও পর্যন্ত নিজের জন্য নেওয়ার ভাবনা রাখলে তবে বাবার সমান কবে হবে? এখন দেওয়াই নেওয়া, যত দেবে ততই নিজে থেকে বাড়তে থাকবে। সীমিত পরিসরের কোনকিছুর গ্রহীতা হ'য়ো না। এখনও যদি সীমিত পরিসরের আকাঙ্ক্ষা তোমার পূর্ণ করার ইচ্ছা হয়, তবে বিশ্বের সকল আত্মাদের আশা কিভাবে পূর্ণ করবে?

"আমার সামান্য নাম-যশ-খ্যাতি-প্রতিপত্তি চাই, রিগার্ড চাই, স্নেহ- ভালোবাসা চাই, ক্ষমতা চাই" - যদি এখনও তোমাদের এই স্বার্থ-মনোভাব থাকে অর্থাৎ নিজের জন্য এই সমস্ত ইচ্ছা থাকে, তবে ইচ্ছা মাত্রম্ অবিদ্যা হওয়ার স্থিতির অনুভব কবে করবে? সীমিত গভীর এই এই ইচ্ছা কখনও ভালো হতে দেবে না। এই সমস্ত অভিপ্রায় রয়্যাল ভিখারী হওয়ার লক্ষণ। এই সমস্ত জিনিস অধিকারীর কাছে নিজে থেকেই এসে যায়। চাই-চাই এর গীত তারা গায় না। তারা গীত গায় - আমি এটা লাভ করেছি, আমি এই হয়েছি। অসীম জগতের বিধাতার জন্য এই সীমিত পরিসরের আশা বা ইচ্ছা নিজেই ছায়ার মতো পিছনে পিছনে চলে। যখন গীত গাও, যা পাওয়ার ছিল, তা পেয়েছি সকলই, তখন আবার সীমিত পরিসরের নাম, মান, মর্যাদা পাওয়ার ইচ্ছা কিভাবে থেকে যায়? নয়তো গীত বদল কর। যখন পাঁচ তত্ত্বও তোমরা সব বিধাতার সামনে দাসী হয়ে যায়, তোমরা প্রকৃতিজিৎ

মায়াজিৎ হয়ে যাও, তার সামনে সীমিত পরিধির সেই ইচ্ছাগুলো এমন যেন সূর্যের সামনে দীপ । যখন সূর্য হয়ে গেছে তখন এই সব দীপের কি প্রয়োজন ? চাহিদা পূরণের আধার হলো, তুমি যেটা চাও সেই বিশেষ জিনিসটাই সবচেয়ে বেশি করে দিতে থাক । মান দাও, নিও না । রিগার্ড দাও, রিগার্ড নিও না । নাম চাই তো বাবার নাম দান দাও । তাহলেই তোমার নাম নিজে থেকেই মহিমাম্বিত হয়ে যাবে । দেওয়াই নেওয়ার আধার । ভক্তিমার্গেও এই রীতি চলে আসছে, কারও কোনও জিনিসের অভাব হলে তারা প্রাপ্তির জন্য সেই ব্যক্তিকে দিয়ে সেই বিশেষ জিনিসের দান করায় । তখন সেই দানই নেওয়ার রূপ পায় । একইভাবে, তোমরা দাতার বাচ্চারা সেই দেবতাই হতে যাচ্ছ, দেবতা অর্থাৎ দানকারী । লোকে তোমাদের সকলের মহিমা করতে থাকে দানশীল দেবতা, শান্তিদেব, ধনদেবতা হিসেবে । গ্রহণকারী রূপে তারা তোমাদের মহিমা করে না । সুতরাং, বাবা আজ এই চাটে দেখছিলেন, কতো দানশীল দেবতা হতে চলেছে আর কতো দান গ্রহণকারী ! লৌকিক আশা, আকাঙ্ক্ষার অবসান হয়েছে । এখন অলৌকিক জীবনের অসীম ইচ্ছা অনুযায়ী তোমরা সেগুলো জ্ঞানের ইচ্ছা বলে মনে কর, তাই না ! আর সেটাই তো হওয়া উচিত, তাই কিনা ! যতই হোক, সীমিত পরিধির আকাঙ্ক্ষী মায়ার মুখোমুখি হতে অপারগ । কিছু চাইলে আর পেয়ে গেলে, এটা সেইরকম ব্যাপারই নয় । তৎসঙ্গেও তোমরা কাউকে বলো রিগার্ড দিতে অথবা রিগার্ড দেওয়াতে । কারণ- অকারণে চাইলেই পাওয়া যাবে, এই রাস্তাই রং, সুতরাং লক্ষ্যবিদ্ধ কিভাবে করবে ! সেইজন্য মাস্টার বিধাতা হও । তখন নিজে থেকেই সবাই তোমাদের দিতে আসবে । যারা মান-মর্যাদা চায়, তাদের মধ্যে দীনতা কাজ করে, সেইজন্য তোমরা মাস্টার বিধাতার মর্যাদা বজায় রাখ । "আমার আমার" ক'রনা ! সবকিছু তোমার । তোমরা 'তোমার' বললে সবাই 'তোমার তোমার' বলবে । 'আমার আমার' বললে যা কিছু আসে, সেটাও হারিয়ে ফেলবে, কারণ যেখানে সন্তুষ্টতা নেই সেখানে প্রাপ্তিও অপ্রাপ্তির সমান হয় । যেখানে সন্তুষ্টতা আছে সেখানে সামান্য প্রাপ্তিও হয় সবকিছুর সমান । সুতরাং 'তোমার তোমার' বললে তোমরা প্রাপ্তিস্বরূপ হবে । যেমন তোমরা গম্বুজের মধ্যে যখন আওয়াজ কর, সেই আওয়াজের প্রতিধ্বনি হয় । ঠিক সেইভাবেই অসীম জগতের গম্বুজের মধ্যে যদি তোমরা মন থেকে বলো 'আমার' তবে সবার থেকে সেই একই শব্দ 'আমার' প্রতিধ্বনি হয়ে তোমাদের কাছে ফিরে আসবে । তোমরা বলবে 'আমার', তারাও বলবে 'আমার' । সেইজন্য মনের যত স্নেহ দিয়ে (স্বার্থ উদ্দেশ্যে নয়) 'তোমার' বলবে, ততই সকলে মন থেকে স্নেহে 'তোমার' বলবে । এই বিধিতে তোমাদের সীমিত পরিসরের এই 'আমার আমার' অসীমে পরিবর্তিত হয়ে যাবে । আর গ্রহণকারীর পরিবর্তে মাস্টার বিধাতা হয়ে যাবে । সুতরাং এই বছর এই বিশেষ সঙ্কল্প করো যে সদা মাস্টার বিধাতা হবে । বুঝেছ !

আজ মহারাষ্ট্র জোন এসেছে, সুতরাং মহান হতে হবে, তাই না ! মহারাষ্ট্র অর্থাৎ সদা মহান হয়ে সবার জন্য দানী হওয়া । মহারাষ্ট্র অর্থাৎ সদা সম্পন্ন রাষ্ট্র । দেশ সম্পন্ন হোক বা না হোক, কিন্তু তোমরা মহান আত্মারা তো সম্পন্ন । এইজন্যই মহারাষ্ট্র অর্থাৎ মহাদানী আত্মা ।

অন্যরা ইউ. পি. থেকে আগত । ইউ. পি.তেও পতিত-পাবনী গঙ্গার মহত্ব আছে । তোমরা সদা প্রাপ্তিস্বরূপ, এই কারণে তোমরা পতিত-পাবনী হতে পার । সুতরাং যারা ইউ. পি. থেকে আগত তারাও পবিত্রতার ভান্ডার । তোমরা সদা মাস্টার বিধাতা, সবার প্রতি পবিত্রতার অঞ্জলি দাও । সুতরাং তোমরা উভয়েই মহান, তাই না ? বাপদাদাও সকল মহান আত্মাদের দেখে উৎফুল্ল হন ।

ডবল বিদেশিরা ডবল নেশায় থাকে । এক, স্বরণের নেশা, দুই, সেবার নেশা । মেজরিটি সদা এই ডবল নেশায় থাকে । আর এই ডবল নেশাই অন্য অনেক নেশা থেকে রক্ষা করে । সুতরাং ডবল বিদেশি বাচ্চারাও উভয় বিষয়ের রেসে ভালো নম্বর নিচ্ছে । বাবা আর সেবার গীত স্বপ্নের মধ্যেও গাইতে থাকে । সুতরাং এটা তিন নদীর সঙ্গম । গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী এই তিনই তো হলে তোমরা, তাই না ! আল্লাহর আবাদ করা প্রকৃত স্থান তো এই মধুবন, তাই না ! এই আল্লাহর আবাদ করা স্থানে তিন নদীর সঙ্গম । আচ্ছা !

যারা সদা মাস্টার বিধাতা, সদা সকলকে দেওয়ার ভাবনায় থাকে, দেবতা হতে চলেছে, সদা 'তোমার তোমার' গীত গায়, সদা অপ্রাপ্ত আত্মাদের তৃপ্ত করে, সেই সকল সম্পন্ন আত্মাদের বিধাতা বরদাতা বাপদাদার স্বরণ-স্নেহ এবং নমস্কার ।

টিচারদের সাথে সাক্ষাৎকার- সেবা ক'রে সেবাবাদী নিজেও শক্তিশালী হয় আর অন্যদের মধ্যেও শক্তি ভরে দেওয়ার নিমিত্ত হয় । প্রকৃত আধ্যাত্মিক সেবা সদাসর্বদা স্ব-উন্নতি এবং অন্যদের উন্নতির নিমিত্ত বানায় । অন্যদের সেবা করার আগে নিজের সেবা করতে হবে । অন্যকে জ্ঞান শোনানো অর্থাৎ আগে তুমি নিজে সেটা শোন, কারণ আগে তো নিজের কানে ঢুকবে, তাই না ! জ্ঞান আগে অন্যকে শোনানো নয়, বরং প্রথমে তোমাদের নিজেদের ভালোভাবে শুনতে হবে । সুতরাং সেবাতে তোমাদের ডবল লাভ হয়, নিজেদেরও লাভ আর অন্যদেরও । সেবায় বিজি থাকা অর্থাৎ সহজে মায়াজিৎ হওয়া । যখন তোমরা বিজি থাক না তখনই মায়্যা আসে । সেবাবাদী অর্থাৎ যারা বিজি থাকে । সেবাবাদীদের কখনও ফুরসৎ হয় না । যখন কোনো ফুরসৎ হয়ই না তখন মায়্যা কিভাবে আসবে ! সেবাবাদী হওয়া অর্থাৎ সহজভাবে বিজয়ী হওয়া । সেবাবাদী মালাতে সহজে আসতে পারে, কেননা তারা সহজ-বিজয়ী । সুতরাং বিজয়ী বিজয় মালায় আসবে । সেবাবাদীর অর্থ যারা তাজা পৌষ্টিক আহার খায় । যারা তাজা ফল খায় তারা খুব হেলদি থাকে । ডক্টরসও সদা বলে, তাজা ফল, সন্ধি খাও । সুতরাং সেবা করা মানে ভিটামিন নেওয়া । তোমরা এমনই সেবাবাদী, তাই না ! সেবার কতো মহত্ব ! এখন, এইসব বিষয় চেক করো । এমন সেবার অনুভূতি হচ্ছে তোমাদের ? যতই কোনো বিভ্রান্তির সৃষ্টি হোক, সেবা খুশিতে নাচায় । যতই কেউ অসুস্থ হোক না কেন সেবা সুস্থ করে । এমন নয় সেবা করতে করতে অসুস্থ হয়ে গেছে । না । অসুস্থকে সুস্থ বানায় সেবা । এমন অনুভব হতে দাও । এমন বিশেষ সেবাবাদী বিশেষ আত্মা তোমরা । বাপদাদা সেবাবাদীদের শ্রেষ্ঠ সম্বন্ধে দেখেন, কারণ সেবার জন্য তোমরা ত্যাগী তপস্বী তো হয়েছ, তাই না ! ত্যাগ আর তপস্যা দেখে বাপদাদা সদা খুশি হন ।

সব সেবাবাদী অর্থাৎ যারা সদা সেবার জন্য নিমিত্ত হয়েছে । সদা নিজেকে নিমিত্ত মনে করে সেবাতে এগিয়ে চলো । আমি সেবাবাদী, এই 'আমিহুঁ' আসে না তো ! বাবা করানোর মালিক (করাবনহার), আমি নিমিত্ত । যিনি করানোর তিনিই করাচ্ছেন । যিনি চালানোর তিনিই চালাচ্ছেন - এই শ্রেষ্ঠ ভাবনার সাথে সদা স্বতন্ত্রতা বজায় রেখে প্রিয় হয়ে থাকবে । যদি এমন ভাবনা থাকে যে আমি সবকিছু করছি তখন 'আমি' স্বতন্ত্র অথচ প্রিয় - এমন হতে পারি না । সুতরাং সদা স্বতন্ত্র আর সদা প্রিয় হওয়ার সহজ সাধন - করানোর মালিক সবকিছু করাচ্ছেন - এই স্মৃতি বজায় থাকলে এতে সফলতাও বেশি আর সেবাও সহজ হবে ; কোনও পরিশ্রম লাগে না । কখনও আমিহুঁ জালে জড়ায় না, যদি সবকিছুতে "বাবা বাবা" বোলো তো সফলতা লাভ । এমন সেবাবাদীরা সদা

অগ্রচালিত হয় এবং অন্যকেও এগিয়ে নিয়ে চলে । নয়তো, নিজেও কখনো উড়তি কলা, কখনো আরোহণ কলা, কখনো চলতি কলায় হয় । তোমাদের স্থিতি সবসময় বদলাতে থাকবে আর অন্যদেরও শক্তিশালী বানাতে পারবে না । তারা শুধু সदा "বাবা বাবা" বলা নয়, কর্মে প্রয়োগ করে দেখায় । এমন সেবাধারী সदा বাপদাদার কাছাকাছি থাকে এবং সदा বিঘ্ন বিনাশক । আচ্ছা ।

বরদানঃ- সাহস আর উৎসাহ-উদ্দীপনার পাখা দ্বারা উড়তি কলায় উড়ে তীর পুরুষার্থী ভব উড়তি কলার দুটো পাখা, সাহস আর উৎসাহ-উদ্দীপনা । কোনও কার্যে সফলতা প্রাপ্ত করার জন্য সাহস আর উৎসাহ-উদ্দীপনা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় । যেখানে উৎসাহ-উদ্দীপনা থাকে না সেখানে ক্লান্তি আসে এবং ক্লান্ত কেউ কখনো সফল হয় না । বর্তমান সময়ানুসারে উড়তি কলা ব্যতীত লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবে না, কারণ পুরুষার্থ এক জন্মের আর প্রাপ্তি শুধু ২১ জন্মের নয় বরং পুরো কল্পের জন্য । সুতরাং যখন সময়কে জানার পূর্ব স্মৃতি স্মরণে থাকে, তখন পুরুষার্থ নিজে থেকেই তীব্রগতিতে হয়ে যায় ।

স্লোগানঃ- যারা সকলের মনোকামনা পূরণ করে তারাই কামধেনু ।

"মিষ্টি বাচ্চারা - গভীর নির্বাণ (গভীর নিঃশব্দে) যাওয়ার সময় এখন, এই অবস্থায় থাকার অভ্যাস করো"

প্রশ্ন :- সবচেয়ে উঁচু লক্ষ্য কোনটি, সেটা কি ভাবে প্রাপ্ত করা যাবে ?

উত্তর :- সম্পূর্ণ সিবিলাইজড (শিষ্টাচার সম্পন্ন) হওয়া, এটিই হলো উঁচু লক্ষ্য। কর্মেন্দ্রীয়তে একটুও যেন চঞ্চলতা না আসে বা অপকর্মে লিপ্ত না হয়, তবেই সম্পূর্ণ সিবিলাইজড হবে। যখন এরকম অবস্থা হবে, তখন বিশ্বের বাদশাহী প্রাপ্ত হতে পারে। কথায় বলে - চড়লেই চাখবে বৈকুণ্ঠ রস (কিন্তু পড়লেই চুড়চুড়) অর্থাৎ রাজার রাজা হবে, নয়তো প্রজা। এখন নিরীক্ষণ করো আমার বৃত্তি কেমন ? কোনো ভুল হচ্ছে না তো ?

ওম্ শান্তি। আত্ম-অভিমानी হয়ে বসতে হবে। বাবা বাচ্চাদের বোঝাচ্ছেন যে, নিজেকে আত্মা মনে করো। এখন বাবা অলরাউন্ডার দাদীকে (সর্ব কার্যে পারদর্শী গুলজার দাদীর লৌকিক মাতাকে) জিজ্ঞাসা করছেন সত্যযুগে আত্ম-অভিমानी হয়, না দেহ-অভিমानी ? সেখানে তো অটোমেটিক্যালি আত্ম-অভিমानी থাকে, ক্ষণে-ক্ষণে স্মরণ করার দরকার হয় না। হ্যাঁ, সেখানে এটা মনে করে যে এখন এই শরীর বৃদ্ধ হয়েছে, এখন এটাকে ছেড়ে দ্বিতীয় নতুন শরীর নিতে হবে। যে রকম সর্পের উদাহরণ রয়েছে, সেইরকম আত্মাও পুরানো শরীর ছেড়ে নতুন গ্রহণ করে। ভগবান উদাহরণ দিয়ে বোঝাচ্ছেন। তোমাদের সব মানুষকে জ্ঞানের ভোঁ-ভোঁ করে তাদেরকেও নিজেদের মতো জ্ঞানবান বানাতে হবে। যার দ্বারা দেবদূতের দেশের (পরিস্থানী) নির্বিকারী দেবতায় পরিণত হবে। উঁচুর থেকেও উঁচু পঠন-পাঠন হলো মানুষ থেকে দেবতা হওয়া। গাওয়াও হয় - মানুষ থেকে দেবতা বানাতে বেশি সময় লাগে না... কে বানিয়েছে ? দেবতার করেনি। ভগবানই মানুষকে দেবতা রূপে গড়ে তোলে। মানুষ এ'কথা জানে না। সব জায়গায় তোমাদের জিজ্ঞাসা করে - আপনাদের এইম-অবজেক্ট (লক্ষ্য) কি ? তবে কেন এইম-অবজেক্ট কি সেটা লিখে ছোট প্রচারপত্র (পর্চা) ছাপাও না। যে-ই জিজ্ঞাসা করুক না কেন, তাকে পর্চা দিয়ে দাও, যাতে বুঝতে পেরে যায়। বাবা খুব ভালো ভাবে বুঝিয়েছেন- এই সময় এটা হলো কলিযুগী পতিত দুনিয়া, যেখানে বিশাল অপরমপার দুঃখ আছে। এখন আমরা মানুষকে সত্যযুগী পবিত্র মহান সুখধামে নিয়ে যাওয়ার সার্ভিস করছি বা রাস্তা বলে দিচ্ছি। এরকম নয় যে আমরা অদ্বৈত নলেজ বা জ্ঞান দিই। তারা শাস্ত্রের নলেজকে অদ্বৈতবাদ বা অদ্বৈত নলেজ বলে মনে করে। বাস্তবে সেটা কোনো অদ্বৈত নলেজই না। অদ্বৈত নলেজ লেখাটাও হলো রঙ বা ভুল। মানুষকে ক্লিয়ার করে বলতে হবে, এরকম লেখা ছাপানো হয়েছে যাতে তাড়াতাড়ি বুঝতে পারবে যে এদের উদ্দেশ্য কি ? কলিযুগী পতিত ব্রহ্মচারী মানুষদের আমরা অপর দুঃখ থেকে বের করে সত্যযুগী পবিত্র শ্রেষ্ঠাচারী অপর সুখের দুনিয়াতে নিয়ে যাই। বাবা বাচ্চাদের নিবন্ধ লিখতে দেন। এরকম ক্লিয়ার করে লিখতে হবে। সব জায়গায় তোমাদের এরকম লেখা রেখে দাও, তাড়াতাড়ি সেটা বের করে দিতে হবে, তখন বুঝবে আমরা তো দুঃখ ধামে আছি। নোংরায় পড়ে আছি। কোনো মানুষ কি আর বুঝতে পারে যে আমরা হলাম কলিযুগী পতিত দুঃখ ধামের মানুষ ! এটা আমাদের অপর সুখে নিয়ে যায়। তাই এরকম সুন্দর প্রচারপত্র (পর্চা) তৈরী করতে হবে। যেসকল বাবাও ছাপিয়ে ছিলেন - তুমি কী সত্যযুগী আত্মা, না কলিযুগী ? কিন্তু মানুষ কি আর বুঝতে পারে! রক্তকেও পাথর মনে করে ছুঁড়ে ফেলে। এ হলো জ্ঞান রক্ত। তারা মনে

করে শাস্ত্রের মধ্যে রত্ন আছে। তোমরা ক্লিয়ার করে বুঝিয়ে এরকম বলা যে এখানে তো অপার দুঃখ আছে। দুঃখেরও লিস্ট আছে, কম করেও ১০২ তো অবশ্যই আছে। এই দুঃখধামে অপার দুঃখ আছে, এ সব লেখো, সমস্ত লিস্ট বের করো। অপরদিকে আবার অপার সুখ, সেখানে দুঃখের নাম থাকে না। আমরা সেই রাজ্য বা সুখধাম স্থাপন করছি, যাতে মানুষের মুখ তাড়াতাড়ি বন্ধ হয়ে যায়। এটা কেউ কি আর বোঝে যে, এই সময় হল দুঃখধাম, একে তো তারা স্বর্গ মনে করে বসে আছে। বড়-বড় প্রাসাদোপম বাড়ি, নূতন নূতন মন্দির ইত্যাদি তৈরী করতে থাকে, এটা কি আর জানে যে এ সব বিনাশ হয়ে যাবে ? পরিস্রা তো অনেক পাওয়া যায় উৎকোচ হিসেবে। বাবা বুঝিয়েছেন এই সবই হলো মায়ার আত্মপ্রদীপ আর সাইন্সের দৃষ্ট। মোটর, এয়ারোপ্লেন ইত্যাদি এই সব হলো মায়ার শো। এরও কায়দা আছে, যখন বাবা স্বর্গের স্থাপনা করেন তো মায়াও তার জাঁকজমক দেখায়, একে বলা হয় মায়ার জৌলুস।

এখন তোমরা অর্থাৎ বাচ্চারা সমগ্র বিশ্বে শান্তি স্থাপন করছো। যদি কোথাও মায়ার প্রবেশ ঘটে তো বাচ্চাদের অন্তর্মনে দংশন হতে থাকে। যখন কেউ কারোর নাম-রূপে আবদ্ধ হয়ে পড়ে তো বাবা বোঝান, এটা হলো ক্রিমিনাল আই। কলিযুগে হলো ক্রিমিনালাইজেশন। সত্যযুগে হলো সিভিলাইজেশন (সিভিল + আই) এই দেবতাদের সামনে সকলে মাথা ঠোকে, তুমি নির্বিকারী আমি বিকারী- সেই জন্য বাবা বলেন, প্রত্যেকে নিজের অবস্থাটা দেখো। বড়-বড় ভালো মহারথী নিজেকে দেখে আমার বুদ্ধি কারোর নাম-রূপে যাচ্ছে না তো ? অমুকে খুব ভালো, এটা করে- নিজের ভিতরে কি কিছু মনে হয় ? বাবা এটা তো জানেন, এই সময় সম্পূর্ণ সিভিলাইজড কেউ নেই। একটুও যাতে চঞ্চলতা না আসে, খুব পরিশ্রম। বিরলই কেউ এরকম হয়। চোখ কিছু না কিছু ধোঁকা অবশ্যই দেয়। ড্রামা কাউকেই তাড়াতাড়ি সিভিলাইজড করে না। প্রচন্ড পুরুষার্থ করে নিজেকে নিরীক্ষণ করতে হবে- আমাদের চোখ কোথাও ধোঁকা দিচ্ছে না তো? বিশ্বের মালিক হওয়া হলো অনেক উঁচু লক্ষ্য। চড়লেই চাখবে বৈকুণ্ঠ রস ---অর্থাৎ রাজার রাজা হবে, নীচে নামলে পদ প্রজাতে চলে যাবে। আজকাল তো বলবে বিকারী দুনিয়া। যদিও অনেক বড় লোক হয়, এই যে রানী আছে তার মধ্যেও ভয় থাকে যে কেউ কোথাও আমাকে উড়িয়ে দেবে না তো। প্রত্যেক মানুষের মধ্যে অশান্তি আছে। কোনো-কোনো বাচ্চাও কতো অশান্তি ছড়ায়। তোমরা শান্তি স্থাপন করছো, তাই প্রথমে নিজে শান্তিতে থাকো, তবে দ্বিতীয় কারোর মধ্যে সেই বল ভরবে। সেখানে (সত্যযুগে) তো বড় শান্তির রাজ্য চলে। চোখ সিভিল হয়ে যায়। তাই বাবা বলেন নিজেকে নিরীক্ষণ করো- আজ আমার আত্মার বৃত্তি কেমন ছিলো ? এতে অনেক পরিশ্রম হয়। নিজেকে সামলে রাখতে হয়। অসীম জগতের পিতাকেও কখনো সত্যি বলে না। পদে-পদে ভুল হতেই থাকে। সামান্যতমও সেই ক্রিমিনাল দৃষ্টিতে দেখেছো, ভুল হয়েছে, তো তাড়াতাড়ি নোট করো। ১০-২০ টা ভুল তো রোজ করে থাকবে, যতক্ষণ অভুল হবে। কিন্তু সত্যি কি আর কেউ বলে। দেহ-অভিমানী হয়ে কিছু না কিছু পাপ অবশ্যই হবে। সেটা ভিতরে দংশন করতে থাকবে। কেউ তো বোঝেই না ভুল কাকে বলে। জানোয়ার বোঝে কি আর ! তোমরাও এই জ্ঞান- প্রাপ্তির আগে বানর-বুদ্ধির ছিলে। এখন কেউ ৫০ পারসেন্ট, কেউ ১০ পারসেন্ট কেউ পরিবর্তিত হয়েছে অন্যান্য পারসেন্টেজে। এই চোখ তো খুব ধোঁকা দেওয়ার মতো। সবথেকে তীক্ষ্ণ হলো চোখ। বাবা বলেন বাচ্চারা, তোমরা অশরীরী এসেছিলে। শরীর ছিলো না। এখন তোমাদের কি জানা আছে যে, দ্বিতীয় কোন্ শরীরটা নেবে, কোন্ সম্বন্ধে যাবে ? জানতে পারা যায় না। গর্ভে একদম নিঃশব্দই থাকে। আত্মা একদমই নির্বাণ হয়ে যায়। যখন শরীর বড় হয় তখন জানা যায়। তোমাদের এরকম হয়ে যেতে হবে। ব্যাস, এই পুরানো শরীর ছেড়ে আমাকে যেতে হবে,

আবার যখন শরীর নেব তো স্বর্গে নিজের ভূমিকা পালন করব। এখন নির্বাণ হওয়ার সময়। যদিও আত্মা সংস্কার নিয়ে যায়, যখন শরীর বড় হয় তখন সংস্কার ইমার্জ হয়। এখন তোমাদের ঘরে যেতে হবে এই জন্য পুরানো দুনিয়ার, এই শরীরের ভাব উড়িয়ে দিতে হবে। কিছুই যেন স্মরণে না থাকে। খুব শুদ্ধতা রাখতে হবে। ভিতরে যা হবে সেটাই বাইরে বের হবে। শিববাবার ভিতরেও জ্ঞান আছে, আমারও (ব্রহ্মা বাবার) পাঁট আছে। আমার জন্যই বলে জ্ঞানের সাগর....মহিমার সুখ্যাতি করে, অর্থ কিছুই জানে না। এখন তোমরা অর্থ সমেত জানো। তবে আত্মার বুদ্ধি ওয়ার্থ নট এ পেনী (মূল্যহীন) হয়ে যায়। এখন বাবা কতো বুদ্ধিমান করে তোলেন। মানুষের কাছে তো কোটি, লক্ষ কোটি আছে। এটা যে মায়ার জৌলুস। সায়েন্সের যা নিজের কাজের জিনিস, সেটা সেখানেও থাকবে। সেসব যারা তৈরী করবে তারা সেখানেও যাবে। রাজা তো হবে না। এরা শেষে তোমাদের কাছে আসবে আবার অন্যদেরও শেখাবে। এক বাবার থেকে তোমরা কতো শেখো। এক বাবা-ই দুনিয়াকে কি থেকে কি তৈরী করে দেন। ইনভেনশন সর্বদা একটার পর একটা বের হতে থাকে, তারপর তা কার্যকারী হয়। বম্বস্ তৈরী করার জন্যও প্রথমে একটাই ছিলো। সে মনে করল এতে দুনিয়া বিনাশ হয়ে যাবে। তারপর আরো তৈরী করল। সেখানেও তো সায়েন্সের দরকার যে। টাইম পড়ে আছে, শিখে নিয়ে হুঁশিয়ার হয়ে যাবে। বাবার পরিচয় পাওয়া গেছে, এরপর স্বর্গে এসে চাকর হবে। সেখানে সব সুখের ব্যাপার হয়। যা সুখধামে ছিলো সেটা আবার হবে। সেখানে কোনো রোগ বা দুঃখের ব্যাপার নেই। এখানে তো অপরম্ অপার দুঃখ। সেখানে হলো অপরম্ অপার সুখ। এখন আমরা এটা স্থাপন করছি। দুঃখমোচনকারী, সুখদাতা এক বাবা-ই হন। প্রথমে তো নিজেরও এরকম অবস্থা চাই, শুধু মাত্র পন্ডিতির দরকার নেই। এরকম এক পন্ডিতির গল্প আছে, সে বলেছিলো রাম নাম করে পার হয়ে যাবে-- এটা এই সময়ের কথা। তোমরা বাবাকে স্মরণ করে বিষয় সাগর থেকে ক্ষীরসাগরে চলে যাও। বাচ্চারা, এক্ষেত্রে তোমাদের অবস্থা খুব ভালো হওয়ার দরকার। যোগবল না থাকলে, ক্রিমিনাল আইজ হলে তার তীর লাগতে পারে না। চোখ সিভিল চাই। বাবার স্মরণে থেকে কাউকে জ্ঞান দিলে তবে তীর লেগে যাবে। জ্ঞান-তলোয়ারে যোগের ধার চাই। নলেজ থেকে সম্পদের উপার্জন হয়। শক্তি হলো স্মরণের। অনেক বাচ্চা তো একদম স্মরণ করেই না, জানেই না। বাবা বলেন মানুষকে বোঝাতে হবে এটা হলো দুঃখধাম, সত্যযুগ হলো সুখধাম। কলিযুগে সুখের নাম নেই। যদি থাকেও তবে সেটা কাক-বিষ্ঠা তুল্য। সত্যযুগে তো অপার সুখ আছে। মানুষ অর্থ বোঝে না। মুক্তির জন্যই মাথা ঠোকে। জীবনমুক্তির কথা তো কেউ জানেই না। তবে কি করে জ্ঞান দিতে পারা যাবে। সেটা আসেই রজোপ্রধান সময়ে, আবার তবে রাজযোগ কি ভাবে শেখাবে। এখানে তো সুখ হলো কাক-বিষ্ঠা সমান। রাজযোগের দ্বারা কি হয়েছিলো- এটাও জানে না। তোমরা অর্থাৎ বাচ্চারা জানো এটাও সব ড্রামা চলছে। সংবাদ পত্রেও তোমাদের নিন্দা লেখে, এটা তো হওয়ারই। অবলাদের উপর কিরকম সব সমস্যা আসে। দুনিয়াতে অনেক দুঃখ। এখন কি আর কোনো সুখ আছে। যদি অনেক বড় বিত্তশালী হয়, অন্ধ হলে দুঃখ তো হবে। দুঃখের লিস্টে সব লেখো। কলিযুগের শেষে এই সব কথা হলো রাবণ রাজ্যের। সত্যযুগে দুঃখের একটা কথাও থাকে না। সত্যযুগ তো হয়ে গেছে না। এখন হলো সঙ্গমযুগ। বাবাও সঙ্গমেই আসেন। এখন তোমরা জানো পাঁচ হাজার বছরে আমরা কি কি জন্ম নিয়ে থাকি। কীভাবে সুখ থেকে দুঃখে আসি। যার সমস্ত জ্ঞান বুদ্ধিতে আছে, ধারণা আছে, সে বুঝতে পারবে। বাচ্চারা, বাবা তোমাদের ঝুলি ভরে দেন। কথাও আছে - ধন দিলে ধন ব্যর্থ হয়ে যায় না। ধন দান করে না, হয়তো তার কাছে ধন নেই-ই। আবার প্রাপ্ত করবেও না। হিসাব আছে যে! দেবেই না তো পাবে কোথা থেকে। বুদ্ধি হবে কোথা থেকে। এসব হলো অবিনাশী জ্ঞান রত্ন। সব ব্যাপার তো নম্বর অনুযায়ী হয়। এটাও হলো

তোমাদের রুহানী (আত্মাদের) সেনা। কোনো আত্মা গিয়ে উচ্চ পদ প্রাপ্ত করবে, কোনো আত্মা প্রজা পদ প্রাপ্ত করবে। যেরকম পূর্ব কল্পে প্রাপ্ত করেছিল। আত্মা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের নম্বর অনুযায়ী পুরুষার্থ অনুসারে বাপদাদা আর মাতা-পিতার হৃদয়ের মণিদের গভীর আন্তরিকতার সাথে স্মরণের স্নেহ-সূমন আর গুডমর্নিং। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার:-

১) নিজেকে ঠিক রাখতে গেলে পদে-পদে নিরীক্ষণ করতে হবে যে--

অ) আজ আমি আত্মার বৃত্তি কেমন ছিলো ?

আ) চোখ সিম্ভিল ছিলো ?

ই) দেহ-অভিমান বশতঃ কোনো পাপ হয়েছে কী ?

২) বুদ্ধিতে জ্ঞান ধন ধারণ করে পুনরায় তা দান করতে হবে। স্মরণের ধার দ্বারা জ্ঞান তলোয়ারকে পূর্ণ করতে হবে।

বরদান :- সঙ্গমযুগের মহত্বকে জেনে সব সময় বিশেষ অ্যাটেনশন রাখার মতো হিরো পার্টধারী ভব

প্রতিটি কাজ করার সময় সর্বদা এই বরদান যেন স্মৃতিতে থাকে যে, আমি হলাম হিরো পার্টধারী, তাই আমার প্রতিটি কর্ম বিশেষ হবে। প্রতিটি সেকেন্ড, প্রতিটি সময়, প্রতিটি সংকল্প শ্রেষ্ঠ হবে। এরকম বলতে পারবে না যে, এতো মাত্র ৫ মিনিট সাধারণ হয়েছে। সঙ্গমের পাঁচটি মিনিটও খুবই মহত্বপূর্ণ। পাঁচ মিনিট পাঁচ বছরের থেকেও বেশী, এইজন্য সব সময় যথেষ্ট অ্যাটেনশন যেন থাকে । সর্বকালের রাজ্য ভাগ্য প্রাপ্ত করতে গেলে অ্যাটেনশনও সর্বকালের হতে হবে ।

শ্লোগান : - যার মধ্যে দূততার শক্তি রয়েছে, তার জন্য সকল কার্যই সম্ভব ।

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদের সাহেবজাদা থেকে শাহজাদা হতে হবে, তাই স্মরণের যাত্রায় নিজের বিকর্ম ভস্ম করো"

প্রশ্ন :-- কোন বিধিটির দ্বারা তোমাদের সব দুঃখ দূর হয়ে যায় ?

উত্তর :-- তোমরা যখন তোমাদের দৃষ্টি বাবার দৃষ্টির সঙ্গে মেলাও, তো এই দৃষ্টি বিনিময়ে তোমাদের সব দুঃখ দূর হয়ে যায়, কেননা নিজেদের আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করলে সব পাপ মুক্ত হয়ে যায় । এ হলো তোমাদের স্মরণের যাত্রা । তোমরা দেহের সব ধর্ম ত্যাগ করে বাবাকে স্মরণ করো, যাতে আত্মা সতোপ্রধান হয়ে যায়, তোমরা সুখধামের মালিক হয়ে যাও ।

ওম্ শান্তি । শিব ভগবান উবাচঃ, নিজেকে আত্মা মনে করে বসো । বাবা নির্দেশ দেন, শিব ভগবান উবাচঃ এর অর্থ, শিববাবা বোঝান - বাচ্চারা, তোমরা নিজেদের আত্মা জ্ঞানে বসো। কেননা তোমরা সকলেই হলে ভাই - ভাই । তোমরা একই বাবার সন্তান । তোমাদের এক বাবার থেকেই অবিনাশী উত্তরাধিকার নিতে হবে, হুবহু যেমন পাঁচ হাজার বছর পূর্বে বাবার থেকে অবিনাশী উত্তরাধিকার নিয়েছিলে । তোমরা আদি সনাতন দেবী - দেবতার রাজধানীতে ছিলে । বাবা বসে তোমাদের বোঝান, তোমরা কিভাবে সূর্যবংশী অর্থাৎ বিশ্বের মালিক হতে পারো । আমি তোমাদের বাবা, তোমরা আমাকে স্মরণ করো । তোমরা সকল আত্মারাই হলে ভাই - ভাই । উঁচুর থেকে উঁচু ভগবান হলেন একজনই । সেই প্রকৃত সাহেবের সন্তান, তোমরা হলে সাহেবজাদা । একথা বাবা বসেই তোমাদের বোঝান, তোমরা তাঁর শ্রীমতে চলে তাঁর সঙ্গে যদি বুদ্ধি যোগ যুক্ত করো, তাহলে তোমাদের সব পাপ দূর হয়ে যাবে । তোমাদের সব দুঃখ দূর হয়ে যাবে । বাবার সঙ্গে যখন আমাদের দৃষ্টির মিলন হয়, তখন আমাদের সব দুঃখ দূর হয়ে যায় । এই দৃষ্টি মিলনের অর্থও তিনি বুঝিয়ে বলেন । নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করো, এ হলো স্মরণের যাত্রা । একে যোগ অগ্নিও বলা হয় । এই যোগ অগ্নিতে তোমাদের জন্ম - জন্মান্তরের যতো পাপ, সব ভস্ম হয়ে যাবে । এ হলো দুঃখধাম । এখানে সকলেই নরকবাসী । তোমরা অনেক পাপ করেছো, তাই একে বলা হয় রাবণ রাজ্য । সত্যযুগকে বলা হয় রামরাজ্য । তোমরা এভাবে সবাইকে বোঝাতে পারো । যত বড়ই সভা হোক না কেন, ভাষণ দেওয়াতে তোমরা সংকোচ করবে না । তোমরা তো ভগবান উবাচঃ বলতে থাকো । শিব ভগবান উবাচঃ -- আমরা সকল আত্মারা তাঁর সন্তান, সকলেই ভাই - ভাই । বাকি শ্রীকৃষ্ণের কোনো সন্তান ছিল, এমন কথা বলা হবে না । না তাঁর এতো রানী ছিল । কৃষ্ণের যখন স্বয়ম্বর হয়, তখন তাঁর নাম পরিবর্তন হয়ে যায় । হ্যাঁ, এমন কথা বলা হবে যে, লক্ষ্মী - নারায়ণের সন্তান ছিল । রাধা - কৃষ্ণের স্বয়ম্বরের পরে যখন লক্ষ্মী - নারায়ণ হন, তখন একজন সন্তান হয় । তারপর তাঁর সাম্রাজ্য চলতে থাকে । বাচ্চারা, তোমাদের এখন মামেকম্ (একমাত্র আমাকে) স্মরণ করতে হবে । তোমরা দেহের সব ধর্ম পরিত্যাগ করো এবং বাবাকে স্মরণ করো, তাহলে তোমাদের সব পাপ দূর হয়ে যাবে । তোমরা সতোপ্রধান হয়ে স্বর্গে যাবে । স্বর্গে কোনো দুঃখ থাকে না । নরকে অর্থে দুঃখ । এখানে সুখের নাম - নিশান নেই । এমন কথা যুক্তি সহকারে বুঝিয়ে বলা উচিত । শিব ভগবান উবাচঃ -- হে বাচ্চারা, তোমরা আত্মারা এইসময় হলে পতিত, এখন তোমরা কিভাবে পবিত্র হবে ? আমাকে তো ডাকাই হয়েছে - হে পতিত পাবন, এসো । পবিত্র মানুষ থাকে সত্যযুগে, আর পতিত থাকে কলিযুগে । কলি

যুগের পরে অবশ্যই সত্যযুগ হতে হবে । নতুন দুনিয়ার স্থাপনা আর পুরাতন দুনিয়ার বিনাশ হয় । এমন মহিমাও আছে যে, ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপনা । আমরা ব্রহ্মাকুমার - কুমারীরা হলাম বাবার অ্যাডপ্টেড সন্তান । আমরা হলাম ব্রাহ্মণের শিখা । বিরাট রূপও তো আছে, তাই না । প্রথমে অবশ্যই ব্রাহ্মণ হতে হবে । ব্রহ্মাও হলেন ব্রাহ্মণ । দেবতারা থাকেন সত্যযুগে । সত্যযুগে সদা সুখ থাকে । দুঃখের কোনো নাম থাকে না । কলিযুগে অপরম্ অপার দুঃখ, সবাই দুঃখী । এমন কেউই নেই, যার দুঃখ নেই । এ হলো রাবণ রাজ্য । এই রাবণ হল ভারতের এক নম্বর শত্রু । প্রত্যেকের মধ্যেই পাঁচ বিকার বর্তমান । সত্যযুগে কোনো বিকার থাকে না । সে হল পবিত্র গৃহস্থ ধর্ম । এখন তো দুঃখের পাহাড় ভেঙ্গে পড়েছে, আরো ভেঙ্গে পড়বে । এই যে এত বোম্বস ইত্যাদি বানানো হয়, রেখে দেওয়ার জন্য তো নয় ।

অনেক রিফাইন করা হচ্ছে, এরপর রিহার্সাল হবে, তারপর ফাইনাল হবে । এখন খুব অল্প সময়ই আছে, ড্রামা তো নিজের সময় অনুযায়ী সম্পূর্ণ হবে, তাই না ।

প্রথমদিকে শিববাবার সম্বন্ধে জ্ঞান জ্ঞান হওয়ার প্রয়োজন । কোনোকিছু ভাষণ ইত্যাদি শুরু যদি করো তখন সবসময় প্রথমে বলতে হবে -- শিবায় নমঃ --- কেননা শিববাবার যে মহিমা, তা আর কারোরই হতে পারে না । শিব জয়ন্তী হল হীরে তুল্য । কৃষ্ণের চরিত্র বা কর্তব্যের বিষয়ে তেমন কিছুই নেই । সত্যযুগে তো ছোটো বাচ্চারাও সত্যপ্রধানই হয় । বাচ্চাদের মধ্যে কোনো প্রকারের চঞ্চলতা ইত্যাদি থাকে না । কৃষ্ণের জন্য দেখানো হয় -- মাখন খেতো, এই করতো, ওই করতো, এ তো মহিমার পরিবর্তে গ্লানি করে । ওরা কতো আনন্দের সাথে বলে, ঈশ্বর সর্বব্যাপী । তোমার মধ্যেও আছে, আমার মধ্যেও আছে । এ অনেক বড় গ্লানি, কিন্তু তমোপ্রধান মানুষ এই কথা বুঝতে পারে না । তাই প্রথমদিকে বাবার পরিচয় দেওয়া উচিত -- সেই নিরাকার বাবা, যাঁর নামই হলো কল্যাণকারী শিব, তিনি সকলের সদগতিদাতা । সেই নিরাকার বাবা সুখের সাগর, শান্তির সাগর । এখন এত দুঃখ কেন ? কেননা, এ হলো রাবণ রাজ্য । রাবণ হলো সকলের শত্রু, তাকে মারাও হয় কিন্তু মরে না । এখানে কোনো একটা দুঃখ নেই, এখানে অপরম্ অপার দুঃখ । সত্যযুগে হলো অপরম্ অপার সুখ । তোমরা পাঁচ হাজার বছর পূর্বে এই অসীম জগতের পিতার সন্তান হয়েছিলে, আর এই অবিনাশী উত্তরাধিকার বাবার থেকে নিয়েছিলে । শিববাবা তো অবশ্যই আসেন, আর তিনি এসে কিছু তো করেন, তাই না । তিনি তো সঠিকই করেন, তাই তো তাঁর মহিমা করা হয় । শিবরাত্রি বলা হয়, এরপর কৃষ্ণের রাত্রি । এখন এই শিবরাত্রি আর কৃষ্ণের রাত্রিকেও বোঝা উচিত । শিব তো আসেনই বেহদের রাতে । কৃষ্ণের জন্ম অমৃতবেলায় হয়, নাকি রাত্রিতে ? শিবের রাত্রি পালন করা হয় কিন্তু তার কোনো তিথি - তারিখ নেই । কৃষ্ণের জন্ম হয় অমৃতবেলায় । অমৃতবেলাকে সবথেকে শুভ মুহূর্ত মনে করা হয় । ওরা কৃষ্ণের জন্ম তো রাত ১২ টায় বলে কিন্তু সেইসময় তো সেই প্রভাব আসে না । প্রভাব হয় ভোর ২ - ৩ টের সময় যখন স্মরণও করা যেতে পারে । রাত ১২ টায় কেউ বিকার থেকে উঠে ভগবানের নাম নেবেই না, একদমই না । রাত ১২ টাকে অমৃতবেলা বলা হয় না । ওইসময় তো মানুষ পতিত হয় । সম্পূর্ণ বায়ুমণ্ডলই খারাপ থাকে । আড়াইটের সময়ও কেউই ওঠে না । ৩ টের থেকে ৪ টের সময় অমৃতবেলা হয় । সেই সময় বসে মানুষ ভক্তি করে, এই সময় তো মানুষই বানিয়েছে, কিন্তু ওই সময় কোনো সময় নয় । তাহলে তোমরা কৃষ্ণের সময় বের করতে পারো । শিবের সময় কিন্তু কিছুই বের করতে পারো না । এ তো তিনি নিজে এসেই বোঝান । তাই প্রথমে শিববাবার মহিমা করা হয় । গীত পরের দিকে নয়, প্রথমে বাজানো উচিত । শিববাবা হলেন সবথেকে মিষ্টি বাবা, তাঁর থেকে এই

অসীম জগতের অবিনাশী উত্তরাধিকার পাওয়া যায় । আজ থেকে পাঁচ হাজার বছর পূর্বে শ্রীকৃষ্ণ সত্যযুগের প্রথম যুবরাজ ছিলেন । সেখানে অপরম্ অপার সুখ ছিলো । এখনও সবাই স্বর্গের মহিমা করে । কেউ মারা গেলে সবাই বলে, উনি স্বর্গে গেছেন । আরে, এখন তো নরক । স্বর্গ থাকলে তো স্বর্গে পুনর্জন্ম নেবে ।

এ কথা বোঝা উচিত যে, আমাদের কাছে তো এতো বছরের অনুভব আছে, ওরা তো কেবল ১৫ মিনিটেই সবকিছু বুঝতে পারবে না, এতে তো সময়ের প্রয়োজন । প্রথমে তো এক সেকেন্ডের কথা শোনানো হয়, অসীম জগতের পিতা, যিনি দুঃখহতা, সুখকর্তা, তাঁর পরিচয় দেওয়া হয় । তিনি আমাদের সকল আত্মাদের বাবা । আমরা বি.কেরা সব শিববাবার শ্রীমতে চলি । বাবা বলেন যে, তোমরা সব ভাই - ভাই, আমি তোমাদের বাবা । আমি পাঁচ হাজার বছর পূর্বে এসেছিলাম, তাই তো তোমরা শিব জয়ন্তী পালন করো । স্বর্গে কিছুই পালন করা হয় না । শিব জয়ন্তী হয়, ভক্তিমার্গে যার স্মরণ করা হয় । এখন গীতা এপিসোড চলছে । নতুন দুনিয়ার স্থাপনা হচ্ছে ব্রহ্মার দ্বারা আর পুরানো দুনিয়ার বিনাশ হচ্ছে শঙ্কর দ্বারা । এখন এই পুরানো দুনিয়ার বায়ুমণ্ডল তো তোমরা দেখছো, এই পতিত দুনিয়ার বিনাশ অবশ্যই হতে হবে, তাই বলতে থাকে, আমাদের পবিত্র দুনিয়ায় নিয়ে চলো । এখানে অথৈ দুঃখ -- লড়াই, মৃত্যু, বৈধব্য, জীবঘাত করা.... । সত্যযুগে তো অপার সুখের রাজ্য ছিল । এই এইম অবজেক্টের চিত্র তো অবশ্যই ওখানে নিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন । এই লক্ষ্মী - নারায়ণ বিশ্বের মালিক ছিলেন । বাবা পাঁচ হাজার বছরের কথা শোনান -- কিভাবে এনারা এমন জন্ম পেয়েছিলেন ? এনারা কোন্ কর্ম করেছিলেন যে, এমন হয়েছিলেন ? কর্ম - অকর্ম এবং বিকর্মের গতি বাবাই বুঝিয়ে বলেন । সত্যযুগে কর্ম, অকর্ম হয়ে যায় । এখানে তো রাবণ রাজ্য হওয়ার কারণে কর্ম বিকর্ম হয়ে যায়, তাই একে পাপাত্মাদের দুনিয়া বলা হয় । দেওয়া - নেওয়াও এখানে পাপাত্মাদেরই সঙ্গে । গর্ভবতী অবস্থায় বিয়ে দেওয়া হয় । মানুষের দৃষ্টি কতো অপরাধের । এখানে সকলের দৃষ্টিতেই অপরাধ । সত্যযুগকে বলা হয় সত্য জগৎ । এখানে দৃষ্টি অনেক পাপ কাজ করে ফেলে । ওখানে কেউই পাপ করে না । সত্যযুগ থেকে শুরু করে কলিযুগের অন্তিম পর্যন্ত হিস্টি - জিওগ্রাফি রিপোর্ট হয় । এ কথা তো জানা উচিত, তাই না । দুঃখধাম, সুখধাম কেন বলা হয় ? সমস্ত কিছুই নির্ভর করে পতিত থেকে পবিত্র হওয়ার উপর। তাই বাবা বলেন, কাম হল মহাশত্রু, একে জয় করতে পারলে তোমরা জগৎজিত হতে পারবে । অর্ধেক কল্প ছিল পবিত্র দুনিয়া, যেখানে শ্রেষ্ঠ দেবতারা ছিলেন । এখন তো ভ্রষ্টাচারী দুনিয়া । একদিকে বলে, এ হলো ভ্রষ্টাচারী দুনিয়া, আবার তারা সবাইকে শ্রী - শ্রী বলতে থাকে, যারা আসে তারাই বলে দেয় । এ সবই বুঝতে হবে । এখন তো মৃত্যু সামনে উপস্থিত । বাবা বলেন যে, তোমরা আমাকে স্মরণ করো, তাহলেই পাপ মুক্ত হবে । তোমরা সত্যপ্রধান হয়ে যাবে । সুখধামের মালিক হয়ে যাবে । এখন তো দুঃখই । যতই ওরা কনফারেন্স করুক, সংগঠন করুক, কিন্তু এতে কিছুই হবে না । সিঁড়ি অবতরণের পথে নামতেই থাকে । বাবা তাঁর নিজের কার্য বাস্তবের দ্বারা করছেন । তোমরা আমাকে ডেকেছিলে, হে পতিত পাবন এসো, তাই আমি আমার সময় মতো এসেছি । "যদা যদা হি ধর্মস্য...." এর অর্থও কেউ জানে না । যখন বাবাকে ডাকে, তখন অবশ্যই নিজে পতিত । বাবা বলেন যে, রাবণ তোমাদের পতিত বানিয়েছে, এখন আমি তোমাদের পবিত্র বানাতে এসেছি । সেই দুনিয়া ছিল পবিত্র । এখন হল পতিত দুনিয়া । সকলের মধ্যেই পাঁচ বিকারের উপস্থিতি, অপরম্ অপার দুঃখ । চারিদিকে অশান্তি আর অশান্তি । তোমরা যখন সম্পূর্ণ তমোপ্রধান, পাপাত্মা হয়ে যাও, আমি তখন আসি । যারা আমাকে সর্বব্যাপী বলে আমার অপকার করে, আমি এমন লোকেদেরও

উপকার করতে আসি । আমাকে তোমরা নিমন্ত্রণ জানাও যে, এই পতিত রাবণের দুনিয়ায় এসো । পতিত শরীরে এসো । আমারও তো রথের প্রয়োজন, তাই না । পবিত্র রথের তো প্রয়োজন নেই । রাবণ রাজ্যে সবাই হল পতিত । কেউই পবিত্র নেই । সকলের জন্ম বিকারের মাধ্যমেই হয় । এ হলো বিকারী দুনিয়া, সে হলো নির্বিকারী দুনিয়া । এখন তোমরা তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান কিভাবে হবে ? আমিই তো পতিত - পাবন । তোমরা আমার সঙ্গে যোগযুক্ত হও, ভারতের প্রাচীন রাজযোগ হলো এটাই । তিনি তো অবশ্যই গৃহস্থ মাগেই আসবেন । তিনি কতো আশ্চর্যভাবে আসেন, তিনি পিতাও, আবার মাও, কারণ অমৃত নির্গত হওয়ার জন্য গোমুখের তো প্রয়োজন । তাই ইনি মাতা - পিতা, আবার মায়েদের সামলানোর জন্য সরস্বতীকে প্রধান রেখেছেন, তাঁকে বলা হয় জগদম্বা । কালী মাতা বলা হয় । এমন কালো কোনো শরীর হয় কি ! কৃষ্ণকে কালো করে দিয়েছে, কেননা তিনি কাম চিতায় বসে কালো হয়ে গেছেন । কৃষ্ণই অসুন্দর (কালো) থেকে আবার সুন্দর হন । এইসব কথা বোঝার জন্যও সময়ের প্রয়োজন । কোটিতে কয়েকজন, কয়েকজনের মধ্যেও আবার সমান্য কয়েকজনের বুদ্ধিতে এইকথা বসবে। কেননা সকলের মধ্যেই পাঁচ বিকার বিদ্যমান । তোমরা এইকথা সভাতেও বুঝিয়ে বলতে পারো, কেননা তোমাদের প্রত্যেকেরই বলার অধিকার আছে, এমন সুযোগ কাজে লাগানো উচিত । অফিসিয়াল সভাতে কেউ মাঝখানে কোনো প্রশ্ন করে না । শুনতে না চাইলে শান্তির সঙ্গে চলে যাও, কোনো আওয়াজ করো না । তোমরা এমনভাবে বসে বোঝাও - এখন তো অপার দুঃখ । আরো দুঃখের পাহাড় ভেঙ্গে পড়বে । আমরা বাবাকে আর তাঁর রচনাকে জানি । তোমরা তো কারোরই কর্তব্য সম্বন্ধে জানো না, বাবা ভারতকে কিভাবে এবং কবে স্বর্গ বানিয়েছিলেন - একথা তোমরা জানো না, এসো আমরা বুঝিয়ে বলি । ৮৪ জন্ম গ্রহণ কীভাবে করে ? তোমরা সাত দিনের কোর্স করো, তাহলে তোমাদের ২১ জন্মের জন্য পাপাত্মা থেকে পুণ্যাত্মা বানিয়ে দেবে । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদের জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্য মূখ্য সার :--

১) বাবা কর্ম, অকর্ম এবং বিকর্মের গুহ্য গতি যা বুঝিয়েছেন, সেই কথা বুদ্ধিতে রেখে এখন পাপাত্মাদের সঙ্গে কোনও প্রকারের লেন-দেন করবে না ।

২) শ্রীমত অনুযায়ী চলে বুদ্ধিযোগ এক বাবার সঙ্গে যুক্ত করতে হবে । সতোপ্রধান হওয়ার পুরুষার্থ করতে হবে । দুঃখধামকে সুখধাম বানানোর জন্য পতিত থেকে পবিত্র হওয়ার পুরুষার্থ করতে হবে । ত্রিমিনাল দৃষ্টি পরিবর্তন করতে হবে ।

বরদান :-- সর্ব সম্পদে সম্পন্ন হয়ে নিরন্তর সেবা করে অটুট, অখণ্ড মহাদানী হও

সঙ্গমযুগে বাপদাদা সকল সন্তানদের "অটল - অখণ্ড" থাকার বরদান দিয়েছেন । যে এই বরদানকে জীবনে ধারণ করে অখণ্ড মহাদানী অর্থাৎ নিরন্তর সহজ সেবাধারী হতে পারে, সে এক নম্বর স্থান পায় । দ্বাপর যুগ থেকে ভক্ত আত্মারা দানী হয় কিন্তু অটুট সম্পদের দানী হতে পারে না । তারা

বিনাশী সম্পদ বা বস্তু দানী হয়, কিন্তু তোমরা দাতার সন্তান, যারা সর্ব সম্পদে সম্পন্ন, তারা এক সেকেণ্ডও দান বিনা থাকতে পারে না ।

স্লোগান :-- অন্তরের সত্যতা - স্বচ্ছতা তখনই প্রত্যক্ষ হয় যখন স্বামানে সরলতা থাকে ।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- রাখীবন্ধন উৎসব হলো প্রতিজ্ঞাবদ্ধতার উৎসব, যা সঙ্গমযুগ থেকেই শুরু হয়, তোমরা এখন পবিত্রতা ধারণ করা এবং ধারণ করানোর প্রতিজ্ঞা কর"

প্রশ্ন :- তোমাদের সর্বকার্য কিসের ভিত্তিতে(আধারে) সফল হতে পারে ? নামের মহিমা-কীর্তন কিভাবে হবে ?

উত্তর :- জ্ঞানের শক্তির সঙ্গে যোগের শক্তি থাকলে, তখন সকলেই নিজেদের সব কাজ নিজের থেকেই করতে তৈরী হয়ে যায়। যোগ হলো অতি গুপ্ত, এর দ্বারাই তোমরা বিশ্বের মালিক হয়ে যাও। যোগযুক্ত হয়ে যদি বোঝাও তবে সাংবাদিকরা নিজের থেকেই তোমাদের সংবাদ ছাপাবে। সংবাদপত্রের মাধ্যমেই তোমাদের নামের মহিমা-কীর্তিত হবে, এদের দ্বারাই অনেকে সংবাদ পাবে।

ওম্ শান্তি। আজ রাখীবন্ধনে বাচ্চাদের বাবা বোঝান। কারণ এখন সমীপে রয়েছেন। বাচ্চারা রাখী বাঁধার জন্য যায়। যে সকল জিনিস পূর্বে হয়ে গেছে সেগুলিরই উৎসব পালিত হয়। বাচ্চারা, এ তো জানে যে, আজ থেকে ৫ হাজার বছর পূর্বেও এই প্রতিজ্ঞাপত্র লেখানো হয়েছিল, যার অনেক নামকরণও হয়েছিল। এ হলো পবিত্রতার চিহ্ন। সকলকে বলতে হবে পবিত্র হওয়ার জন্য রাখী বাঁধো। এও জানো যে, পবিত্র দুনিয়া সত্যযুগের আদি থেকে শুরু হয়। এই পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগ থেকেই রাখী উৎসব শুরু হয়, যা পুনরায় পালিত হবে যখন ভক্তি শুরু হবে, একেই বলা হয় অনাদি উৎসব। সেও কবে থেকে শুরু হয় ? ভক্তিমার্গ থেকে, কারণ সত্যযুগে এইসব উৎসব ইত্যাদি তো হয়ই না। এসব পালিত হয় এখানে। এই সমস্ত উৎসব ইত্যাদি সঙ্গমেই পালিত হয়, সেটাই পুনরায় ভক্তিমার্গ থেকে শুরু হয়। সত্যযুগে কোনো উৎসব হয় না। তোমরা বলবে যে, দীপমালা (দীপাবলী) হবে ? না। সেও এখানেই পালন করা হয়, ওখানে হওয়া উচিত নয়। যা এখানে পালন করা হয় তা ওখানে পালন করা যায় না। এসবই হলো কলিযুগের উৎসব। রাখীবন্ধন পালিত হয়, এখন একথা কিভাবে জানা যাবে যে, রাখী কেন পালিত হয় ? তোমরা সবাইকে রাখী বাঁধো, আর বল পবিত্র হও কারণ এখন পবিত্র দুনিয়া স্থাপিত হচ্ছে। ত্রিমূর্তির চিত্রতেও লেখা থাকে -- ব্রহ্মার দ্বারা পবিত্র দুনিয়ার স্থাপনা হয়, তাই পবিত্র বানানোর জন্য রাখীবন্ধন উৎসব পালন করা হয়। এখন হলো জ্ঞানমার্গের সময়। বাচ্চারা, তোমাদের বোঝানো হয়েছে যে, যদি কেউ ভক্তির কোনো কথা শোনায়, তবে তাদের বোঝান উচিত যে, আমরা এখন জ্ঞানমার্গে রয়েছি। ভগবান অদ্বিতীয়, জ্ঞানের সাগর, যিনি সমগ্র দুনিয়াকে নির্বিকারী বানান। ভারত নির্বিকারী ছিল, তখন সমগ্র দুনিয়াই নির্বিকারী ছিল। ভারতকে ভাইসলেস বানাতে সমগ্র দুনিয়াই ভাইসলেস হয়ে যায়। ভারতকে দুনিয়া(ওয়ার্ল্ড) বলা যাবে না। ভারত তো সমগ্র দুনিয়ার এক অংশ বিশেষ মাত্র। বাচ্চারা জানে, নতুন দুনিয়ায় শুধুমাত্র এক ভারত-ভূখন্ডই থাকে। ভারত-ভূখন্ডে অবশ্যই মনুষ্যও থাকবে। ভারত সত্যখন্ড ছিল, সৃষ্টির আদিতে দেবতা ধর্মই ছিল, তাকেই বলা হত নির্বিকারী পবিত্র ধর্ম, যার এখন ৫ হাজার বর্ষ পূর্ণ হয়েছে। এই পুরানো দুনিয়ার আর অল্পদিন বাকি রয়েছে। নির্বিকারী হতে কতদিন সময় লাগে ? সময় তো লাগেই। এখানে পবিত্র হওয়ার জন্য পুরুষার্থ করে। এ হলো সর্বাপেক্ষা বড় উৎসব। প্রতিজ্ঞা করা উচিত -- বাবা, আমরা পবিত্র তো অবশ্যই হবো। এই উৎসব সর্বাপেক্ষা বৃহৎ -- একথা বোঝান উচিত । সকলে আহ্বান(ডাকে) করে -- হে পরমপিতা পরমাত্মা, কিন্তু একথা বললেও বুদ্ধিতে পরমপিতা আসে না। তোমরা জানো, পরমপিতা পরমাত্মা আসেন জীবাত্মাদের জ্ঞান প্রদান করতে।

আত্মা-পরমাত্মা পৃথক ছিল বহুকাল এই মিলন মেলা এই সঙ্গমযুগেই হয়। কুন্ডমেলাও একেই বলা হয়, যা ৫ হাজার বছর পরে এই একবারই হয়। জলে স্নান(গঙ্গাস্নানের) করার উৎসব তো অনেকবার পালন করেছে, ওটা ছিল ভক্তিমার্গ। এ হল জ্ঞানমার্গ। সঙ্গম-কেও কুন্ড বলা হয়। বাস্তবে তিনটি নদী নেই, জলবাহিত নদী গুপ্ত কিভাবে হতে পারে! তোমাদের এই গীতা হল গুপ্ত । তাই একথা বোঝান হয় যে, তোমরা যোগবলের দ্বারা বিশ্বের রাজস্ব নাও, এরমধ্যে নৃত্য-গীত ইত্যাদি করার মতো কিছু নেই। ভক্তিমার্গ তো আধাকল্প পূর্ণমাত্রায় চলে, আর এই জ্ঞানমার্গ চলে এক জীবন। পরবর্তী দুই যুগে জ্ঞান থাকে না, থাকে জ্ঞানের প্রালম্ব (ফলভোগ)। ভক্তি তো দ্বাপর-কলিযুগ থেকেই চলে আসছে। জ্ঞান শুধু একবারই পাওয়া যায় আর তারপর তার প্রাপ্তি ভোগ চলে ২১ জন্ম পর্যন্ত। এখন তোমাদের জ্ঞান চক্ষু উন্মোচিত হয়েছে। পূর্বে তোমরা অজ্ঞান নিদ্রায় আচ্ছন্ন ছিলে। এখন রাথীবন্ধনে ব্রাহ্মণেরা রাথী পড়ায়। তোমরাও ব্রাহ্মণ। ওরা হল গর্ভজাত ব্রাহ্মণ-বংশীয়, তোমরা হলে (ব্রহ্মার) মুখ-বংশীয়। ভক্তিমার্গে কত অন্ধশ্রদ্ধা রয়েছে। পাঁকে আটকে পড়েছে। পাঁকে(কাদা) পা আটকে যায়, তাই না। মানুষও ভক্তির পাঁকে আবদ্ধ হয়ে পড়ে এবং সম্পূর্ণ গলা পর্যন্ত ডুবে যায়। তখন বাবা আসেন রক্ষা করতে, যখন ডুবে যেতে-যেতে শুধু শিখা(টিকি) বাকি থাকে। টেনে তোলার জন্য কিছু চাই তো, তাই না। বাচ্চারাও অনেক পরিশ্রম করে বোঝাবার জন্য। কোটি-কোটি মানুষ রয়েছে, এক-একজনের কাছে যাওয়ার জন্য পরিশ্রম হয়। সংবাদপত্রের মাধ্যমে তোমাদের বদনাম হয়েছে যে, এরা ভাগিয়ে নিয়ে যায়, ঘর-পরিবারকে অস্বীকার করে, ভাই-বোন বানিয়ে দেয়। শুরুতে একথা অনেক বিস্তারলাভ করেছিল। সংবাদপত্রের মাধ্যমে হইচই পড়ে গিয়েছিল। এখন এক-একজনকে তো পৃথকভাবে বোঝান সম্ভব নয়। পুনরায় এই সংবাদপত্রই তোমাদের কার্যে আসবে। সংবাদপত্রের মাধ্যমেই তোমাদের নামের মহিমা-কীর্তিত হবে। এখন ভাবনা চিন্তা করতে হবে যে -- কি করা উচিত যাতে বোঝে। রাথীবন্ধনের অর্থ কি? বাবা যখন এসেছেন পবিত্র করতে, তখন বাবা বাচ্চাদের থেকে পবিত্রতার প্রতিশ্রুতি করিয়ে নিয়েছেন। পতিতদের পবিত্র করছেন যিনি, তিনিই রাথী পড়িয়েছে।

কৃষ্ণের জন্মদিন পালন করে, তাহলে নিশ্চয়ই সে সিংহাসনে বসেছিল। কিন্তু তার রাজ্যাভিষেক কখনও দেখানো হয় নি। সত্যযুগের প্রারম্ভে লক্ষ্মী-নারায়ণ ছিল। তাদের রাজ্যাভিষেক অবশ্যই হয়েছিল। প্রিন্সের জন্মদিন পালিত হয়, কিন্তু তারপরে রাজ্যাভিষেক কোথায় হয়েছিল ? দীপাবলীতে রাজ্যাভিষেক হয়, অতি জাঁকজমক করে হয়, তা হয় সত্যযুগে। যে সমস্ত বিষয় সঙ্গমে হয় তা ওখানে হয় না। ঘরে-ঘরে আলোকসজ্জা এখানে হয়। ওখানে দীপাবলী ইত্যাদি পালিত হয় না। ওখানে তো আত্মাদের জ্যোতি জাগৃতই থাকে। ওখানে রাজ্যাভিষেকের উৎসব পালন করা হয়, দীপাবলী পালন করা হয় না। যতদিন পর্যন্ত আত্মাদের জ্যোতি জাগরিত না হয় ততদিন পর্যন্ত ঘরে ফিরে যেতে পারে না। এখন তো এরা সকলেই পতিত, এদের পবিত্র বানানোর জন্য বিচার-বিবেচনা করতে হবে। বাচ্চারা, বিচার-বিবেচনা করে বড়-বড় (গন্যমান্য) ব্যক্তিদের নিকটে যায়। বাচ্চাদের গ্লানি হয়েছে সংবাদপত্রের দ্বারা, পুনরায় মহিমাও হবে এদের সংবাদপত্রগুলির) মাধ্যমে। অল্প টাকাপয়সা খরচ করলেই ভাল-ভাল লিখবে। এখন তোমরা আর কত টাকাপয়সা দেবে ! টাকাপয়সা দেওয়াও তো একপ্রকার ঘুষ। এ তো নিয়ম বহির্ভূত। আজকাল তো ঘুষ ছাড়া কোন কার্যই সম্পন্ন হয় না। তোমরাও যদি ঘুষ দাও, আর ওইসব লোকেরাও যদি ঘুষ দেয় তবে তো দু'পক্ষই একসমান হয়ে যাবে। তোমাদের বিষয় হলো যোগবলের। যোগবল এত চাই যার মাধ্যমে তোমরা যেকোনো কারোর দ্বারা কার্য সম্পাদন করতে পারো। (জ্ঞানের) ভুঁ-ভুঁ করেই যেতে হবে। জ্ঞানের শক্তি তো

তোমাদের মধ্যেও রয়েছে। এইসমস্ত চিত্রাদির মধ্যে তো জ্ঞানই রয়েছে, যোগ হলো গুপ্ত। নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে বাবাকে স্মরণ করতে হবে, অসীম জগতের উত্তরাধিকার পাওয়ার জন্য। এ হলো গুপ্ত, যার দ্বারা তোমরা বিশ্বের মালিক হও। যেকোন স্থানেই বসে তোমরা স্মরণ করতে পারো। এখানে বসে থাকাকালীন তোমাদের শুধু যোগ নয়, সাধনা(গভীর যোগ) হয়। জ্ঞান আর যোগ দুই-ই সহজ। শুধু যদি ৭ দিনের কোর্স (সঠিকভাবে) করে নেওয়া যায়, ব্যস্। বেশী কিছুই প্রয়োজন নেই। তোমরা গিয়ে আবার অন্যদেরও নিজের সমান বানাও। বাবা জ্ঞানের, শক্তির সাগর। এই দুটি বিষয় হলো প্রধান। এঁনার (বাবা) থেকে তোমরা শক্তির আশীর্বাদ প্রাপ্ত করছ। স্মরণও অতি সূক্ষ্ম বিষয়।

তোমরা বাচ্চারা যদি বাইরে পরিভ্রমণে যাও, তথাপি বাবাকে স্মরণ কোরো। পবিত্র হতে হবে, দৈবী-গুণ(দিব্যগুণ) ধারণ করতে হবে। (তোমাদের মধ্যে) কোনো অবগুণ থাকা উচিত নয়। কাম-বিকারও অতি বড় অবগুণ। বাবা বলেন, এখন তোমরা আর অপবিত্র হয়ো না। যদি কোনো স্ত্রী সম্মুখে থাকেও তথাপি নিজেকে আত্মা মনে করে আমাকে অর্থাৎ বাবাকে স্মরণ কর। দেখেও দেখ না। আমরা তো নিজেদের পিতাকে স্মরণ করি, তিনি জ্ঞানের সাগর। তোমাদের নিজ-সম তৈরী করেন। তাই তোমরাও জ্ঞান সাগর হয়ে যাও। এতে সংশয় আসা উচিত নয়। তিনি হলেন পরম আত্মা। পরমধামে থাকেন, তাই পরম বলা হয়। সেখানে তোমরাও থাকো। এখন পুরুষার্থের নশ্বরের ক্রমানুসারে তোমরা জ্ঞান নিচ্ছ। পাস উইথ অনার যারা হয়, তাদের বলা হবে যে, তারা সম্পূর্ণ জ্ঞানের সাগর হয়েছে। বাবাও জ্ঞান-সাগর, তোমরাও জ্ঞানের সাগর। আত্মা ছোট-বড় হয় না। এমনকি পরমপিতাও বৃহৎ আকৃতির নন। এই যে বলা হয়, হাজার-হাজার সূর্যের থেকে তেজোময় - - এসব গল্পকথা। বুদ্ধির দ্বারা যে রূপে স্মরণ করে সেই রূপেই সাক্ষাৎকার হয়ে যায়। এরজন্য বুদ্ধিমত্তার প্রয়োজন। আত্মার সাক্ষাৎকার বা পরমাত্মার সাক্ষাৎকার তাহলে কথা তো একই হয়ে যাবে। বাবা উপলব্ধি করিয়েছেন -- আমিই পতিত-পাবন, জ্ঞানের সাগর। সময় মতো এসে তিনিই সকলের সঙ্গতি করেন। সর্বাপেক্ষা অধিক ভক্তি তোমরাই করেছ, তাই বাবা পুনরায় তোমাদেরই পড়ান। রাখীবন্ধনের পরে কৃষ্ণ-জন্মাষ্টমী হয়। তারপর হয় দশহরা। বাস্তবে তো দশহরার পূর্বে কৃষ্ণ আসতে পারে না। দশহরা প্রথমে হওয়া উচিত পরে কৃষ্ণের আসা উচিত, এর হিসেবও তোমরাই বের করবে। শুরুতে তোমরা কিছুই বুঝতে না। এখন বাবা কত সমঝদার বানান। শিক্ষকই তো বোধ-বুদ্ধিসম্পন্ন বানান, তাই না। তোমরা এখন জানো যে, ভগবান বিন্দু-স্বরূপ। সৃষ্টি রূপী বৃক্ষ কত বৃহৎ। উপরে আত্মারা বিন্দু-রূপে বিরাজমান। মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চাদের বোঝান হয়, বাস্তবে সমঝদার তো এক সেকেন্ডেই হওয়া উচিত। কিন্তু এমন প্রস্তুতবুদ্ধিসম্পন্ন যে বোঝেই না। তা নাহলে এ তো এক সেকেন্ডের ব্যাপার। প্রতি জন্মেই নতুন-নতুন লৌকিক পিতা পাওয়া যায়। এই অসীম জগতের পিতা তো একবারই এসে ২১ জন্মের উত্তরাধিকার দেন। এখন তোমরা অসীম জগতের পিতার কাছ থেকে অসীম জগতের আশীর্বাদ লাভ করছ। তোমাদের আয়ুও দীর্ঘ হয়ে যায়। এমনও নয় যে, ২১ জন্ম পর্যন্ত এক পিতাই থাকবে। না, যদিও তখন তোমাদের আয়ুও দীর্ঘ হয়ে যায়। ওখানে তোমরা কখনো দুঃখ দেখবে না। ভবিষ্যতে এই জ্ঞান তোমাদের মধ্যে থেকে যাবে। বাবাকে স্মরণ কর আর উত্তরাধিকার নাও। ব্যস্। যেমন লৌকিকে বাচ্চার জন্ম হয় আর সে উত্তরাধিকারী হয়ে যায়। যদি বাবাকে জেনে থাকো তবে বাবা আর উত্তরাধিকারকে স্মরণ কর, পবিত্র হও। দৈবী-গুণ ধারণ কর। বাবা আর অবিনাশী উত্তরাধিকার কত সহজ। লক্ষ্য বস্তুও (এইম অবজেক্ট) সম্মুখে রয়েছে।

এখন বাচ্চাদের ভাবতে হবে -- সংবাদপত্রের মাধ্যমে কিভাবে বোঝাতে পারি। ত্রিমূর্তির চিত্রও দিতে হবে। কারণ তাদের বোঝাতে হবে ব্রাহ্মণ দ্বারা স্থাপনা হয়। ব্রাহ্মণদের পবিত্র বানাতে বাবা এসেছেন, তাই রাখী পড়ানো হয়। পতিত-পাবন, ভারতকে পবিত্র বানাচ্ছেন, প্রত্যেককে পবিত্র হতে হবে। কারণ এখনই পবিত্র দুনিয়া স্থাপিত হচ্ছে। তোমাদের ৮৪ জন্ম এখন সম্পূর্ণ হয়েছে। যারা অনেকবার জন্মগ্রহণ করেছে তারাই সঠিকভাবে বুঝতে পারবে। পরে যারা আসবে তাদের খুশী কম থাকবে। কারণ তারা ভক্তিও কম করেছে। ভক্তির ফল দিতেই বাবা আসেন। কারা সর্বাধিক ভক্তি করেছে সেও তোমরা এখনই জেনেছ। নশ্বরের ক্রমানুসারে প্রথমে তোমরাই এসেছ। তোমরাই অব্যভিচারী ভক্তি করেছ। তোমরাও নিজেদেরকে প্রশ্ন কর যে, আমরা অধিক ভক্তি করেছি নাকি ইনি ? সর্বাপেক্ষা তীব্রগতিতে যারা সার্ভিস করে অবশ্যই তারা ভক্তিও অধিকমাত্রায় করেছে। বাবা নামও লেখেন -- যেমন, কুমারকা(দাদী প্রকাশমণি), জনক(জানকী দাদী), মনোহর, গুলজার রয়েছে। সকলেই হয় নশ্বরের ক্রমানুসারে। এখানে নশ্বরের ক্রমানুসারে বসাতে পারবে না। তাই ভাবনা চিন্তা করতে হবে -- রাখীবন্ধনের বিষয়টি সংবাদপত্রে কিভাবে লেখা হবে। এটা ভাল যে, মন্ত্রীদের কাছে যায়, রাখী পড়ায় কিন্তু পবিত্র তো কেউ হয় না। তোমরা বল যে, পবিত্র হও তবেই পবিত্র দুনিয়া স্থাপিত হবে। ৬৩ জন্মের জন্য বিকারী হয়ে গেছ, এখন বাবা বলেন, এই অন্তিম জন্মে পবিত্র হও। খোদাকে (ঈশ্বর) স্মরণ কর, তবেই তোমাদের মাথার উপরে যে পাপের বোঝা রয়েছে তা নেমে যাবে। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত।
আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা-রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) পাস উইথ অনার হওয়ার জন্য বাবা সম জ্ঞানসাগর হতে হবে। কোনও অবগুণ যদি ভিতরে থাকে, তবে তাকে যাচাই করে বের করে দিতে হবে। শরীরকে দেখেও না দেখে, আত্মা নিশ্চয় করে (অন্য) আত্মার সঙ্গে বার্তালাপ করতে হবে।

২) এত যোগবল জমা করতে হবে, যাতে নিজের সর্ব কার্য সহজেই হয়ে যায়। সংবাদপত্রের মাধ্যমে সকলকে পবিত্র হওয়ার সংবাদ দিতে হবে। নিজের সমান তৈরী করার সেবা করতে হবে।

বরদান : - শ্রেষ্ঠ কর্মের দ্বারা দিব্যগুণ-রূপী প্রভু প্রসাদ বন্টনকারী ফরিস্তা তথা দেবতা ভব

ব্যাখা :- বর্তমান সময়ে অজ্ঞানী আত্মাই হোক বা ব্রাহ্মণ আত্মা -- উভয়ের জন্যই আবশ্যিক হলো গুণ দান করার। তাই এই বিধিকে নিজের মধ্যে বা ব্রাহ্মণ পরিবারের মধ্যে আরও তীব্রতর কর। এই দিব্য-গুণ হলো সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ প্রভু প্রসাদ। এই প্রসাদকে সদা বন্টন কর, যেমন, স্নেহের চিহ্ন-স্বরূপ একে অপরকে টোলী(প্রসাদ) খাওয়াও, তেমনই দিব্যগুণের টোলী খাওয়াও। তবেই এই বিধির (নিয়ম) দ্বারা ফরিস্তা তথা দেবতা হওয়ার লক্ষ্য সকলের মধ্যেই প্রত্যক্ষরূপে দেখা যাবে।

স্লোগান : - যোগ-রূপী কবচ সদা পড়ে থাকলে, মায়া-রূপী শত্রু আঘাত করতে পারবে না।